CONTENTS

Friday, the 16th September, 1994

6. CALLING ATTENTION. 19—20

Shri Khagendra Jamatia, Shri Madab Chandra Saha and Shri Amal Mallik Called the attention of the Ministers concerned to the matters of urgent Public Importance. 20-21

7. LAYING OF PAPERS ON THE TABLE.

i) Shri Keshab Majumder, Hon'ble Minister laid on the Table of the House a Copy of the Tripura Municipal Ordinance, 1994:

ii) Shri Subodh Ch. Das. Hon'ble Minister, laid on the Table of the House a Copy each of informing Rules as required under Sub-Section (2) of Section 228 of the Tripura Panchayets Act, 1993,—

a) The Tripura Panchayats (constitution of State finance Commission) Rules, 1994.

b) The Tripura Panchayats (Election of Office Bearers) Rules, 1994.

c) The Tripura Panchayats (conduct of Election) Amendment Rules, 1994.

d) The Tripura Panchayats (conduct of Electton) (Second Amendment) Rules, 1994.

e) The Tripura Panchayats (conduct of Election) (Third Amendment) Rules, 1994.

Monday, the 19th September, 1994

Tuesday, the 20th September, 1994

LIST OF MEMBERS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY (SEVENTH LEGISLATIVE ASSEMBLY)

Sl No. & Name Constituency	Name of Members
1.	2.
1. Simna (ST)	Shri Pranab Deb Barma
2. Mohanpur	Shri Ratan Lal Nath
3. Bamutia (SC)	Shri Haricharan Sarkar
4. Barjala	Shri Arun Bhowmik
5. Khayerpur	Shri Pabitra Kar
6. Agartala	Shri Nripen Chakraborty
7. Ramnagar	Shri Surajit Dutta
8. Town Bardowali	Dr. Braja Gopal Roy
9. Banamalipur	Shri Ratan Chakraborty
10. Majlishpur	Shri Dipak Nag
11. Mandaibazar (ST)	Shri Rashiram Deb Barma
12. Takarjala (ST)	Shrimati Kartikkanya Deb Barma
13. Pratapgarh (SC)	Shri Anil Sarkar
14. Badharghat	Shri Jadab Majumder
15. Kamalasagar	Shri Matilal Saha
16. Bishalgarh	Shri Samir Ranjan Barman
17. Golaghati (ST)	Shri Niranjan Debbarma
18. Charilam (ST)	Shri Ashok Deb Barma
19. Boxanagar	Shri Sahid Choudhury
20. Nalchar (SC)	Shri Sukumar Burman
21. Sonamura	Shri Subal Rudra
22. Dhanpur	Shri Samar Choudhury
23. Ramchandraghat (ST)	Shri Dasarath Deb
24. Khowai	Shri Samir Deb Sarkar
25. Asharambari (ST)	Shri Bidya Ch. Deb Barma
26. Promodnagar (ST)	Shri Aghore Deb Barma
27. Kalyanpur	Shri Makhanlal Chakraborty
28. Krishnapur (ST)	Shri Khagendra Jamatia
29. Teliamura	Shri Jitendra Sarkar
30. Bagma (ST)	Shri Ratimohan Jamatia

1.	2.
31. Falgara (SC)	Shri Gopal Ch. Das
32. Radhakishorepur	Shri Pannalal Ghosh
33. Matabari	Shri Madhab Ch. Saha
34. Kakraban.	Shri Keshab Majumder
35. Rajnagar (SC)	Shri Sudhan Das
36 Belonia	Shri Amal Mallik
37. Santirbazar (ST	Shri Bajuban Reang
38. Hrishyamukh	Shri Dilip Choudhury
39. Jolaibari (ST)	Shri Brajendra Mog Choudhury
40. Manu (ST)	Shri Jitendra Choudhury
41, Sabroom	Shri unil Kr. Choudhury
42.. Ampinagar (ST)	Shri Debabrata Koloy
43. Birganj	Shri Ranjit Deb Nath
44. Raima Velly (ST)	Shri Ananda Mohan Roaja.
45, Kamalpur	Shri Bimal Singha.
46. Surma (SC)	Shri Sudhir Ch. Das
47. Salema (ST)	Shri Prasanta Deb Barma
48. Kulai (ST)	Shri Hasmai Reang
49. Chhawmanu (ST)	Shri Purnamohan Tripura
50. Pabiachhara (SC)	Shri Bidhu Bhusan Malakar
51. Fatikroy	Shri iBhudob Bhattacharjee
52. Chandipur	Shri Baidyanath Majumder
53. Kailashahar	Shri Tapan Chakraborty
54. Kurti	Shri Fayzur Rah man
55. Kadamtala.	Shri Umesh Ch. Nath
56. Dharmanagar	Shri Amitava Dutta
57. Jubarajnagar	Shri Ramendra Ch. Deb Nath
58. Pencharthal (ST)	Shri Anil Chakma
59. Panisagar	Shri Subodh Das
60. Kanchanpur (ST)	Shri Jenprasad Malsai

TRIPURA LEGISLATVE ASSEMBLY

SPEAKER

The Bimal Singha

DEPUTY SPEAKER

The Niranjan Deb Barma

PANEL OF CHAIRMEN

1. Shri Bidya Ch. Deb Barma

2. Shri Tapan Chakraborty

3. Shri Samir Deb Sarkar

SECRETARY

Shri B. K. Banerjee.

Sl. No.	Name of Minister.	Name of Department (s) assigned
1.	Shri Dasaratha Deb Chief Minister	1. Finance 2. Home 3. Planing and Co-ordination 4. Law 5. Other Department which are to yet allocated to any Minister.
2.	Shri Baidyanath Majumder Minister	1. Public Works (including IPC and PHE) 2. Rural Development
3.	Shri Samar Choudhury Minister	1. Revenue 2. Transport 3. Industries (Excluding Handloom, Handicrapts and Ciriculture)
4.	Shri Anil Sarkar Minister	1. Welfare of Scheduled Castes 2. Information and Cultural Affairs and Tourism 3. Education (Excluding Social Welfare and Social Education and Youth Programme and Sports) 4. Science Technology
5.	Shri Aghore Deb Barma Minister	1. Tribal Welfare (including A. D. C.)
6.	Shri Bajuban Reang Minister	1. Agriculture (including Horticulture)
7.	Shri Keshab Majumder Minister	1. Health and Family Welfare 2. Power. 3. Local Self Goverment.
8.	Shri Gopal Das Minister	1. Animal Husbandry. 2. Jail.

1,	2.
9. Shri Brajagopal Roy Minister	1. Food and Civil Supplies 2. Printing and Stationery 3. Statistics
10. Shri Fayzur Rahaman Minister	1. Forest
11. Shri Subodh Das Minister	1. Panchayat.
12. Shri Ranjit Debnath Minister of State	1. Labour including Employment (Independent Charge) 2. Industries
13. Shri Jitendra Choudhury Minister of State	1. Education 2. Social welfare and Social Education (Independent Charge) 3. Youth Programme and Sports (Independent Charge)
14. Shri Sukumar Barman Minister of State	1. Fisheries (Independent) 2. Welfare of Schedule Castes

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The House met in the Assembly House, Agartala, on Friday, the 16th September, 1994 at 11 A.M.

PRESENT

Shri Bimal Sinha, Hon'ble Speaker in the Chair, the Chief Minister in-charge (Shri Baidyanath Majumder) the Deputy Speaker, Nine Ministers, Three Ministers of State and 39th Members.

QUESTIONS & ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— আজকের কার্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্যগণের নামের পার্শ্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যগণের নাম ডাকলে তিনি তাঁর নামের পার্শ্বে উল্লেখিত যে কোন প্রশ্নের নাম্বার বলবেন। সদস্যগণ প্রশ্নের নাম্বার জানালে মন্ত্রী মহোদয় উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার।

(As Soon as the Hon'ble Speaker had taken the Chair. Sri Samir Rn. Barman. Leader of the opposition raised the incidents of attack on the Congrss (I) Candidates to the Panchayet Election in the State. He also alleged that the whole Election process. Were Conducted by way of adopting rigging up a Judicial Commission to enquire in to the whole affairs. The other Opposition Member also followed the Suit being dissatisfie with the Ruling of the Hon'ble Speaker. The opositton Mombers enbloe Staged a walk out 11.15. a.m. They however returned to the House 11.25. a.m)

ANNOUNCEMENT BY THE CHAIR

Mr. Speaker :—Hon'ble Members.

I would like to inform you that Hon'ble Chief Minister has kindly authorised the Hon'ble Minister Sri Baidyanath Majumder to perform the duties and discharge the functions relating to the business of Departments allocated to him during the present Session of the Assembly. Hon'ble Chief Minister also authorised Sri Baidyanath Majumder, Minister to perform the functions of the Leader of the House during this curient Session of the Assembly.

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিশালগড) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এই প্রতিবাদে হাউস থেকে আপাতত: বের হচ্ছি।

(মাননীয় বিরোধী সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করলেন)

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেবসরকার।

শ্রীসমীর দেবসরকার (খোয়াই) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার —১।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীফয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার—১।

প্রশ্ন

১) (ক) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে সারা রাজ্যে কি পরিমাণ বনজ সম্পদ পাচারকালে আটক করা হয়েছে ?

(খ) কি পরিমাণ বনজ সম্পদ বে-আইনীভাবে রাখা ও ব্যবহারের চেষ্টা করার সময় আটক করা হয়েছে ?

২) আটক করা বনজ সম্পদ থেকে কত পরিমাণ মাশুল ও জরিমানা আদায় করা হয়েছে এবং

৩) এ সম্পর্কে কতটি মামলা নথীভুক্ত হয়েছে এবং এই সব মামলায় কোন দুর্নীতিগ্রস্ত বনকর্মী জড়িত আছে কিনা ?

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ইং আর্থিক বছরে সারা রাজ্যে আটক কৃত বনজ সম্পদের পরিমাণ নিম্নরূপ :-

ক) পাচারকালে আটক কৃত বনজ সম্পদের পরিমাণ :- কাঠ - ১, ৩৪৪'৬৫৬ ঘন মিঃ। জ্বালানী কাঠ-৫৫২'৫০৮ ঘন মিঃ, খুঁটি বা পালা-১৬,১১২'৩৫০ প্রতি মিঃ। বালি-৩৫'৫০০ ঘন মিঃ। বল্লি- ১৬২টি বাঁশ-১৭,৯০০টি। ছন - ১৮৩ বোঝা।

খ) বে-আইনীভাবে রাখা ও ব্যবহারের চেষ্টা করার সময় আটককৃত বনজ সম্পদের পরিমাণ :- কাঠ - ৯০৮'৩৬৭ ঘন মিঃ, জ্বালানী কাঠ- ৬৩৩'৫১৫ ঘন মিঃ, খুঁটি বা পালা-২৬৭২'৮৬০ প্রতি মিঃ। পাথর - ৬১১'৪১৪ ঘন মিঃ, বালি- ৩০'০০০ ঘন মিঃ, বল্লি - ৪৭৩টি, বাঁশ- ২৫'৫৫০টি, ছন-২৮৩ বোঝা।

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরে আটককৃত বনজ সম্পদ থেকে আমদানিকৃত মাশুল ও জরিমানার পরিমাণ নিম্নরূপ :—

প্রকার	মাশুল (টাকায়)	জরিমানা (টাকায়)
১) পাচারকালে আটককৃত বনজ সম্পদ থেকে	১৫,৪২,১৩৭৭'১২	২,৬৫,৭৩০'২৫
২) বেআইনী রাখা ও ব্যবহারের সময় আটককৃত বনজ সম্পদ থেকে মোট	৭,৪০,৯৮৯'০০	২,২১,৪৯৮'০০
	২২,৮৩,১২৬.৯২	৪,৮৭,২২৮'২৫

৩) এ সম্পর্কে নথীভুক্ত মামলার পরিমাণ মোট ১৭৮০টি। উহার বিস্তারিত হিসাব নিম্নে :-

প্রকার	বিভাগীয় স্তরে নিষ্পত্তি কৃত মামলার সংখ্যা	আদালতে বিচারাধীন মামলার সংখ্যা
১) পাচারকালে আটককৃত বনজ সম্পদের জন্য	৯২২ টা	২১৬ টা
২) বেআইনী রাখা ও ব্যবহারের সময়ে আট কৃত বনজ সম্পদের জন্য	৫২৭ টা	১১৫ টা
মোট	১৪৪৯ টা	৩৩১ টা

উপরোক্ত ১৭৮ টি মোকদ্দমায় কোন বন কর্মচারী দুর্নীতিতে জড়িত বলে প্রমাণ নেই।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর)-:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তথ্য দিয়েছেন ১৯৯৩-৯৪ সালে মোট মামলা করা হয়েছে ১৭৮০টি। সেগুলি কি জোট রাজত্বের এই পাঁচ বৎসরে যে বন ধ্বংস করেছিল, তার বহু তথ্য আমরা এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছিলাম, সে সমস্ত কেস্‌গুলি বিশেষ করে খোয়াই মহকুমায় বহু কেস্ রয়েছে এবং খোয়াই মহকুমার এস. ডি. ও সাহেব পর্যন্ত সেখানে মহকুমায় বহু কেস্ করেছিলেন

এই চরাই চালানকারীদের বিরুদ্ধে। সিধাই থানায় তাদের ১১-১২টি ট্রাক আটক করেছিলেন। এই সমস্ত মামলাগুলি তার সঙ্গে অন্তর্ভুক্ত কি না-তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী ফয়জুর রহমান :— মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রশ্ন করেছিলেন। ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে কতটা মামলা হয়েছে। এখন পাঁচ বছরের হিসাব যদি তিনি আলাদা আলাদাভাবে দেন আমি উত্তর দিতে পারি। এইটা শুধু ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বছরের মোট ১৭৮০টি মামলা করা হয়েছে।

শ্রীসমীর দেবসরকার — সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না যে এই যে বে-আইনী পাচারকাল যে সমস্ত কাঠ আটক করা হয়েছে সেগুলির মধ্যে সীমান্তের ওপারে যাওয়ার মত ব্যবস্থা করে রেখেছিল, এমন অবস্থায় কি পরিমাণ কাঠ আটক করা হয়েছে এবং কি পরিমাণ কাঠ বাড়ী ঘরে স্থানীয়ভাবে ব্যবসা করার জন্য রেখেছে তা আটক করা হয়েছে?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইটা কি করে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্তর দেবেন কি করে এটা সম্ভব হয়। আই অ্যাম সরি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য **শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই**

শ্রীলেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ২১

প্রশ্ন নং (১) কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রছায়া আবাসিক বিদ্যালয়ের যে ছাত্রী নিবাসটি ভগ্ন অবস্থায় পড়ে আছে তাহা পুনরায় মেরামত করে ছাত্রীদের ভর্তি করার জন্য কোন পরিকল্পনা নেওয়া হবে কি না?

উত্তর : ইন্দ্রছায়া আবাসিক বিদ্যালয় নামে কাঞ্চনপুরে কোন বিদ্যালয় নেই। তবে সেখানে পূর্ণজয় চৌধুরী পাড়া হাইস্কুল নামে একটি আবাসিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাসটি মেরামত করার জন্য পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন নং (২) যদি এই ব্যাপারে কোন পরিকল্পনা নেওয়া হয়ে থাকে তবে তাহা কবে নাগাদ কার্যকরী করা হবে?

উত্তর উক্ত পরিকল্পনা ১৯৯৬-৯৭ ইং আর্থিক বর্ষে কার্যকরী করা হবে?

প্রশ্ন নং (৩) না নেওয়া হয়ে থাকলে তার কারণ?

উত্তর প্রশ্ন উঠে না।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাসহর) :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ৬৬।

শ্রীরনজিৎ দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

প্রশ্ন

১। দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল রাজ্যে এমন শ্রমিকের সংখ্যা কত, এবং

২। তাদের মধ্যে কতজনের লেবার-কার্ড আছে?

: উত্তর :

১। দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল রাজ্যে এমন শ্রমিকের সংখ্যা ২,৬৮,৯৮৬ জন।

২। তার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১,৯৩,৭৪৭ জনের লেবার কার্ড আছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যে তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিয়েছেন তা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় ৭০,০০০ এর উপরে লেবার কার্ড দৈনিক মজুরীর উপর নির্ভরশীল শ্রমিকদের নেই। আমি জানি যে আজকে রাজ্যে যত কর্মসংস্থানের পরিকল্পনা রয়েছে তার মধ্যে শ্রমিকের প্রাথমিক পরিচয় হচ্ছে তার লেবার কার্ড। সেই দিক থেকে এই যে ফিগার দেখানো হয়েছে এবং যারা লেবার কার্ড পেলোনা তাদেরকে লেবার কার্ড ইস্যু করার ক্ষেত্রে কার্য্যকরী

পদক্ষেপ নেওয়া হবে কিনা তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরায় নূতন পঞ্চায়েত হয়েছে এবং লেবার কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে সেখানে আর, ডি, দপ্তর তার কাজকর্মের সংস্থানের উপর নির্ভর করে বলা হয়েছে যে প্রত্যেক শ্রমিককে ১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি করতে হচ্ছে। সেই দিক দিয়ে ২ লক্ষ ৮৬ হাজার ৯ শত ৮৬ জন দৈনিক মজুর আছেন যারা তাদের সম্পূর্ণ আয় তাদের মজুরির উপর নির্ভর করে। আমরাও চাইছি সেই ২,৮৬,৯৮৬ জনকে যাতে লেবার কার্ড দেওয়া যায় সেই জন্য পর্যায় ক্রমে পঞ্চায়েত সমিতিগুলি তাদের লেবার কার্ড দেওয়ার জন্য বিবেচনা করবেন।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে সংখ্যার কথা উনি বলেন তার মধ্যে ব্লক ভিত্তিক বা ডিষ্ট্রিক্ট ভিত্তিক কোন হিসাব মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারবেন ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, ব্লক ভিত্তিক দেওয়া যাচ্ছে না, তবে জেলা ভিত্তিক যেটা আছে সেটা এই রকম। মোট ২,৮৬,৯৮৬ জন তার মধ্যে উত্তর জেলায় ৭৩,০৮৬ জন দক্ষিণ জেলায় ৮৯,৪৮৩ জন এবং পশ্চিম জেলায় ১,১৬,৭১৭ জন, আর যারা লেবার কার্ড পেয়েছেন এই রকম উত্তর জেলায় ৫১,৮২৫ জন দক্ষিণ জেলায় ৪১,২০৬ জন এবং পশ্চিম জেলায় ১,০১,০১৬ জন

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যারা লেবার কার্ড পেয়েছেন এবং জেলা ভিত্তিক যা ব্রেকআপ আমরা পেলাম তার মধ্যে এস. টি. এস. সি. এবং জেনারেল তার কোন ব্রেক-আপ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, না এই রকম কোন ব্রেক-আপ আমার হাতে নেই।

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, লেবার কার্ড পাননি এই রকম কোন অভিযোগ দপ্তরের কাছে আছে কিনা ?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কোন অভিযোগ এখন পর্যন্ত আমার দপ্তরে আসেনি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী মহোদয়।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে লেবার কার্ড বলা হচ্ছে আমরা লক্ষ্য করছি তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর কার্ডের যে সিস্টেম চালু করেছে সেটা দেখছি পারিবারিক কার্ড এবং ঐ পরিবারের ৭ থেকে ৫ জন যারা লেবার আছেন তারা সবাই ঐ কার্ডের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত এবং ঐ কার্ডের মধ্য দিয়ে পরিবারের লোক কাজ পাবে, এখানে সংখ্যাটা যেটা বলা হচ্ছে পারিবারিক লেবার কার্ডের সংখ্যা হিসাবে নাকি প্রত্যেক লোকের লেবার কার্ডের সংখ্যা হিসাবে ? সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে জানতে চাই।

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে প্রত্যেক শ্রমিকের নামেই কার্ড ইস্যু করা হয়। এখানে যে সংখ্যাটা এসেছে সেটা শ্রমিকের নামের ভিত্তিতেই এসেছে।

[বিরোধী সদস্যদের সভা কক্ষে প্রবেশ]

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান ৪২

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৪২

প্রশ্ন

১। কতজন মহিলা কৃষি-শ্রমিককে (ক্ষেতমজুর) চলতি আর্থিক বছরে এখন পর্যন্ত প্রসবকালীন ভাতা প্রদান করা করা হয়েছে, (মোট টাকার পরিমাণ সহ) এবং

২। এরকম কতগুলি দরখাস্ত এখনো বিবেচনাধীন আছে?

উত্তর

১। চলতি আর্থিক বছরে আমাদের লেবার দপ্তর থেকে প্রসবকালীন ভাতা প্রদান করা এখন পর্যন্ত সম্ভব হয়নি।
২। মোট ১ হাজার ৬ শত ৩৮টি দরখাস্ত এখন পর্যন্ত বিবেচনাধীন আছে। তবে আমরা এরমধ্যে ত্রিপুরা সরকারের অর্থ দপ্তর থেকে ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছি ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৯৫ইং। আমরা ত্রিপুরা সরকারের কাছ থেকে ১০ লক্ষ টাকা পেয়েছি। যদিও আমাদের প্লেনে ছিল ৪ লক্ষ টাকা। আমরা সেই টাকা এখন পর্যন্ত পাইনি। ত্রিপুরা সরকার নন প্লেন খাতে ১০ লক্ষ টাকা দিয়েছেন এবং সেখানে আমরা তিনটি জেলায় যতগুলি দরখাস্ত জমা পড়েছে এখন পর্যন্ত সেই চাহিদা অনুযায়ী ৩টি জেলায় টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি। পশ্চিম জেলায় শ্রম অফিসে আমরা ৪ লক্ষ ২৭ হাজার ৩ শত ২৪ টাকা, উত্তর জেলায় শ্রম অফিসে ৯০ হাজার টাকা এবং দক্ষিণ জেলার শ্রম অফিসে ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৬ শত ৪৮ টাকা বরাদ্দ করা আছে। এবং যা দরখাস্ত আছে সবগুলির টাকা আমরা হিসাব করে দিয়ে দিয়েছি।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের জানা আছে যে অনেক দরখাস্ত করে রেখেছেন কিন্তু টাকা পাচ্ছে না। সেই ক্ষেত্রে এই সিলেকসান করার নর্মসটা কি?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:— মিঃ** স্পীকার স্যার, যতদিন পঞ্চায়েত ছিল না, আমাদের সরকার আসার পূর্বে দেখেছি জোট সরকারের আমলে সেখানে লেবার অফিসার যিনি থাকতেন উনারাই এইগুলি করতেন, ফরম বিলি করতেন এবং সেইগুলি আইডেনটিফিকেশান করে জমা দিতেন। কিন্তু আমরা ক্ষমতায় আসার পর আমরা ব্লকের মাধ্যমে এই আইডেনটিফিকেশান করার জন্য আমরা ব্লকে নির্দেশ দিয়েছি। সেখানে বি, এ, সির মাধ্যমে যারা পাওয়ার উপযুক্ত প্রসবকালীন ভাতা, ডাক্তারের সার্টিফিকেট সহ সেখানে আইডেনটিফিকেশন হয়ে আসলে পরে লেবার অফিসারের মাধ্যমে সেগুলির পেমেন্ট হয়। তবে ইদানিংকালে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। আমরা পাওয়ার ডেলিগেশনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত স্তরে আমরা ফরম বিলি এবং আইডেনটিফিকেশন-এর কাজ পঞ্চায়েত-এর হাতে তুলে দেবার জন্য আমরা এই পাওয়ার ডেলিগেশন করি।

শ্রীসমীর দেবসরকার :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন তাতে আমার একটা বিভ্রান্তি থেকে যাচ্ছে। কারণ আমরা দেখেছি যে এবং [illegible] সারা রাজ্যে ১ হাজার ৬ শত ৯৮ জন দরখাস্ত জমা পড়েছে। আমার যে ধারনা এবং আমরা যে দরখাস্তগুলিতে ফরোয়ার্ড করেছি তার মধ্যে খোয়াই বিভাগ থেকে কম করে হলেও ৭ থেকে ৮শ দরখাস্ত পাঠানো হয়েছে [illegible], এই তথ্যটা কি দপ্তর ভিত্তিক না বিভাগ ভিত্তিক, নাকি রাজ্য ভিত্তিক দেওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও কোন [illegible] ত্রুটি আছে [illegible] না এটা তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে সঠিক তথ্য আছে কিনা এবং সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় [illegible] দেখবেন কিনা?

আর দুই নাম্বার হচ্ছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এই সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে বি, এ, সিকে এই সমস্ত ব্যাপারে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আমি যতটুকু জানি বি, এ, সি, সদস্য হিসাবে হয়ত আমরা দরখাস্তে রিকমেনডেশন করছি কিন্তু বি, এ, সিতে আলোচনা হয় না। সেই ধরনের কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে বিশেষ করে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ, এটা সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য প্রথমে যা বললেন যে, উনার সেখানে যেসমস্ত দরখাস্ত পড়েছে সাতশ থেকে আটশ। তবে আমাদের লেবার দপ্তরে এখন পর্যন্ত যে সংখ্যা এসেছে আমি সেটাই বলেছি যে এরমধ্যে যদি কোন রকম অসংহতি থাকে তাহলে নিশ্চয় আমরা সেটা বুঝে দেখব এবং যারা উপযুক্ত প্রাপ্ত পাওয়ার সেই ক্ষেত্রে আমাদের কাছে টাকা আছে আমরা সমস্ত টাকা দিতে পারব। দ্বিতীয়তঃ পঞ্চায়েত সম্পর্কে

বলেছেন। আমি আগেই বলেছি পঞ্চায়েতের হাতে সমস্ত বিষয়টা তুলে দেব এবং যাতে সুষ্ঠভাবে টাকাটা প্রদান হয় এবং সঠিক লোক যাতে পেতে পারে তার ব্যবস্থা করা হবে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, এটা ঠিক যে, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার এখন যে পদ্ধতি নিয়েছেন এটা খুবই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু যেভাবে এখানে বলা হচ্ছে যে, বি এ, সি-তে আমরা জানাচ্ছি না। অথচ যে লেবার অফিসারের মাধ্যমে যে ফরম বিলি হচ্ছিল কিন্তু দেখা গেছে সেই লেবার অফিসার সময়মত অফিসে থাকেন না, অনেক ঘুরাঘুরির পরও তাদের কাছ থেকে ফরম পাওয়া যায় না। এই রকম বহু অসুবিধা ভোগ করছি। যারজন্য প্রকৃত যারা প্রার্থী তারা ফ্রম পাচ্ছে না। কাজেই অতিসত্বর এই অসুবিধাগুলি দুর করে সেটা যাতে সহজে পাওয়া যায় সেই ব্যবস্থা করবেন কিনা? এবং তার হার কত করে প্রসূতি ভাতা সরকার নির্দ্ধারণ করছেন সেটা জানাবেন কিনা?

শ্রীরঞ্জিত দেবনাথ (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, হ্যাঁ, পদ্ধতিগত ভাবে অনেক ক্রটি ছিল, বর্তমানে এটাকে সুষ্ট পদ্ধতি এবং পঞ্চায়েতের একটা যাতে বিরাট ভূমিকা থাকে, প্রসবকালে ক্ষেতমজুর মহিলা যারা আছেন তারা যাতে সেই টাকাটা সুষ্টভাবে পেতে পারে সেই সমস্ত ক্ষমতাটা পঞ্চায়েতের হাতে দিয়ে দিচ্ছি। আমরা এখানে দুই সন্তান পর্য্যন্ত যে সমস্ত ক্ষেতমজুর মহিলারা আছেন তাদের ক্ষেত্রে আমরা সেই টাকাটা প্রদান করি। যাদের প্রথম ইস্যুতে একটি মাত্র সন্তান আছে তাদেরকে আমরা ৬ সপ্তাহের মজুরি দিয়ে থাকি, এবং ৪২ দিনের তাতে মোট ৯৯৩ টাকা আসে। প্রসবের আগে তিন সপ্তাহের টাকাটা দিয়ে থাকি আর প্রসবের পর বাকী তিন সপ্তাহের টাকাটা দিয়ে থাকি। দ্বিতীয় ইস্যু, দ্বিতীয় সন্তানের ক্ষেত্রে আমরা সেই ক্ষেত্রে ২৮ দিনের মজুরিটা দিয়ে দেই। এবং টাকার পরিমাণ হল ৬৬৯ টাকা। সেই ক্ষেত্রে প্রসবের আগে দুই সপ্তাহ আর প্রসবের পরে দুই সপ্তাহ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রনব দেববর্মা।

শ্রীপ্রনব দেববর্মা (সিমনা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার **৭৩ স্যার।**

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার **৭৪ স্যার।**

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরাতে মোট কয়টি উচ্চ এবং দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আছে এবং

২। ১৯৯২-৯৩ ইং শিক্ষাবর্ষে কয়টি হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় একজন ছাত্রছাত্রীও উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই।

৩। বর্তমানে ১৯৯৭ ইং শিক্ষাবর্ষে উক্ত স্কুলগুলিতে ছাত্র-ছাত্রীরা যাতে মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে এবং ভাল রেজাল্ট করতে পারে এরজন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে কিনা?

৪। যদি করা হয়ে থাকে তবে তাহা কি কি?

উত্তর

১। ত্রিপুরাতে মোট ৩৩৮ টি হাইস্কুল এবং ১৫১ টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় আছে।

২। ১৯৯২-৯৩ ইং শিক্ষাবর্ষে ২৩ টি হাইস্কুল থেকে একজন ছাত্রছাত্রীও পাশ করতে পারে নাই।

৩। হ্যাঁ।

৪। শিক্ষকের সুষম বন্টনের মাধ্যমে ঐ সমস্ত বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষকের সংস্থান রাখার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা মন্ত্রীবাহাদুরের কাছ থেকে জানতে চাই এই ২৩টি স্কুল থেকে ছাত্রছাত্রীরা বিগত শিক্ষাবর্ষে ১ জনও পাশ করতে পারেনি, এর মূল কারণটা কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা এখানে উল্লেখ করেছি যে শিক্ষকের অ-সমবন্টন এবং এটা আমরা এসেই চেষ্টা করছি যে, সব স্কুলের কম সাবজেক্ট টিচার নেই সেখানে তাদেরকে পাঠানো যায় কিনা এবং কোন কোন স্কুলে শিক্ষক অতিরিক্ত আছে যেমন শহরের স্কুলগুলিকে শিক্ষকের উদ্বৃত আছে। আবার গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলিতে শিক্ষকের অভাব আছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে চেষ্টা করেও তা বিভিন্ন কারণে করে উঠতে পারিনি। কখনো পঞ্চায়েত নির্বাচন, আবার কখনো শিক্ষাবর্ষে মাঝ খানে, আমরা তা চেষ্টা করে যাচ্ছি, এটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে এমন কোন জায়গা আছে দুরবর্তী গ্রামাঞ্চল বা পার্বত্য এলাকার মধ্যে সেই সব জায়গায় অনেক সময় শিক্ষক গিয়ে সেখানে থাকতে চায়না। এছাড়া সেখানে বৈরীর সমস্যা আছে। তাদের উপরে, নানারকম কর ধার্য্য করে মাসে মাসে এবং বিভিন্ন সময় যারা কর্মরত অফিসার আছেন যেমন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক এদেরকে কিভাপ করা হয় এবং এতে একটা অবিশ্বাস ও ত্রাস আসে, কাজেই এইসব কারণে দুরবর্তী গ্রামাঞ্চলে পার্বত্য এলাকায় শিক্ষার কাজটা ব্যহত হচ্ছে। আর বিভিন্ন সময়ে বিশেষত জোট রাজত্বে সেই গ্রামাঞ্চল থেকে, দুরবর্তী অঞ্চল থেকে একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের শহরে নিয়ে এসেছে। সেখানে অনেক ব্যাপার আছে। কাজেই, এই গুলিকে ব্যালেন্স করতে কিছু একটা সময় লাগবে। আমরা তার চেষ্টা করছি এবং এটা একটা কঠিন কাজ। এই সব কারণে গ্রামাঞ্চলে, পার্বত্য অঞ্চলে শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে নানা রকম বিপর্যয় এবং আঘাত দেখা দিচ্ছে। এই গুলিও একটা কারণ।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বলছেন যে সারা রাজ্যে ২৩টি স্কুলে একজন ছাত্রছাত্রীও মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। এই ২৩টি স্কুল কোন কোন সাব-ডিভিশনে জানাবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে অনেক সময় নেবে। একটি উত্তরে এক মিনিট করে ২৩ মিনিট সময় নেবে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে শিক্ষাক্ষেত্রে যে অবনয়ন তার থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার শিক্ষকদের সুসমবন্টন। স্যার, এটা সরকারী স্কুলের জন্য প্রযোজ্য। আমার অভিজ্ঞতায় আমি বলছি, আমার এলাকায় একটি প্রাইভেট বালিকা বিদ্যালয় আছে। সারদাময়ী বিদ্যানিকেতন। সেটি হাইস্কুল এখানের গত কয়েক বছরের রেজাল্ট তাতে দেখা যায় ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ১ বা ২ জন পাশ করে এবং দুই বৎসর সেখান থেকে কোন ছাত্রছাত্রী রিটার্ণ করেনি। এ বৎসরেও এখান থেকে একজন ছাত্রীও পাশ করেনি। এই সমস্ত স্কুলগুলির তার মান উন্নয়ের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ নিবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার :— একটা স্কুল ক্রমাগত রেজাল্ট খারাপ করছে। তিন বৎসর যাবৎ একজনও পাশ করছে না। সেই স্কুলটা তেলিয়ামুড়া। শহরের পাশে সেখানে শিক্ষক নিশ্চয়ই আছে। কারণ, অনেক দুর গ্রামাঞ্চলে দেখা গেছে নয়জন শিক্ষক দিয়ে সেখানে তিনজন ছাত্র প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছে যেখানে সাবজেক্ট টিচার নেই। ঐ সব জায়গায় [illegible] হয়ে গেছে আর তেলিয়ামুড়ার মত জায়গায় যদি এই রকম হয় এটা আমার পক্ষে একটি কিছু বলা খুবই কষ্টসাধ্য।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— স্যার, আমি মনে করি, এই স্কুলটিকে সরকার অধিগ্রহণ করা দরকার এবং এই না হলে পরে এই ক্রনিক ডিসিস শেষ হবে না। কাজেই, সরকারের কাছে আবেদন করব তেলিয়ামুড়ার যারা অভিভাবক আছে···

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, এটা মূল প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত নয়। এটার উত্তর দেওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না।

মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৭৭

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারামবাড়ী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ত্রিপুরা রাজ্যের শহর ও শহরতলী ছাড়া অন্যান্য

জায়গায় যে সমস্ত স্কুলগুলি আছে, সেগুলির কয়টিতে প্রধান শিক্ষক আছেন এবং কয়টিতে নেই আর সেগুলিতে কতজন করে অন্যান্য শিক্ষক আছেন, জানাবেন কি ? আর মাননীয় মন্ত্রী কি জানেন যে শহর এর বিভিন্ন স্কুলগুলিতে ৬০ থেকে ৯০ জন করে শিক্ষক আছেন। কাজেই, শহরগুলির যে সমস্ত স্কুলে প্রয়োজনের বেশী শিক্ষক আছেন সেই সব শিক্ষক থেকে যেখানে শিক্ষকের অভাব আছে, সেগুলি পুরণ করা হবে কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, যেখানে সারপ্লাস শিক্ষক আছেন, সেখান থেকে অন্যত্র শিক্ষক পাঠানোর চেষ্টা আমরা করছি। স্যার, হেডমাষ্টার নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের একটা টেকনিক্যাল অসুবিধা আছে, সেটা হল ত্রিপুরাতে ৩১ পার্সেন্ট এস, টি, এবং ১৬ পার্সেন্ট এস, সি, রয়েছে এবং চাকুরীর ক্ষেত্রে তাদের জন্য রিজার্ভেশান রয়েছে, যেটার ব্যাক লগ আমাদের এখন টানতে হচ্ছে, অথচ তাদের মধ্য থেকে যোগ্যত সম্পন্ন লোক পাওয়া যাচ্ছে না। গত বারে সারারাজ্যে ৩ হাজারের মতো এস, টি; ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে মাত্র ৭৫০ জন পাশ করেছে, যাদের অধিকাংশই পাশ, খুব কম ছেলেই কার্যত ডিভিশন পেয়েছে, এইরূপ ডিগ্রি অথব অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষায়ও তাদের এই অবস্থা। কাজেই, হেডমাষ্টার হতে গেলে যে যোগ্যতার প্রয়োজন, সেই যোগ্যতা সম্পন্ন লোক তাদের থেকে পাওয়া যাচ্ছে না! যদিও বা পাওয়া গেলো তাহলেও ৫ থেকে ৭ বছর চাকুরী করতে হবে, তারপরে তাদের প্রমোশনের প্রশ্ন আসবে! কাজেই, এই ধরণের কতকগুলি টেকনিক্যাল অসুবিধা রয়েছে, যেগুলি আমাদের সবারই বিবেচনা উচিত। এক-জন ট্রাইবেল হেড মাষ্টার অথবা একজন তফসিলী হেডমাষ্টার চাওয়া মাত্র, আমরা তাদের সন্তুষ্ট করতে পারবো না, কেননা রিজার্ভেশানটা এখানে ষ্ট্রিক্টল ফলো করা হচ্ছে, তার উপর তো ব্যাক লগটাও আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে রাজ্যে ২৩টি স্কুলের অবস্থা বিশেষ ভাল নয়, তাই আমি জিজ্ঞাসা করতে চাইছি যে ঐ স্কুলগুলিতে যাতে লেখাপড়াটা ভালভাবে চলে, তারজন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ? কারণ, যে স্কুলে হেড মাষ্টার নেই, নেই স্কুল তো বন্ধ করে দেওয়া যাবে না।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— হেডমাষ্টার না থাকলে, স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় না।সেই স্কুলে ডেজিগনেটেড হেড মাষ্টার দিয়ে কাজ চালানো হয় এবং তাঁকে ফিনানসিয়েল অধিকার ছাড়া, আর সব অধিকারই দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই, স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধাই নেই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত স্কুলে ডেজিগনেটেড হেড মাষ্টার আছে, সেই স্কুলের অবস্থাটা কেমন জানাবেন কি ?

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, এমন অনেক হেডমাষ্টার আছেন, যাকে অনেক মাষ্টার মশাইরাই মানেন না, ছাত্র-ছাত্রীরা দূরের কথা। তাই, এই হেডমাষ্টার সম্পর্কে এইসব প্রশ্ন আলোচনা করার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না।

মিঃ স্পীকার :—**শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ** মহোদয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৭৮ সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীজিতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশ্চান নং ৭৮

প্রশ্ন	উত্তর
১) রাজ্যে অঙ্গনওয়ারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?	১) রাজ্যের অঙ্গনওয়ারী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি করার কোন পরিকল্পনা আপাততঃ নেই।
২) যদি না থাকে তবে তার কারণ ?	২) রাজ্যের অঙ্গনওয়ারী কর্মচারীরা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনাধীন (সুস্থ শিশু উন্নয়ন সেবা) কেন্দ্রীয় সরকারই বেতন ও ভাতা নির্ধারণ করিয়া থাকে।

QUESTIONS & ANSWER

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, অঙ্গনওয়াড় ওয়ার্কারেরা কোন ক্লাশের ? তারা থ্রি ? না ফোর ?

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) **:—** মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের ওয়ার্কটা হলো ভলুনটারী ওয়ার্ক। তার জন্য সাম্মানিক ভাতাপেয়ে থাকেন।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে যে অঙ্গনওয়ারী ওয়ার্কার আছে তাদের মধ্যে কেউ মাধ্যমিক পাশ, কেউ টুয়েলভ পাশ। সরকারের একটা পরিকল্পনা ছিল তাদেরকে সরকার অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে ক্রমান্বয়ে পোষ্ট ক্রিয়েট করে তাদেরকে নেওয়া হবে । মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই পর্যন্ত কত জনকে নিয়মিত রাজ্য সরকারের কর্মচারী হিসাবে বিভিন্ন দপ্তরে নেওয়া হয়েছে।

শ্রীজীতেন্দ্র চৌধুরী (রাষ্ট্রমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, এই রকম একটা পরিকল্পনা আছে। তবে এখন পর্যান্ত কত জনকে নিয়মিত করা হয়েছে এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে সোসিয়েল এবং সমাজ কল্যাণ দপ্তরে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে কিছু সংখ্যক অঙ্গনওয়াড়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য **শ্রীনৃপেন চক্রবর্ত্তী মহোদয়**। উনি উপস্থিত নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ইন্টারেসটেড।

Shri Khagendra Jamatia :— Mr. Speaker Sir, addmittcd question No. 92, Tribal Welfare Deptt.

Shri Aghore Deb Barma (Minister) :— Mr. Speaker Sir admitted question No. 92.

Question.

1. Total expenditure incurred by the Government for implementation of Rajib-Hrangkhol and memorandum of understanding.

Answer.

রাজীব রাংখল চুক্তি কার্যাকর করার জন্য সরকার এ পর্যন্ত ৩২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা খরচ করেছেন।

Question.

2. If the TNV Leader his mis-used the money given to him for implementation of the Accord.

Answer.

2. এই ধরণের কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই।

Question

3. If the Government will setup a one-man Judicial Committee with an ex-judge of High Court, under the commission of Enquiry Act, to examine how money given for implementation of the Accord has been mis-used by TNV leader Shri B,K, Hrangkhol,

Answer

৩) দুই নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, রাজীব-রাংখল চুক্তিতে যে ৩২ কোটি ৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটার ইয়ার ওয়াইজ ব্রেক আপ দেবেন কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) **:—** স্যার, এই তথ্য এখন আমার কাছে নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই দেড় বৎসরে বর্ত্তমান সরকার কত টাকা খরচ করেছেন এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, এই সরকার ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে এই বাবদে কোন টাকা খরচ করেননি।

মিঃ স্পীকার : — শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৯ স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১০৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার ফল এস, সি ও এস, টি এবং জেনারেল এই তিন কেটাগরী ভিত্তিতে মেরিট লিষ্ট করা হয়ে থাকে,

২) সত্য হইলে, একই প্রশ্নের ভিত্তিতে পরীক্ষায় তিন ধরণের মেরিট লিষ্ট করা যুক্তি সঙ্গত কিনা,

৩) যুক্তি সঙ্গত হইলে বিশ্ববিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলও যথাক্রমে এস, সি, ও এস, টি, জেনারেল এই তিন কেটাগরীতে মেরিট অনুযায়ী ফল প্রকাশের পরিকল্পনা আছে কিনা, এবং

৪) ভবিষ্যতে প্রথম শ্রেণী হইতে এই ধরনের মেরিট লিষ্ট করা যায় কিনা সরকার ভেবে দেখবেন কিনা?

উত্তর

১) সত্য নহে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) এরূপ কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।

৪) বর্তমানে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই ধরণের কোন পরিকল্পনা সরকারের নেই। কিন্তু এই বার জয়েন্ট এন্টান্স পরীক্ষার লিষ্টে দেখা গেছে যে এস, টি, ও জেনারেলদের আলাদা আলাদা ভাবে মেরিট লিষ্ট তৈরী করা হয়েছে। এই পৃথক পৃথক মেরিট লিষ্ট কেন তৈরী করা হল মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রথমে একটা লিষ্টই বেড় হয়। এই বছর আপনারা লক্ষ্য করবেন সেকেণ্ড যে হয়েছে সে সিড্যুয়েল কাষ্ট, তারপর নবম ও দশম হয়ত সিড্যুয়েল ট্রাইব। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সীটগুলি দেবার সুবিধার্থে, নামগুলি সহজে পাবার জন্য আলাদা লিষ্ট করে রাখা হয়। কাজেই, ফাষ্ট লিষ্টই লিষ্ট। এরপর সেকেণ্ড লিষ্ট, থার্ড লিষ্ট, একটা এস, সি, একটা এস, টি, করা হয় তাদের মেরিট অনুসারে।

শ্রীঅমল মল্লিক : - সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে সেকেণ্ড লিষ্টে এস, সি, করা হয়েছে কিন্তু প্রথম অবস্থায় যে কোন একজন মন্ত্রীর রিলেটিভকে এস, টি, হিসাবে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তী অবস্থায় দপ্তরের মধ্যে এই নিয়ে গোলমাল হওয়ায় লিষ্ট কারেকশান করে এস, সি, করা হয়েছে। এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে আছে কিনা?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী :— এই ধরণের কোন ঘটনা হবার কথা নয়। যদি মাননীয় সদস্যের সত্যি জানা থাকে তাহলে তথ্য দিতে পারেন। আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীঅমল মল্লিক:— দেব স্যার।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— এই ... নর জায়গায় আমরা ক্লিয়ার থাকতে চাই এবং শুনে নিশ্চয়ই খুশী হবেন যে মন্ত্রীর কোন কোটা নেই যেটা আপনার ... ছিলেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী ... দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) : মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ১১২

QUESTIONS & ANSWER

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে, রাজ্যের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য স্থায়ীভাবে হোষ্টেল সুপারিন্টেডেন্ট নিয়োগ না করার ফলে হোষ্টেলে বসবাসকারী ছাত্র-ছাত্রীদের থাকা, খাওয়া ও পড়াশু ইত্যাদি ব্যাপারে বিভিন্ন সমস্যার সমমুখীন হচ্ছে ?

২। যদি সত্য হয়, তাহলে হোষ্টেলে বসবাসকারী তফসিলী জাতি ও উপজাতিভূক্ত গরীব ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে রাজ্যের সমস্ত ছাত্রবাসগুলিতে স্থায়ী সুপারিন্টেডেন্ট নিয়োগ করা হবে কিনা ?

উত্তর

এখন পর্যন্ত আমরা যে ষ্টাণ্ডে আছি

১। সত্য নহে, ২। প্রশ্ন উঠে না।

আমি প্রসঙ্গতঃ বলতে চাই যেভাবে প্রশ্নটা প্রশ্নাকারে আনা হয়েছে, এই প্রশ্নটা নিশ্চয়ই আলোচনার ব্যাপার আছে, দেখবার ব্যাপার আছে। কাজেই খুব ক্যাটাগরিক্যালি উত্তরটা সত্য নহে, প্রশ্ন উঠে না বললেও আমি মনে করি, আমি নিজেও অনুভব করি এটা বিবেচনা করা দরকার।

মিঃ স্পীকার :— কোয়েশ্চান আওয়ার শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তরপত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মন— স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। বিগত ১৭-২-৯৪ ইং তারিখ শ্রীরতনলাল নাথ আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন রিলেভেন্টট পড়ছি স্যার, "ইভেন আই আম নট ইন এ্যা পজিশ্যান টু এ্যাটেণ্ড দি হাউস"। এই ব্যাপারে আপনি একটা চিঠি দিয়েছেন আপনার তরফ থেকে চিঠির ল্যাংগুয়েজটা আমার ক্লিয়ার হলো না স্যার।

The undersigned request you take appropriate step which police thinks fit স্যার, এটা কি ধরণের, সেক্রেটারী কিভাবে ড্রাফট্ করলেন যে **Undersigned request you to take appropriate step which police thinks fit for safety and security of M.L.A. Sri Ratan lal Nath, A copy of the petition submitted by Sri Ratan lal Nath in this context is enclosed herewith,**

এখন পুলিশ যদি চীফ সেক্রেটারীকে গাইড করে হোয়িচ পুলিশ থিংগস ফিট। চীফ্ সেক্রেটারীর করার কি আছে। হোয়াট এভার যে বি, আমি কনটোভারসিতে যেতে চাইনা। ১৪,৮, তারিখে একই দিনে সি, আই, মোহনপুর, ডি, এস, পি, মোহনপুর ইন কনসালটেশান উইথ দি অ্যাডিশন্যাল এস, পি, মিঃ দাস সেণ্ড এ ট্রেস মেসেজ টু দি চীফ সেক্রেটারী ফর পোষ্টিং ইমিডিয়েট হাউস গার্ড অ্যাজ বিকজ হি মে বি বিগড্ অ্যাডমিটেড। ইট ইজ এ ডেঞ্জারাস থিং। ইট ইজ অ্যাবাউট দি লাইফ অফ দি এম, এল, এ। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে। হাইকোর্ট অর্ডার দেওয়ার পর তার প্যারাডাইস চৌমুহনী বাড়ীতে দিনের বেলায় অ্যাটাক হয়েছে, দরজা, জানালা ভেঙ্গেছে। থানাতে কেইস করা হয়েছে। পুলিশ আজ, পর্যন্ত কাউকে অ্যারেষ্ট করেনি। এখন আমার কথা হল হাউস চলছে। ৬ মাস পরে আপনি হাউস কল করেছেন। আপনি অন্ততঃ এইটুকু করেন যেন সে হাউসে আসতে পারে এবং হাউস থেকে অ্যাডেকুয়েট সিকিউরিটি প্রটেকশান দিয়ে যেতে পারে সেখানে থেকে। আপনারা এখন পুলিশের কথায় হাউস গাইড দেবেন কি না দেবেন তার জন্য আবার সিকিউরিটি অ্যারেঞ্জ করবেন কিনা করবেন সেটা আপনারা জানেন। কারণ, আপনাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশানের হেড, উনার স্পীকার না ... পড়ে আছেন। এখন আছেন দেখভাল মুখ্যমন্ত্রী উনি কতটুকু কি করবেন জানিনা। আপনার কথা আপনি করেছেন, চীফ সেক্রেটারীকে জানিয়েছেন। চীফ্ সেক্রেটারী যাতে কাইণ্ডলি আমার দলের এম, এল, এ, আপনার এখানে আসতে পারে, এসে উনার নিজের বক্তব্য উনি নিজে বলতে পারেন সেটার ব্যবস্থা করেন। উনার উপর যে অ্যাটাক

হয়েছে, ২৮ রাউণ্ড গুলি মেরেছে, অনিল সরকারকে কেন কাঁঠাল গাছের চিপায় লুকিয়ে থাকতে হয়েছিল এইগুলি পরে বলব।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এইভাবে আপনার রংগ ইন্টারপ্রিটেশান করা ঠিক নয়। মাননীয় সদস্য রতনলাল নাথের চিঠি আমি নিজে পেয়েছি সংগে সংগে তার জন্য চীফ সেক্রেটারীকে বলা হয়েছে। পুলিশ থিংগ্‌স ফিট আপনার এভাবে ইন্টারপ্রিটেশান মানে হাউসকে বিভ্রান্ত করা পুলিশ থিংগ্‌স ফিট মিন্‌স হোম সেক্রেটারী তিনিই তো বুঝবেন তিনি কি ৫ জন অ্যাসকর্ট দিয়ে আনবেন না একজন সিকিউরিটি দিয়ে আনবেন, নাকি কনভয় করে আনবেন। হি ইজ রেসপনসিবল।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— নো নো। হাইকোর্ট অর্ডার দিয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— নো নো হাইকোর্টের অর্ডারের কথা নয়।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, অনিল সরকারের সংগে সি. পি, এমের কিছু সমর্থকরা বোম থ্রো করেছিল রতন নাথের উপর। দিস ইজ দি রিপোর্ট অফ দি এস, পি, ওয়েষ্ট।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় স্যার, আপনার ডকুমেন্ট থাকলে আপনি হাউসে পেশ করবেন।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই ঘটনা নিয়ে আজকে যে নাটক করলেন ওরা এটা তৈরী করার জন্য প্লট তৈরী হচ্ছে অনেকদিন আগে থেকে এইসব বন্ধ করতে হবে।

(গণ্ডগোল)

ওরা যা খুশী তাই করবে, তাই আমাদের মেনে নিতে হবে ? এইসব চলতে দেওয়া যায়না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনি বসুন।

গণ্ডগোল

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :—ওদের সময় পরিমল সাহাকে হত্যা করা হয়েছে, কালিপদবাবুকে হত্যা করা হয়েছে, এভাবে ওদের সময়ে তিন জনকে হত্যা করা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন। মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি আপনারা বসুন। একজন সদস্য এই ধরনের দরখাস্ত করেছেন এবং তার জন্য চীফ সেক্রেটারী মহোদয়কে বলা হয়েছে, উনি কি করেছেন না করেছেন, সেটাও পরীক্ষা করা দরকার এবং এখানে সেটা সমীরবাবু বলেছেন এটার পরিপ্রেক্ষিতে কি করা হয়েছে না হয়েছে বা এই ধরনের ঘটনাগুলি কি সেটা আমাকে পরীক্ষা করতে দিন এবং অলরেডী যা বলা হয়েছে এটা নিয়ে আর কোন বিতর্কের অবতারনা করার প্রয়োজন নেই।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :—আমাকে জিরো আওয়ারে যেতে দিন। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত (*) প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি সেগুলির উত্তর পত্রগুলি এবং তারকা চিহ্নিতবিহীন প্রশ্নের উত্তর পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি। এবার বলুন আপনারা কি বলতে চাইছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে রাজ্যবাসীর সঙ্গে আমরাও উদ্বিগ্ন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের কোন বিবৃতি চাইনি। গত একমাস ধরেই উনি রাজ্যের

বাইরে কলকাতায় চিকিৎসাধীন আছেন। কাজেই এখন উনি কি অবস্থায় আছেন এবং কি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এটার জন্য সরকারের একটা বিবৃতি আমরা চাই।

মি: স্পীকার:—আমি ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে যিনি আছেন উনাকে অনুরোধ করছি এই সম্পর্কে যেন তিনি একটা বিবৃতি দেন হাউসের স্বার্থে এবং সারা রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই ধরণের একটা বিবৃতি দেওয়া দরকার এবং এইটা দেবেন আমি অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমি বিকালে দেব। আর মাননীয় সদস্যরা দেখেছেন প্রায় একদিন অন্তর অন্তর বুলেটিং বের হচ্ছে এবং সেটা ওখানে মেডিক্যাল বোর্ড যেটা তৈরী হয়েছে ওরা দেখে সার্টিফাইড করছে এবং সেভাবে দেওয়া হবে। আজকে বিকালে আমি দেব লেটাস পজিশানটা কি।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী (খয়ামুখ) :—**মি: স্পীকার** স্যার, গত বিধানসভাতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন যখন আমরা আমাদের উপর আক্রমণ নিয়ে প্রশ্ন করেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন যে, আমাদেরকে এস্কট দেবেন, গাড়ী দিতে পারবেন না, গাড়ী আমাদেরকে নিতে হবে। কিন্তু পরে দেখা গেল এটা শুধু বিধানসভাতেই আবদ্ধ রয়ে গেল, কিন্তু বাস্তবে আমাদেরকে কোন এস্কট দেওয়া হয়নি।

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্য আপনার যদি এই রকম অভিযোগ থাকে তাহলে আপনি অ্যাস্যুরেন্স কমিটিতে এটা রেফার করুন।

শ্রীদিলীপ চৌধুরী:—না আমার বক্তব্য হল এই জিনিষটা এই রকম হল কেন। আমাদেরকে নিরাপত্তা না দেওয়ার জন্য এই ধরণের চক্রান্ত চলছে।

মি: স্পীকার:—ঠিক আছে. অ্যাস্যুরেন্স যদি থাকেন এবং অ্যাস্যুরেন্স যদি ব্রেক করেন তারজন্য অ্যাস্যুরেন্স কমিটি আছে। সেখানে রেফার করুন।

REPORT OF BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

মি: স্পীকার:—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, সভার পরবর্তী আলোচ্য বিষয় হলো, "বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটির রিপোর্ট পেশ, বিবেচনা ও পাশ করা" বর্তমান অধিবেশনের ১৬ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৪ ইং তারিখ পর্য্যন্ত বিধাসভার বিভিন্ন আলোচ্য বিষয়গুলি বিবেচনার জন্য বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটি " যে সময় পার্টি সুপারিশ করেছেন সেই রিপোর্টটি পেশ করার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিধানসভার বর্তমান অধিবেশনের ১৬ই সেপ্টম্বর, শুক্রবার, ১৯৯৪ইং তারিখ হইতে ২৩শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন কার্য্যসূচী আলোচনার জন্য " বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটি" যে সময় নির্ঘণ্ট সুপারিশ করেছেন তার রিপোর্ট এই সভায় পেশ করছি।

মি: স্পীকার:—এখন রিপোর্টই হাউসের বিবেচনার জন্য এবং অনুমোদনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উৎথাপন করতে আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

মি: ডেপুটি স্পীকার:— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রস্তাব করিতেছি যে, " বিজনেস্ অ্যাডভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের এই সভা একমত। "

মি: স্পীকার:—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোসানটি এখন আমি ভোটে দিচ্ছি। মোসানটি হলো, —" বিজনেস অ্যাড্ভাইসারী কমিটি কর্তৃক প্রস্তাবিত সময় নির্ঘণ্টের সহিত এই সভা একমত। "

(প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মি: স্পীকার:—এখন আমি হাউসের মতামত চাইছি। আজকে নজীর বিহীন ওবিচুয়্যারী এসেছে। আগে সব সময়ই দুই একটা আসতো, কিন্তু এইবার ১০টি ওবিচুয়্যারী এসেছে। কাজেই, হাউস যদি অ্যালাউ করেন,

বিরোধী এবং ট্রেজারী বেঞ্চ যদি অ্যাপাউ করেন তাহলে আমি সবগুলি একসাথে পেশ করতে পারি। আর না হলে এই দশটিই আলাদা আলাদা ভাবে পেশ করতে হবে এবং আলাদা আলাদা ভাবে সকলকে দাঁড়াতে হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— মিঃ স্পীকার স্যার, যারা মরে গেছেন, যারা চলে গেছেন আমি মনে করি তাদের আত্মার প্রতি প্রবাব্‌লি রেস্‌পেক্ট জানানো উচিত।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে।

OBITUARY REFERENCE

মিঃ স্পীকার : সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, —স্মৃতি অর্পন। মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ। আজকের কার্য্যসূচীতে দশটি স্মৃতি তর্পন আছে। আমি পর্য্যায়ক্রমে পাঠ করছি এবং প্রতিটি স্মৃতিতর্পন পাঠের শেষে সদস্য মহোদয়দের অনুরোধ করব ২ মিনিট নীরবে দাঁড়িয়ে প্রয়াত স্মৃতি-চারন বর্গের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানাতে।

আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে বিশিষ্ট ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা সংসদ ও পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী অধ্যাপক কমরেড নির্মল বসু গত ২২শে মার্চ, ১৯৯৪ ইং বিকালে কলকাতার কোঠারি মেডিকেল সেন্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বৎসর।

১৯৩০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর জলপাইগুড়ি শহরে নির্মল বসুর জন্ম হয়। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এম, এ, পাশ করেন। স্বাধীনতার আগে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি সক্রিয় অংশ নেন এবং ১৯৪৬ সালে গ্রেপ্তার হন। তারপর বহুবার কারাবরণ করেন। বেরুবাড়ি ছিটমহল পাকিস্তান অন্তর্ভুক্তি করার বিরুদ্ধে তিনি আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ১৯৬৪ ইং থেকে ১৯৬৯ইং সাল পর্যন্ত বিধান পরিষদের ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি জলপাইগুড়ি বিধানসভার সদস্য নিবাচিত হন এবং ১৯৮২ সালে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য মন্ত্রিসভার সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী হন। পরে শিল্প বাণিজ্য ও উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্ব পান। ১৯৮৭ ইং থেকে ১৯৯১ ইং সাল পর্যন্ত রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি উল্লেযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তিনি দীর্ঘদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ও এগজিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ১৯৮০ সালে জাতীয় সমবায় প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়ে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নে যান। তিনি সারা ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের কেন্দ্রীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ছিলেন। সম্প্রতি তিনি পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। এই বিশিষ্ট শিক্ষাবিধ নেতা, সাংসদ-এর মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি। (দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রবীণ বামপন্থী নেতা, সি পি আই এর প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক কমরেড সি, রাজেশ্বর রাও গত ৯ই এপ্রিল ১৯৯৪ ইং তারিখে সকালে হায়দ্রবাবাদের নিজাম ইন্সটিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। কমরেড সি রাজেশ্বর রাও ১৯১৪ ইং সালের ৬ই জুন অন্ধ্রপ্রদেশের রুক্ক জেলায় জন্ম গ্রহন করেন। তিনি বারানসী হিন্দু কলেজে পড়াশুনার সময় ১৯৩১ সালে তিনি সেখানেই কমিউনিষ্ট যুবলীগে যোগদান করেন। ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টির সদস্য লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে গ ।সংগ্রামে পি, সুন্দরাইয়া, এম, বাসবপুন্নাইয়ার সংগে নেতৃত্বের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯১০-১৩ সাল পর্যন্ত তিনি সি, পি, আই, এর সাধারন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। ১৯৬৭ইং সালে তিনি পুনরায় সি পি আই এর সাধারন সম্পাদক হন। ১৯৯০ সালে তিনি এই পদ থেকে অব্যাহতি নেন। ১৯৭৪ ইং সালে তাঁকে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার অব লেনিন সম্বর্দ্ধন দেওয়া হয়ে ছিল। এছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নে মৈত্রী-সম্মান বুলগেরিয়ার জর্জি ডিমিট্র তিনি। সম্ভ্রম ও আশির

দশকে ভূমি সংস্কার, কৃষক আন্দোলন ও সম্প্রসারিত রাজনৈতিক ঘটনাবলী নিয়ে তাঁর প্রচুর লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল অন্ধ্রে পার্টি সংগঠন ও কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তার ভূমিকা চিরস্মরনীয় হয়ে থাকবে। তেলেঙ্গানা সংগ্রামে তাঁর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্মানের সংগে চিরকাল স্মরণ করা হবে।

এই প্রবীন বিপ্লবীর জীবনাবসানে এইসভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রায়ত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি। (দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, পশ্চিমবঙ্গের বন ও পরিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী সি, পি, আই, (এম) নেতা ডাঃ অম্বরীশ মুখার্জি গত ৯ই এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং ভোর ৩-৪৫ মিঃ কলকাতার এস, এস, কে, এম, হাসপাতালে পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৬ বৎসর।

ডঃ অম্বরীশ মুখার্জি ১৯২৮ সালের ১৫ই এপ্রিল পুরুলিয়া জেলার নোয়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। পুরুলিয়ার জে, কে, কলেজ থেকে প্রি ইউনিভারসিটি পাশ করার পর কলকাতা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে এল, টি, এম, পাশ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। ১৯৪৬ সালে সারা বাংলা যুক্ত ছাত্র আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৫১ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগদান করেন এবং পার্টির নির্দেশে বাকুড়া কৃষক সংগঠনে নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি সি, পি, আই (এম) এ যোগ দেন। ১৯৭০ সালে রেল ধর্মঘটে অংশ নেওয়ার জন্য তাঁর জেল হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত তিনি পুরুলিয়ার হুড়া কেন্দ্র থেকে চারবার বিধানসভায় নির্বাচিত হন। তৃতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীত্বের পদ অলংকৃত করেছিলেন। তাঁর সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বন ও পরিবেশ রক্ষায় আন্তর্জাতিক 'পলগেটি' পুরস্কার লাভ করে। চিকিৎসক হিসাবেও তিনি খুবই জনপ্রিয় ছিলেন।

এই মানবদরদী, বিশিষ্ট মহান নেতার মৃত্যুতে এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২ (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করা হয়)।

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সি, পি, আই, নেত্রী কমরেড রেণু চক্রবর্তী গত ১৬ই এপ্রিল ১৯৯৪ইং রাত ১১টা ৪৫ মিঃ কলকাতার সানি পার্কের বাস ভবনে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বৎসর।

১৯১৭ সালের ২১শে অক্টোবর কলকাতায় কমরেড রেণু চক্রবর্তীর জন্ম। তিনি লারেটো হাউস অ্যাণ্ড কলেজ, ভিক্টোরিয়া ইনষ্টিটিউশন এবং পরে কেমব্রিজের নিউহ্যাম কলেজে শিক্ষালাভ করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি ব্রিটেনে রজনীকান্ত দত্তের সংস্পর্শে আসেন। সেই তাঁর রাজনীতিতে দীক্ষা। ১৯৫২ সাল থেকে '৬৬ সাল পর্যন্ত তিনি লোকসভার সদস্য ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের দ্বীতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমবায় ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন তিনি। অভিভক্ত কমিউনিষ্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি সি, পি, আইতে থেকে যান। তিনি অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদিকা ছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেত্রী, সাংসদ-এর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত

পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করা হয়)।

মিঃ স্পীকারঃ— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং সি, পি, আই, (এম) নেতা কমরেড বিজয় মোদক গত ৯ই মে ১৯৯৪ ইং কলকাতার এস, এস, কে, এম, হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বৎসর।

১৯০৬ সালের ২৭শে জুন হুগলীর চুঁচুঁড়া শহরের ইমান বাজারে কমরেড মোদকের জন্ম হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনে কমরেড মোদক স্কুল জীবনেই ঝাপিয়ে পড়েন। তিনি যুগান্তর দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদক ওয়াটসন সাহেবের হত্যা মামলায় তাঁর নাম জড়িত ছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত থাকার দরুন ১৯৩০-৩২ সময়কালে এ দুবার কারাবরন করেন। এছাড়া কিছুদিন অন্তরীনও ছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি ১৯৩৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন। হুগলী জেলায় কৃষক, শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯৬৪ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি ভাগ হলে তিনি সি, পি, আই, (এম) এ যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে তিনি বলাগড় কেন্দ্র থেকে বিধানসভায় নির্বাচিত হন। হুগলী লোকসভা কেন্দ্র থেকে তিনি ১৯৬৭, ১৯৭১, ১৯৭৭ সালে নির্বাচিত হন। ১৯৮০ সালে আরামবাগ কেন্দ্রে প্রফুল্লচন্দ্র সেনকে হারিয়ে আবার লোকসভায় নির্বাচিত হয়।

এছাড়া তিনি ছিলেন হুগলী জেলা ইতিহাস অনুশীলন কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, পি, আর, সির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও হুগলী সমাজ বিজ্ঞান পরিষদের প্রধান উপদেষ্টা।

এই বিশিষ্ট প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী, জনদরদী কর্মবহুল নেতার মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করা হয়)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় ও মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী রাজকুমার জয়চন্দ্র সিংহ গত ১৩ জুন, ১৯৯৪ ইং সকালে মাদ্রাজের অ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫২ বৎসর। তাঁর স্ত্রী ও চারপুত্র কন্যা বর্তমান।

পেশায় আইনজীবি রাজকুমার জয়চন্দ্র সিংহ ১৯৬৪ সাল থেকে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি রাজ্যসভায় নির্বাচিত হয়। সেই বছরেই তাঁকে যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী করা হয়। কেন্দ্রিয় মন্ত্রিসভায় তিনি ছিলেন প্রথম মণিপুরী মন্ত্রী। পরে তিনি পেট্রোকেমিক্যাল দপ্তরের মন্ত্রী হন। ১৯৮৮ সালে তিনি মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী হন।

এই বিশিষ্ট প্রাক্তন কেন্দ্রিয়মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গণকে (দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(২ (দুই) মিনিট নিরবতা পালনের পর)

আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, প্রবীন কংগ্রেস নেত্রী প্রাক্তন কেন্দ্রিয় ও পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী আভা মাইতি

মাইতি গত ২রা জুলাই, ১৯৯৪ ইং রাতে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বৎসর।

১৯২৫ সালের ২৩শে এপ্রিল মেদিনীপুরের কলাগাছিয়া গ্রামে আভা মাইতির জন্ম হয়। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রী আভা মাইতি বেথুন কলেজ থেকে স্নাতক হওয়ার পরেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ও বাংলায় এম, এ, পড়ার সময় রাজনীতি থেকে দূরে সরে যাননি। দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের হাতে খড়ি বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা অতুল্য ঘোষের হাতে। রাজ্য বিধানসভায় তিনবার নির্বাচিত শ্রীমতী মাইতি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় মন্ত্রিসভায় ত্রাণ ও পুণর্বাসন মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রী পদে ছিলেন প্রফুল্ল সেন মন্ত্রীসভায়ও। অবিভক্ত কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ছিলেন। প্রফুল্ল সেনের সঙ্গেই তিনি পরে জনতা দলে যোগ দেন। এবং কেন্দ্রে মোরারজি দেশাই সরকারের শিল্প দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী হন। পরে অবশ্য তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন।

এই বিশিষ্ট প্রবীন নেত্রীর প্রতি এই সভা গভীর দুঃখ প্রকাশ করছে এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছে।

(দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ, আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল সুরেন্দ্রনাথ গত ৯ই জুলাই, ১৯৯৪ইং এক বিমান দুর্ঘটনায় সপরিবারে প্রাণ হারিয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বৎসর।

প্রয়াত সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৯২৬ সালে। ১৯৫০ সালের আই, পি, এস, সুরেন্দ্রনাথ বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় 'লোর্ড অব অনার' দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়। তিনিই একমাত্র আই, পি, এস, অফিসার যিনি কৃতিত্বের সংগে রাজ্যের সর্বোচ্চ দায়িত্ব পালন করেছিলেন। দুই দুটো পাক ভারত যুদ্ধের সময় তিনি জম্মু ও কাশ্মীরের প্রশাসনিক প্রধানের দায়িত্ব সাফল্যের সংগে পালন করেন। ১৯৯১ সালের আগষ্ট মাসে তিনি পাঞ্জাব ও চণ্ডীগড়ের রাজ্যপাল হিসাবে দায়িত্ব নেন। পাঞ্জাবে শান্তি ফিরিয়ে আনতে; তিনি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৯৩ সালে হিমাচল প্রদেশের রাজ্যপাল হিসাবেও অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছিলেন।

এই বিশিষ্ট দক্ষ প্রশাসকের সপরিবারে আকস্মিক এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করছে।

আমি মাননীয় সদস্যগণকে ২ মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত রাজ্যপালের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ করছি।

(দুই মিনিট দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন করা হল)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে সাংবাদিক জগতের পুরুষ বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও দেশের প্রবীনতম সম্পাদক তুষার কান্তি ঘোষ গত ২৯শে আগষ্ট ১৯৯৪ ইং সকাল ১টা ১০ মিঃ দক্ষিণ কলকাতার কোঠারি মেডিকেল সেন্টারে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বৎসর।

১৯৮৮ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় তুষার ঘোষের জন্ম। কলকাতার হিন্দু স্কুল বঙ্গবাসী কলেজেও বিদ্যাসাগর কলেজে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। মহাত্মা শিশির কুমার ঘোষের পুত্র তুষার কান্তি ঘোষ ১৯২০ সালে মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক হন। আমৃত্যুই তিনি এই দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ১৯৩৫ সালে অমৃত বাজার পত্রিকায় বিচারপতিদের সম্পর্কে পক্ষপাতিত্বের ইংগিত করে মন্তব্য করার সম্পাদক হিসেবে তিনি আদালত অবমাননার দায়ে তিনি তিন মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৫৭ সালে ভারত সরকার তাকে পদ্মভূষণ উপাধি দিয়ে জাতির জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার অবদানের স্বীকৃতি দেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিতান্ত নিরহংকার সহজ ও সরল মানুষ। এই বিশিষ্ট বিশ্বের প্রবীনতম সম্পাদক তুষারকান্তি ঘোষের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করেছে এবং তাঁর আত্মীয় পরিজনদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। আমি মাননীয় সদস্য

মহোদয়গণকে দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াত প্রবীন সাংবাদিকের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(তারপর সভা দুই মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে)

মিঃ স্পীকার :— আমি গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কেরলের প্রাক্তন রাজ্যপাল ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামদুলারী সিংহ গত ৩১শে আগষ্ট, ১৯৯৪ ইং নূতন দিল্লীর এক বেসরকারী হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭১ বৎসর।

প্রয়াতা শ্রীমতী সিংহ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার বিভিন্ন সময়ে বহু দায়িত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। এক সময় তিনি কেরলের রাজ্যপাল হিসাবেও দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন।

এই বিশিষ্ট নেত্রীর মৃত্যুতে আমরা গভীর শোক প্রকাশ করছি এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি।

আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়গনকে ২(দুই) মিনিট দাঁড়িয়ে মৌন পালন করে প্রয়াতা নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(মাননীয় সদস্য মহোদয়গন দাঁড়িয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করে প্রয়াতা নেত্রীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান)।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার:— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে একটি উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশ পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হল'

"আত্মসমর্পন নাটকের পর এ, টি, টি, এফ-এর পুনর্বাসন নাটকের তথ্যচিত্র, কোটি টাকার দামের ঢেউ টিন সদর রাস্তায় বাজারে বিক্রি-এই শিরোনামে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ৯৪ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি আগামী ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং তারিখে হাউসে এ সম্পর্কে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার:— আমি আরও একটি রেফারেন্সের নোটিশ মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, "গত ৪ ৮ ৯৪ ইং খোয়াই মহকুমার বাচাই বাড়ী এলাকায় ৬ জন গ্রীক শ্রমিক মাটি চাপা পড়ে মারা যাওয়া সম্পর্কে।".

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উনার বক্তব্য রাখার জন্য আহবান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার . (ভারপ্রাপ্তমুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আমি এসম্পর্কে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আরও একটি রেফারেন্স মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয়ের নিকট থেকে পেয়েছি

সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ সরকার মহোদয় হাউসে উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো ,—

" মোহনপুর ব্লকের ঈশানপুর দ্বাদশ শ্রেণী স্কুলের সামনে গত ২৭ শে আগষ্ট বিধায়ক শ্রীপ্রণব দেববর্মাকে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র সহ আক্রমণ ও পরবর্ত্তী সময়ে শিক্ষামন্ত্রী শ্রীঅনিল সরকারের উপর আমক্রণ, গুলিবর্ষণ ও প্রাননাশের চেষ্টা সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ২২শে সেপ্টেম্বর হাউসে এই বিষয়টির উপর আমি বিবৃতি দেব।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— (বাগমা) মিঃ স্পীকার স্যার, আমার তো একটা রিজলিউশ্যান ছিল।

মিঃ স্পীকার :— ৩ (তিন) টির বেশী তো হয় না।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া মহোদয় উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, " পান নানিং হোমে প্রতিমা রায় নামে জনৈকা মহিলা খুন হওয়া সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে করে উনার বক্তব্য রাখতে পারেন। তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং উল্লেখ্য বিষয়টির উপর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয়ের নিকট থেকে দ্বিতীয় দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা মহোদয় উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো ,—

"গত ২২শে আগষ্ট অমরপুর মৎকুমার দেববাড়ী পঞ্চায়েতের ৩ (তিন) জন মৎস্যজীবী খুন ও একজন নিখোঁজ হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন। তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং উল্লেখ্য বিষয়ের উপর হাউসে বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয়ের নিকট থেকে আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবের নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উৎথাপনের অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয় উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো, — "গত ২০শে মে, ১৯৯৪ ইং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত "গণবন্টন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা রাজ্য বাজেট

আর্থিক সংস্থান নেই। ১৫ পারসেন্ট সুদে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ "শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে"।

আমি এই সম্পর্কে জনসংভরণ এবং খাদ্য দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুণি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পারবেন। তাহা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

ডঃ ব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ ইং এই দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাবটির উপর আমি হাউসে বিবৃতি দেব।

শ্রী রতি মোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমরা একটা কলিং এটেনশ্যান ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, ঠিক আছে আমার কথা শুনুন, আপনি যেভাবেই আনুন আর একজন যে ভাবেই আনুন বিষয়টি এসে গেছে। কাজেই এটা তো আপনি আপনার মত করবেন। উনি উনার মত করবেন। প্রশ্ন উঠে না। আশা করি আপনার ক্লিয়ার হয়েছে।

LAYING OF PAPERS ON THE TABLE

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কর্মসূচী হলো :—

Laying of Papers on the Table.

"The Tripura Municipal Ordinance No. 01 of 1994 Pramulgate by the Governor on 27th May, 1994 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India."

এখন আমি মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি অর্ডিন্যান্সটি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

Shri Keshab Mazumder (Minister) :— I beg to lay on the table of the House

"A copy of the Tripura Municipal Ordinance, 1994 (Tripura Ordinance No. 1 of 1994) Promulgated by the Governor on the 27th May, 1994 as required under Clause (2) of Article 213 of the Constitution of India.

LAYING OF RULES

Mr. Speaker :— Laying of a capy eoch of "The following Rules, as required under sub-section (2) of section 225 of the Tripura Panchayats Act, 1993 :—

a) The Tripura Panchayats (Constituion of State Finance Commission) Rules, 1994 ;

b) The Tripura Panchayats (Election of office Bearers) Rules, 1994 ;

c) The Tribura Panchayats (Conduct of Election) (Amendment) Rules, 1994 :

d) The Tripura Panchayats (Conduct of Election) (Second Amendment) Rules, 1994 ; and

e) The Tripura Panchayats (Conduct of Election) (Third Amendmdnt) Rules, 1994.

এখন আমি পঞ্চায়েত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি রুলস্‌গুলি সভার টেবিলে পেশ করার জন্য।

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION.

Shri Subodh Das (MINISTER) :— Mr. Speaker Sir. I beg to lay before the House a copy each of :

a) The Tripura Panchayats (Constitution of State Finance Commission) Rules, 1994 ;

b) The Tripura Panchayats (Election of Office Bearners) Rules, 1994 ;

c) The Tripura Panchayats (Conduct of Election) (Amendment) Rules, 1994 ;

d) The Tripura Panchayats (Conduct of Election) (Second Amendment) Rules, 1994 ; and

e) The Tripura Panchayats (Conduct of Election) (third Amendmont) Rules, 1994,

PRIVATE MEMBER'S RESOLUTION

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেশ করা অর্ডিন্যান্স এবং রুলস্ গুলির প্রতিলিপিটি অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেওয়ার জন্য।

মিঃ স্পীকার ঃ— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— " প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান" আজকের কার্যসূচীতে একটি (১) প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজলিউশান আছে। উক্ত রিজলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ—স্যার, আমার একটি রিজিলিউশান ছিল।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার রিজিলিউশানটার মত একই ধরণের একটা শর্ট ডিসকাসান মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়ার অ্যাডমিট হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, বুলেটিনে ফাষ্ট প্রেকারেন্স পেলাম। আমি ১২ তারিখে সব জমা দিয়েছি। আজকে হঠাৎ করে মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয় একটা রিজিলিউশান এনেছেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারটা ডিস্অ্যালাউড।

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমার প্রস্তাবটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিধানসভা রাজ্যে সর্বত্র সম্প্রতি হত্যা, খুন, ধর্ষণ, নারী অপহরণ, অগ্নি সংযোগ সহ আইন শৃংখলার চরম অবনতির পরিপেক্ষিতে কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপের জন্য সর্বসম্মতি প্রস্তাব।

মিঃ স্পীকার :— আপনারটা অ্যাডমিট হয়নি। আর অ্যাডমিট না হওয়ার কারণ আপনি জানেন।

শ্রীঅমল মল্লিক ঃ— আমি কি করে জানব স্যার। আমি ত অ্যাডমিট করিনা। সমস্ত আইন মেনে আমি জমা দিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :— শুনুন। রাজ্যের সর্বত্র, খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ, হামলা-হুজ্জুতি, লুঠতরাজ, নারী ধর্ষণ ইত্যাদি অসামাজিক কার্যকলাপ অব্যাহতভাবে চলতে থাকায় ক্রমান্বয়ে আইন-শৃংখলার চরম অবনতির পরিস্থিতি সম্পর্কে এটা অ্যাক্সন্যানেটরী নোটে। আর মূল নোটিশ হচ্ছে "সম্প্রতি রাজ্যে সর্বত্র খুন, সর্বত্র সন্ত্রাস; অপহরণ, হামলা ইত্যাদি কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে।"

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, আমারটা ছিল প্রাইভেট মেম্বারস্ রিজিলিউশান। এটাকে শর্ট ডিউরেশানের সংগে অ্যাড করে দেওয়ার অর্থ হল অধিকারকে খর্ব করা।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— অনারেবল স্পীকার যা বলেছেন তা মানবেন না কেন ? অনারেবল স্পীকার বলেছেন ডিস্‌অ্যালাউড, সুতরাং এটা ডিস্‌অ্যালাউড।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজলিউশান সম্পর্কে আপনাদের কোন বক্তব্য থাকলে বিকালে বলবেন। কারণ টাইম অলরেডী ওভার।

এই সভা আজ বেলা ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রইল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান" আজকের কার্যসূচীতে একটি (১) প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান আছে। রিজিউলিউশানটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়।

এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার রিজিউলিউশানটি সভায় উৎথাপন করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, হাউসের প্রথম পর্বে আমার একটা প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান নিয়ে মাননীয় স্পীকার সাহেব বলেছিলেন যে দ্বিতীয় পর্বে এটা নিয়ে আলোচনা করা যাবে। এই ব্যাপারটার উপর আমার একটা প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশান ছিল যেটা আগে আলোচনা হওয়ার দরকার। স্যার, আজকের প্রাইভেট মেম্বারস্‌ রিজিউলিউশানে ফাষ্ট প্রায়রিটি ছিল আমার এবং সেই ফাষ্ট প্রায়রিটি ছিল আমার এবং সেই ফাষ্ট প্রায়রিটি অনুযায়ী আমি বলছি, আমার রিজিউলিউশানটি হল, এই বিধানসভা রাজ্যের সর্বত্র লুটপাট, নারী ধর্ষণ, খুন, অপহরণ করা এবং অগ্নি সংযোগ সহ আইন শৃংখলার চরম অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসম্মত প্রস্তাব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্পীকার সাহেব ওনার চেম্বারে আপনাকে দেখা করার জন্য বলেছেন, আপনারা দেখা করতে পারেন।

শ্রীসমীর রঞ্জন বর্মণ (বিশালগড়) :— আপনি কি বিরোধী সদস্যদের সময় দেবেন না ? হাউসে বিরোধী সদস্যদের আপনি যদি বক্তব্য রাখতে না দেন, বক্তব্যটা এলাউ করা না করা আপনার ব্যাপার, কিন্তু বক্তব্যতো রাখতে দেবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আপনাদের বুঝতে খুব সম্ভব অসুবিধা হয়নি। মাননীয় স্পীকার সাহেব বলেছেন ওনার সঙ্গে দেখা করার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— স্যার, আমি জানতে চাই যে এখানেও কি পঞ্চায়েতের মত রিগিং চলছে, নামের রিগিং। যেখানে ব্যালট পেপারে তপন বাবুর নাম উঠেনি, সেখানে অমল বাবুর নামের পরিবর্তে তপন বাবুর নাম উঠল কি করে, এটা কি রিগিং নয় ? বিধানসভাতেও কি রিগিং চলে ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— এখানে অ্যাসেম্বলী থেকে গত ৭ তারিখ ব্যালট হল আর ৮ তারিখ কাগজ বের হল এবং তাতে ফাষ্ট প্রায়রিটি হিসাবে দেওয়া হল অমল মল্লিক এক নম্বর। আমরা নিয়ম হিসাবে যেটা জানি তাতে ব্যালট হিসাবে যেটা জানি তাতে ব্যালট পেপারে ফাষ্ট প্রায়রিটি, সেকেণ্ড প্রায়রিটি ও থার্ড প্রায়রিটি এইভাবে থাকে। সেই লিষ্টের ফাষ্টে ছিল আমার নাম, আর আজকে দেখা গেল আমারটাই নাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনাদের ডিটেলস্ বলেছেন, এখন আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করব ওনার চেম্বারে দেখা করার জন্য।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— আমি জানতে চাই উনি কি ব্যালট পেপার পাননি ?

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) **:—** স্পীকার যা বলেছেন এখানে তাই হবে। স্পীকার হচ্ছেন হাউসের বিষয়বস্তু স্পীকার রুলিং দিয়েছেন ওনার রুলিং মতই হাউস চলবে।

Shri Samir Ranjan Barman : In Kaul's Parliamentary Practice & Procedure.

"The speaker decides whether a Resolution or a Part theraof is onis not admissibl under the Rules & may disallow any Resolution or a part thereof when in his opinion it is an abuse of the right of moving a Resolution or calcutatad to obstruct or prejudicially affect the procedure of the House, or in contravention of the Rules.

তাহলে আপনিই বলুন মাননীয় সদস্য যেটা এনেছেন সেটা কি প্রসিডিউরের বাইরে কি না ? হাউসের ব্যা পারে আপনি বলছেন চেম্বারে গিয়ে দেখা করার জন্য। চেম্বারে কেন ? কিছুক্ষণ পর বলবেন স্পীকারের বাড়ীতে গিয়ে কথা বলুন। এটা কি রকম কথা বলছেন আপনারা।

(গণ্ডগোল)

স্যার, চার দিন আগে একটি সর্ব্বভারতীয় পত্রিকায় দেখলাম-জানি না এটা সত্য কি না—মাননীয় স্পীকার সাহেব বলেছেন যে কংগ্রেস সদস্যারা কোন রুলিং এটেনশন নোটিশ দেব না। কিন্তু আমরা দিচ্ছি-সব সময়ই দিচ্ছি কিন্তু এগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে ! আজকে কোন আইনে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন বাবুর কর্ত্তৃক আনীত কলিং অ্যাটেনশন বাদ গেলো ? বৈদ্যনাথবাবু মাননীয় সদস্য শ্রী হরিচরণ বাবু ১ তারিখের যে ঘটনা (গণ্ডগোল-নট অডিবল) সে ঘটনায় উপরে বৈদ্যনাথবাবু বলেছেন কিন্তু ২৮ তারিখের ঘটনার সম্পর্কে (গণ্ডগোল) যেটা মাননীয় সদস্য শ্রী হরিনাথ বাবু এসেছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই বলেননি। মাননীয় স্পীকার স্যার, ১ তারিখের ঘটনা আর ২৮ তারিখের ঘটনা এক নয়। **Expunged as ordered by the chair.** এই বিধানসভায় সচিবালয়টা কি পার্টি অফিস ? বিধানসভার সচিব কি পার্টির সদস্য ? বিধানসভার যে সচিবালয় সেই সচিবালয়ের সচিব কি বামফ্রন্টের সদস্য কি না ? এটা এই রকম হলো কিভাবে ? আমি এটা জানতে চাই। ১ তারিখের ঘটনা আর ২৮ তারিখের ঘটনা এক হলো কিভাবে ? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন ১ তারিখের ঘটনার উপরে যেটা মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহনবাবু এনেছিলেন আর ২৮ তারিখের ঘটনার উপর তিনি কিছুই বলেননি সেটা এনেছিলেন মাননীয় সদস্য শ্রীহরিচরণ বাবু। এটা লজ্জাস্কর ব্যাপার পত্রিকাটা আপনারা পড়বেন, আপনাদের লজ্জা হওয়া দরকার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্যবৃন্দ আপনারা বসুন, আপনারা শান্ত হোন,

মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয়কে উনার প্রাইভেট মেম্বারস রিজিলিউশানটি মুভ্ করার জন্য অনুরোধ করছি।

(বিরোধী দলের সকল সদস্যরা ২.০৭ মিনিট সময়ে ওয়াক-আউট করেন)

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাসহর) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রাইভেট মেম্বারস রিজিলিউশান হিসেবে আজকে এই হাউসে যে প্রস্তাবটা মুভ্ করতে চাইছি তা হলো :—"যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ রাজ্য ত্রিপুরার জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্ত্তৃক ধাপে ধাপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বিমানভাড়া

প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে।"

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে—ত্রিপুরার সামগ্রিক জনস্বার্থে যখন এই বিধানসভায় একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোচনা করতে চলেছেন তখন আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা অত্যন্ত দায়িত্বহীনভাবে একটা অজুহাত তোলে তারা হাউস বয়কট করেছেন। একটা জনস্বার্থের সাথে ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত একটা বিষয়ের সাথে নিজেদের পুনরায় উনারা বিযুক্ত রেখে অত্যন্ত দায়িত্বহীনতার পরিচয় রেখেছেন—যা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৭'৫ লক্ষ মানুষ তারা সেটা কিভাবে নেবেন সেটা তারাই বুঝবেন।

আমি এই রাজ্যের সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষের কথা বিবেচনা করে আমাদের এই হাউসে প্রস্তাবটি যাতে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় তারজন্য আহ্বান রাখছি এবং পরবর্তী সময়ে আমি আশা করব এই হাউসে মাননীয় সদস্যগণ তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দেবেন এবং এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাবেন।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমরা লক্ষ্য করেছি আজকে সারা ভারতবর্ষে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, আমাদের রাজ্যে শুধু নয়, সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই জনগণের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে তার নীতি নির্দেশিকা প্রণয়ন করছেন—যার ফলে আজকে সমস্ত পরিষেবা বলতে যা বুঝি—এসেনশিয়েল সার্ভিসেস্ যেগুলি সমস্ত সাধারণ মানুষের সাথে সংযুক্ত ?

শ্রীতপন চক্রবর্ত্তী :— সারা ভারতবর্ষের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই জনগণের স্বার্থের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় সমস্ত বিষয়গুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকার যে ভাবে সমস্ত নীতি নির্দেশিকা প্রনয়ন করেছেন, যার ফলে আজকে সমস্ত পরিষেবা বলতে যা বুঝি, আমরা প্রয়োজনীয় সার্ভিসেস্ যেগুলি সাধারণ মানুষের সঙ্গে যুক্ত প্রায় প্রতিটি পরিষেবার ক্ষেত্রকে বিদেশীদের চাপে বিশেষ করে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আই, এম, এফ, বিশ্বব্যাঙ্ক এবং সর্বশেষ গ্যাট চুক্তিতে স্বাক্ষর করার মধ্য দিয়ে ভারত সরকার স্বাধীনত্তোর কালে যে সমস্ত অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেছিলেন শিল্পনীতি, বাণিজ্য নীতি, এবং পরিষেবার ক্ষেত্রগুলিকে যে ভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের মধ্যে ঢ়ুকিয়েছিলেন আমরা দেখলাম তারমধ্যে একটা দেশপ্রেমী দৃষ্টিভঙ্গী ছিল, যার মধ্য দিয়ে দেশের মানুষ এটা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। দেশ নিজেদের পায়ের উপর দাঁড়াতে আত্মনির্ভশীলতার পথে দিনের পর দিন এগিয়ে যাবে। আমরা দেখলাম ১৯৪৭ সালের পরে কিছুদিন চলার পর তদাস্তিন প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু এবং তার পরবর্ত্তী সময়ে কিছুদিন চলার পরে তারা ধীরে ধীরে নীতি থেকে সরতে শুরু করেছেন এবং যার ফলশ্রুতিতে বর্তমানে ৪৭ বৎসর পরে ভারতবর্ষের চেহারা অত্যন্ত করুণ হয়ে গেছে। সেখানে আজকে ভারতবাসীকে দ্বিতীয় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হচ্ছে। যে স্বাধীনতার জন্য ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ মানুষ সংগ্রাম করেছেন, রক্ত দিয়েছেন, আত্মত্যাগ করেছিলেন, কারাবরণ করেছিলেন। তারা স্বপ্ন দেখেছিলেন ভারতবর্ষ একটা সুখী সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত হবে। আজকে তাদের স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। জীবদশাতেই সেই সমস্ত মানুষকে দেখতে হচ্ছে এই ভারতবর্ষের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদেশীদের লুটেরা বাহিনীর কব্জায় চলে যাচ্ছে এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত প্রকার নীতি আজকে ভারতবর্ষকে পেছনের দিকে ঠেলতে শুরু করেছে ঠিক। ঠিক তেমনি একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান্ বা ক্ষেত্র হচ্ছে এই ভারতীয় বিমান পরিষেবা ব্যবস্থা, যার প্রতি ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরে প্রথম দিকে আমরা দেখেছি একটা নজর ছিল সেখানে আমরা দেখেছি তাতে একটা কর্পোরেশানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল যার সরাসরি কন্ট্রোল করতেন কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু ইদানিং যে জিনিসটা আমরা লক্ষ্য করছি গত কয়েক বৎসর ধরে বিদেশীদের চাপে পড়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি যেমন ডুবতে বসেছে, ভারতবর্ষের সমস্ত অর্থনীতির ক্ষেত্রের মধ্যে, বাণিজ্যের ক্ষেত্রের মধ্যে, শিল্পের ক্ষেত্রের মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব ক্ষেত্রগুলিকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেওয়া হচ্ছে, যেমন প্রাইভেটাইজেশন নামে

সেখানে মাল্টিন্যাশনাল কর্পোরেশনগুলি বিদেশী বেনিয়াদের সেখানে অবাধে অনুপ্রবেশের নিয়ন্ত্রনহীন, স্পন্দনহীন একটা ব্যবস্থার মধ্যে তাদেরকে আসবার সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। যার স্বীকার হচ্ছে ভারতবর্ষের মানুষ। আমরা লক্ষ্য করছি বিভিন্ন শিল্প কারখানার মধ্যে আজকে লক্ষ্য লক্ষ্য শ্রমিক কর্মচারী শুধু ছাঁটাই হচ্ছেন না নূতন বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ শুধু সংকোচন হচ্ছে না সেই সমস্ত জায়গাগুলিকে প্রাইভেটাইজেশানের নামে ব্যক্তি মালিকদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে তারা ব্যক্তি মালিকরা কখন আসে? তারা যখন দেখবে সেখানের মধ্যে বিরাট মুনাফার সুযোগ রয়েছে, ঠিক তেমনি একটি ক্ষেত্র হচ্ছে এই বিমান পরিষেবার ক্ষেত্র লাফিয়ে লাফিয়ে বিমান ভাড়া বেড়েছে। আমি এখানে বিস্তারিত পরিসংখ্যান দেব না। আমি এখানে আমার আলোচনার মধ্য দিয়ে কয়েকটা পরিসংখ্যান দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করব কিভাবে শুধু রাজ্যে নয় গোটা ভারতবর্ষের মানুষের কাঁধের মধ্যে এই অতিরিক্ত ভাড়ার বোঝা, করের বোঝা মানুষের বইবার সহ্যের সীমার বাইরে চলে গেছে।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি জানেন যে, ত্রিপুরার মত একটা রাজ্য যেটা ল্যাণ্ডলেস স্টেট যার মধ্যে কোন জলপথে পরিবহনের কোন ব্যবস্থা নেই। ভারতবর্ষের একটা প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী রাজ্য যার তিন দিকে রয়েছে বাংলাদেশ পরিবেষ্টিত। আমাদের এই রাজ্যে থেকে অন্য রাজ্য যেতে হলে আমাদের মাদার ল্যাণ্ড-এর উপর দিয়ে তার একমাত্র আমাদের উপর দিয়ে আমাদের বেরুতে হবে। এই রকম একটা রাজ্যের মধ্যে প্রান্তিক রাজ্যের মধ্যে বিমান পরিষেবার সাথে এই রাজ্যকে যুক্ত করা অত্যন্ত জরুরী। এবং ত্রিপুরাবাসীর এই দাবী পূরণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন আগরতলা, কৈলাশহর এবং খোয়াই ও কমলপুরকে বিমান পরিবহনের মানচিত্রের মধ্যে যুক্ত করা হয়েছিল তখন ত্রিপুরার রাজ্যবাসী অত্যন্ত খুশী হয়েছিল। আমার মনে আছে যে সীমান্তবর্তী এই রাজ্যে প্রতি এয়ারপোর্ট বিভাগে আমাদের দেশরক্ষার জন্য, আমাদের যখন সংগ্রাম হয় বিদেশী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে, দেশকে যখন রক্ষার জন্য যখন সংগ্রাম হয় তখন দেখেছি আগরতলা, কমলপুর, কৈলাশহর ও খোয়াই এয়ারপোর্টগুলিকে কিভাবে সেই কাজের জন্য ব্যবহার করতে হয়েছে। ভারতবর্ষের বিমান বাহিনীকে এই এয়ার পোর্টগুলিকে ব্যবহার করতে দেখেছি। সেই দিক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে আমরা দেখেছি যখন ঐ সমসমনগরে এই এয়ারবেথ ছিল, তারা পরবর্তী সময় পার্টিশনের পর ঐ একই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সেখানে সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলির মধ্যে এই যাত্রী পরিবহনের জন্য নেয়, সেইদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ, যার জন্য এই এয়ারপোর্টগুলিকে সেখানে সেট আপ করা হয়েছিল। আমরাও খুশী হয়েছিলাম। আমি যখন ছাত্র অবস্থায় ছিলাম তখন কৈলাশহর থেকে আগরতলায় আসতাম মাত্র ১৮ টাকায় ১৯৬৮-৬৯ইং সালে। এই বিমান ভাড়া ছিল মাত্র ১৮ টাকা। তখন ডাকোটা সার্ভিস ছিল। শুধু কি যাত্রী পরিবহন করেছে?

আমরা দেখেছি যখন ত্রিপুরা বন্যায় কাট অফ হয়ে যায়, যখন আসামে রেললাইন জলে ডুবে যায়, যখন ল্যাণ্ড রোড কাট অফ হয়ে যায়, ধ্বস পড়ে, যখন ব্রীজ উড়ে যায় বন্যার জলে যেখানে একমাত্র ল্যাণ্ড রোড হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম, তাহলে আমরা কিভাবে এই রাজ্যে থাকব? আপনারা জানেন আমাদের এখানে রেললাইন কতটুকু হয়েছে। ৪৮ বৎসরে ৪৮ কিলোমিটার। কুমারঘাট পর্য্যন্ত রেললাইন এসেছে। আমাদের এখন শুধু নির্ভর করতে হয়েছে এই ল্যাণ্ড রোডের উপর যার মধ্য দিয়ে আমাদের রাজ্যে সব কিছু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র থেকে শুরু করে সমস্ত রকম নির্মান সামগ্রী, খাদ্যসামগ্রী সবকিছু আমাদের এই সড়ক পথের উপর নির্ভরশীল। এমন কি জীবনদায়ী ঔষধ পর্যন্ত সেই সড়ক পথের উপর নির্ভর করছে। পরবর্তী সময় যখন বিমান সার্ভিস চালু হয়েছে আমরা দেখেছি সেইক্ষেত্রেও এই বিমান যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সেই জায়গাকে কিছুটা ভূমিকা নিতে পেরেছে। কাজেই সমস্ত দিক থেকে যোগাযোগের এত পশ্চাদপদ অবস্থার

মধ্যে পড়ে রয়েছে গত ৪৮ বৎসর। যেখানে সাক্রুম পর্যন্ত রেলপথ সম্প্রসারণের জন্য রাজ্যের দাবী রয়েছে, যেখানে আমরা দাবী করছি রাজ্যের মধ্যে শিল্প গড়ে তুলবার মত কাঁচামাল রয়েছে, প্রাকৃতিক গ্যাস রয়েছে, আমাদের রাজ্যে অফুরন্ত সম্পদ রয়েছে সেটাকে কাজে লাগাবার জন্য। সেখানে তখন প্রতিবাদী কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বলতে শুনেছি যেহেতু রেল নেই, শিল্প হবে না। আমরা যখন বলেছি শিল্প স্থাপন কর, তারা বলছে রেল নেই। এর জন্য তো দায়ী রাজ্যবাসী হতে পারে না। সমস্ত কিছুর জন্য দায়ী হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার তার জন্য আজকে রাজ্যের মধ্যে মাত্র ঐ ৪৮ কিলোমিটার রেলপথ কুমারঘাট পর্যন্ত এসে থমকে গেছে।

কাজেই বিকল্প যে ব্যবস্থা, সেই বিকল্প ব্যবস্থা হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে একমাত্র ভারতবর্ষের মূল ভূখণ্ডের মধ্যে যুক্ত করবার জন্য এই বিমান পরিষেবার ব্যবস্থা। আমরা মাঝখানে শুনেছি যে বাংলাদেশের উপর দিয়ে এখানে জলপথে এবং রেলপথের মধ্যদিয়ে বা সড়ক পথে পশ্চিমবঙ্গের সাথে একটা যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু জানি না আলোচনার ফলাফল কি হয়েছে। এই রকম একটা উদ্যোগের জন্য রাজ্যবাসী প্রতিনিয়ত একটা চাপ বর্তমানে রয়েছে, আগেও ছিল আমরা দেখেছি এবং এই বিমান সার্ভিসকে রেগুলার চালু রাখার জন্য এবং তার যে এয়ারপোর্টগুলি অকেজো করে রাখা হয়েছে, আপনারা জানেন কৈলাশহর, কমলপুর এবং খোয়াই এয়ারপোর্ট আজকে অকেজো করে রাখা হয়েছে। সেইখানে এই যে ডাকোটা এয়ার সার্ভিস ছিল তার পরবর্তী সময় তৃতীয় এয়ার লাইন্স বা বায়ুদূত চালু হবার পর কিছুদিন ঐ যে প্রকার ফ্রেণ্ডশীপ বা এই যে অষ্ট্রেলিয়ান ছোট বিমান সেইগুলিকে চালানোর মধ্য দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে তারা কয়েকমাস চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার পরবর্তী সময় দেখলাম ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স না সেখানে থার্ড এয়ার লাইন্স হিসাবে বায়ুদূতকে সেখানে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সেটাও ফেল করেছে। এবং কিছুদিন ফ্লাইট চালু করবার পরে তারা সেটাকে বন্ধ করে দিয়েছে, তারা আখ্যা দিয়েছে অলাভজনক।

কোনটা অলাভজনক হয়ে গেল রাজ্যবাসী বা যাত্রীসাধারণ তা বুঝতে পারল না। তারা তখন বর্ধিত ভাড়া দিয়েই যেতে রাজি ছিলেন একটা রোগীকে বাঁচাবার জন্য একটা ছাত্রকে তড়িঘড়ি করে অন্য রাজ্যে পাঠানোর জন্য—যখন বিমান তাদের ধরতেই হয় সেই জায়গায় দেখেছি সেই সুযোগ থেকে রাজ্যবাসী বঞ্চিত হল। সেখানে ভাড়ার প্রশ্ন যুক্ত ছিল না। তারপরেও তারা বলছে যে অলাভজনক এবং সেটাই ঠিক। আজকে যখন বিমান ভাড়াকে বাড়ানো হচ্ছে তখন আমরা লক্ষ্য করছি তারা বলবার চেষ্টা করছেন ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স এর লোকসান হচ্ছে। প্রতি বৎসর লোকসান হচ্ছে শত শত কোটি টাকা। কিন্তু প্রতি বৎসর যেভাবে তারা যাত্রী ভাড়া বাড়িয়েছেন এতো পৃথিবীর কোন দেশে এরকমভাবে লাফিয়ে লাফিয়ে আমাদের দেশে যেভাবে সংসদকে, বিধানসভাকে, রাজ্যসরকারগুলিকে ঘুমে রেখে দিয়ে পার্লামেন্ট থেকে যেভাবে জিনিসের দাম বাড়ানো হচ্ছে—যেভাবে বিমানের টিকেটের দাম বাড়ানো হয়েছে এতো কোন জায়গাতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তার কোন তুলনা নেই। আমরা দেখছি যে ১৯৬৮-৬৯ সালে কি হয়েছে, কলকাতা থেকে আগরতলাতে একমাত্র ফকার ফ্রেণ্ডশীপ বিমান চালু ছিল। আমি নিজে এসেছি ৫০ টাকা ভাড়া দিয়ে। ৬৮-৬৯ সালে, ভাড়া ছিল ৫০ টাকা। তার পরবর্তী সময়ে বড় বিমান এসেছে। ফকার ফ্রেণ্ডশীপের পাশাপাশী আমরা আজকে দেখি বোয়িং ৬৮-৬৯ সনে যেখানে ভাড়া ৫০ টাকা ছিল কলিকাতা আগরতলার ভাড়া আজকে ১৯৯৪ইং সনে তার ভাড়া বেড়ে হয়েছে ১,০২৫ টাকা। কত পারসেন্ট বেড়েছে, তার কি কোন ব্যাখ্যা আছে ? তারপরেও তারা বলছে যে এটা অলাভজনক। তারপরেও তারা ভাবছেন সেটাকে বহুজাতিক কর্পোরেশনের হাতে তুলে দিতে হবে। তারপরেও তারা বলছেন করপোরেশন ভেঙ্গে দিয়ে

সেখানে লিমিটেড কোম্পানীতে পরিণত হয়েছে।

তার বিরুদ্ধে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স করপোরেশন-এর শ্রমিকদের যেমন ক্ষোভ বিক্ষোভ রয়েছে, যাত্রী হিসাবে ভারতবর্ষের নাগরিক হিসাবে আমাদেরও বিক্ষোভ রয়েছে। শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই জিনিসকে দেখলে চলবে না। ভারতবর্ষ একটা স্বাধীন রাষ্ট্র। তার দায়বদ্ধতা আছে মানুষের কাছে। তার সাথে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ভারতবর্ষের নাগরিকদের শুধু ব্যবসায়িক সম্পর্ক না। তারা মহাজন আর ভারতবর্ষের নাগরিকরা যারা প্রতিটা বৎসর প্রতিটা ভোট দিয়ে তাদেরকে নির্বাচিত করে কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য পাঠায়, ভারতবাসীকে দেখ ভাল করার জন্য, তাদের জন্য নীতি নির্ধারণ করার জন্য, নীতি নির্দেশিকা তৈরী করার জন্য, সেখানে শুধু ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে পরিচালিত করবে এটা ভীষণ পরিতাপের বিষয়, এই দুঃখ বলবার জায়গা কোথাও নেই। কাজেই আজকে আমরা লক্ষ্য করছি সারা ভারতবর্ষের মানুষ চিৎকার করছে, রাস্তায় নামছে। আমরা দেখছি তার এই নীতির বিরুদ্ধে আজকে ভারতবর্ষের মানুষ অবস্থান করছেন, সত্যাগ্রহ করছেন, পদযাত্রা করছেন। আজকে এই আইন অমান্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষব্যাপী চলছে। তার প্রতিবাদেই এই সমস্ত কিছু হচ্ছে। আজকে আমাদের এই বিধানসভা থেকেও সর্বসম্মতভাবে ত্রিপুরার সাড়ে ২৮ লক্ষ মানুষের কণ্ঠ উচ্চারিত করতে চাই যে এই বর্ধিত বিমান ভাড়া কমাতে হবে এবং এই রাজ্যবাসীর অর্থনৈতিক দিক থেকে বিবেচনার মধ্যে রেখে যোগাযোগের অপ্রতুলতার কথা মাথায় রেখে এখানে বিমান ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে। একেতো বিমান ভাড়া মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে গেছে, দ্বিতীয় হচ্ছে অ-নিয়মিত সার্ভিস। আমি জানি না ভারতবর্ষের কোন রাজ্যের মানুষ এই ধরণের ট্রলারেন্স করবে কিনা। আমাদের এখানে খেয়াল হলে পরে বিমান নামবে, তা না হলে ঘোষণা না দিয়েই বিমান বাতিল করে দিবে। সাধারণ মানুষ জানতেই পারল না তার বিমান সার্ভিস বাতিল হয়ে গেছে। এই রকমভাবে প্রতিনিয়ত চলছে।

মানুষ জানতে পারে না তার বিমান সার্ভিস বাতিল হয়ে গেছে। এই রকমভাবে প্রতিনিয়ত চলছে। এবং তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আমরা দেখেছি। এই রাজ্যের ছাত্ররা যুবকরা বিক্ষোভ সম্মিলিত করেছে। রেগুলার বিমান চলাচল এবং বিরাট ভাড়া কমানোর জন্য। সাধারণ মানুষ থেকে রাজ্যের সাড়ে ২৭ লক্ষ মানুষ বিধানসভার এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবে।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলছি ৬৮—৬৯ সালে ৫০ টাকা বিমান ভাড়া ছিল। সেই জায়গায় এখন কি রকম বেড়েছে। গত তিন চার বছরের হিসাবটা দেখলে বুঝা যায়। ২৫-৯-৯০ তারিখে আগরতলা-কলিকাতার বিমান ভাড়া ছিল ৫৭২ টাকা, সেটা, ৭-১০-৯০ সালে এসে আবার জাম্প করল, হয়ে গেল ৬৭৫ টাকা, এই ভাবে এক মাসের মধ্যে কি করে জাম্প করতে পারে। এখানে কত শতাংশ জাম্প করেছে। ১,৭,৯২ সালে আবার ভেড়েছে, ভেড়ে হয়েছে ৭৩৮ টাকা। ৬৭৫ থেকে ৭৩৮ টাকা। ১৫,৬,৯৪ সালে বেড়েছে সেই ৭৩৮ টাকা থেকে ৮৯২ টাকা আর তার কয়েক মাসের মধ্যে ২৫,৭,৯৪ সালে হয়ে গেল ১০২৫ টাকা। ৮৯২ টাকা থেকে ১০২৫ টাকা। প্রায়ই ১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমরা শুনেছি অন্যান্য রাজ্যের জন্য ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং আমাদের রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকারের কাছে বার বার অনুরোধ করেছে যে এই বর্ধিত বিমান ভাড়া রাজ্যের মানুষের পক্ষে বহন করা অসম্ভব। তোমরা কোথায় ফেলে দিয়েছে এই রাজ্য রাষ্ট্রকে। একদিকে রেল নেই অন্য দিকে বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি। এই সব আছে না কি—এই সব আধুনিক দেশের মধ্যে? আজকে দিল্লীতে যেতে গেলে দুই তিন দিন সময় লাগবে, কাছাড় আসাম রাজ্য ঘুরে যেতে হবে আমাদেরকে। তার পরে রেলের কোন ঠিক ঠিকানা নেই। সেই জায়গায় বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে যেটাকে তিলে তিলে রুগ্ন করে আজকে ধ্বংসের মুখে ফেলে দিয়েছে।

এবং আমরা দেখেছি যারা প্রাইভেট এসোসিয়েশন নামে যে সমস্ত এয়ারপোর্ট দিচ্ছে সেই এয়ারপোর্ট সাকসেস্ফুল হচ্ছে না। আমরা মনে করি না সেটি সাকসেসফুল হতে পারে। প্রাইভেট এসোসিয়েশান নামে আমরা দেখেছি ইষ্ট ওয়েষ্ট নামে একটি সংস্থাকে ভারতের কয়েকটি রোড দিয়ে দেওয়া হল, তাদের কাছে ছেড়ে দিয়েছে। সাম্প্রতিককালের খবর হল সেগুলিও চালু রাখতে পারেনি। জানি না তার পেছনে কি কারণ আছে। কাজেই সেই দিক থেকেসেই প্রাইভেটাজেশানের যে মতলব সেই মতলবটিকে বন্ধ রাখতে হবে। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন এবং বায়ুদুত যেটা করা হয়েছিল সেটিকে আমরা সমর্থন করেছিলাম। অন্তত: দেশের ছোট রাজ্যগুলির মধ্যে ছোট ছোট এয়ারলাইন্স যেগুলি আছে সেগুলি যাহাতে উপকৃত হয়। যদি সেটিকে রেগুলার সার্ভিসের মধ্যে আনা যায়, সেই ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্স কর্পোরেশন সরাসরি ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে থেকে যাহাতে ভারতবাসীর ন্যায্য স্থানে একটি কথা বলার অধিকার থাকে, তার উপরে একটা কণ্ট্রোল থাকে এইভাবে সমস্ত জিনিষ কে কণ্ট্রোল করা হউক এবং সেটিকে সঠিক অর্থে সঠিক পরিষেবার মধ্যে আটকে রাখা হউক সেটি আমাদের দাবী। এবং সেই দিক বিবেচনা করে সারা রাজ্যবাসীর হয়ে এই বিধানসভা হাউসের মধ্যে বিমানের বর্ধিত ভাড়া প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব তাকে সমর্থন করার আবেদন রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মি: ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :—মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে এই হাউসে মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় যে প্রাইভেট মেম্বার্স রিজলিউশানটি এনেছেন, বিমান ভাড়া বৃদ্ধি প্রত্যাহার করে নেওয়ার ব্যাপারে, তার একটা যথার্থ কারণ আছে সেটা হল এই রাজ্যে যেখানে ৭৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে সেখানে লোকেরা মাঝে মধ্যে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারটা বুঝে উঠতে পারছে না এটা সবাই জানেন যে এই রাজ্যের লোকেরা সখ করে কেউ বিমানে যাতায়াত করেন না একান্ত বাধ্য হয়ে তাদরে বিমানে যাতায়াত করতে হয়, বিশেষ করে রোগী অথবা ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের আকস্মিক প্রয়োজনে বিমানে যাতায়াত করতে বাধ্য হন। ত্রিপুরা রাজ্যে একটি মাত্র রাস্তা আছে, যেটা হচ্ছে আসাম-আগরতলা রাস্তা যে রাস্তা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যকে ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সংগে যোগাযোগ রাখতে হয় এবং এই রাস্তা দিয়ে গেলে কোন রোগী অথবা কোন ছাত্র-ছাত্রী বা অন্য কোন লোক তাদের প্রয়োজনে যেতে গেলে যেমন সময়ের অপচয় হয়, তেমনি অতীব কষ্টসাধ্য। অথচ অন্যান্য রাজ্য এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে যেতে হলে, সেই রাজ্যের লোকেরা বিমানে যাতায়াত করে না, কেন না, সেখানে রেললাইন অথবা অন্য ধরণের যাতায়াতের ব্যবস্থা রয়ে গেছে। ফলে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকেরা যখন বিমানে করে যাতায়াত করে তখন অন্য রাজ্যের লোকেরা মনে করে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের আর্থিক অবস্থা বুঝি সচ্ছল। কিন্তু আসল ব্যাপারটা যে তা নয়, সেটা তাদের জানা নেই। কাজেই, এই যে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে ত্রিপুরা রাজ্যের লোকদের বিমান যাতায়াত করতে হয়, সেটা অন্য রাজ্যের লোকদের জানা নেই। সুতরাং আমরা লক্ষ্য করছি যে এই বিমানের ভাড়া বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রায় একটা যুক্তি দেখানো হয় যে আমদানিকৃত পেট্রোল অথবা তেলের দাম বেড়ে গিয়েছে তাই বিমানভাড়া বৃদ্ধি করা ছাড়া তাদের অন্য কোন গত্যন্তর নেই। কিন্তু আমরা দেখছি যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তেলের দাম কমে যাচ্ছে তাই তেলের দাম বৃদ্ধিজনিত কারণে বিমান ভাড়ার বৃদ্ধিটা আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছিনা। আসল কথা যেটা সেটা হচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুসৃত নীতির কারণেই আজকে বিমানের ভাড়া বাড়াতে হচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকার, ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া ভারতের অন্যান্য অংশে বে-সরকারী বিমান পরিষেবা চালু করে দিয়েছে, কিন্তু সেই বে-সরকারী বিমান সংস্থাগুলি যে সব রুটে তাদের বিমান চালাচ্ছেন, সেখানে যাত্রীদের অনেক বেশী পরিমান সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে যা ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইন্স দিচ্ছেনা,

কাজেই এই সমস্ত কারণে বিমান ভাড়ার বৃদ্ধির কোন কারণই আমরা দেখতে পারছি না কেননা বে-সরকারী বিমান সংস্থাগুলি যাত্রীদের নানা সুযোগ সুবিধা দিয়েও যথারীতি লাভ করে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে গত বিধানসভাতেও একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব পাশ করা হয়েছিল এবং সেটাকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠানো সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার তার কোন প্রতিকারের চেষ্টা করেনি, বরং ইতিমধ্যে বেশ কয়েক বার ধাপে ধাপে বিমান ভাড়া বাড়িয়ে চলছে। তাই, এই ভাড়া বৃদ্ধির প্রভাবটা আমাদের রাজ্যের লোকদের উপর এসে পড়ছে। অন্যান্য রাজ্যের লোকদের উপর এসে পড়ছে। অন্যান্য রাজ্যের লোকদের বিমানে চড়ার কোন প্রশ্নই আসে না, কারণ সেখানে নানা রকমের পরিবহনের ব্যবস্থা রয়েছে। ত্রিপুরার মানুষকে যে বাধ্য হয়ে বিমানে যাতায়াত করতে হয়, সেটা অন্যান্য রাজ্যের মানুষের বোধগম্য নয়।

কোন বিশেষ অবস্থায় আজকে যেমন কেউ ডাক্তারের সংগে দেখা করতে হলে, বা কাউকে হসপিটালাইজ করার জন বিমানের দরকার। এই অবস্থায় আমরা দাঁড়িয়ে আছি। আজকে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুর আমাদের সামনে আলোচনার জন্য আছে। এটা ত্রিপুরার সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষের স্বার্থে আলোচনার দরকার। ঠিক সেই সময়ে আলোচনার সময় বিরোধী পক্ষ একটা অজুহাত তুলে এই আলোচনা থেকে তারা নিজেদেরকে দূরে রেখেছে। কারণ আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমালোচনা করতে হবে। এই জন্য তারা সরে গেছে। আরেকটা কারণ হতে পারে এই যে বিরোধী দলের নেতা আজকে মৃত্যের পড়েছেন এই ভয়ে যে ভবিষ্যতে তার নেতৃত্ব থাকবে কি না। পত্র-পত্রিকায় আমরা দেখেছি তাদের নেতা সন্তোষমোহন দেব আসছেন। সেখানে অনেক জল্পনা কল্পনা চলবে। তাই নিজেদের পথটাকে ঠিক ঠাক রাখার জন্য তারা ব্যস্ত। ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে যে এই বিমান সমস্যার সমাধান হওয়া দরকার, এখানে যে বক্তব্য রাখার প্রয়োজন আছে সেটা তারা বুঝতে পারছে না। প্রতি-নিয়ত নানা সময়ে বিমানের ভাড়া বাড়ছে, দ্বিগুণের বেশী হয়ে গেছে। এখন কলিকাতা যাওয়া আসা করতে লাগে দুই হাজার টাকা। এদিকে টিকেটের ক্রাইসিস আবার খালি যাচ্ছে প্লেইন। এই যে একটা অবস্থা সেই অবস্থার মধ্যে প্লেইন ভাড়া বেড়ে যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক সংস্থার সংগে বিদেশের সংগে চুক্তি করে দেশের অর্থনীতিটাকে তাদের হাতে সপে দেওয়া হচ্ছে। যেখানে সাবসিডি দেওয়া হবে পরিষেবা ক্ষেত্রে সেখানে বলা হচ্ছে লাভ হয় না সাবসিডি দেওয়া হবে না। শুধু যাওয়া আসার জন্যই বিমানের দরকার হয় না। এই যে আসাম আগরতলা রাস্তা। সেখানে অনেক সময় ল্যাণ্ডস্লাইড হয়ে রাস্তা বৃষ্টির সময়ে বন্ধ হয়ে যায়। তখন জরুরী ভিত্তিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ বিমানে আনতে হয়। অনেক সময় বলা হচ্ছে বায়ুদূত সার্ভিস হবে। কিন্তু কিছু দিন যাওয়ার পরই দেখা যায় এটা মুখ থুবরে পরে আছে, আমাদের অসুবিধা হয়। কারো নজর এদিকে থাকছে না। আজকে এখানে যে প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাবের মধ্যে রাজ্যবাসীর যে চাহিদা সেটা তুলে ধরা হয়েছে। আমি আশা করব এই হাউস প্রস্তাবটিকে সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করবেন। কারণ এখানকার মানুষ খুবই গরীব। নেহাৎ প্রয়োজন না পড়লে কেউ বিমানে যাতায়াত করে না। এ রাজ্যের মানুষের কষ্টার্জিত যে পয়সা এবং তাদের সুযোগ সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্রে যে প্রশ্ন সেটা আমাদের দেখতে হবে। সুতরাং আজকে এখানে যে প্রস্তাব আনা হয়েছে এটা ত্রিপুরা রাজ্যের সাড়ে সাতাশ লক্ষ মানুষের প্রস্তাব, আমি আশা করব এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— শ্রীসুধীর চন্দ্র দাস।

শ্রীসুধীরচন্দ্র দাস (সুরমা) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্ত্তী মহোদয় আজকে

হাউসে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে যে প্রস্তাব উংত্থাপন করেছেন আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং আশা করছি রাজ্যবাসীর স্বার্থে এই প্রস্তাব বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হবে। এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধি আজকে কোন নূতন ঘটনা নয়। কিন্তু বিমান ভাড়া পর্যায়ক্রমে বাড়তে বাড়তে আজকে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে ত্রিপুরা রাজ্যের সাধারণ মানুষের পক্ষে বিপদে পড়েও বিমানে যাওয়া একেবারে অসম্ভব। এইভাবে বারে বারে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করে রাজ্যবাসীর উপর পরিকল্পিতভাবে অর্থনৈতিক আক্রমণ হানা হচ্ছে। কিন্তু আজকে এই ভাড়া বৃদ্ধি চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। এখানে মাননীয় সদস্য মহোদয়রা ভাড়া বৃদ্ধির হার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ১৯৬৮ইং সালে বিমান ভাড়া ছিল ৫০ টাকা, সেখানে আজকে বিমান ভাড়া এক হাজার টাকারও উপর। সুতরাং এত টাকা দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যের মত একটা অনগ্রসর রাজ্য যেখানে শতকরা ৭০/৭৫ ভাগ মানুষ দারিদ্য সীমার নীচে বাস করে, তাদের পক্ষে যাতায়াত করা সম্ভব নয়। এ রাজ্যের মানুষকে চিকিৎসার্থে বহিরাজ্যে যেতে হয়, শিক্ষার জন্য এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের বহিরাজ্যে যেতে হয়। কিন্তু এত টাকা বিমান ভাড়া দিয়ে তাদের পক্ষে রাজ্যের বাইরে যাওয়া মোটেই সম্ভব নয়। আমরা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দেখেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার শুধু বিমান ভাড়া বৃদ্ধিই নয়, সাধারণ মানুষ যে সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষ ব্যবহার করেন সেই সমস্ত প্রতিটি জিনিসের দাম বাড়িয়ে সাধারণ মানুষের উপর দিনের পর দিন আক্রমণ সংঘটিত করছে এবং বিমানের মত পরিসেবামূলক যে সংস্থা, সেই সংস্থার ভাড়া বাড়িয়ে রাজ্যবাসীর উপর আক্রমণ করা এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের দেশের সার্বভৌমত্বকে বিসর্জন দিয়ে দিচ্ছেন সাম্রাজ্যবাদের দালালদের কাছে। যে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের মানুষ দিনের পর দিন লড়াই করেছিলেন অনেক রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি। কিন্তু আজকে ৪৭/৪৮ বৎসর পর আবার পরাধীনতার পদধ্বনি আমাদের দেশে শুনা যাচ্ছে।

আমাদের দেশের স্বাধীন সার্বভৌমত্বকে বন্ধক দিয়ে আমাদের দেশটাকে চিরদিনের মত দাসত্বে পরিণত করার জনাই ডাংকেল প্রস্তাব এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান তার ইন্ধন হিসাবে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি। কাজেই এই বিধানসভার মধ্যে আজকে যে প্রস্তাব এসেছে এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করছি এবং আবেদন রাখছি। এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীরমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ (যুবরাজনগর) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক বিমান ভাড়া বৃদ্ধিজনিত কারণে যে প্রস্তাব এই হাউসে উংত্থাপন করেছেন আমি মনে করি এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব। কেননা আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া রাজ্য। এই রাজ্যের প্রায় ৮০ ভাগ মানুষ দারিদ্র, সীমার নীচে বসবাস করছেন। আমার মনে হয় সুস্থ এবং বিবেকবান মানুষ সবাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করার জন্য এগিয়ে আসবেন কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে মাননীয় বিরোধী সদস্যারা অনুপস্থিত। উনারা বিভিন্ন নামে উগ্রপন্থী সংস্থা যেমন স্যাংক্রাক ইত্যাদি গঠন করে ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটিয়ে আইন-শৃংখলা নেই বলে হৈ হটগোল করছেন। আজকে এই যে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হাউসে উপস্থিত করা হয়েছে সে প্রস্তাবেও উনারা অংশগ্রহণ করেননি কারণ উনারা ওয়াক আউট করেছেন। দেশে আইন-শৃংখলা নেই এটা উনাদের দ্বারাই তৈরীকৃত। উত্তর পূর্বাঞ্চল রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া এই ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ কেউ শখ (ইচ্ছা) বিমান চড়ে কলকাতায় বেড়াতে যান না। এই ধরণের কোন উদাহরণ কেউ দিতে পারবেন কিনা জানি না। মানুষের ক্যানসার, কিডনী ইত্যাদি ভয়ঙ্কর ধরণের

রোগ হলে চিকিৎসার জন্য যদি কলকাতা; মাদ্রাজ ভেলোর যেতে হয় তা হলেই মানুষ বিপদে পড়ে বিমানে যাতায়াত করেন কারণ বিমান ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যবস্থা নেই। ত্রিপুরা রাজ্যে রেলে যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। তাই বিমানই আমাদের রাজ্যের একমাত্র ভরসা। নির্বাচনের পূর্বে আমরা লক্ষ্য করি আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃবর্গ এখানে এসে গালভরা বুলি আওড়ান রেল আ যায়েগা, ১০০ দিনের মধ্যে দ্রব্যমুল্য কমবে বিভিন্নভাবে ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ এগুলি শুনেছে। আজকে একের পর এক রেল বাজেট হচ্ছে কিন্তু ভারতবর্ষের মানচিত্রে ত্রিপুরার রেলের ব্যাপারে কুমারঘাট থেকে ১ ইঞ্চি রেল সম্প্রসারণের ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এমতাবস্থায় আমরা দেখছি পেট্রোলের দাম বাড়ছে, ডিজেলের দাম বাড়ছে, কেরোসিনের দাম বৃদ্ধি হচ্ছে। তারই ফলস্বরূপ একটা প্রতিনিয়ত সংসদকে ঘুমে রেখে প্রশাসনিক নির্দেশ জারী করা এইটা হচ্ছে নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। এইভাবে দিনের পর দিন বিমান ভাড়া বৃদ্ধি করা হচ্ছে। আমরা যখন ছাত্রাবস্থায় কলকাতায় যেতাম ১৯৭৬ সনে তখন বিমান ভাড়া ছিল ১২৫ টাকা আর এখন সেই ভাড়া বেড়ে ১ হাজার ২৫ টাকা। আমার মনে হয় এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধির ফলে ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর একটা সাংঘাতিক ধরণের বোঝা নামানো হয়েছে। এই ক্ষেত্রে ভর্তুকীর যে ব্যবস্থা এই ব্যাপারে গত বিধানসভাতেও আলোচনা হয়েছে প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল, মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের গোচরে আনার জন্য আমরা প্রস্তাব এনেছিলাম, ত্রিপুরার নাগরিক সংস্থা এই ব্যাপারে বহুবার আন্দোলন করেছে, ছাত্র সংগঠন থেকে বিভিন্ন সংগঠন থেকে এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে আন্দোলন করেছেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এখন অবধি নীরব ভূমিকা পালন করে চলেছে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশা করব এই হাউস সর্বসম্মতিক্রমে এই বিমান ভাড়া বৃদ্ধির ব্যাপারে একটা সর্বসম্মতি প্রস্তাব পাঠাবেন এবং ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষ যাতে পরিত্রান পেতে পারেন এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যবস্থা নেবেন এই আশা রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য প্রণব দেববর্মা। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীপ্রণব দেববর্মা (সিমনা) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের এই হাউসে ত্রিপুরা রাজ্যে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এইখানে যে প্রাইভেট মেম্বার রিজিউলেশন আনা হয়েছে সেটাকে আমি পূর্ন সমর্থন জানিয়ে আমার আলোচনা রাখতে চাই। আজকে দুর্ভাগ্যের বিষয় ভারতবর্ষ স্বাধীনতালাভ করেছে ৪৭-৪৮ বৎসর হয়ে গেছে। এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে ভারতবর্ষের একটি অঙ্গরাজ্য। আমরা পরাধীনতার কবল থেকে মুক্ত হবার পর আমাদের যাতায়াত ব্যবস্থা, যোগাযোগের ব্যবস্থা এবং অন্যান্য যেগুলি জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট সেগুলির থেকে সমগ্র মানুষ সুযোগ সুবিধা পাবে এই আশা করেছিল। আজকে আমরা লক্ষ্য করছি ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের অবস্থান এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা সেটা ভিন্নরূপ। এখানে কোন যাতায়াতের জন্য উন্নত ধরণের কোন ব্যবস্থা নেই, জলপথে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থা নেই, একমাত্র পথ হচ্ছে আসাম আগরতলা রোড। এই রোড দিয়ে আমাদের রাজ্যের যত উন্নতির সাথে স্বার্থসংশ্লিষ্ট যে কাজগুলি সেগুলি করতে গেলে এই একটা মাত্র রাস্তা আসাম আগরতলা রোড। কাজেই এই যে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি বৎসরের পর বৎসর হচ্ছে সেটা ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের পক্ষে সাংঘাতিক ধরণের বোঝা। আমাদের ভারতবর্ষে একটানা যে শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেস শাসন ব্যবস্থা, এই ব্যবস্থা আজকে তথা দেশের অগণিত মানুষের আশা আকাঙ্খা এবং তাদের যে প্রতিভা তাকে পদ-দলিত করে আজকে এবং সংসদে আজকে যারা বিরোধী সদস্য আছেন তাদের বক্তব্যকে উপেক্ষা করে একটার পর একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই ভারতবর্ষের মানুষ যা আশা করেছিল আকাশ পথে গিয়ে রোগীর চিকিৎস

করানোর, বিদেশে গিয়ে পড়াশুনা করানোর ছেলেমেয়েদের সেগুলি আজ নষ্ট হয়ে গেছে। সে আশায় বালী পড়েছে বিশেষ করে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের আকাশ পথে বাহিরে গিয়ে যে কোন কাজ করানোর পক্ষে সহজ হয় এবং সময় বাঁচে, তাই ত্রিপুরার মানুষ আশা করেছিল এই সময় বাঁচানোর সুযোগ তারা পাবেন, কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে সে সুযোগ আর আমাদের নেই। এই আকাশ পথ আজ আমাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। কেন্দ্রীয় সরকার এইসব যত সিদ্ধান্তগুলি ওনারা নিচ্ছেন সেগুলি দেখা যায় সবগুলিই ওনারা নিচ্ছেন ধনী গোষ্ঠীর জন্য। কেন্দ্রীয় সরকারের সমস্ত সিদ্ধান্তই ধনী গোষ্ঠীর উপকারে আসে। সাধারণ মানুষের উপকারে আসে না। কারণ, আমরা জানি আমাদের এখানে শতকরা ৮০ ভাগ মানুষই আছে দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাস করে। অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এমন কিছু অপারেশন কেস আছে যেগুলি এখানে করানো সম্ভব হয় না। কাজেই আমাদেরকে রোগী নিয়ে রাজ্যের বাইরে যেতে হয় এবং সেই যাওয়াটা যদি আকাশ পথে না হয় তাহলে যেতো আমাদের তিন থেকে চার দিন সময় বেশী লেগে যাবে, তাতে অনেক সময় অনেক রোগীর জীবন সংশয় হয়ে যাবে। আকেই আমি এই হাউজে আজকে যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে সেটাকে সমর্থন করছি এবং আমি আশা করছি এই হাউসের উপস্থিত সদস্য যারা আছেন ওনারাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করবেন। এবং এই সমর্থন শুধু হাউসের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, এটাকে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের সমস্ত জনগণের কাছে নিয়ে যাব যাতে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার এই সব কথা শুনে এ ব্যাপারে কিছু বিবেচনা করেন। কাজেই আমি আশা রাখব আপনারা যারা উপস্থিত আছেন আপনারা সবাই এটাকে সমর্থন করবেন। আজকের এই প্রাইভেট মেম্বার্স রিজিউলিউশানটির ক্ষেত্রে দলমত নির্বিশেষে সবাইকে সমর্থন করা উচিৎ ছিল কিন্তু আমরা দেখলাম আমাদের বিরোধী সদস্যরা একটা অজুহাত দেখিয়ে হাউস ত্যাগ করে চলে গেলেন আজকে তাদের ত্রিপুরার জনগনের স্বার্থে রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এইটাকে সমর্থন করার দরকার ছিল। কিন্তু তারা তা না করে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন। ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এটাকে সমর্থন করলে ভাল হত। আমি আজকের এই মোশানকে সমর্থন করে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা। সময় ১০ মিনিট।

শ্রীপ্রশান্ত দেববর্মা (সালেমা) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই আলোচনায় বিরোধী দলের সদস্যরা নেই। এবং তাদের না থাকার পেছনে যথেষ্ট কারণ আছে। কারণটা হলো আমি যা মনে করি— ত্রিপুরার শতকরা ৮০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করেন এবং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার তাদের আশীর্বাদেই তৃতীয়বারের মত ক্ষমতায় আসতে পেরেছেন। এখানে বামফ্রন্টের যারা প্রতিনিধি হয়ে এই বিধানসভায় এসেছেন কাজেই তাঁরা ত্রিপুরার ৮০ শতাংশ মানুষের স্বার্থের কথাই এখানে বলবে, আর বাকি শতকরা ২০ শতাংশ মানুষের কথা বলবে না। কাজেই যারা বামফ্রন্টের প্রতিনিধি তারা শতকরা ৮০ শতাংশ লোকের কথাই বলবে—এই কথা বিরোধী দলের সদস্যরা শুনতে পারবেন না শুনে সহ্য করতে পারছেন না—এইজন্য তারা আজকে এই সভা বয়কট করেছেন—এই হলো কারণ। যদি আজকে তারা ত্রিপুরার দারিদ্র্য সীমার নীচে বসবাসকারী শতকরা ৮০ শতাংশ লোকের কথা চিন্তা করতেন তাহলে আজকে তারা এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন।

আজকে এখানে আমার আগের কয়েকজন বক্তা তাঁদের বক্তব্য রেখেছেন। তাতে পরিষ্কারভাবে তারা উল্লেখ করেছেন যে—আমরা ২০০ বৎসরের ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে আছি না ৪৭ বৎসরের স্বাধীনতা লাভ করেছে—সেই ভারতবর্ষে আছি। কারণ ২০০ বৎসরের ব্রিটিশ আমলে ক্রমান্বয়ে যেখানে ১৯৬৮ সালে বিমান ভাড়া ছিল ৫০ টাকা সেটা বেড়ে ১৯৯৪ সালে হয়েছে ১০১০ টাকা। এই রকম কোন নজীর নেই, কোন ইতিহাস নেই—ব্রিটিশ আমলে

এ ধরণের হয়নি। কিন্তু এখন হচ্ছে কারণ কংগ্রেস সরকার মুষ্টিমেয় কিছু ধনীলোকের স্বার্থে কাজ করছে। কাজেই আজকে এখানে সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার জন্য যে আলোচনা হচ্ছে সেটা তাদের সহ্য হবে না। এইজন্য আমরা আরো দেখেছি যে-পঞ্চায়েত বিল, ভূমিসংস্কার বিল যখন আনা হয়েছিল সে সময়ও তারা অনুপস্থিত ছিলেন। এর কারণ তারা অল্পসংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করছেন। এই জন্য তারা এইটা সহ্য করতে পারছেন না—সেজন্য তারা আসেননি এবং এখানে বিমান ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে প্রস্তাব এসেছে তার উপর আলোচনা হবে সে আলোচনা সভা তারা বয়কট করেছেন।

স্যার, আমরা মূলতঃ এই জিনিসটা দেখতে পাই যে-বিমান ভাড়া যে হারে বৃদ্ধির পেয়েছে—তাতে ত্রিপুরার দারিদ্র সীমার নীচে যে ৮০ শতাংশ মানুষ বাস করেন—তারা বিশেষ কারণে বিমানে যেতে পারবেন না। আর ট্রেনে যেতে হলে আগরতলা থেকে গৌহাটী যেতে সময় লাগে ১৮ থেকে ২০ ঘণ্টা এবং তারপর গৌহাটী থেকে দিল্লি যেতে সময় লাগে ৩ দিন। কাজেই বিমানে যেতে যেখানে সময় লাগে ২ ঘণ্টা সেখানে ট্রেনে যেতে সময় লাগে ৩ দিন। বিজ্ঞানের এই জয়জয়কারের সময় ২ ঘণ্টার জায়গায় ৩ দিন লাগবে—আজকে কংগ্রেসের রাজত্বে এই অবস্থায় আমরা এসে পড়েছি। যেখানে বিজ্ঞানের আশীর্বাদে ২ ঘণ্টায় যাওয়া যায় সেখানে কংগ্রেসের আশীর্বাদে ৩ দিন লাগবে দিল্লি যেতে—এই জন্য তাদের এই বয়কটের কারণ।

আজকে ত্রিপুরার গরীব মানুষ যারা সাংঘাতিক প্রয়োজনে ত্রিপুরার বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেন বা যারা প্রয়োজনেই যাচ্ছেন তাদেরকে বাধ্য হয়েই বিমানে যেতে হচ্ছে। এই বিমান চড়তে গিয়ে আমরা সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছি। চিকিৎসার জন্য যদি আমাদের ৫০০ টাকা খরচ হয় তা হলে বিমান ভাড়ার জন্য আমাদের ২ থেকে আড়াই হাজার টাকা খরচ হচ্ছে। আমাদের এই গরীব রাজ্যে প্রথমে যতটুকু বিমান ভাড়া ছিল বর্তমানে ততটুকু নেই। কিন্তু মাঝামাঝি জায়গায় যেমন ১৯৭৫-৭৬ সালে যে বিমানভাড়া ছিল আগরতলা-কলিকাতা আমরা সেই বিমান ভাড়াতেই যেতে চাই, এই যে বর্ধিত বিমান ভাড়া সেই বিমান ভাড়া প্রত্যাহার করা হউক। এই প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাকে আমি সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি। নমস্কার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ব্রজগোপাল রায়।

ডঃ শ্রী ব্রজগোপাল রায় :— (মন্ত্রী) মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আজকে মাননীয় বিধায়ক শ্রী তপন চক্রবর্তী এই হাউজের সামনে যে বেসরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন বিমানের বর্ধিত ভাড়া এটাকে বাতিল করার দাবীতে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে একটি অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ রাজ্য। এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় কিছুই নেই বললেই চলে। আমরা দেখি একটি মাত্র রাস্তা আসাম-আগরতলা রোড। এটি ত্রিপুরার জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার যে রাস্তাটা দেখাশুনা করেন এই রাস্তা মেরামতের জন্য, সেতু নির্মাণের জন্য অথবা রাস্তাটিকে সচল রাখার জন্য তাদের এমন কোন উদ্যোগ আমরা দেখছি না। তারা ভাবতেও পারছেন না যে ত্রিপুরার সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী এই রাস্তা দিয়ে আসছে। এই রাস্তাটি অচল হলে ত্রিপুরার জনজীবন অচল হয়ে যাবে এই কথাও তারা ভাবেননি। এটা খুব পরিতাপের এবং খুব দুঃখের বিষয়। এরপর আমরা দেখি ত্রিপুরার যেটুকু শিল্প সম্ভবনা রয়েছে যেটাকে বিকশিত করে তুলতে হলে সেখানে যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন। একটা রেলরাস্তা কুমারঘাট পর্য্যন্ত এসে পথকে দাঁড়িয়ে আছে, আর এগোচ্ছে না। আমরা গত রেল বাজেটেও দেখেছি এই রেল রাস্তা নিয়ে তারা কোন কথা বলছেন না, এই অবস্থা আমাদের ত্রিপুরার সঙ্গে বাইরের যোগাযোগ এর একটি মাধ্যম। যদিও আমাদের পক্ষে দুরসাধ্য হয়ে দাঁড়ায় তবু আমরা বিমানটাকে ব্যবহার করি। কেন করি ? তার কারণ হচ্ছে এই যে দ্রুত কোন জায়গায় যেতে হলে এই বিমান ছাড়া আমাদের আর

কোন উপায় নেই। মানুষ চিকিৎসার জন্য যেতে হলে তারা ঘটি-বাটী বিক্রি করে হলেও কলিকাতায় যেতে হয়। মাত্র কিছুদিন আগের কথা, আমি একটা দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে উৎথাপন করছি—যে টিকিটের ক্রাইসিস, টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গেল জিবি হাসপাতাল এ রোগী যে মাথায় আঘাত পেয়েছিলের, চারদিন যাবৎ অজ্ঞান হয়ে আছেন তাকে অপারেশন করা দরকার। সুতরাং তাকে কলিকাতায় নিয়ে যেতে হবে, যে রোগী অজ্ঞান অবস্থায় তাকে কলিকাতায় নিয়ে যেতে হলে তার সঙ্গে লোক যেতে হবে, সে একা যেতে পারবে না, দেখা গেল একটা মাত্র টিকিট তাদের জন্য দেওয়া যায় আর কোন টিকিট দেওয়া যায় না, এই যে একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের পরতে হয়েছে কারণ যেখানে কর্তৃপক্ষের খামখেয়ালি ত্রিপুরায় বিমান সার্ভিস যেটুকু চালু আছে তা অনিয়মিত কাজেই এই ধরনের ব্যবস্থা সেখানে চলছে।

২৫-৯-৯০তে এই ভাড়া ছিল ৫৪৩ টাকা। আর এখন যে ভাড়া হয়েছে ২৫-৯-৯৪ইং সালে সেটা মাত্র ৪ বৎসরের ব্যবধানে বেড়ে দাঁড়াল ১০২৫ টাকা। এটা কি সম্ভব সাধারণ ত্রিপুরাবাসীর পক্ষে এত ভাড়া দিয়ে যাতায়াত করা? কিন্তু ছাত্রেরা যখন তাদের পরীক্ষা দিতে বাইরে যাবে, যখন তারা গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাবে কিন্তু যেতে পারবে না। একজন লোক চাকুরী পাবে জয়েন করতে হবে কিন্তু যেতে পারবে না। কেউ চিকিৎসা করতে যাবেন কিন্তু যেতে পারবে না। একটা অসহনীয় অবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলা হয়েছে। আমরা বার বার তার জন্য প্রতিবাদ করেছি কিন্তু সেই প্রতিবাদ তারা গ্রাহ্য করছে না। কাজেই আজকে যে প্রস্তাব বিধানসভার সামনে আসছে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ত্রিপুরাবাসীর সুবিধা অসুবিধার সঙ্গে এই অবস্থাটা ওতপ্রোত-ভাবে জড়িত। কাজেই আমি মনে করি এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজকে যারা আমাদের বিরোধী বন্ধুরা রয়েছেন এই বিধানসভার মধ্যে তারা এই প্রস্তাব উত্থাপন হয়েছে জেনেও বিধানসভা ছেড়ে আজকে চলে যেতে পারলেন একটা অজুহাত দেখিয়ে। তাঁরা কি দায়িত্ব বহন করেন? ত্রিপুরার মানুষ নিশ্চয় দায়িত্ব দিয়ে যাদের পাঠিয়েছেন তাদের দুঃখের কথা, তাদের বেদনার কথা, তাদের যন্ত্রণার কথা এবং তাদের অসুবিধার কথা বলার জন্য। কিন্তু তারা সেগুলি পাশ কাটিয়ে কোথায় কি হয়েছে না হয়েছে সেই প্রশ্ন তুলে তারা বিধানসভার থেকে সরে গেছেন। কাজেই গুরুদর্শনে যাবার তাগাদায় তাঁরা হয়ত ছুটছেন। কিন্তু ত্রিপুরারবাসী নিশ্চয় দেখবেন যে এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার সময় তাঁরা বিধানসভা ছেড়ে চলে গেছেন, তাঁরা এখন বিধানসভায় নেই। কাজেই ত্রিপুরাবাসী এটা বিবেচনা করবেন। তাই এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। সমর্থন করা আরও একটা বিশেষ কারণে সুযোগ যখন এসেছে আমাদের এটা বলা দরকার যে বার বার ভাড়া বাড়ানো হচ্ছে কেন? ত্রিপুরা রাজ্যে যখন ভাড়া কম ছিল সেখানে ভর্তুকীর প্রশ্ন এসে যায়। আজকে কেন্দ্রীয় সরকার আই, এম, এফ এবং বিশ্ব ব্যাংকের কাছে নতজানু হয়েছেন। কাজেই সেখানে তাদের ইঙ্গিতে চলতে হবে। ভর্তুকী দেয়া চলবে না। এই যে নীতি এই নীতি এখানে ফলপ্রসু করা চেষ্টা করা হচ্ছে। তার জন্য আমরা লক্ষ্য করছি ত্রিপুরার মানুষকে বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে তারা তাদের সুবিধা করছেন। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে, ত্রিপুরার মানুষের বিপর্যয় বেড়ে যাচ্ছে, ত্রিপুরা মানুষের দুর্ভোগ বেড়ে যাচ্ছে, এখানেই শেষ নয়, তার শিল্পনীতি, তার অর্থনীতি এই নীতিগুলি দিনের পর দিন আমাদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে। আমাদেরকে দুর্বল করছে, আমাদের পঙ্গু করছে এই অবস্থার মধ্যে আমাদের ফেলছে! এর বিরুদ্ধে চারিদিকে প্রতিবাদ উঠছে। গ্যাট চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, এটা ওএকটা মারাত্মক ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থাগুলি তারা করছে এবং করে ভারতবর্ষের মানুষকে এমন এক অসহনীয় অবস্থার মধ্যে ফেলে রেখেছে সেখানে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার মুখে। সেখানে আমা-দের সার্বভৌমত্ব খর্ব হবে। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে তারা যখন বিমান ভাড়া বাড়িয়েছেন, আমরা ত্রিপুরার মানুষ

বার বার বলেছি এবং আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের রাজ্য থেকে দাবী উঠেছে যে এটা কমানো প্রয়োজন। ভূতর্কী দিয়ে আমাদের ত্রিপুরার মানুষকে যাতায়াতের সুযোগ করে দিন কিন্তু তারা করছে না। কাজেই বিধানসভার মধ্যে আমরা যখন আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছি সেখানে আমরা বলতে চাই, সমস্বরে বলতে চাই, ঐক্যবদ্ধভাবে বলতে চাই যে এটা ২৮ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর দাবী এটা শুধু বিধানসভার কয়েকজন বিধায়কের দাবী নয়, যারা জনপ্রতিনিধি তাদেরও দাবী— এই দাবী পূরণ করা হউক। এই কথা বলে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়ে আমরা বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীদেবব্রত কলই মহাশয়। উনি অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য শ্রীঅরুণ ভৌমিক। উনিও অনুপস্থিত। মাননীয় সদস্য তথা রাজস্বমন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী মহাশয়।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় বলবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী সুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয়ের নাম নেই।

ঠিক আছে তাহলে এখন মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী মহোদয় আলোচনা করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী

শ্রীসুনীল কুমার চৌধুরী (সাব্রুম) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, পূর্বাঞ্চলের মধ্যে সবচেয়ে দুর্বল ও পশ্চাদপদ রাজ্য যদি হয় সেটা হচ্ছে ত্রিপুরা। এই রাজ্য প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা যায়। সামান্য একটু অংশের দ্বারা আসামের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেছে। এই রাজ্যের ৩০ ভাগ হচ্ছে জুমিয়া আর ৭০ ভাগ হচ্ছে রিফিউজি। কাজেই এই রাজ্যের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ খুবই দুর্বল শতকরা ৭৩ শতাংশ লোক দারিদ্র্য সীমারেখার নীচে বসবাস করে। এই সময়ে এই প্রস্তাবটা এসেছে বিমান ভাড়া, সেটা বৃদ্ধি করা হয়েছে তা প্রত্যাহার করার জন্য। এর আগেও আমরা করেছি বার বারই আসছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার তা শুনছেন না। এই রাজ্যেএকমাত্র যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি কিছু থেকে থাকে সেটা হচ্ছে আসাম আগরতলা রোড। যাকে লাইফ লাইন বলা হয়। এটাও একটু বৃষ্টি হলে অকেজো হয়ে যায়। ব্রীজগুলি ভেঙ্গে যায়। রাস্তায় ধ্বস পড়ে। চলার অসুবিধা হয়। আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনার মাধ্যমে ত্রিপুরাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে চাই। এই রাজ্যের মানুষ ৭৩ শতাংশ যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে, তার ছেলের যদি অসুখ হয়, এই রাজ্যে যদি চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে তাকে যদি পশ্চিমবঙ্গে যেতে হয় তাহলে অবশ্যই তাকে বিমানে যেতে হবে। রোগীকে নিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবেনা। কারণ আপনাকে আমি বলি যে সাব্রুমের যদি রোগী হয় তা হলে তাকে আগরতলাতে আসতে ১৩৭ কি মি তার একদিন চলে যাবে। আগরতলা থেকে ধর্মনগরের দুরত্ব ২২৮ কি মি তার জন্য একদিন ব্যয় হবে। তারপর যদি তাকে ট্রেনে যোগাযোগ করতে হয় ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ যেতে হয় চিকিৎসার জন্য তাহলে আমরা তিন দিন লাগবে। তা হলে একটা রোগী যদি ৫দিন রাস্তায় যাতায়ত করে তাহলে যে রাস্তা তাতে আর রোগীর চিকিৎসা আর হবে না—রোগীর ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে অনেক আগেই চিকিৎসার বাইরে চলে যাবে। কাজেই বিমানটা হচ্ছে এই রাজ্যের জন্য অপরিহার্য্য। দ্রুত যাতায়াতের জন্য সকলেরই বিমানে যাতায়ত করা দরকার। কাজেই শুধুমাত্র আমি মাল পরিবহনের কথা বলছিনা। যেটা নাকি খুবই দরকারী মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষা করা, শিক্ষা করা, চিকিৎসা ব্যাপার এই সব ব্যাপারে যদি যেতে হয় পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষের অন্য কোন জায়গায় তাহলে তাকে কমপক্ষে ৫ দিন সময় ব্যয় করতে হবে। আর বিমানে গেলে সে এক থেকে দেড় ঘটার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে। কাজেই এই দিক থেকে বিচার করতে হবে।

আমাদের যে বিমানের পরিসেবা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক নিম্ন মানের কাজেই এটাই বুঝায় আমরা বাধ্য হয়ে বিমানে চড়ি। আমরা শখ করে বা শখের শখিনতার বশীভুত হয়ে অর্থের প্রাচুর্যের জন্য বিমানে চড়ি না। আর সেইক্ষেত্রে আমি শুধু একটি জিনিষ বলব, এরকম প্রস্তাব যখন নাকি এখানে এল, শাসক দল যখন প্রস্তাবটি আনলেন যারা বিরোধী দল তাদের দায়িত্ব আছে। নিশ্চয়ই আমরা ভাল কাজ করছি এই কথা দাবী করি না। বিরোধীরা সংশোধিত করতে পারে। আমাদের দাবীর মধ্যে যদি কোন ত্রুটি বিচ্চুতি থাকে সেটি আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে পারে। এই দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য এখান থেকে চলে গেলেন। চলে গেলেন না শুধু অনেক রকম কথা বলে গেলেন মাননীয় স্পীকারের বিরুদ্ধে এমন কি বিধানসভার সেক্রেটারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তিনি বামফ্রন্টের লোক বামফ্রন্ট হয়ে গেছে, কমিউনিষ্ট পার্টি সদস্য। একজন দায়িত্বশীল বিরোধী দলের সদস্যরা এইসব কথা বলতে পারেন এটা আমি বুঝতে পারিনা। কি মানসিকতা নিয়ে এই সব কথা বলেন। কাজেই যে কোন উপায়ে হউক এখান থেকে চলে যাওয়া। সেই অজুহাতকে কাজে রূপায়িত করার জন্য এখান থেকে চলে গেছেন। এই ব্যাপারে অনেক আলোচনা হয়েছে, আমি শুধু একটি কথা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ৫০—এর দশকে বিমানের ভাড়া ছিল এই আগরতলা খেত মহল থেকে কলকাতার ভাড়া মাত্র ৪৯ টাকা। ৬০ দশকে এটা কিছুটা বাড়ল ৫০-৫২ টাকা। আর আজকে ১৯৯৪ সালে সেটি হল ১০২৫ টাকা। কোথায়? আগরতলা সিংগারবিল থেকে কলকাতা দমদম। তাহলে খুশমহল যেটা দেখেছিল সিংগারবিল তার ভাড়া অতিরিক্ত লাগছে। দমদম থেকে দালালসিস্ কোয়ার যেতে গেলে আরও অতিরিক্ত ভাড়া লাগছে। কাজেই এই কথা এখানে বলা হচ্ছে, শুধু মাত্র ৪৯ থেকে ১০২৫ টাকা হচ্ছে এটা ঠিকানা ১০২৫ টাকার সঙ্গে আরও যোগ আছে, আগরতলা খুশমহল টু সিংগারবিল, আবার দমদম থেকে সেই দালালসিস্ কোয়ার কাজেই এটা একটা অস্বাভাবিক। যেখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ জুমিয়া হচ্ছে ৩০ শতাংশ আর রিফিউজি হচ্ছে ৭০ শতাংশ এই রকম একটা রাজ্যের যার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ নেই। কলকারখানা নেই, শিল্প নেই, কোন কিছু গড়ে উঠে নি এমনকি ন্যূনতম যে রাস্তা সেটিও হয়নি। চরম অর্থ-নৈতিক সংকটে যারা ভুগছে তাদের উপরে আরও অর্থ-নৈতিক নিষ্পেশন চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

তাই, আমি এখানে বলতে চাই যে, কেন্দ্রীয় সরকার যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা আমাদের এই রাজ্যের মানুষদের উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। তারপর, আমি আর একটা জিনিষ এখানে বলবো যে কিছুদিন আগে বিশেষ করে জোট সরকারের আমলে দেখা গিয়েছে বিমানের টিকিট পাওয়া যাচ্ছে না, অথচ দেখা গেল জোট সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রী এম, এল, এ এক একজন ৪০/৫০ টা করে টিকিট কিনে নিয়েছে, আর যেসব রোগী তাদের চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল, অথবা যে সব গরীব ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনা করার জন্য বহিঃরাজ্যে যেতে টিকিটের দরকার ছিল, তারা টিকিট পাচ্ছে না। আমি জানি যে ঐ সময়ে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নিজেই দিল্লী যাওয়ার জন্য ৪২টা টিকিট কিনে নিয়েছিলেন। ফলে সেই সময়ে এই রাজ্যের যারা রোগী অথবা ছাত্র-ছাত্রী চিকিৎসা এবং পড়াশুনা করার জন্য বাইরে যাওয়ার কথা ছিল, তারা যেতে পারেনি, যদিও আগে থেকেই তাদের বিমানে যাওয়ার টিকিট কাটা ছিল। কাজেই, এই রাজ্যে যারা রোগীদের স্বার্থের কথা চিন্তা করে না, যারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে শুধু নিপীড়ন করে, তাদের মুখের উপর জবাব দেওয়ার জন্য মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাব এনেছেন, বর্ধিত বিমান ভাড়া প্রত্যাহার করার জন্য সেটা এই সভায় গৃহীত হউক, কারণ শুধু মাননীয় সদস্যের দাবীই নয়, এটা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের দাবী। এই কথা বলে প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয় বর্ধিত বিমান ভাড়া প্রত্যাহার করার দাবী জানিয়ে যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে এনেছেন, তাকে সাধারণ ভাবে সমর্থন করে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। স্যার, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য হচ্ছে স্পেশ্যাল কাটাগরী রাজ্য, শুধু এই রাজ্য কেন উপর পূর্বাঞ্চলে যে ৭টি রাজ্য আছে, তার সবগুলিই স্পেশ্যাল ক্যাটাগরীর রাজ্য। এই রাজ্যগুলির নিজস্ব ১০ শতাংশ আয় এবং কেন্দ্রের ৯০ শতাংশ আর্থিক সাহায্যে এই রাজ্যগুলিতে আর্থিক নীতির বুনিয়াদ গড়ে উঠে। তার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যই হল অধিক সংখ্যক লোকের বসবাস এবং তার সড়ক পথে যোগাযোগের মাধ্যম হল আসাম আগরতলা সড়ক। এই রাজ্যের মধ্যে অন্য কোন বিকল্প পথ নেই, আর যেটা আছে, সেটা হচ্ছে বিমান পরিবহন। তারপর ধর্মনগর থেকে যে রেল লাইন আছে, সেটাও নেরো গ্যাজ, অবশ্য ইতিমধ্যে লামডিং পর্য্যন্ত সেটাকে ব্রডগ্যাজ করা হয়েছে। সেই ব্রডগ্যাজ লাইন ত্রিপুরার দিকে সম্প্রসারিত হবে কিনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই, কেন না, এই কয়েক দিন আগে আমি গৌহাটিতে গিয়েছিলাম, এবং সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের একজন উচ্চ পদস্থ অফিসারের সংগে আলোচনা করে জানতে পেরেছি যে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাকে কোন গুরুত্ব দিতে চাইছে না বা এই রাজ্যের কথা ভাবতেও চান না। তাই, এই রকম একটা পরিস্থিতিতে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চাইছি যে বিমানের মাধ্যমে আমাদের এই রাজ্যের সঙ্গে অন্য রাজ্যের যে যোগাযোগ ব্যবস্থাটুকু আছে, সেটা যাতে ত্রিপুরার মানুষ কম ভাড়ায় গ্রহণ করতে পারে, তার ব্যবস্থা অটুট রাখা হউক। কেন না, এই রাজ্যে যারা বসবাস করেন, তাদের কেউ আর্থিক ভাবে সচ্ছল নয়, বেশী হলে বলা যায় মধ্য বিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত। এই রাজ্যের অনেক গরীব মানুষকে চিকিৎসার জন্য বাইরে যেতে হয়, এখানকার অনেক গরীব ছাত্রছাত্রীকে পড়াশুনা করার জন্য রাজ্যের বাইরে যেতে হয়, এই গরীব মানুষগুলি যাতে এই সুযোগটুকু পায়, তার জন্যই এই প্রস্তাব।

বিভিন্ন প্রয়োজনে ত্রিপুরার বাইরের সঙ্গে যোগাযোগ ব্যবস্থা রাখতে হয়। দিল্লীতে নিজেরা সরকার করছে সেই দিক থেকে রাজ্য সরকারকে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখতে হয়, যাতায়াত করতে হয়। এতে রাজ্য সরকারের বিপুল পরিমাণ টাকা এই যাতায়াতের জন্য খরচ করতে হয়। এই বিপুল পরিমাণ টাকা খরচ হয় সেই জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিবেচনা করা উচিত। স্যার, ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বরে যে টাকা ভাড়া ছিল সেখানে ২১ পার্সেন্ট ভাড়া বাড়িয়ে যেখানে ছিল তিনশো টাকা সেটাকে করা হলো ৭০১ টাকা। ১৯৯০ সালে ১৫ পার্সেন্ট বাড়িয়ে ৪৬১ টাকা করা হলো। ১৯৯১ নভেম্বরে এক লাকে সেটাকে করা হলো ৬৭৫ টাকা। ২৪.৫ পার্সেন্ট বাড়িয়ে। ১৯৯৩ সালের নভেম্বরে ৮৪৭ টাকা, আবার ১৯৯৩ সালে সেটাকে করা হলো ৮৯২ টাকা। ১৪.৮ শতাংশ বাড়িয়ে। তারপর ১৯৯৪ সালে ৫৩ শতাংশ ভাড়া বাড়িয়ে করা হলো ১০২৫। এই যে পাঁচটা বছর ১৯৮৯ এর সেপ্টেম্বর থেকে অদ্যাবধি, এই ভাড়া বৃদ্ধির পরিমাণ সারা ভারতবর্ষে যে হারে ভাড়া বাড়ছে তার থেকে সামান্যতম ফারাকও নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে চিঠি লেখা হয়েছিল তার উত্তরে ওরা বলছে যে, "তোমাদের ভাড়া তো কমই বাড়ানো হয়েছে, যা করা হয়েছে সেটাতে খুশী থাকতে হবে।" রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার তারা কেন্দ্রের কাছে ভিক্ষা করে তারা মন্ত্রিসভা গঠন করেন, মন্ত্রী হন। ওদের প্রতিবাদ করার ক্ষমতা নেই। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে প্রথমেই এই ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিবাদ জানান। পর পর দুইবার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দশরথ দেব চিঠি লেখেন কিন্তু কোন উত্তর নেই। আমি নিজে গোলামনবী আজাদের সঙ্গে দেখা করবার চেষ্টা করেছি, তিনি দেখা করেন নি, কারণ তিনি এরভ। শেষ পর্যন্ত দেখা হলো কথাবার্তা হলো, বিবেচনাধীন। এই বিবেচনাধীন বলা সত্বেও দুইবার ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে। আমি নিজে চিঠি লিখেছি, মনমোহন সিং অর্থনৈতিক একটা সম্মেলন করেছিলেন, সেখানে মুখ্যমন্ত্রী

যেতে পারেননি, আমি গিয়েছিলাম, সেখানে তোলা হয়েছিল। সেখানে বলা হয়েছে যে এখন অর্থনৈতিক সংস্কার চলছে টাকা পয়সার বড় সংকট কাজেই ভাড়া বাড়বে। ক্যাটাগরী অব স্টেট সম্পর্কে কোন কথা নেই। শুধু ত্রিপুরা নয়। নর্থইষ্টার্ণ ষ্টেটস্‌, যেমন মিজোরাম, অরুণাচল, নাগাল্যাণ্ড, মণিপুর তারাও বলছে যে আমরা কি এই ভাবে মরব? কেন্দ্রীয় সরকার কি এই দায়িত্ব নিতে পারে না কংগ্রেস রাজ্য সরকারগুলি এই দাবী তুলছে।

আজকে এই সমস্ত কথা উঠছে, যে সমস্ত রাজ্যগুলিতে কংগ্রেস দলের মন্ত্রিসভা আছে। তা সত্বেও তারা দলবাজী করছেন। এইভাবে দলবাজী করা চলবে না, কেন্দ্রীয়সরকারকে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অনগ্রসর, অনুন্নত রাজ্যগুলির দায়িত্ব নিতে হবে। শুধু কি তাই, সপ্তাহে আমাদের ১৪টা ফ্লাইট ছিল, প্রতিদিন দুইটা করে ফ্লাইট আসত, কোন রকম পরামর্শ নেই, রাজ্য সরকারের সাথে কোন আলোচনা নেই কেন্দ্রীয় সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রতি সপ্তাহে ৯টা করে ফ্লাইট চলবে। রাজ্যের ট্র্যান্সপোর্ট দপ্তর আছে, আমরা বার বার যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি কিন্তু কোন উত্তর নেই। কি ভয়ংকর অবস্থা চলছিল। এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই এই চার মাস, এই ১৯৯৪ইং সনে আমরা হন্যে হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা বলেছি বিমান ভাড়া কমাতে হবে, শুধু তাই নয়, ফ্লাইট চালু করুন। মানুষের যেটুকু সুযোগ সুবিধা ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছে, এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। আগরতলা গৌহাটি, ফ্লাইট সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, কোন ফ্লাইট ছিল না। মামলার কাজে গৌহাটি হাইকোর্টে যেতে হয়, আপনারা জানেন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত হেড কোয়ার্টার হচ্ছে গৌহাটি। ফিনানসিয়াল ইনষ্টিটিউশানগুলির হেড কোয়ার্টার গৌহাটি, ব্যাংকগুলির হেড কোয়ার্টার হচ্ছে গৌহাটি। সমস্ত অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির শাখা ব্রাঞ্চ হচ্ছে গৌহাটি। যোগাযোগ কি করে হবে? কলকাতা হয়ে গৌহাটি যেতে হবে যদি বিমানে গৌহাটি যেতে হয়। এই হচ্ছে অবস্থা। শুধু একটা ভাড়া না, যদি একজন লোককে গৌহাটি যেতে হয় তাহলে তাকে আগরতলা থেকে কলকাতার ভাড়াও যোগ করতে হবে। আগরতলা থেকে কলকাতা, কলকাতা থেকে গৌহাটি যেতে হবে। এই হচ্ছে যাতায়াত খরচ। একজন ব্যবসায়ীকে বাণিজ্য করার জন্য অর্থনৈতিক সংস্থাগুলির সাথে যোগাযোগ করতে হলে তাকেও এইভাবে গৌহাটি যেতে হবে। স্যার, ত্রিপুরাতে সেল্‌ফ এমপ্লয়মেণ্ট স্কীম করার জন্য ব্যাংক টাকা দিচ্ছে না, ফিনানসিয়াল ইনষ্টিটিউশানগুলি কোন সাহায্য দিচ্ছে না, সুতরাং আগরতলা-কলকাতা হয়ে গৌহাটি গিয়ে যোগাযোগ করতে হবে। শুধু ভাড়া বৃদ্ধি নয়, আগরতলা-গৌহাটি ফ্লাইট তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। পরে আমরা অনেক বেশী চাপ সৃষ্টি করে আগরতলা-গৌহাটি ফ্লাইট চালু করতে বাধ্য করেছি। শেষ পর্য্যন্ত তারা আগরতলা—গৌহাটী ফ্লাইট চালু করেছেন প্রতি সপ্তাহে দুইটা ফ্লাইট। এখান থেকে কেউ গৌহাটী গেলে তাকে ৩-৪ দিন অপেক্ষা করতে হবে পরবর্তী ফ্লাইটে আগরতলায় আসার জন্য। এছাড়া তার যাতায়াতের আর কোন সুযোগ নেই। সমস্ত উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলের সাথে যোগাযোগের কোন রকম ব্যবস্থা নেই। অথচ দেখুন ৩৫০ কোটি টাকা খরচ করে দিল্লী এবং বোম্বে এয়ারপোর্টকে আরও উন্নত করা হচ্ছে। যা আছে তাকে আরও উন্নত করার জন্য ৩৫০ কোটি টাকা সেখানে খরচ করা হয়েছে। এয়ারপোর্ট অথরিটির ৫ শত কোটি টাকা অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় উন্নয়নের জন্য যে তালিকা তৈরী করেছেন তার মধ্যে হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি বড় বড় ১২টি এয়ারপোর্ট ঠিক্‌ করেছেন। আর আগরতলার এয়ারপোর্টের দিকে তাকিয়ে দেখুন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত এয়ারপোর্টগুলির দিকে তাকিয়ে দেখুন যে ২-১টা আছে তাও অচল হয়ে পড়ে আছে। আগরতলায় রাত্রে কোন ফ্লাইট নামতে পারবে না এবং এখান থেকে টেক-অফ করতে পারবে না। ওরা বলেছেন ফ্লাইট নেই। তারপর গোলামনবী সাহেব উনি ঘোষণা করেছেন এবার থেকে এয়ার-ট্যাকসি থ্রি, সিটেড ৩০ সিটারস্‌,

সারা ভারতবর্ষে নাকি সব এয়ার টাকসি ছাড়বেন। কোথায় কোথায় ব্যবস্থা হচ্ছে ? বড় বড় শহর গুজরাট, বিহার, অন্ধ্র; তামিলনাড়ু ঐ সমস্ত জায়গায় চালু করা হচ্ছে। এই এয়ার ট্যাক্সি প্রাইভেটাজাইসনের হাতে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। সেই প্রাইভেটাজাইশনের ধাক্কা আমাদের এখানে এসে পড়েছে। একটা ফ্লাইট ডেলী একবার করে কিছুক্ষনের জন্য এসে আবার চলে গিয়ে সারা ভারতবর্ষের বাকী অন্যান্য জায়গায় সারভিস দিচ্ছে। এই ফ্লাইটগুলির অবস্থা কি ? এই ফ্লাইটগুলিতে আগে ছিল ভিতরে যতগুলি সীট সবগুলি সাধারণ সীট হিসাবে চলছে কিন্তু এখন এই ফ্লাইটের মধ্যে এক্সিকিউটিভ ক্লাশ (সীট) করা হয়েছে। কিসের জন্য ? এখন বলছে ভাড়া আরও বাড়াতে হবে সে জন্য কিছু সীট রাখবেন, আর সাধারণ মানুষকে বুঝানোর জন্য যে তোমাদের জন্যও কয়টি সীট আছে। সামনের অংশটা সমস্ত একজিকিউটিভ সীট এবং তার জন্য আবার স্পেশাল ভাড়া ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা বেশী দিতে হচ্ছে। ঠিক এইরকম ত্রিপুরায় এয়ার-লাইনস অফিস আছে। সেই অফিস থেকেই চিরদিন টিকিট দেওয়ার কথা কিন্তু বর্তমানে সেখান থেকে দেওয়া যাবে না, কতগুলি এজেন্ট হয়েছে সেই প্রাইভেটাইজেশনের মাধ্যমে দেওয়া হয়। প্রাইভেটাইজেশন ইনভলব করা হচ্ছে। ইনভলব করার কায়দাটা কি ? সমস্ত টিকিট তারা বিক্রি করবেন না, তারা কিছু টিকিট নিজেদের জন্য রাখবেন। এখন শুনতে পাচ্ছি পাবলিক সেকটারে যে এয়ারপোর্টগুলি তৈরী হয়েছে সেই পাবলিক সেকটারকে সমস্ত এয়ারপোর্ট ব্যবহার করতে সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে। ত্রিপুরা এবং নর্থ ইষ্টার্নরীজন সেই পাবলিক সেকটারে আসবে না। কারণ এই সমস্ত জায়গায় টাকা কম এবং যাতায়াত কম। কারণই সবচেয়ে যে উন্নত জায়গাগুলি আছে সেই সমস্ত জায়গাগুলিতে তারা এই সমস্ত ইউটিলাইজড করবে এই অবস্থার মধ্যে ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছেন। এটাতো পরিষ্কার। মাননীয় প্রস্তাবক আই, এম, এফ, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সঙ্গে যে সমস্ত শর্ত নিয়ে কিস্তিতে টাকা নিয়ে যে সমস্ত শর্তাধীন হয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশী মুদ্রার সঞ্চয় তৈরী করার জন্য টাকা এনেছিলেন। আজকে একটা একটা করে শর্তাবলী মেনে নিতে। এখন লিভারাইজড মুক্ত মার্কেট অর্থাৎ ফ্রি মার্কেট আর সেই ফ্রি মার্কেটের ব্যবস্থা কি ? উত্তর পূর্বাঞ্চল, অনুন্নত অনগ্রসর অঞ্চলগুলির জন্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির জন্য এবং সেই অঞ্চলের মানুষের অধিকারগুলি রাখবার জন্য অনগ্রসর হিসাবে তার যে বাড়তি অধিকার এবং তার যে বাড়তি কনষ্টিটিউশনাল রাইট সেই রাইটকে রক্ষা করার জন্য যে সুযোগ সুবিধা কাউকে বলার আর সুযোগ নেই। সেই ব্যবস্থা বিপন্ন করে প্রত্যেকেই যার যার সুবিধা মতো সেই সেই ব্যবসা করা, বাণিজ্য করা। এতএব সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ত্রিপুরা তার ভবিষ্যৎ আরও অন্ধকার হয়ে আসছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা বার বার বলছি ভাড়া কমাও ফ্লাইট বাড়াও এবং নিয়মিত ফ্লাইটের ব্যবস্থা কর।

আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সর্বশেষ যে চিঠিটা দিয়েছেন, যার প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার, গত দেড় বৎসরের মধ্যে একটা মাত্র চিঠির প্রাপ্ত স্বীকার করেছেন কেন্দ্রীয় সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখেছেন এবং তার প্রাপ্তি স্বীকার করেছেন গোলামনবী আজাদ সাহেব, যার অ্যাকনলেজমেণ্ট পেয়েছি আমরা সেই চিঠিটা পড়ছি।

I would like to draw your attention to a rather peculiar problem in Tripura where for want of proper transportation facilities, even the common people and students have to travel by Air. The people of the state have, therefore, been adversely affected by the even increasing Air Fares. Calcutta-Agartala Fares which was Rs. 330/- up-to August, 1989 has now been increased to Rs. 892/- As you are aware, due to poor infrastructure and acute underdevelopment Tripura has been indulged amongst the special category

states. There is only a token presence of Railways and the road link with the rest of the Country which is very long and tedious. The road, rail journey from Agartala takes one and half a day to Gauhati and another two days to Calcutta as against 40 minutes of journey by Air to Calcutta. For availing higher education, health facilities, job opportunities, business purposes and even for social obligations, the common people of Tripura have to travel to Calcutta and Gauhati very often. Before independence they being to be the Cities from Agartala was by Rail endorsed but in the absence of corridor facilities with Bangladesh now the mode of journey is by Air. The Air travel by the common people of Tripura is in sharp cont rast to other States where only the actual people travel by Air.

In view of the aforesaid, it is my earnest request to you to consider subsidy at least 25% on Air Fare on Calcutta-Agartala and Gauhati-Agartala Roads. Special consideration is also necessary to the following category of persons who have no option but to travel by Air.

a) Players and Atheletes, who travel to participate in National and Regional Sports Competitions.

b) Patients who have to go outside the states for treatment.

c) Boys and Girls who have to Goavel for competitive examinations and interviews for All India Services and also for appearing in Tests etc, for admission to higher and technical Institutions,

d) For Parties who travel for cultural activities.

এই চিঠিটি গত ২৯শে মার্চ ১৯৯৪ ইং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছিলেন। এরপরে যখন নাকি ভাড়া বৃদ্ধি হয়েছে তখনও একটা দিয়েছেন। আমি নিজে যোগাযোগ করেছি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে এখন পর্যন্ত কোন রেসপন্স পাইনি। আমি মাননীয় সদস্য মাননীয় প্রস্তাবক তার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত হয়েছি এবং আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে প্রস্তাবটা এনেছেন খুব স্পেশিফিক এবং কংক্রীট, ঠিক সেইভাবে সমস্ত প্রস্তাবটাকে উপস্থিত করে, এটার সঙ্গে সম্পূর্ণ যুক্ত করে নিয়ে আমি বিধানসভার মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করছি যে এই বিধানসভার সকলেই সমর্থন করবেন এবং গ্রহণ করবেন এবং একটা সর্বসম্মত প্রস্তাব হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, শুধুমাত্র প্রস্তাব নয় এই সভায় যে সমস্ত বক্তব্য উপস্থিত করা হয়েছে, যেসমস্ত সেন্টিমেন্টগুলো, যেসমস্ত জনগণের সমস্যাগুলো উল্লেখিত হয়েছে, সেগুলি সহ পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হবে এইভাবে এই বিধানসভায় প্রস্তাবটি গৃহীত হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য সমীর বাবু বক্তব্য রাখার সময় উল্লেখ করেছিলেন যে, বিরোধী দলের সদস্যগণ নাকি বিধানসভার সচিবকে সি, পি, আই (এম) এর লোক বলেছেন। তা যদি সত্যি হয় তাহলে তা প্রসিডিংস থেকে তা বাদ দেওয়া হবে। আমি কথাটা ভাল করে ফলো করতে পারিনি তখন।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমি বলেছি তপন চক্রবর্তী প্রস্তাবটা গ্রহণ করার সময় বলেছেন যে, সেক্রেটারী কি সি, পি, এম-এর লোক যে আপনার প্রস্তাবটা বাদ দিয়ে দিল।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে এই রকম কোন মন্তব্য যদি করে থাকেন তা তো প্রসিডিংগস থেকে বাদ দেওয়া হবে।

শ্রীসুনীলকুমার চৌধুরী :— স্যার, বিরোধী পক্ষ থেকে আলোচনা করার সময় বলেছেন যে, বিধানসভাটা বামফ্রন্টের বা সি, পি, এম-এর অফিস কিনা। এটাও প্রসিডিংগস-এ থাকতে পারবে কিনা দেখুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এই ধরণের কোন শব্দ যদি বলে থাকেন তাহলে এইসবগুলি প্রসিডিংগস থেকে বাদ দেওয়া হবে।

আমি এখন মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার বক্তব রাখার জন্য।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী যে প্রস্তাবটা এখানে এনেছেন তাকে আমি পূর্ণ সমর্থন করছি এবং এখানে হাউসে যারা আছেন আপনারা সবাই জানেন যে বার বার বিমান ভাড়া যখন বাড়ানো হয় তখন প্রতিবারই আমরা প্রতিবাদ করেছি, ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ প্রতিবাদ করেছে। এই হাউসে বার বার বিমান ভাড়া কামানোর জন্য দাবী জানানো হয়েছে এবং তার পেছনে আমরা যে সমস্ত বক্তব্য রেখেছি তাতে মূলত আমরা এটাই বলার চেষ্টা করেছি ত্রিপুরা রাজ্য আমাদের রাজ্যটা বাংলাদেশ বেষ্টিত এবং এখানকার মানুষ অত্যন্ত গরীব। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে যে সমস্ত রাজ্যগুলির কোন উন্নতি হয়নি। এখানে কোন শিল্প গড়ে উঠেনি, মানুষের জীবনযাত্রা অত্যন্ত অনুন্নত মানের, অধিকাংশ মানুষই গরীব। এখানকার মানুষ তার জীবনের প্রয়োজনে যেটাকে হাতিয়ার হিসাবে মনে করেছিল, মানুষকে তার শিক্ষা-স্বাস্থ্য ইত্যাদির কারণে রাজ্যের বাইরে প্রতিনিয়ত যেতে হয় বিমান পথে, সেই বিমান ভাড়া যদি মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যায় তো মানুষ তার প্রয়োজনে বাইরে যেতে পারবে না। বিমান ভাড়া বাড়ার সঙ্গে পাল্লা দেবার ক্ষমতা এখানকার মানুষের নেই। এইসব কথা আমরা বলেছি এবং প্রতিবারই এই যুক্তি আমরা উপস্থিত করেছি, কিন্তু ভারত সরকার তাতে কান দেননি। আমাদের শত শত যুবকরা দিল্লীর পার্লামেন্ট হাউসের সামনে গিয়ে অবস্থান করেছেন রেল সম্প্রসারণের জন্য, ভারত সরকার তার উত্তরে বার বারই বলেছেন জরীপ হচ্ছে। কখনও আবার বলছেন এটা আর্থিক দিক থেকে লাভজনক হবে না। ভারত সরকার বার বারই বলছেন যে জরিপ হচ্ছে, এই কখনো বলছেন এটা অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হবে না। এই ভাবে এই এলাকাটাই বিচ্ছিন্ন, আমাদের সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলিই আজকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। অরুনাচলের কথাই যদি আমরা ধরি বিস্তীর্ণ অঞ্চল সেখানে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষীণ, কখনো বর্ষার সময়ে মাইলের পর মাইল ল্যাণ্ডস্লাইড হয়ে যায়। মানুস আটক হয়ে পড়ে যায়। আমাদের রাজ্যেও এই রকম হয়ে থাকে কোন কোন জায়গাতে। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ঠিকমত আসে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যে জীবনযাত্রার জন্য যে ব্যয় হয় তার চাইতে আমাদের এখানে সেটা অনেক বেশী। জিনিসপত্রের দাম এখানে অনেক বেশী। পেট্রোলের-ডিজেলের দাম বাড়ছে। রাস্তা পরিবহনের উপরে আমাদের সমস্ত কাজকর্ম চলে, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র আসে।

আমাদের মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে অন্যান্য বড় বড় শহরগুলিতে সম্প্রসারণ হচ্ছে যাতে সেখানে বিভিন্ন দেশের ফ্লাইটগুলি আসতে পারে নামতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। যেখানে রেলের দ্রুততর ব্যবস্থা আছে, দ্রুতগামী বাসের ব্যবস্থা আছে, যেমন কলিকাতা থেকে বোম্বে বা মাদ্রাজ, সমস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা যেখানে আছে সেখানে আরো বাড়াও। আর যে জায়গা অন্ধকারে আছে, যে জায়গার মানুষ দরিদ্র থেকে দরিদ্রতম

সেখানকার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই।

আমাদের রাজ্যের অবস্থাটা কি? এখানে মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে শতকরা ৭৩.৫৯ ভাগ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছেন। ভারত সরকার বলছেন যে ভারতবর্ষের শতকরা ৩০ জন মানুষ দারিদ্রসীমার নীচে বাস করছেন সেখানে আমাদের রাজ্যে যে সার্ভে করেছি তাতে শতকরা ৭৩.৫৮ জন মানুষ দারিদ্র্য-সীমার বাস করছেন। প্রায় দুই গুণেরও বেশী। দারিদ্র্য সীমার নীচে এই কথাটার অর্থ কি? তার অর্থ হচ্ছে যে একটা পরিবারের প্রতি বৎসরের আয় যদি ৪,০০০ টাকা থেকে ১১.০০০ টাকার মধ্যে হয় তাহলে এই ধরণের যারা আছে তাদের বলা হয় দারিদ্র সীমার নীচে। ৪০০০ টাকার নীচে যা'দের আয় বার্ষিক তাদের আয় হচ্ছে ৩৫০ টাকা। আর ১১০০০ টাকা যাদের আয় তাদের মাসিক আয় হচ্ছে ৯৫০ টাকা। আর আমাদের ছাওমনু ব্লকের বিশেষ করে ট্রাইবেল অধ্যুষিত ব্লক সেটিসেখানে শতকরা ৯১ জন দারিদ্র্য সীমার নীচে নীচে রয়েছে। এই রাজ্যের সকল শ্রেণীর মানুষই এই অবস্থার মধ্যে রয়েছে।

কিছুদিন আগে ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী এসেছিলেন, খাদ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। তার হোম ডিপার্টমেন্টের রাষ্ট্রমন্ত্রী এসেছিলেন পি. এম, সৈয়দ এসেছিলেন। আমরা কতবার বলেছি এই হল আমাদের রাজ্যের অবস্থা বিরাট বন্যা হয়েছে, আমাদের প্ল্যানের টাকা সমস্ত খরচ করতে হচ্ছে তার জন্য, আমাদের সমস্ত প্ল্যানের টাকা খরচ করতে হচ্ছে রেস্‌কিউ, মেরামতীর জন্য। রাজ্যের জিনিসপত্রের দাম যেভাবে বাড়ছে তারজন্য আমরা বিশেষ অনুদান চেয়েছি তাদের কাছে। কিন্তু ভারতবর্ষের অর্থমন্ত্রী বলেছেন যে বিশেষ অনুদান তো পাওয়ার কোন ব্যবস্থা নেই আপনার প্ল্যান প্রজেক্ট রিপোর্ট করে দিন আমরা বাইরে থেকে বিদেশ থেকে ঋণ এনে দেবার ব্যবস্থা করব। তার পরিণতি কি হচ্ছে? তার পরিণতি হচ্ছে ঐদিকে আমরা বাইরে যেতে পারব না, আর একথা মনে করার কোনই কারণ নেই। ভারত সরকার যে অর্থনীতি গ্রহণ করেছেন সেই অর্থনীতির ছকের মধ্যে আওতার মধ্যে আমরাও পরেছি। আমরা এর থেকে বাদ যাইনি। আমরা এই বিমান ভাড়া কমানোর জন্য দাবী করছি কিন্তু দেখছি যে তা প্রতিদিন বাড়ছে। ভারত সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন দুর্বল যে শিল্পগুলি আছে তা আস্তে আস্তে বন্ধ করে দেবেন অথবা বে-সরকারী মালিকানার হাতে তুলে দেবেন। ক্রমে ক্রমে তা সবক্ষেত্রে শুরু হয়ে গেছে। এমন দিন আসছে যে বড় বড় রাস্তা, ব্রীজ পর্যন্ত প্রাইভেট মালিকদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এই উদ্বেগের কারণে সারা ভারতে গত ১৬ই আগষ্ট থেকে ৯ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত দশ লক্ষ মানুষ সারা ভারতে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। তারা বলেছেন যে এই অর্থনীতি বাতিল করতে হবে। এই অর্থনীতি চলতে পারে না। এই অর্থনীতি ভারতের গরীব মানুষের পরিপন্থী। তারজন্য সারা ভারতে ১০ লক্ষ মানুষ আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেছেন। এবং এই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ক্রমে ক্রমে বিমান ভাড়া বাড়ানো সেটাও একটা কারণ এবং তা সবক্ষেত্রে বাড়ছে। আগে এখান থেকে যখন টি, আর, টি, সি চালু হল তখন ৬ টাকায় কৈলাশহর এবং ৭ টাকায় ধর্মনগর যাওয়া যেত। আজকে সেখানে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা দিতে হয়। কেন? তেলের দাম বাড়ছে। জিনিসের দাম বাড়ছে, টায়ারের দাম বাড়ছে। কিন্তু আমাদের আয় রোজগার কোথায় বাড়ছে? আয় রোজগার বাড়ছে না। এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হচ্ছে? শুধু আমাদের রাজ্যে নয় সমস্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চল রাজ্য আজকে অগ্নিগর্ভ হয়ে যাচ্ছে। আপনারা তা দেখেছেন প্রতিদিন কি ঘটনা হচ্ছে। এর কারণটা কি? আজকে দেশ স্বাধীন হয়েছে ৪৭ বৎসর হয়েছে। তারমধ্যে ওরা তো ৪৪ বৎসর রাজত্ব করেছে, আজকে এখান থেকে যারা বের হয়ে গেলেন তাদের দল। এই ৪৭ বৎসরের মধ্যে উত্তর-পূর্বাঞ্চল-এর কোন

রাজ্যে কি হয়েছে? কয়টা শিল্প স্থাপন হয়েছে? আসামে কয়েকটা শিল্প স্থাপন হয়েছে। কতটুকু রেল সম্প্রসারণ হয়েছে? কতটুকু কি হয়েছে এটা তাদের ভাবার সময়। অন্য রাজ্যে কিছু হলে তাতে আমরা ইর্ষান্বিত না কিন্তু যার মাথায় তেল আছে সেখানে তেল দিচ্ছে ওরা। সেই জন্য আজকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রতিদিন কি ঘটনা হচ্ছে। ওখানে দেখুন, অরুণাচল আসামে কি বলে দিয়েছে দেখামাত্র গুলি কর। যদি চাকমা অরুনাচল থেকে আসামের মধ্যে ঢুকে তারজন্য কার্ফু জারী করা হয়েছে। "ঢুকলেই গুলি কর"। এবং অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যেও কি ঘটনাগুলি হচ্ছে? আমাদের রাজ্যের মধ্যে কারা কারা এইসব মদত দিচ্ছে আমরা কি তা জানি না, অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য কারা মদত দিচ্ছে তা আমরা ভাল করেই জানি। আমাদের কাছে সমস্ত তথ্য রয়েছে। এই যে পরিস্থিতি এই কথাটাই আমরা বলছিলাম মনমোহন সিং-এর নেতৃত্বে যখন কেন্দ্রীয় টীমটা এসেছিল এই কথাটাই আমরা বলার চেষ্টা করেছিলাম যে আপনারাই বলুন যে ত্রিপুরা ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্য কিনা? সেখানে মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। এই প্রশ্ন আমরা করেছিলাম। এই প্রশ্নও আমরা করেছিলাম যে কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে কোন দল রাজ্যের মধ্যে ক্ষমতায় আছে তার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত হবে? নাকি সেই রাজ্যের যে পরিস্থিতি তার উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত হবে? মানুষের অবস্থার উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত হবে? এই প্রশ্নগুলি তাদের কাছে আমরা রেখেছিলাম। আমরা আজকে এই অবস্থার মধ্যে আছি। সেই অবস্থা থেকে বের হয়ে আসতে হয় যদি তাহলে আমাদের যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি আপনাদের কাছে পেণ্ডিং রয়েছে সেই গুলি ক্লিয়ার করুন। আমি বিস্তারিত বলতে চাই না। তার মধ্যে অনেক বিষয় আছে যেমন আমাদের অধিক অর্থনৈতিক অনুদান থেকে আরম্ভ করে অন্যান্য বিষয় রয়েছে। নিরাপত্তার জন্য অধিক পুলিশের প্রশ্ন রয়েছে। পুলিশকে উন্নত ধরনের অস্ত্র দেওয়া সহ বিভিন্ন বিষয় আছে তারমধ্যে। তারপর উগ্রপন্থী যারা আত্মসমর্পণ করেছেন তাদের জন্য এক পয়সাও অনুদান দেওয়া হয়নি, এই বিষয়গুলি আমরা সেখানে এনেছি। কিন্তু আমরা তো তার কোন সরাসরি জবাব চাইনি। তারা এমনি বলেছেন আমরা শুনেছি আমরা দেখব। কিন্তু খুব ক্যাটাগরিক্যালি বলেছিলেন এইসব কথা।

বাইরে থেকে একস্ট্রানাল অ্যাসিস্টেনস ছাড়া এখন আর উপায় নেই। আমরা সারা ভারতবর্ষের অবস্থা দেখেছি, ভারত সরকারের নীতি দেখেছি, যার প্রতিবাদে সব জায়গায় আন্দোলন হচ্ছে, লড়াই হচ্ছে, আমাদের এখানেও হচ্ছে। কাজেই এটা কনটিনিউয়াস ট্রাগলস। এবং ওরা সবগুলি এক রকম দেখছে ত্রিপুরার অবস্থা, মিজোরামের অবস্থা, মণিপুরের অবস্থা অন্যান্য রাজ্যের অবস্থা আর যেগুলি উন্নত রাজ্যে আছে সবগুলি একরকম ভাবে দেখছে। যারজন্য বার বার এই জিনিসগুলি আমাদের জনগণের কাছে যেমন নিতে হচ্ছে তেমনি বিধানসভায়ও আনতে হচ্ছে। এবং এইদিক থেকে আমাদের দৈনন্দিন সমস্যা যেখানে জড়িত জীবনের প্রতিটি মুহুর্ত যেখানে জড়িত সেই চিকিৎসা বলুন, বাইরে যাওয়া বলুন সমস্ত কিছু যার জন্য বার বার এটা আসছে বিধানসভায়। আজকেও সেই কারণে আসছে। আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করি এবং আশা করি এটা সবাই সমর্থন করবেন এই কথা বলে আমি আমার বক্তব্য শেস করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:—এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত রিজিউলেশনটি ভোটে দিচ্ছি। রিজিউলেশনটি হলো "যোগাযোগ ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাদপদ রাজ্য ত্রিপুরার জনসাধারণের কথা বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ধাপে ধাপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত বিমান ভাড়া প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এই বিধানসভা কেন্দ্রীয় সরকারের নকট দাবী জানাচ্ছে"। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন. তাঁরা 'হ্যা' বলবেন, যারা যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'না' বলবেন, আমি মনে করি যারা হ্যাঁ,

বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। অতএব, রিজিলিউশানটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

STATEMENT BY CHIEF MINISTER-IN-CHARGE

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে বিবৃতি দেওয়ার কথা, সেটা এখন দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যে বিবৃতি দেওয়ার কথা ছিল, এখন আমি সেটা সংক্ষিপ্তভাবে দিচ্ছি। বিগত ১১-৮-৯৪ইং তারিখ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদশরথ দেব অমরপুরে জনসভায় বক্তৃতা দেওয়ার সময় হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১২-৮-৯৪ইং তারিখ তাঁকে চিকিৎসার জন্য কলকাতার এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে পাঠানো হয়। প্রফেসার এম. কে. ছেত্রীর সভাপতিত্বে আরও পাঁচজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে একটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়। উক্ত মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চিকিৎসা চলছে। বর্তমানে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রভুত উন্নত হয়েছে। আশা করা যায় আগামী কয়েক দিনের মধ্যে তিনি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পর আরও কিছুদিন তাকে কলকাতা থাকতে হবে চেক-আপের জন্য। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মাথার ডানদিকে কিছু রক্ত জমাট বেঁধে গিয়েছিল। তিনবার স্ক্যানিং করা হয়েছে। সর্বশেষ স্ক্যানিং হয় ৯-৯-৯৪ই তারিখ। চিকিৎসকদের অভিমত অনুযায়ী জমাট রক্ত মিলিয়ে গিয়েছে। আমরা আশা করছি তিনি শীঘ্রই সুস্থ হয়ে উঠবেন। যে ছয় জন ডাক্তারকে নিয়ে বোর্ড গঠিত হয়েছে তাঁদের নাম হলো :-

১.	ডাঃ এম. কে. ছেত্রী,	চেয়ারম্যান
২.	ডাঃ টিসিভ রায়,	মেম্বার
৩.	ডাঃ এম. কে. ভট্টাচার্য্যী,	,,
৪.	ডাঃ এম. পাণ্ডা	,,
৫.	ডাঃ আর. এন. বসু	,,
৬.	ডাঃ বি. কে. মুখার্জী,	মেম্বার

আজকে সর্ব্বশেষ যে বুলেটিন পেয়েছি উনার স্বাস্থ্য সম্পর্কে সেটাও আমি হাউসে উপস্থাপন করছি।

Member of the Medical Board met today (16. 9. 94) at 9 A. M. again under the chairmanship of Prof. M. K. Chhatri to review the condition of Sri Dasaratha Deb Hon'ble Chief Minister, Tripura. His condition is stable. He is advised to move more freashly. His neurological status is stable. His blood pressure, blood sugar, pulse, temperature are normal. He had good sleep last night and he is having normal died.

Dr. P. K. Bhattacharjee 16. 9. 94 Personal Physician.

ANNOUNCEMENT REGARDING SHORT DISCUSSION

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— একটি ঘোষণা, মাননীয় সদস্যগণ, আমি মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক এবং শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট হইতে ২ (দুইটি) সর্ট ডিসকাশন নোটিশ পেয়েছি।

১। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয়ের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার চরম অবনতি সম্পর্কে।"

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Question's and Answers)

২। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জামাতিয়া মহাশয়ের নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "সম্প্রতি রাজ্যের সর্বত্র খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ, হামলা ইত্যাদি কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হওয়া সম্পর্কে"।

উপরোক্ত নোটিশ ২ (দুইটি) আগামী ১৯.৯.৯৪ ইং তারিখে (সোমবার) সভায় আলোচনার জন্য আমি সম্মতি দিচ্ছি।

এই সভা আগামী ১৯শে সেপ্টেম্বর, (সোমবার) ১৯৯৪ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

ANNEXURE—"A"

ADMTTED STARRED QUESTION No.—25

Name of M. L. A. :— Sri Tapan Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ইহা কি সত্য মহারাণী তুলসীবতী উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের **Major Head—8005** এর অন্তর্ভুক্ত **Provident Fund Accounts Treasury Vouchers No. 115,dt.-8-8-91, No-639. dt. 21-8-91, No-640, dt. 21-8-91, No-193, dt. 9-9-91, No 194, dt. 9-9-91, and No-234, dt. 10-9-91** অনুযায়ী যথাক্রমে ৫৮,৬৭৭ টা: ২৪,৭০০ টা: ১০০০ টা: ৩৪,০০০ টা: ১৪,০০০ টা: এবং ৪০,০০০ তোলার পর মোট ১,৬২, ৩৭৭ টা: হিসাব উক্ত স্কুলের ক্যাস বুকেও রেকর্ড করা হয় নাই।

১। সত্য হলে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা তদন্ত করা হবে কি না ?

MINISTRE-IN-CHARGE. **ANSWER.**

১। সত্য নহে।
২। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRTED QUESTION NO.—52

Name of M.L.A. Sri Samir DebSarkar

Will the Hon'ble Minister—in-charge for the Education Department be pleased to state:—

১। ইহা কি সত্য যে খোয়াই কলেজে ছাত্রছাত্রীদের প্রয়োজনের তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম থাকায় পড়াশুনা ব্যাহত হচ্ছে ; এবং

২। সত্য হলে খোয়াই কলেজের দোতলায় নূতন কিছু ক্লাশ রুম নির্মাণের কথা সরকার বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

Minister-in Charge. **Answers**

১। প্রয়োজনের তুলনায় শ্রেণীকক্ষ কম থাকায় খোয়াই মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনায় কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। বি, এস, সি কোর্স চালু করার পর তিনটি শ্রেণীকক্ষকে দুইটি ল্যাবরেটরিতে পরিণত করা হইয়াছে।

২। সরকারী সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—53

Name of the the Hen'ble Member :—Shri Samir DebSarkar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION.	ANSWER.
১। রাজ্যে বর্তমানে অনাথ শিশু নিবাসের সংখ্যা কত ? এবং ঐ সকল শিশু নিবাসে আবাসিকের সংখ্যা কত ?	১। রাজ্যে বর্তমানে অনাথ শিশু নিবাসের সংখ্যা ২১টি এবং ঐ সকল শিশু নিবাসে আবাসিকের সংখ্যা ১০৩৩ জন।
২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে অনাথ শিশু নিবাস গুলির জন্য খাওয়া, থাকা, পোশাক ইত্যাদি যাবতীয় ব্যয় বাবদ মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?	২। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে অনাথ শিশু নিবাসগুলির জন্য মোট ১.৫৬-৪৩৮.০০ (এক লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার চারশ আটত্রিশ) টাকা খরচ করা হয়েছে।
৩। খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি পরিচালিত অনাথ শিশু নিবাসের জন্য ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে সমাজকল্যাণ দপ্তর মোট কত টাকা বরাদ্দ করেছেন ?	৩। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির জন্য মোট ৩৪,৯৮৫.০০ (চৌত্রিশ হাজার নয় শত পঁচাশি) টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—69

Name of Member :—Shri Tapan Chakraborty

Will the Hon'ble Minister in charge of the Tribal Welfare Department be pleased state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। আগষ্ট ১৯৯০ ইং থেকে ৩১ মার্চ, ১৯৯৩ ইং পর্যান্ত এ, ডি, সি এরিয়ার কোন্ ব্লকে কতজন মানুষের অনাহার জনিত রোগে মৃত্যু হয়েছে ?	১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—75

Name of M. L. A. Sri Pranab DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ইহা কি সত্য তৃতীয়বার বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ব্লকস্তরে Education Advisory Committee গঠন করা হয়েছে ?

২। যদি হয়ে থাকে তাহলে উক্ত কমিটির function কি হবে ?

MINISTER-IN-CHARGE **ANSWER**

১। হ্যাঁ

২। বিদ্যালয়ের মান উন্নয়ন কল্পে যাবতীয় পরামর্শ ও নজরদারী রাখার ব্যাপারে Block level—এ এই কমিটি কাজ করবে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—76

Name of M. L.A. Sri Pranab DebBarma.

Will the Honble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ১৯৯৪ ইং সনে নতুন শিক্ষাবর্ষে উপজাতি ও তপশিলি জাতি ছাত্রছাত্রীদের জন্য কোন নতুন হোষ্টেল খোলার প্রস্তাব আছে কি না ?

২। যদি থাকে তাহলে আগরতলা শহর এলাকার একমাত্র English Medium শিশু বিহার স্কুলে নতুন হোষ্টেল খোলার চিন্তা ভাবনা সরকারের আছে কি না ?

MINISTER-IN-CHARGE **ANSWER**

১। ১৯৯৪ ইং শিক্ষাবর্ষে রাজ্যে ১৬টি নতুন বোর্ডিং হাউস খোলার প্রস্তাব আছে।

২। না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—84

Name of M. L. A :— Sri Umesh Chandra Nath.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be Pleased to State :—

১। গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের পশ্চিমদিকে "দীননাথ ছাত্রাবাস" নামে একটি বেসরকারী ছাত্রাবাস আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তাহা হইলে বর্তমানে ছাত্রাবাসটি কি অবস্থায় আছে ? এবং

৩। উক্ত ছাত্রাবাসটিকে জায়গা রেকর্ড করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

MINISTER-IN-CHARGE. **ANSWER**

১। গান্ধী মেমোরিয়াল স্কুলের পশ্চিমদিকে দীননাথ ছাত্রাবাস নামে কোন বেসরকরী ছাত্রাবাস ছিলনা।

২। প্রশ্ন উঠে না।

৩। প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—85

NAME OF M. L. A. Shri Umesh Ch. Nath.

Will the Hon 'ble Minister-in-charge of the sports & Youth Programme Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য ধর্মনগর মহকুমার অন্তর্গত পানিসাগরে এস, এ, আই (Sports Authority of India) কর্তৃক এস, পি, ডি, এ (Sports Project Development Area) স্থাপন করার সিদ্ধান্ত থাকা সত্বেও বর্তমানে সেখানে না করে অন্যত্র স্থানান্তরিত করার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে,

২। যদি সত্য হয় তবে তার কারণ ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No.—94.

Name of the memder :— Sri Nripen Chakraborty,

Will the Hon 'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state.

1. Number of people In the State whose mother tongue is not Bengali or Kakbarak which are officially recognised as official language of the State.

2. Number of people speaking whose mother tongue is Oria, Telenga, Orang, Manipuri, Bishnupriya-Manipuri and "Olichiti" language of the Saotalees, and

3. In how many primary schools of the State, at primary stage, their educaton is given in their mother tongue, wherever justified.

A N S W E R

Minister-in-Charge : **Sri Anil Sarkar**

1. As per Census 1981, number of people in the State whose mother tongue is not Bengali or Kakborak is 43,712.

2. Number of people speaking in Oria, Telenga, Orang, Manipuri, Bishnupriya-Manipuri and Olichiti (Saotalee) is Oria–14,218, Orang-2,820, Manipuri (Meithei) -17,475, Olichiti (Saotalee)-3,476, Telenga and Bishnupriya-Manipuri population figure are not available in the Census.

3. None.

Admitted starred Question No.—102

Sub :— Information regarding rates of Book-Grant etc.

Name of M. L. A. :— **Sri Makhan Lal Chakraborty.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। বর্তমানে রাজ্যের স্কুলসমূহে বিভিন্ন শ্রেণীতে বুক-গ্রান্টের হার কত ?

২। এই হার কবে নির্ধারিত হয়েছিল ?

৩। বুক-গ্রান্টের হার বৃদ্ধির বিষয়টি সরকার বিবেচনা করবেন কি না ?

উত্তর

Minister-in-charge : **Sri Anil Sarker**

১। বর্তমানে প্রচলিত বুক্‌গ্রান্টের শ্রেণী ভিত্তিক বার্ষিক হার নিম্নরূপ :—

শ্রেণী	বার্ষিক হার
ii	Rs 5/50 P. A
iii	Rs 12/15 ,,

iv	Rs. 20/- P. A.
v	Rs. 28/- ,,
vi	Rs. 30/- ,,
vii	Rs. 55/- ,,
viii	Rs. 50/ ,,

২। উপরোক্ত হার ১৯৮৬-৮৭ আর্থিক বৎসর হইতে চালু রহিয়াছে।

৩। হার বৃদ্ধির বিষয়টি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 103

Name of Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) চলতি অর্থবর্ষের এখন পর্যন্ত রাজ্য সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক কতগুলি ভগ্ন স্কুলগৃহ (প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক) মেরামত করা হয়েছে, এবং

২) এইখাতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

A N S W E R

MINISTER IN CHARGE :— SHI ANIL SAKAR

১) ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষে এখন পর্যন্ত মোট ১০৪টি বিদ্যালয় গৃহ সংস্কার বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় ২৩ টি, উচ্চবুনিয়াদী বিদ্যালয় ৬৩টি এবং উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১৪টি।

২) এইখাতে এখন পর্যন্ত মোট বার লক্ষ তের হাজার সাতশত পাঁচ (১২,১৩,৭০৫) টাকা খরচ হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—107

Name of M. L. A. :—Shri Rati Mohan Jamatia

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আমতলীস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুল গ্রান্ট-ইন-এইডের অন্তর্ভুক্ত কিনা ?

২। না হইলে কারণ এবং,

৩। রাজ্যের শিক্ষানীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য ভবিষ্যতে উক্ত স্কুলকে গ্রান্ট-ইন এইড আইনের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি না ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SRI ANIL SARKAR.

১। আমতলীস্থ রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলটি উক্ত বিদ্যালয়ের জন্য তৈরী গ্রান্ট-ইন-এইড নিয়মের অন্তর্ভুক্ত।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—108

Name of M. L. A. :— Shri Rati Mohan Jamatia.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to state :—

১। আমতলীস্থিত, রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে বর্তমানে সর্বমোট শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

২। ইহাতে তপশীলভুক্ত জাতি এবং তপশীলভুক্ত উপজাতি শিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা কত ?

৩। উক্ত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে নিয়োগ এবং প্রমোশনের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানা হয় কিনা ? এবং

৪। না হলে তার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE SHRI ANIL SARKAR

১। আমতলীস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন স্কুলে বর্তমানে সর্বমোট শিক্ষকের সংখ্যা ২৪ জন এবং অশিক্ষক কর্মচারীর সংখ্যা ১৬ জন।

২। উক্ত স্কুলে তপশীল জাতিভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা শূন্য এবং উপজাতি ভুক্ত কর্মচারীর সংখ্যা—৯ জন।

৩। উক্ত অনুদান প্রাপ্ত স্কুলে নিয়োগ ও প্রমোশনের ক্ষেত্রে হানড্রেড পারসেন্ট রোষ্টার মানার বিধান আছে।

৪। কর্মরত মোট কর্মচারীর সংখ্যা অনুসারে সংরক্ষিত পদের তপশিলী জাতি ও উপজাতি কর্মচারীর সংখ্যা কম নিয়োগ করা হয়েছে। বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দ্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—113

Name of M. L. A. Shri Bidya Chandra DebBarma.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Education Department be pleased to State :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যে কতটি এস, বি ও জে, বি, স্কুল আছে।

২। তন্মধ্যে কতটি স্কুলে শিক্ষকরা নিয়মিত না যাওয়ার ফলে অচল অবস্থায় আছে এবং

৩। যে সমস্ত স্কুল উপরোক্ত কারণে অচল হয়ে আছে সেগুলিকে সচল করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না ?

MINISTER-IN-CHARGE. ANSWER.

১। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৪৩৪ টা এস্ বি ও ২০২৯ টা জে বি / প্রাইমারী স্কুল আছে।

২। ২ (দুইটি)

৩। হ্যাঁ।

Admitted Starred Question No.—114

Name of M. L. A. Shri Bidya Ch. DebBarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। ইহা কি সত্য যে ত্রিপুরার অনেক হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে হেডমাষ্টার না থাকার ফলে স্কুলগুলিতে রীতিমত পড়াশুনা হইতেছে না ?

এবং

২। যদি সত্য হইয়া থাকে তাহলে চলতি আর্থিক বৎসরে উক্ত স্কুলগুলিতে হেডমাষ্টার নিয়োগ করা হইবে কি না ?

MINISTER-IN-CHARGE : ANSWER

১। আংশিক সত্য।

২। যে সমস্ত হাই ও হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে প্রধান শিক্ষক নেই সেই সমস্ত স্কুলগুলিতে চলতি আর্থিক বৎসরে হেড মাষ্টার নিয়োগের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No.—117 Asked by Shri Pabitra Kar, M. L. A,

Sl. No. 'প্রশ্ন'	'উত্তর'
১) শিশু উদ্যানে নির্মিত সুকান্ত একাডেমী কবে চালু হবার কথা ছিল ?	১) বিগত কংগ্রেস টি ইউ জে এস জোট সরকারের মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ন্যাশনেল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামস-এর পরিচালনাধীনে সুকান্ত ভবনে বিজ্ঞান কেন্দ্র চালু করার অন্য জমি সহ ভবনটিকে পূর্ণ হস্তান্তর সাপেক্ষে বকেয়া কিছু কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য সরকারী সিদ্ধান্তে ১৮-১১-৯২ ইং তারিখে ভবনটিকে কাউন্সিলের কর্তৃত্বাধীনে হস্তান্তরিত করা হয়। ঐ সময় হইতে কাউন্সিল ১ (এক) বৎসরের মধ্যে সুকান্ত একাডেমীকে চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
২) এতদিনেও চালু না হবার কারণ কি ?	২) ন্যাশনেল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামস্ কর্তৃপক্ষ রাজ্য সরকারের কাছে ভবনটিতে কাজ চালিয়ে যেতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে সমস্ত কাজ বন্ধ রেখেছে এবং সেই জন্য সুকান্ত একাডেমী এখনও চালু হয় নাই।
৩) কবে নাগাদ চালু করার পরিকল্পনা আছে ?	৩) ন্যাশনেল কাউন্সিল অব সায়েন্স মিউজিয়ামস্ কর্তৃপক্ষ হইতে সুকান্ত ভবনটিকে পুনঃ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন আনার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত হওয়ার পর বকেয়া কাজের পরিমানের উপর নির্ভর করে পরিকল্পনামাফিক নুতনভাবে সেন্টারটি চালু করার ব্যাপারে সময় নির্ধারণ করা হবে।

সম্ভাব্য অতিরিক্ত প্রশ্নের জবাব উপরোক্ত উত্তর থেকেই পাওয়া যাবে।।

Admitted Starred Question No.—118.

Name of the Hon'ble Member :— Shri Pabitra Kar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

Minister-in-charge, Social Welfare & Social Education Deptt,, State Minister Sri Jitendra Choudury

QUESTION	ANSWER.
১। রাজ্যে সমাজকল্যাণ দপ্তর পরিচালিত অনাথ আশ্রম গুলিতে বয়স উত্তীর্ণ আবাসিক ও আবাসিকার সংখ্যা কত ?	১। মোট ১১৩ জন।
২। উক্ত বয়স উত্তীর্ণ আবাসিকদের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?	২। আপাততঃ নেই, তবে এই সমস্যাটি কিভাবে সমাধান করা যায় সরকার এ ব্যাপারে ভাবনা-চিন্তা করছেন।
৩। থাকিলে তাহা কি কি ?	৩। এখন প্রশ্ন উঠে না।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Qu estions & answers)

Admitted Starred Question No. 119.

Name of the Hon'ble Member :— Shri Pabitra Kar

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to State :—

QUESTION

১। Social Welfare দপ্তরের সাহায্য প্রাপ্ত সমাজ-কল্যাণমূলক প্রকল্প আছে কি ?

২। থাকলে কোন্ প্রকল্পে কতজন সুবিধা প্রাপক আছেন ?

৩। তন্মধ্যে কোন প্রকল্প বন্ধ হয়ে আছে কি ?

৪। থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

প্রকল্পগুলির নাম : সুবিধা প্রাপকের নিম্নে দেওয়া গেল। সংখ্যা :—

১। বিভিন্ন আশ্রমে ১,৩১১ জন।

২। সুসংহত শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্পে (ICDS) ১,০৩,৮৫৫ জন।

৩। বালাহার প্রকল্পে আনুমানিক ৫০,০০০ শিশু।

৪। বার্ধক্য ভাতা ও অন্যান্য ভাতা প্রকল্পে : আনুমানিক ২৩,৭৪২ ব্যক্তি।

৫। বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্পে আনুমানিক ৯০,০০০ জন।

৩। না।

৪। প্রশ্নই উঠে না।

Admitted Starred Question No. :—137

Name of Member :— Shr Prasanta Deb Barma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) কমলপুর মহকুমার অধীনে আমবাসায় দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত উপজাতি বিশ্রামাগারটি সংস্কারের কোন কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২) যদি থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত বিশ্রামাগারটির প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ হাতে নেওয়া হবে ?

১) হ্যাঁ আছে।

২) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বর্ষে উক্ত বিশ্রামাগারটি দ্রুত সংস্কারের জন্য কমলপুর মহকুমা শাসকের নিকট অর্থ মঞ্জুরী সহ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred question No.—147

Name of Member :—Shri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Lobur Department be pleased to state.

(১) **প্রশ্ন :—** রাজ্যে বর্তমানে ক্ষেতমজুর, দিনমজুর, দৈনিক শ্রমিকরা দৈনিক কত টাকা করে মজুরী পান ?

(১) **উত্তর :—** রাজ্যে বর্তমানে ক্ষেতমজুরদের দৈনিক মজুরী ২৩'৬৫ টাকা ধার্য্য করা আছে। রাস্তা এ... দালান নির্মাণ ও মেরামতির ক্ষেত্রে দৈনিক মজুরী ২১'২০, ২৯.৪৫, ৩৮.৪৫ এবং ৪৬'১৫ টাকা যথাক্রমে অদক্ষ,

দক্ষ এবং অতিদক্ষ শ্রমিকের ক্ষেত্রে নির্ধারিত আছে।

(২) প্রশ্ন :— এই মজুরী বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

(২) উত্তর :— পুনরায় মজুরী বৃদ্ধির ব্যাপারটি সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 150

Name of M. L. A :—Sri Amal Mallik.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :—

(১) ইহা কি সত্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে ১১৭টি ডাই-ইন-হার্নেস-এর ব্যাপারে চাকুরীর দরখাস্ত জমা পড়ে আছে ? এবং

(২) যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে এই চাকুরীগুলি কত দিনের মধ্যে দেওয়া হবে বলে আশা করা যায় ?

MINISTER-IN-CHNRGE :— ANSWER SRI ANIL SARKAR

(১) বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরে বর্তমানে ১৫৭টি die-in-harness-এর ক্ষেত্রে চাকুরীর দরখাস্ত জমা আছে।

২) প্রয়োজনীয় শূন্যপদ পাওয়া গেলেই চাকুরীর দরখাস্তগুলি নিয়মনীতি মেনে বিবেচনা করা হবে।

Admitted Starred Question No-152.

Name of the Hon'ble Member :—Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION.	ANSWER.
১। রাজ্যে বর্তমানে কয়টি এস, ই, সেন্টার চালু আছে এবং	১। রাজ্যে বর্তমানে এস, ই, সেন্টার চালুর সংখ্যা মোট ১২২৪টি।
২। নতুন এস, ই, সেন্টার খোলার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা এবং	২। আপাতত নাই।
৩। থাকিলে কতটি এবং কোথায় কোথায় খোলা হবে ?	৩। প্রশ্ন উঠেনা।

Admitted Starred Question No—155.

Name of M.L.A.:—Sri Pannalal Ghosh.

Will the Minister in charge of the Education Department be pleased to State:—

১। ইহা কি সত্য যে রাজ্যের বেসরকারী স্কুলের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীগণ গত ২(দু) বছর (১৯৯২ এবং ১৯৯৩ইং) ধরে ভবিষ্যনিধির (পি.এফ.) সুদের টাকা পাচ্ছেন না ?

২। যদি সত্য হয় তবে এর পরিমাণ কত ?

৩। ইহা পরিশোধের ব্যাপারে সরকার কি কি উদ্যোগ নিচ্ছেন ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :—SHRI ANIL SARKAR

১। [illegible]

২। [illegible] বেসরকারী বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে পি. এফ বাবত সুদের অর্থের পরিমাণ জানিয়ে প্রস্তাব চাওয়া হয়েছে। ১৫টি প্রাথমিক ও ১৯টি উচ্চমাধ্যমিক, মাধ্যমিক ও জুনিয়র হাই স্কুল থেকে অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব

পাওয়া গেছে। এই সমস্ত বিদ্যালয় সমূহের এই বাবদ মোট প্রাপ্ত অর্থের পরিমাণ দুইলক্ষ সাত হাজার পাঁচশত বাহাত্তর টাকা।

৩। যে সমস্ত বিদ্যালয় থেকে সঠিক ভাবে প্রস্তাব এসেছে তাদের অর্থ মঞ্জুরীর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

Admitted Starred Question No-157

Name of Hon'ble Member:--Shri Pannalal Ghosh,

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION	ANSWER
১। ইহা কি সত্য যে, খিলপাড়া রাষ্ট্রীয় অনাথ (বালিকা) আশ্রমে ১৯৯৪ইং সনে ১৮ থেকে ২০ মার্চের মধ্যে ব্যাপক সংখ্যক আবাসিক অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্ত্তি হয়েছিল ?	১। হ্যাঁ, সত্য, ৫।৬ জন আবাসিক অসুস্থ হয়েছিল
২। যদি সত্য হয় তবে এর কারণ কি ?	২। ডাক্তারের মতে সাময়িকভাবে পানীয় জল দুষিত হওয়ার জন্য এবং পরিবেশ দুষিত হওয়ার কারণে রোগ সংক্রমণ হয়েছিল।
৩। উক্ত আশ্রমে প্রতি সপ্তাহে সরকারী ডাক্তার দিয়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ব্যবস্থা বিবেচনা করা হচ্ছে কিনা ?	৩। হ্যাঁ সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

Admitted Starred Question No.—158

Name of the member :—Shri **Pannalal Ghosh.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Welfare & Social Education Departmen be pleased to State. (State Minister, Shri Jitendra Choudhury.)

QUESTION.	ANSWER
১। সারা রাজ্যে কয়টি রাষ্ট্রীয় অনাথ বালিকা নিবাস আছে এবং প্রতিটিতে কতজন বালিকা আছে।	১। সারা রাজ্যে মোট ২টি রাষ্ট্রীয় অনাথ বালিকা নিবাস আছে। একটিতে ৬১ জন এবং অন্যটিতে ৪৯ জন বালিকা আছে।
২। এরমধ্যে কয়টি অনাথ বালিকা নিবাসে বাউণ্ডারী ওয়াল আছে।	২। এর মধ্যে ১টিতে বাউণ্ডারী ওয়াল আছে।
৩। বর্তমানে ১৯৯৪-৯৫ আর্থিক বৎসরে খিলপাড়া অনাথ আশ্রমটির বাউণ্ডারী-ওয়াল তৈরীর জন্য বরাদ্দ আছে কিনা।	৩। না।
৪। থাকিলে কত টাকা বরাদ্দ আছে, এবং	৪। প্রশ্ন উঠে না!
৫। বরাদ্দ থাকা সত্বেও উক্ত আশ্রমটির বাউণ্ডারী-ওয়াল তৈরী না করার কারণ কি ?	৫। প্রশ্ন উঠে না :

Admitted Starred Question No.—161

Name of Member :—**Shri Lenprasad Malsai,**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

প্রশ্ন	**উত্তর**
১। ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর এলাকায় সমিতি কর্তৃক উপজাতিদের পূর্বপুরুষ থেকে অধিকৃত জমি দখল করে কোথাও উচ্ছেদ করেছে এবং কোথাও উচ্ছেদ করার চেষ্টা চলছে।	১। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। সত্য হইলে উক্ত সমিতি কর্তৃক বে-আইনীভাবে দখলকৃত জমি অতি/ত্বর উপজাতিদের ফেরৎ প্রদানের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?	২। তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION, No :—162

Name of M. L. A:— **Lenprasad Malsai. and Anil Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১) কাঞ্চনপুরে বালিকা বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কি ?

২) যদি পরিকল্পনা থাকে তাহলে কবে নাগাদ উক্ত নির্মাণের কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে আশা করা যায়,

৩) পরিকল্পনা না নিয়ে থাকিলে তাহার কারণ ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SRI ANIL SARKAR

১) নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) কাঞ্চনপুরে বর্তমানে একটি কো-এডুকেশন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে এবং এই বিদ্যালয় এলাকার চাহিদা পূরণ করিতেছে। এই কারণে বর্তমানে কাঞ্চনপুরে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপনের কোন পরিকল্পনা নাই।

ADMITTED STARRND QUESTION. NO.—170

Name of M. L. A— : **Sri Ashok DebBarma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা সরকারের ষ্টাইপেণ্ড বা স্কলারশীপ প্রাপ্ত কতজন উপজাতি এবং অ-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী শিলং স্কুল কলেজ পড়াশুনা করিতেছে। (স্কুল কলেজের আলাদা আলাদা হিসাব)

২। রাজ্যে দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয় গুলিতে একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত কোন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাসিক ৩০০ টাকা হারে স্কলারশীপ পাইতেছে এই রকম কোন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী আছে কিনা ? (বোর্ডিং ষ্টাইপেণ্ড বাদে)

৩। যদি থাকে তবে এই রকম স্কলারশীপ পাইবার জন্য উপযুক্ততার মান কিসের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়।

PAPER'S LAID ON THE TABLE
(Question's and Answers)

৪। ত্রিপুরার বাইরে পাঠরত কোন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী এই ধরণের স্কলারশীপ পাইতেছে কিনা বা উপযুক্ততা থাকলে সকলে পাইতে পারে কিনা।

Minister-in-charge **Answer**

১। ত্রিপুরা সরকারের ষ্টাইপেণ্ড প্রাপ্ত ৯৫ জন উপজাতি ও ৭ জন অ-উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী শিলং কলেজে পড়াশুনা করিতেছে। স্কুল পর্যায়ে এমন কোন ছাত্র-ছাত্রী নেই।

২। রাজ্যের একাদশ, দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠরত ৭২০ জন উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী প্রতিমাসে ৩০০ টাকা করিয়া স্কলারশীপ পাইতেছে।

৩। উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে পোষ্ট মেট্রিক স্তরে পাঠরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন বোর্ডিং হাউস-এর ব্যবস্থা বর্তমানে নেই। যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের বাসস্থানের দূরত্ব কোন দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় হইতে ৫ কিঃ মিঃ-এর বেশী সেই সকল ছাত্র-ছাত্রী এইরূপ ষ্টাইপেণ্ড পাওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হয়।

৪। ত্রিপুরার বাইরে বিদ্যালয় স্তরে পাঠরত এই ধরণের কোন ছাত্র-ছাত্রী নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 176

Name of M. L. A. :— Sunil Kumar Choudhury

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department pleased to state :—

১। গত কংগ্রেস ও উপজাতি যুব সমিতি জোট সরকারের শাসনকালে সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত জয়সিংহ পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে কতজন শিক্ষক নিযুক্ত ছিল এবং বর্তমানে কতজন আছে।

২। উক্ত স্কুলে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা চালু আছে কি না।

৩। থাকিলে গত ৩—৪ বৎসর যাবৎ ১ম শ্রেণী ও ২য় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা একই ক্লাশে অবস্থান করার কারণ কি এবং

৪। বর্তমানে সাড়া রাজ্যে এইরূপ কতগুলি স্কুল আছে যেখানে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা বন্ধ থাকার ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বছরের পর বছর একই ক্লাশে অবস্থান করছে?

Minister-in-charge **Answer**

১। জয়সিংহ পাড়া সিনিয়র বেসিক স্কুলে জোট আমলে ২ (দুই) জন শিক্ষক ছিল। বর্তমানেও দুইজন শিক্ষক আছেন।

২। আছে।

৩। গত তিন চার বৎসর যাবৎ ঐ স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয় নাই। কাজেই তিন—চার বৎসর যাবৎ ১ম এবং ২য় শ্রেণী ছাত্ররা একই ক্লাশে আছে।

৪। এরূপ কোন তথ্য নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—182

Name of M, L. A. :— Sri Sunil Kumar Choudhury.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state :—

১। ত্রিপুরা রাজ্যের যে সমস্ত হাই বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেইসব স্কুলে কবে পর্যন্ত বিষয় শিক্ষক দেওয়া হবে?

২। নতুন করে বিষয় শিক্ষক নিয়োগ করা হবে কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SRI ANIL SARKAR

১নং এবং ২নং প্রশ্নের উত্তর

যে সমস্ত হাই বা হাইয়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে বিষয় শিক্ষকের অভাব রয়েছে সেইসব স্কুলে যথাশীঘ্র সম্ভব বিষয় শিক্ষক দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.184

Name of the Hon'ble Member :— SRI SUNIL KUMAR CHOUDHURY,

Will be Hon'ble Minister-in-Charge of the Social Education Department be pleased to state.

QUESTION.

১। প্রতি গাঁওসভাতে কত জনকে বৃদ্ধ ভাতা, বিধবা ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা, জুমিয়া ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

২। মৃতদের পরিবর্তে অন্যদের ভাতা দেওয়া বন্ধ করার কারন কি ?

৩। কোন্ কোন্ গাঁওসভাতে মঞ্জুরীকৃত সংখ্যার চাইতে বেশী লোককে ভাতা দেওয়া হয়েছে ?

৪। মৃতদের সংখ্যানুসারে নূতন লোকদের ভাতা মঞ্জুর করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

ANSWER.

১। প্রতি গাঁওসভাতে ৭ জনকে বৃদ্ধ ভাতা এবং ৫ জন করে বিধবা ভাতা, বিকলাঙ্গ ভাতা এবং জুমিয়া ভাতা দেওয়া হয়ে থাকে।

২। ১৯৮৭ সালের পর বিগত জোট সরকারের আমলে নূতন করে পঞ্চায়েত বিভাজন (in-fu cation) হয়েছিল। তারপর ১৯৯৩-৯৪ সালে আবার পঞ্চায়েতের পুনর্গঠন হয়েছে। এতে বিভিন্ন Category-র ভাতা প্রাপকদের নির্দ্দিষ্ট পঞ্চায়েত ভিত্তিক কোটা অদল বদল হয়ে গেছে। এখন নূতন পঞ্চায়েত হয়েছে তাই একটা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য আপাততঃ মৃতদের পরিবর্তে ভাতা মঞ্জুর বন্ধ আছে। সকল পঞ্চায়েত থেকে তথ্য চাওয়া হচ্ছে।

৩। তার লিষ্ট সঙ্গে দেওয়া হল।

৪। নবগঠিত পঞ্চায়েত সমিতিগুলি থেকে রিপোর্ট পাওয়ার পর সরকার বিষয়টির উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

যে যে গাঁওসভায় সরকারী কোটার চেয়ে বেশী লোক বৃদ্ধ এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হচ্ছে। সে সব গাঁও সভার নাম।

গাঁওসভার নাম		গাঁওসভার নাম	
১। মাধববাড়ী	গাঁও পঞ্চায়েত	৩। বঙ্কিমনগর	গাঁও পঞ্চায়েত
২। উত্তর জয়নগর	"	৪। পূর্ব বড়জলা	"

৫। জয়নগর	গাঁও পঞ্চায়েত
৬। জিরনিয়াখলা	,,
৭। ভৃগুদাস বাড়ী	,,
৮। চম্পকনগর	,,
৯। সেল বাড়ী	,,
১০। জম্মজয়নগর	,,
১১। রাধাপুর	,,
১২। পশ্চিম বড়জলা	,,
১৩। পূর্ব দেবেন্দ্রনগর	,,
১৪। আশীগড়	,,
১৫। মান্দাই নগর	,,
১৬। দিনবন্ধুনগর	,,
১৭। পাটনী	,,
১৮। দুর্গানগর	,,
১৯। ওয়াকীনগর	,,
২০। রামচন্দ্রনগর	,,
২১। রাধামোহনপুর	,,
২২। লক্ষীপুর	,,
২৩। পূর্ব নোয়াগাঁও	,,
২৪। রাধাকিশোরনগর	,,
২৫। উত্তর চাম্পামুড়া	,,
২৬। রাধাকিশোরনগর	,,
২৭। উত্তর চাম্পামুড়া	,,
২৮। মজলিসপুর	,,
২৯। বৃদ্ধনগর	,,
৩০। বৃদ্ধনগর	,,
৩১। খয়েরপুর	,,
৩২। ধূপছড়া	,,
৩৩। তুলাকোনা	,,
৩৪। মেঘলিপাড়া	,,
৩৫। শান্তিনগর	,,
৩৬। দীন কোবরা	,,
৩৭। বুরাখা	,,
৩৮। শিবনগর	,,
৩৯। ইষ্ট বেলবাড়ী	গাঁও পঞ্চায়েত
৪০। কাথিরামবাড়ী	,,
৪১। খেংগারাই	,,
৪২। হারবাং	,,
৪৩। চাম্পাবাড়ী	,,
৪৪। পূর্ব সিংগীছড়া	,,
৪৫। পূর্ব গণকী	,,
৪৬। করবীল	,,
৪৭। পশ্চিম গণকী	,,
৪৮। পূর্ব চেবরী	,,
৪৯। পূর্ব সোনাতলা	,,
৫০। পশ্চিম সোনাতলা	,,
৫১। পতরমুড়া	,,
৫২। জাম্বুরা	,,
৫৩। মধ্য গণকী	,,
৫৪ পশ্চিম সিঙ্গীছড়া	,,
৫৫ সিপাই হাওড়	,,
৫৬। পশ্চিম চেবরী	,,
৫৭। পূর্ব রামচন্দ্রঘাট	,,
৫৮। উত্তর রামচন্দ্রঘাট	,,
৫৯। ধলাবিল	,,
৬০। গৌরনগর	,,
৬১। বনবাজার	,,
৬২। পূর্ব বাচাই বাড়ী	,,
৬৩। আশারামবাড়ী	,,
৬৪। শিকারী বাড়ী	,,
৬৫। পূর্ব চাম্পাছড়া	,,
৬৬। পশ্চিম লক্ষীছড়া	,,
৬৭। পশ্চিম করজীছড়া	,,
৬৮। পশ্চিম বাচাইবাড়ী	,,
৬৯। পশ্চিম চাম্পাছড়া	,,
৭০। বেহালবাড়ী	,,
৭১। রতনপুর	,,
৭২। পশ্চিম তকছাইবাড়ী	,,

৭৩।	পূর্ব রাজনগর	গাঁও পঞ্চায়েত
৭৪।	পশ্চিম বেলছড়া	,,
৭৫।	উত্তর পদ্মবিল	,,
৭৬।	দক্ষিণ পদ্মবিল	,,
৭৭।	পশ্চিম রাজনগর	,,
৭৮।	সমতল পদ্মবিল	,,
৭৯।	তুইচিন্দ্রাই	,,
৮০।	পূর্ব কল্যাণপুর	,,
৮১।	ঘিলাতলী	,,
৮২।	উত্তর কৃষ্ণপুর	,,
৮৩।	মধ্য কৃষ্ণপুর	,,
৮৪।	দক্ষিণ কৃষ্ণপুর	,,
৮৫।	লক্ষীপুর	,,
৮৬।	উত্তর গকুলনগর	,,
৮৭।	দক্ষিণ পুলিনপুর	,,
৮৮।	হদ্রাই	,,
৮৯।	দক্ষিণ রামচন্দ্রঘাট	,,
৯০।	আকরাইবাড়ী	,,
৯১।	রামদয়ালবাড়ী	,,
৯২।	লক্ষীনারায়নপুর	,,
৯৩।	পূর্বদ্বারিকাপুর	,,
৯৪।	দক্ষিণ বড়মুড়া	,,
৯৫।	ছযবরিয়া	,,
৯৬।	পশ্চিম কল্যাণপুর	,,
৯৭।	পূর্ব কলাবন	,,
৯৮।	পশ্চিম দ্বারিকাপুর	,,
৯৯।	হাওয়াই বাড়ী	,,
১০০।	দূর্গাপুর	,,
১০১।	বাদলাবাড়ী	,,
১০২।	শ্রীরাম খঁরা	,,
১০৩।	তুইচিংগ্রাম বাড়ী	,,
১০৪।	গামারিয়া বাড়ী	,,
১০৫।	পাগলা বাড়ী	,,
১০৬।	কল্যাণপুর	,,
১০৭।	পশ্চিম কুঞ্জবন	গাঁও পঞ্চায়েত
১০৮।	উত্তর পুলিনপুর	,,
১০৯।	পূর্ব তেলিয়ামুড়া	,,
১১০।	দক্ষিণ গকুলনগর	,,
১১১।	হলোদিয়া	,,
১১২।	কাকড়াছড়া	,,
১১৩।	আঠারমুড়া	,,
১১৪।	মোহনছড়া ও খামারবাড়ী	,,
১১৫।	মহারানীপুর	,,
১১৬	ব্রহ্মছড়া	,,
১১৭।	শুদ্ধ করকরী	,,
১১৮।	উত্তর ঘিলাতলী	,,
১১৯।	মহারাণীপুর	,,
১২০।	দক্ষিণ মহারাণীপুর	,,
১২১।	রামকৃষ্ণপুর	,,
১২২।	পূর্বলক্ষীপুর	,,
১২৩।	শান্তিনগর	,,
১২৪।	তুইসান্দ্রাই	,,
১২৫।	খেদাবাড়ী	,,
১২৫।	রাঙ্গামাটিয়া	,,
২৭।	বেজিমারা	,,
১২৮।	ভবানীপুর	,,
১২৯।	লক্ষীপতি	,,
১৩০।	ফোটামাটি	,,
১৩১।	কাঠালিয়া	,,
১৩২।	নির্বাপুর	,,
১৩৩।	বামপুকর	,,
১৩৪।	মহেশপুর	,,
১৩৫।	ধনপুর	,,
১৩৬।	রবীন্দ্রনগর	,,
১৩৭।	পাহাড়পুর	,,
১৩৮।	কে : কে : নগর	,,
১৩৯।	এন সি নগর	,,

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

১৪০। আড়ালিয়া	গাঁও-পঞ্চায়েত
১৪১। সোনাপুর	,,
১৪২। নিদয়া	,,
১৪৩। লক্ষণডেপা	,,
১৪৪। জুমেরডেপা	,,
১৪৫। কেমতলি	,,
১৪৬। পশ্চিম নলছড়	,,
১৪৭। পূর্ব নলছড়	,,
১৪৮। বগাবাসা	,,
১৪৯। কামরাঙ্গাতলী	,,
১৫০। মোহনভোগ	,,
১৫১। চর্ত্তী	,,
১৫২। মেলাঘর	,,
১৫৩। রুদিজলা	,,
১৫৪। চড়ল	,,
১৫৫। তৈবান্দল	,,
১৫৬। নয়ারাম	,,
১৫৭। বব্রুদোয়াল	,,
১৫৮। খাস চৌধুরী	,,
১৫৯। শিবনগর	,,
১৬০। তকসাপাড়া	,,
১৬১। তৈ-ফিলিং	,,
১৬২। তেল কাজলা	,,
১৬৩। ভ্রানতলি	,,
১৬৪। উরমাই	,,
১৬৫। মতিনগর	,,
১৬৬। কলমছড়া	,,
১৬৭ আনন্দনগর	,,
১৬৮। কলসীমুড়া	,,
১৬৯। বক্সনগর	,,
১৭০। পুটিয়া	,,
১৭১। ভেলুয়ারচর	,,
১৭২। কুলুবাড়ী	,,
১৭৩। জগৎরামপুর	,,
১৭৪। চৌমুহনী	গাঁও-পঞ্চায়েত
১৭৫। রহিমপুর	,,
১৭৬। মনাই পাথার	,,
১৭৭। পশ্চিম সিমনা	,,
১৭৮। কালাছড়া	,,
১৭৯। ফটিকছড়া	,,
১৮০। চান্দপুর	,,
১৮১। ইন্দ্রনগর	,,
১৮২। মোহনপুর	,,
১৮৩। তারানগর	,,
১৮৪। দেবেন্দ্রনগর	,,
১৮৫। কলকলিয়া	,,
১৮৬। বড়জলা	,,
১৮৭। বামুটিয়া	,,
১৮৮। ইউ ডি নগর	,,
১৮৯। বোধজংনগর	,,
১৯০। তমাকারী	,,
১৯১। বড় কাঁঠাল	,,
১৯২। সুরেন্দ্রনগর	,,
১৯৩। মেঘলিবন্দ	,,
১৯৪। শরৎ চেপাড়া	,,
১৯৫। লঙ্কামুড়া	,,
১৯৬। লক্ষীলুঙ্গা	,,
১৯৭। নরসিংগড়	,,
১৯৮। সিঙ্গারবিল	,,
১৯৯। তুইসিংবাড়ী	,,
২০০। গান্ধীগ্রাম	,,
২০১। ঈশানপুর	,,
২০২। পূর্ব সিমনা	,,
২০৩। নোয়াগাঁও	,,
২০৪। মনতলা	,,
২০৫। বিজয়ন গর	,,
২০৬। ধূমাকারী	,,
২০৭। কম্বুকছড়া	,,

২০৮।	সনখলা	গাঁও-পঞ্চায়েত
২০৯।	কুসামারা	,,
২১০।	কাকড়াবন	,,
২১১।	রাণী	,,
২১২।	মির্জ্জা	,,
২১৩।	পূর্ব মির্জ্জা	,,
২১৪।	দক্ষিন মির্জ্জা	,,
২১৫।	তুলামুড়া	,,
২১৬।	শামুখছড়া	,,
২১৭।	গর্জনমুড়া	,,
২১৮।	গঙ্গাছড়া	,,
২১৯।	পালাটানা	,,
২২০।	দুধপুষ্করিনী	,,
২২১।	ইচাছড়া	,,
২২২।	আমতলী	,,
২২৩।	দক্ষিণ মহারাণী	,,
২২৪।	কাচি গাং	,,
২২৫।	উত্তর মহারাণী	,,
২২৬।	মাতাবাড়ী	,,
২২৭।	চন্দ্রপুর ভিলেজ	,,
২২৮।	চন্দ্রপুর আর এফ	,,
২২৯।	পূর্ব মগপুষ্করিনী	,,
২৩০।	হোলাখেত	,,
২৩১।	গর্জ্জি	,,
২৩২।	গর্জ্জিছড়া	,,
২৩৩।	পিত্রা	,,
২৩৪।	জোয়ালীখামার	,,
২৩৫।	মুড়াপাড়া	,,
২৩৬।	রাজনগর	,,
২৩৭।	বগাবাসা	,,
২৩৮।	বারবাইয়া	,,
২৩৯।	গকুলপুর	,,
২৪০।	ধ্বজনগর	,,
২৪১।	টেপানিয়া	,,
২৪২।	খিলপাড়া	গাঁও-পঞ্চায়েত
২৪৩।	জামজুরি	,,
২৪৪।	ফুলকুমারী	,,
২৪৫।	ব্রহ্মছড়া	,,
২৪৬।	রাজারবাগ	,,
২৪৭।	কালাবন	,,
২৪৮।	বাগমা	,,
২৪৯।	পূর্বকুপিলং	,,
২৫০।	পশ্চিম কুপিলং	,,
২৫১।	দক্ষিণ ব্রজেন্দ্রনগর	,,
২৫২।	উত্তর বড়মুড়া	,,
২৫৩।	ধুপতলী	,,
২৫৪।	কিল্লা	,,
২৫৫।	তৈনানী	,,
২৫৬।	আঠারভোলা	,,
২৫৭।	উত্তর ব্রজেন্দ্রনগর	,
২৫৮।	ফটিকরায়	,,
২৫৯।	রাজনগর	,,
২৬০।	ফটিকছড়া	,,
২৬১।	গকুলনগর	,,
২৬২।	গঙ্গানগর	,,
২৬৩।	লালঝুড়ি	,,
২৬৪।	কৃষ্ণনগর	,,
২৬৫।	সৈইদার পাড়	,,
২৬৬।	পশ্চিম রাতাছড়া	,,
২৬৭।	মাছলি	,,
২৬৮।	পশ্চিম কাঞ্চণবাড়ী	,,
২৬৯।	মুরতিছড়া	,,
২৭০।	জামতৈল বাড়ী	,,
২৭১।	মনুভেলি	,,
২৭২।	ধনবিলাস	,,
২৭৩।	বিলাসপুর	,,
২৭৪।	জারুলতলি	,,

২৭৫।	ফুলতলি	গাঁও-পঞ্চায়েত
২৭৬।	চাঁনতলি	,,
২৭৭।	চান্দিপুর	,,
২৭৮।	ছামকর মুখ	,,
২৭৯।	সিংঘির বিল	,,
২৮০।	মধুবন	,,
২৮১।	যোগেন্দ্রনগর	,,
২৮২।	ভুকলি	,,
২৮৩।	গজারিয়া	,,
২৮৪।	বাঁধারঘাট	,,
২৮৫।	আরালিয়া	,,
২৮৬।	চারিপাড়া	,,
২৮৭।	আনন্দনগর	,,
২৮৮।	প্রতাপগড়	,,
২৮৯।	এ ডি নগর (অরুন্ধুতি)	,,
২৯০।	রাজলক্ষীনগর	,,
২৯১।	পাণ্ডবপুর	,,
২৯২।	মধুপুর	,,
২৯৩।	গোলাঘাটি	,,
২৯৪।	কৈয়াঢেপা	,,
২৯৫।	দয়ারাম পাড়া	,,
২৯৬।	নেহারচন্দ্রনগর	,,
২৯৭।	পুরাথল রাজনগর	,,
২৯৮।	ঘনিয়ামারা	,,
২৯৯।	চেলিখলা	,,
৩০০।	কমলাসাগর	,,
৩০১।	কে কে নগর	,,
৩০২।	লক্ষীবিল	,,
৩০৩।	বিশালগড়	,,
৩০৪।	চাম্পামুড়া	,,
৩০৫।	বিক্রমনগর	,,
৩০৬।	খাস মধুপুর	,,
৩০৭।	সূর্য্যমণিনগর	,,
৩০৮।	ঈশানচন্দ্রনগর	,,
৩০৯।	কাঞ্চনমালা	গাঁও-পঞ্চায়েত
৩১০।	গকুলনগর	,,
৩১১।	গোপিনগর	,,
৩১২।	উত্তর চড়িলাম	,,
৩১৩।	দক্ষিণ চড়িলাম	,,
৩১৪।	নবিনগর	,,
৩১৫।	লালসিংমুড়া	,,
৩১৬।	চন্দ্রনগর	,,
৩১৭।	ব্রজপুর	,,
৩১৮।	বড়জলা	,,
৩১৯।	বাউথখলা	,,
৩২০।	বংশিবাড়ী	,,
৩২১।	রামছড়া	,,
৩২২।	রজমালা	,,
৩২৩।	দেবীপুর	,,
৩২৪।	প্রমোদনগর	,,
৩২৫।	লাটিয়াছড়া	,,
৩২৬।	যুগলকিশোরনগর	,,
৩২৭।	কুনাবন	,,
৩২৮।	গুলিরাইবাড়ী	,,
৩২৯।	রামনগর	,,
৩৩০।	পাথালিয়াঘাট	,,
৩৩১।	পদ্মনগর	,,
৩৩২।	আমতলি	,,
৩৩৩।	সুতারমুড়া	,,
৩৩৪।	বাঁশতলি	,,
৩৩৫।	কেন্দ্রাইছড়া	,,
৩৩৬।	জম্পুইজলা	,,
৩৩৭।	টাকারজলা	,,
৩৩৮।	প্রভাপুর	,,
৩৩৯।	মধ্য ঘনিয়ামুড়া	,,
৩৪০।	রতনপুর	,,
৩৪১।	সনকুমাবাড়ী	,,
৩৪২।	পেকুয়ারজলা	,,

৩৪৩।	উজান পাথালিয়া	গাঁও-পঞ্চায়েত
৩৪৪।	শ্রীনগর	,,
৩৪৫।	অমরেন্দ্রনগর	,,
৩৪৬।	মোহনপুর	,,
৩৪৭।	জারুল বাচাই	,,
৩৪৮।	কিল্লাবর্মা	,,
৩৪৯।	লাউগাং	,,
৩৫০।	গারধাং	,,
৩৫১।	কাঞ্চননগর	,,
৩৫২।	পূর্বচরকবাই	,,
৩৫৩।	পশ্চিম চরকবাই	,,
৩৫৪।	রত্নপুর	,,
৩৫৫।	মুহুরিপুর	,,
৩৫৬।	মনিরামপুর	,,
৩৫৭।	লক্ষীছড়া	,,
৩৫৮।	দক্ষিণ জুলাইবাড়ী	,,
৩৫৯।	উত্তর জুলাইবাড়ী	,,
৩৬০।	কলসী	,,
৩৬২।	উত্তর হীচাছড়া	,,
৩৬২।	পশ্চিম পিলাক	,,
৩৬৩।	মধ্য পিলাক	,,
৩৬৪।	বীরচন্দ্রনগর	,,
৩৬৫।	পূর্ব বগাফা	,,
৩৬৬।	দেবীপুর	,,
৩৬৭।	তাক্‌রাছড়া	,,
৩৬৮।	শান্তির বাজার	,,
৩৬৯।	শিবপুর	,,
৩৭০।	পশ্চিম জুলাইবাড়ী	,,
৩৭১।	বাইখোরা	,,
৩৭২।	সুভাষ কলোনী	,,
৩৭৩।	বেতাগা	,,
৩৭৪।	হরিপুর	,,
৩৭৫	অম্পিনগর	,,
৩৭৬।	দক্ষিণ তৈদু	,,
৩৭৭।	বিশ্বমণি	গাঁও-পঞ্চায়েত
৩৭৮।	দক্ষিণ সংগাং	,,
৩৭৯।	তৈদুডেপে	,,
৩৮০।	জাম্বুকছড়া	,,
৩৮১।	ধনলেখা	,,
৩৮২।	উত্তর তৈদু	,,
৩৮৩।	পশ্চিম তৈচলং	,,
৩৮৪।	ইচাছড়ি	,,
৩৮৫।	লেবাছড়া	,,
৩৮৬।	পূর্ব করবুক	,,
৩৮৭।	নতুন বাজার	,,
৩৮৮।	উত্তর চেলাগাং	,,
৩৮৯।	দক্ষিণ চেলাগাং	,,
৩৯০।	লাউগাং	,,
৩৯১।	দক্ষিণ করবুক	,,
৩৯২।	একছড়ি	,,
৩৯৩।	পশ্চিম করবুক	,,
৩৯৪।	উত্তর একছড়ি	,,
৩৯৫।	রামভদ্র	,,
৩৯৬।	পলকু	,,
৩৯৭।	পূর্ব তৈচলং	,,
৩৯৮।	অম্পিছড়া	,,
৩৯৯।	পশ্চিম মানিক্য দেওয়ান	,,
৪০০।	চাচু	,,
৪০১।	কুরমা	,,
৪০২।	পূর্ব ডুলুকুমা	,,
৪০৩।	গামাইছড়া	,,
৪০৪।	তৈদু	,,
৪০৫।	একজন ছড়া	,,
৪০৬।	সোনাছড়া	,,
৪০৭।	পূর্ব সরবং	,,
৪০৮।	পশ্চিম সরবং	,,
৪০৯।	রাং খাং	,,
৪১০।	মালবাসা	,,

৪১১।	পশ্চিম মালবাসা	গাঁও-পঞ্চায়েত
৪১২।	পতিছড়ি	,,
৪১৩।	নেলচি	,,
৪১৪।	উ সাংগাং	,,
৪১৫।	পূর্ব মাণিক্য দেওয়ান	,,
৪১৬।	রাজামাটি	,,
৪১৭।	বীরগঞ্জ	,,
৪১৮।	রামপুর	,,
৪১৯।	গুজিয়া	,,
৪২০।	দেববাড়ী	,,
৪২১।	পাহাড়পুর	,,
৪২২।	পশ্চিম হুলুমা	,,
৪২৩।	ডালাক	,,
৪২৪।	রাজকাং	,,
৪২৫।	দেওছড়া	,,
৪২৬।	পূর্ব তিলথৈ	,,
৪২৭।	রুয়া	,,
৪২৮।	উগ্রামালী	,,
৪২৯।	বিলথৈ	,,
৪৩০।	পশ্চিম পানিসাগর	,,
৪৩১।	জলেবাসা	,,
৪৩২।	দক্ষিণ পদ্মবিল	,,
৪৩৩।	পেমোছড়া	,,
৪৩৪।	রামনগর	,,
৪৩৫।	গোবিন্দপুর	,,
৪৩৬।	টংগীবাড়ী	,,
৪৩৭।	চন্দ্রপুর	,,
৪৩৮।	ভাগ্যপুর	,,
৪৩৯।	বৈথাং	,,
৪৪০।	প্রত্যেক রায়	,,
৪৪১।	উত্তর গঙ্গানগর	,,
৪৪২।	বাগবাসা-	,,
৪৪৩।	বালিছড়া	,,
৪৪৪।	কামেশ্বর	,,
৪৪৫।	উত্তর হুরুয়া	গাঁও-পঞ্চায়েত
৪৪৬।	শনিছড়া	,,
৪৪৭।	দক্ষিণ হুরুয়া	,,
৪৪৮।	দেওয়ান পাশা	,,
৪৪৯।	যুবরাজনগর	,,
৪৫০।	হাফলং	,,
৪৫১।	রাধাপুর	,,
৪৫২।	রাজনগর	,,
৪৫৩।	ডুপির বন্ধ	,,
৪৫৪।	কদমতলা	,,
৪৫৫।	সরসপুর	,,
৪৫৬।	বিষ্ণুপুর	,,
৪৫৭।	ব্রজেন্দ্রনগর	,,
৪৫৮।	সাত সজম	,,
৪৫৯।	রানীবাড়ী	,,
৪৬০।	উত্তর চুড়াইবাড়ী	,,
৪৬১।	লক্ষীনগর	,,
৪৬২।	ইচাইলালছড়া	,,
৪৬৩।	কুর্তি	,,
৪৬৪।	কুলাই	,,
৪৬৫।	কর্ম্মমণি পাড়া	,,
৪৬৬।	গঙ্গানগর	,,
৪৬৭।	কর্ম্ম পাড়া	,,
৪৬৮।	রাধারাম বাড়ী	,,
৪৬৯।	সিক্কাপাড়া	,,
৪৭০।	চাকমা পাড়া	,,
৪৭১।	জগবন্ধু পাড়া	,,
৪৭২।	গণ্ডাছড়া	,,
৪৭৩।	লক্ষীপুর	,,
৪৭৪।	রামনগর	,,
৪৭৫।	কালাবাড়ী	,,
৪৭৬।	তাই চাকমা	,,
৪৭৭।	শানছড়া টান	,,
৪৭৮।	শর্মা	,,

৪৭৯ ।	ধলাপতি	গাঁও-পঞ্চায়েত
৪৮০ ।	পোতাছড়া	,,
৪৮১ ।	চিন্তামারা	,,
৪৮২ ।	পাইমেলো	,,
৪৮৩ ।	পশ্চিম পিপরিয়াখোলা	,,
৪৮৪ ।	যশমুড়া	,,
৪৮৫ ।	পূর্ব পিপরিয়া খোলা	,,
৪৮৬ ।	লক্ষীপুর	,,
৪৮৭ ।	উত্তর ভারতচন্দ্রনগর	,,
৪৮৮ ।	বাঁশ পতুয়া	,,
৪৮৯ ।	উত্তর সোনাইছড়ি	,,
৪৯০ ।	দক্ষিণ সোনাইছড়ি	,,
৪৯১ ।	পূর্ব কলাবাড়িয়া	,,
৪৯২ ।	পূর্ব সারাসিমা	,,
৪৯৩ ।	ঈশানচন্দ্রনগর	,,
৪৯৩ ।	দক্ষিণ ভারতচন্দ্রনগর	,,
৪৯৫ ।	রাজনগর	,,
৪৯৬ ।	উপেন্দ্রনগর	,,
৪৯৭ ।	রাধানগর	,,
৪৯৮ ।	রাজামুড়া	,,
৪৯৯ ।	কমলপুর	,,
৫০০ ।	উত্তর শ্রীরামপুর	,,
৫০১ ।	দেবীপুর	,,
৫০২ ।	মোহিনীনগর	,,
৫০৩ ।	রোহিনীনগর	,,
৫০৪ ।	ঋষ্যমুখ	,,
৫০৫ ।	হরিপুর	,,
৫০৬ ।	কৃষ্ণনগর	,,
৫০৭ ।	অভয়নগর	,,
৫০৮ ।	চৈলেংটা	,,
৫০৯ ।	গয়নামা	,,
৫১০ ।	ময়নামা	,,
৫১১ ।	মনু	,,
৫১২ ।	সিন্ধুকুমার পাড়া	,,
৫১৩ ।	লবণছড়া	গাঁও-পঞ্চায়েত
৫১৪ ।	লংতরাই আর, এফ,	,,
৫১৫ ।	পূর্ব্ব করমছড়া	,,
৫১৬ ।	নালকাটা	,,
৫১৭ ।	উত্তর ধুমাছড়া	,,
৫১৮ ।	দক্ষিণ ধুমাছড়া	,,
৫১৯ ।	কাঞ্চণ ছড়া	,,
৫২০ ।	দুর্গাছড়া	,,
৫২১ ।	পশ্চিম ছাউমনু	,,
৫২২ ।	পশ্চিম মাদুলী	,,
৫২৩ ।	পূর্ব্ব মহুরী	,,
৫২৪ ।	ভগবাননগর	,,
৫২৫ ।	জালি	,,
৫২৬ ।	যুবরাজনগর	,,
৫২৭ ।	পূর্ব্ব ইরানি	,,
৫২৮ ।	উণকোটি	,,
৫২৯ ।	গুলঝাড়পুর	,,
৫৩০ ।	রাঙ্গুটি	,,
৫৩১ ।	কাউলিকুড়া	,,
৫৩২ ।	কামরাঙ্গাবাড়ী	,,
৫৩৩ ।	ফুলবাড়ী কান্দি	,,
৫৩৪ ।	লক্ষীপুর	,,
৫৩৫ ।	নূরপুর	,,
৫৩৬ ।	টিলাগাঁও	,,
৫৩৭ ।	দাঁড়চি	,,
৫৩৮ ।	সোনাইমুড়ি	,,
৫৩৯ ।	দুধপুর	,,
৫৪০ ।	পূর্ব্ব কাঞ্চনবাড়ী	,,
৫৪১ ।	বেতছড়া	,,
৫৪২ ।	রাজকান্দি	,,
৫৪৩ ।	ডেমডুম	,,
৫৪৪ ।	দক্ষিণ উণকোটি	,,
৫৪৫ ।	দেউতেলি	,,
৫৪৬ ।	দেউড়াছড়া	,,

ADMITED STARRED QUESTION NO. 188

Name of M.L.A. :— Sri Anil Chakma,

Will the Hou'ble Minister-in-charge or the Education Department be pleased to state:—

১। ইহা কি সত্য গত জোট সরকারের সময়ে শিক্ষাবর্ষের সময় পরিবর্তন করা হয়েছে ?

২। পরিবর্তন হয়ে থাকলে পরিবর্তিত শিক্ষাবর্ষ আবার পরিবর্তন করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

MINISTER-IN-CHARGE ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। আপাততঃ নেই ।

Admitted Starred Question No.—201

Name of M.L.A :—Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be plased to state ;—

১) ১৯৯৪-৯৫ ইং শিক্ষাবর্ষে কাঞ্চনপুরে বিদ্যালয় পরিদর্শকের এলাকাধীন নবীনছড়া ও খেদাছড়া উচ্চবিদ্যালয় দুটির জন্য পাকা গৃহ করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কিনা ?

২) থাকলে, কবে নাগাদ পাকা করা হবে বলে আশা করা যায়, এবং

৩) না থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

MINISTER-IN-CHARGE :— SRI ANIL SARKAR

১) নাই।

২) প্রশ্ন উঠে না।

৩) হাতে নেওয়া কাজগুলি শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই বিদ্যালয়গুলির কাজ করা সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO.—202

Name of MLA :—Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মচারীদের মধ্যে অনেকে এস. সি. এবং এস. টি জাল সার্টিফিকেট দেখিয়ে প্রমোশান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা যথারীতি ভোগ করছে ?	১) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে ।
২) যদি সত্য হয়, তাহলে এইরূপ জাল সার্টিফিকেটধারী কর্মচারীর সংখ্যা কত তাহা সনাক্ত করা হইয়াছে কিনা এবং	২) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

৩) যদি সনাক্ত করা হয়ে থাকে তবে এইরূপ জাল সার্টিফিকেটধারী কত জন কর্মচারীর বিরুদ্ধে কি কি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে ?

৩) তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

Admitted Starred Question No. 211

Asked by Shri Debabrata Koloy. M. L. A.

১) বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এখন পর্য্যন্ত কতজন আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীকে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। (দপ্তর ও পদ ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর:— বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করার পর এখন পর্যন্ত আত্মসমর্পনকারী কোন উগ্রপন্থীকে সরকারী চাকুরী দেওয়া হয় নাই।

২) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের সময় তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা যাচাই করা হয়েছে কিনা ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

৩) আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের জন্য এখন পর্যান্ত (১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বর্ষে) সরকারী তহবিল থেকে মোট কত টাকা খরচ করা হয়েছে,

উত্তর :— আত্মসমর্পনকারী উগ্রপন্থীদের জন্য এখন পর্য্যন্ত (১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বর্ষে) সরকারী তহবিল থেকে মোট ৫.৬৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

Admitted Starred Question No. 217

Name of M. L. A :—Sri Debbarata Koloy

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Department be pleased to state.

১। উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের স্টাইপেণ্ডের টাকার পরিমান বাড়ানোর কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কি না।

২। যদি থাকে কবে নাগাদ বাড়ানো হতে পারে এবং কত বাড়ানো হবে।

৩। যদি না থাকে তাহার কারণ কি ?

Answer Minister in-charge :— Sri Anil Sarkar

১। স্টাইপেণ্ড ও বুক গ্রান্টের টাকার পরিমাণ বাড়ানো দরকার বলে সরকার মনে করেন।

২। কবে নাগাদ বাড়ানো হবে এবং কত বাড়ানো হবে তা নির্ভর করছে আর্থিক সংকুলানের উপর।

৩। প্রশ্ন ওঠে না।

ANNEXURE—"B"

Admitted Un-Starred Question No:—4.
Name of the Member :—Shri Samir Deb Sarkar.

প্রশ্ন

১। সারা রাজ্যে বাগান শ্রমিক (চা, রাবার, কফি, কমলা, নারিকেল ইত্যাদি)-এর সংখ্যা কত (পৃথক পৃথক হিসাবে) ?

উত্তর

১। সারা রাজ্যে বাগান শ্রমিকদের সংখ্যা নিম্নে উল্লেখ করা হইল—

ক) চা শ্রমিক—১৭,৫০১ জন।

খ) রাবার শ্রমিক—৫,৪৪২ জন।

গ) কফি শ্রমিক—২৫ জন।

ঘ) কমলা শ্রমিক—৮৭৩ জন।

ঙ) নারিকেল শ্রমিক — ১১০।

প্রশ্ন

(২) সারা রাজ্যে ইট ভাঁটা শ্রমিক সংখ্যা কত?

উত্তর

(২) সারা রাজ্যে ইট ভাঁটা শ্রমিক সংখ্যা ৮,৩৭৫ জন।

প্রশ্ন

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিতে মোট কত জন শ্রমিক কাজ করেন?

(৩) ক্ষুদ্র শিল্প ইউনিটগুলিতে মোট শ্রমিক সংখ্যা ২৬,৮১৪ জন।

প্রশ্ন

(৪) রাজ্যে মহিলা ও শিশু শ্রমিকের সংখ্যা কত?

উত্তর

(৪) (ক) মহিলা শ্রমিকের সংখ্যা—৯৩,৫২০ জন।

(খ) শিশু শ্রমিকের সংখ্যা—২৪,২০৪ জন।

Admitted Un-starred Question No. 16.

Name of the Hon'ble Member :—Shri Pannalal Ghosh,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Social Education Department be pleased to state Shri Jitendra Chowdhury,

QUESTION	ANSWER
১। ত্রিপুরার নিরক্ষর মুক্ত গ্রামগুলির নাম (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।	১। ত্রিপুরার নিরক্ষর মুক্ত গ্রামগুলির নামের ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল।

ব্লকের নাম :- নিরক্ষর মুক্ত গ্রামের নাম :-

১। তেলিয়ামুড়া :- ক) মহারাণীপুর গ্রাম।

২। জিরানীয়া :- ক) হরিজয় চৌধুরী পুরগ্রাম

খ) বৈদ্যঠাকুর পাড়া।

গ) কালাচান কোবরা পাড়া।

ঘ) মাধববাড়ী গাঁও পঞ্চায়েত।

৩। মোহনপুর :- ক) ভাটি ফটিকছড়া।

খ) ছনমুড়ি।

গ) দক্ষিণ ক্ষাজুটিয়া।

৪। খোয়াই
ক) সোনাতলা সেন্টার ভিলেজ
খ) সোনাতলা কলোনী
গ) পূর্ব সিজিছড়া ভিলেজ
ঘ) তবলাবাড়ী (পূর্বগনকী)
ঙ) কামিনী পাড়া ভিলেজ
চ) গৌরনগর ভিলেজ
ছ) দ্বারিকাপুর ভিলেজ
জ) গৌরাঙ্গটিলা ভিলেজ
ঝ) আঠাইবাড়ী ভিলেজ
ঞ) সোনারাই রবিয়াসাধু পাড়া
ট) রামসাধু পাড়া
ঠ) গগনসাধু পাড়া
ড) গনকী
ঢ) কুচ পাড়া

৫। বিশালগড়
ক) করইয়ামুড়া
খ) দক্ষিণ চড়িলাম
গ) মধ্য রাওথ খলা
ঘ) নারাওরা

৬। মেলাঘর
ক) ধনপুর (ওয়ার্ড নং-১)
খ) বাসন্তিমুড়া
গ) রাঙামাটি (জেলে পাড়া)

৭। কমলপুর
ক) কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া

৮। ধর্মনগর
ক) ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া
খ) দেওয়ান পাশা গ্রাম
গ) পূর্ব্ব তিলথৈ
ঘ) অগ্নিপাশা

৯। কুমারঘাট
ক) কৈলাসহর নোটিফায়েড এরিয়া
খ) নুরপুর গ্রাম
গ) ইসবপুর গাঁও পঞ্চায়েত

ঘ) গোলধরপুর
ঙ) মধ্য কাঞ্চনবাড়ী
চ) কৌলি কুড়াসেণ্টার ভিলেজ
ছ) পশ্চিম কৌলিকুড়া
জ) কৌলিকুড়া ওয়ার্ড নং-১
ঝ) কৌলিকুড়া ওয়াড নং-৩
ঞ) লা টিয়ামুড়া সেণ্টার ভিলেজ
ট) লাটিয়ামুড়া ওয়ার্ড নং-২
ঠ) লাঠিয়ামুড়া ওয়ার্ড নং-৩ এবং ওয়ার্ড নং—২
ড) কীর্ত্তনতলী সেণ্টার ভিলেজ
ঢ) বলালওর সেণ্টার ভিলেজ
ণ) চিনি বাগান সেণ্টার ভিলেজ
ত) দক্ষিণ ভগবাননগর ভিলেজ
থ) যুবরাজনগর সেণ্টার ভিলেজ
দ) দারচই গাঁওপঞ্চায়েত
ধ) বেতছড়া সেণ্টার ভিলেজ
ন) রাজনগর সেণ্টার ভিলেজ
প) আসামবস্তী সেণ্টার ভিলেজ
ফ) মোহনপুর সেণ্টার ভিলেজ
ব) পেচার ভহর সেণ্টার ভিলেজ

১১। সাতচান্দ

ক) মনু
খ) দোলবাড়ী

১১। বিলোনীয়া

ক) রামবাবুর টিলা
খ) চৌঠখোলা সেণ্টার ভিলেজ
গ) শকুর মারা সেণ্টার ভিলেজ.
ঘ) সাবতলি সেণ্টার ভিলেজ

১২। উদয়পুর

ক) উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া
খ) বগাবাসা (কমলাসাগর)
গ) জামজুরি গ্রাম (ওয়ার্ড নং-১
ঘ) পালাটানা (ওয়ার্ড নং-৪)
ঙ) মির্জা (ওয়ার্ড নং-২)

২। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরে দক্ষিণ জেলার কোন কোন গ্রামকে নিরক্ষর মুক্ত করার পরিকল্পনা আছে ? (ব্লকভিত্তিক গ্রামের নামসহ হিসাব)।

২। ১৯৯৪-৯৫ইং আর্থিক বৎসরে দক্ষিণ জেলার কোন নির্দিষ্ট ব্লক অথবা গ্রামকে নিরক্ষরতা মুক্ত করার কোন পরিকল্পনা নাই। তাহার পরিবর্তে সকল ব্লক এবং গ্রাম সহকারে সমস্ত দক্ষিণ জেলাকে ১৯৯৪-৯৫ সালে সম্পূর্ণ রূপে নিরক্ষরতা মুক্ত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

৩। না থাকলে তার কারণ ?

৩। কারণ ইতিপূর্বে কোন একটি নির্দিষ্ট গ্রামকে চিহ্নিত করে সাক্ষরতা অভিযান চালানোর যে কর্মসূচী নেওয়া হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রণালয় সেই কর্মসূচী বাতিল করেছেন। এবং তাহার পরিবর্তে "টোটাল লিটারেসী ক্যাম্পেন" বা "সম্পূর্ণ সাক্ষরতা অভিযান" নামক একটি নতুন জেলা ভিত্তিক ও নির্দিষ্ট সময় ভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচী চালু করতে সমস্ত রাজ্য-সরকারগুলিকে নির্দেশ দেন। সেই অনুসারে ত্রিপুরাতেও পূর্বের গ্রাম ভিত্তিক সাক্ষরতা কর্মসূচীর পরিবর্তে জেলা ভিত্তিক সাক্ষরতার কর্মসূচী চালু করা হয়েছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 23

Name of Member :—Shri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যের কোন, কোন স্থানে কতগুলি উপজাতি পরিবারকে ট্রাইবেল রিহেবিলিটেশান প্রকল্পের মাধ্যমে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে, (জায়গার নাম সহ তাহার হিসাব)

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থবর্ষে রাজ্যে ২০টি রিহেবিলিটেশান প্রকল্প স্থাপন করা হয়েছে। কোথায় কোথায় স্থাপন করা হয়েছে তাহা সংযোজনী ক'তে দেওয়া হল।

২) বর্তমানে ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বর্ষে উক্ত প্রকল্পের মাধ্যমে আরও কতগুলি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ?

২) ১৯৯৪-৯৫ ইং সনে ৬২৯টি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়ার পরিকল্পনা সরকারের আছে ।

ক্রমিক নং	মহকুমার নাম	প্রকল্পের নাম	পরিবার
১।	সদর	কাথিরাম বাড়ী	২৫
২।	লংথরাইভেলি	লালছড়া, কাঞ্চনছড়া, ময়নামা	১০০
৩।	কাঞ্চনপুর	সাতরাই	৫০
৪।	ধর্মনগর	কাছারিছড়া	৫০

৫।	কৈলাশহর	জামতলীবাড়ী	৫০
৬।	উদয়পুর	বাচুরিপাথর, ইষ্ট ব্রজেন্দ্রনগর	৫০
৭।	অমরপুর	মাজরাপাড়া, পানছড়া	৫০
৮।	গণ্ডাছড়া	তুইচাকমা, দলপতি,	৩০
		রতননগর, গণ্ডাছড়া	৪১
৯।	বিলোনীয়া	আর, কে, পঞ্জ,	১০০
		ভেবাড়িয়া, কমলপুর	
১০।	সাব্রুম	সোনাইছড়ি, ওয়েষ্টলুধুয়া	৪৩

মোট: — ৫৮৯ পরিবার

Admitted un-starred Question No :— 31.

Name of M. L. A :— SRI NRIPEN CHAKRABORTY.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Education Department be pleased to state :-

1. Names of the Juuior Basic/Primary Schools that remain closed due to activities of the armed extremists in those areas.
2. Number of students and teachers involved in each of these sehools and
3. Steps proposed to be taken to open those Primary/Junior Basic Schools.

MINISTRE-IN-CHARGE. **ANSWER.**

1) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
2) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।
3) তথ্য সংগৃহীত হচ্ছে।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVJSION OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The house met in the Assembly House, Agartala on Monday the 19 th September, 1994 at 11 A,M,

P R E S E N T

The Hon'ble Speaker **Shri Bimal Sinha,** The Chief Minister-in-charge the Deputy Speaker nine Menistors. three Ministers of State and 36 Members,

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ:— মিঃ স্পীকার স্যার, বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অপশাসনে রাজ্যে দৈনন্দিন খুন খারাবি অপহরণ রাহাজানি ও নারী নির্যাতন চলছে। মিঃ স্পীকার স্যার,

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি কি বলতে চান ?

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মিঃ স্পীকার স্যার, রাজ্যে ?

(গণ্ডগোল)

As soon as the Hon'ble Speaker had taken the chair, **Shri Samir Ranjan Barman,** leader of the opposition, stood up and sought to raise the incident of attack on the O,N,G,C, and security personnel on the 16th September 1994 at Baramura drilling site which caused to killings of one O,N, G' C, officer and four Security personnel, He also raised the overall law and order situation in the state. The other opposition Members also followed the suit. All the oppossition Members asembled before the dais of the Hon'ble Speaker and started slogans. Pandemonium was going on in the House

(গণ্ডগোল)

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার ঃ— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৫, পাবলিক হেলথ ইনজিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্ট।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার উত্তর ফুলবাড়ী, লক্ষীনগর ও পূর্ব বটরশীতে ডিপটিউবওয়েলের অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করার জন্য এখনও কাজ শুরু করা হয় নাই।	১) উত্তর ফুলবাড়ী ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের কাজ শুরু করা হইয়াছে।
২) সত্য হইলে এ অসমাপ্ত কাজটি কবে পর্যন্ত সমাপ্ত করা হবে ?	২) বর্তমান আর্থিক বৎসরে উত্তর ফুলবাড়ী ব্যতীত অন্য প্রকল্পগুলি চালু করা হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা হেতু সমস্ত পাইপ লাইনের কাজ শেষ করতে আরও সময় লাগিবে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য উমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, স্টার্ড মার্কের কোয়েশচন নং ৩৫, ট্রেন্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, কোয়েশচন নং ৩৫।

প্রশ্ন	উত্তর
১) ধর্মনগরের কদমতলা থেকে আগরতলা পর্যান্ত টি. আর. টি. সি. বাস চালু করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?	১) ধর্মনগরের কদমতলা থেকে আগরতলা পর্যন্ত টি. আর. টি. সি. বাস সার্ভিস চালু করার কোন পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।
২) যদি পরিকল্পনা থাকে তবে কবে পর্য্যন্ত তা চালু করা হবে বলে আশা করা যায়।	২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ : – সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কদমতলা থেকে আগরতলা পর্য্যন্ত একটা প্রাইভেট বাস চলছিল বলে আমরা জানি। কিন্তু বাসটি আদৌ কদমতলা থেকে আগরতলা সার্ভিস দিচ্ছে না। বাসটি ত্রিপুরা রাজ্যের কোথায় চলছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা সারা রাজ্যে টি. আর. টি. সি বাস চালু করার জন্য সচেষ্ট রয়েছি। যে সংখ্যাক বাস থাকলে পরে সবগুলি রুটে টি. আর. টি. সি বাস চালু থাকার কথা, সেই সংখ্যক বাস চালু নেই। গত পাঁচ বৎসরে জোট সরকারের আমলে যেগুলি মেরামত করা সম্ভব ছিল সেগুলিকে দিয়েছে। ১০/১২ বছরের পুরানো এমন অনেক বাস আছে যেগুলি মেরামতির উপযোগী নয়। এ রকম পরিস্থিতিতে আমরা পড়েছি। তা সত্বেও রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে ১০টি নূতন বাস ক্রয় করেছেন এবং সেগুলি বিভিন্ন রুটে চালু করেছেন। অনেক পুরানো রুটে বাস চালু ছিল। সেগুলিতে এখন আমরা নিয়মিত বাস চালু করতে পারছি না। এ অবস্থায় আমি মাননীয় সদস্য মহোদয়কে অনুরোধ করব কদমতলা থেকে আগরতলা পর্যন্ত বাস চালুর ব্যাপারে আমরা সচেতন থাকব। টি. আর. টি, সিতে যথেষ্ট বাস সংগ্রহ করতে পারলে আমরা নিশ্চয়ই রাজ্যের বিভিন্ন রুটে বাস চালু করার চেষ্টা করব। সেই দিকে আমাদের যথেষ্ট সচেতনতা রয়েছে। মাননীয় সদস্য মহোদয় এখানে যে প্রশ্ন করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের কিছু সময় অপেক্ষা করতে হবে টি, আর. টি, সিকে এরকম জায়গায় দাঁড় করাতে হবে যাতে রাজ্যের সমস্ত রুটগুলিতে আমরা বাস চালু করতে পারি।

(At this stage all the oposition Members en block staged awalk out)

মিঃ স্পীকারঃ- **শ্রীমঙ্গল মল্লিক**। (মাননীয় সদস্য হাউসে অনুপস্থিত ছিলেন)

মিঃ স্পীকারঃ **শ্রীপান্নালাল ঘোষ**।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নং ১৫৪ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ১৫৪ স্যার।

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য যে, উদয়পুর বদর মোকাম ঘাটে গোমতী নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু তৈরীর জন্য সম্প্রতি সয়েল টেষ্ট এবং সার্ভে করা হয়েছে,

২) যদি সত্য হয় তবে, সয়েল টেষ্ট এবং সার্ভে রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে কিনা,

৩) বর্তমান আর্থিক বৎসরে উক্তঝুলন্ত সেতুর জন্য অর্থ বরাদ্দ করে প্রাথমিক কাজ শুরু করা হবে কিনা ?

উত্তর

১) না।

২) প্রথম প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।

৩) ১নং ও ২ নং প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— সাপ্লিমেন্টারী উদয়পুর বদর মোকাম ঘাটে গোমতী নদীর উপর একটা ঝুলন্ত সেতু নির্মানের জন্য শহরবাসীর একটি দীর্ঘদিনের চাহিদা আছে। এই চাহিদা পূরণ করার জন্য সয়েল টেষ্টিং এর কাজ অবিলম্বে হাতে নেওয়া হবে কিনা, এই ব্যাপারে সরকারের চিন্তা আছে কিনা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমি বলেছি সয়েল টেষ্টিংও হয়নি, সার্ভেও হয় নি আমাদের ফিনান্সিয়াল অবস্থা সংক্ষেপে বললে যা হয় তা হচ্ছে —গেল বছর এবং এই বছর আমরা কোন নুতন কাজ করতে পারি নি। আমরা সরকারে এসে পি. ডব্লিউ. ডি সাইডে ১২ কোটি টাকা কনট্রাকটারদের পাওনা লায়েবিলিটি আমাদের ঘাড়ে চাপে। গত বছর আমাদের টোট্যাল বাজেট প্রভিশ্যান প্ল্যান রোডসে, সাড়ে ১৯ কোটি টাকা ছিল. তার মধ্যে প্রথমেই ২ কোটি টাকা কাট হয়ে যায়, সাড়ে ১৭ কোটি তার মধ্যে আরও ২ কোটি ২০ লক্ষ এ. ডি. সিকে দেওয়া হয় তার মানে ১৫ কোটির কিছু বেশী টাকা নিয়ে আমরা কাজ শুরু করি। লাষ্ট ইয়ারে শুধু যেগুলি ফ্লাড ডেমেজ হয়েছিল সেই রোডস্—এর ব্রীজের মেরামতির কাজ হয়েছে তাও ১৪ পারসেন্টের বেশী করতে পারি নি, এই বছরে বাকী ১৬ পারসেন্টের যতটা পারি ততটা করব। বদর মোকাম ঘাটের যে ব্রীজের কথা বলা হয়েছে আমাদের ভারতের অর্থমন্ত্রী যখন এসেছিলেন আমরা তখন অতিরিক্ত সাহায্যের কথা বলেছিলাম তখন তিনি বলেছিলেন বড় বড় প্রজেক্ট করে কেন্দ্র সরকারের কাছে দিলে ওরা বাইরের থেকে অর্থাৎ অন্য দেশ থেকে, বিশ্ব ব্যাঙ্ক থেকে হোক, এটাকে তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করা। শুধু এটা নয় আরও অন্যান্য কাজ আমরা চেষ্টা করছি। আমরা এক্ষনি গোমতী নদীর উপর এত বড় ব্রীজ করে দেড় কোটি, ২ কোটি টাকার খরচ করার মত পজিশ্যান আমাদের নেই।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় সদস্য শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই।

শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার. এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ২০।

প্রশ্ন

১। আগরতলা হইতে মনু মনপুই রুট হইয়া কাঞ্চনপুর পর্যান্ত টি, আর. টি. সি বাস রেগুলার চালু রাখার জন্য সরকার কোন চিন্তা করছেন কিনা ?

২। যদি পরিকল্পনা নিয়া থাকেন তাহলে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তা দিয়া টি. আর. টি. সি চালু করা যাবে বলে আশা করা যায়।

৩। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর হইতে জম্পুই পর্যান্ত টি. আর, টি, সি বাস চলাচল আজ প্রায় দুই বছর যাবৎ বন্ধ আছে।

৪। সত্য হইলে উক্ত রাস্তায় পুনরায় টি, আর, টি, সি বাস চালু করা হবে কিনা ?

উত্তর

১। বর্তমানে এ রকম কোন পরিকল্পনা নেই

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না

৩। বর্তমানে উক্ত রাস্তায় বাস সার্ভিস বন্ধ আছে।

৪। গাড়ীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইলে পর উক্ত রাস্তায় পুনরায় গাড়ী চালানোর বিষয়টি বিবেচনা করা হইবে।

শ্রীসেনপ্রসাদ মলসাই:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, বিগত বিধানসভার অধিবেশনে আমি এই প্রশ্নগুলি তুলেছিলাম। তখন বলা হয়েছিল রাস্তার কাজ শেষ হলে তখন এটা চিন্তাভাবনা করা হবে। আজকে ত রাস্তার কাজ শেষ হয়েছে, জীপ গাড়ী বা অন্য গাড়ী এই রাস্তা দিয়ে যায়, রাস্তার জন্য এখন আর কোন প্রব্লেম নাই। আজকে কেন সেখানে দেওয়ার জন্য চিন্তা ভাবনা করা হয়নি। আজকে এই প্রশ্নটা এইখানে আসছে এই কারণে গত বিধানসভার প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে। এই জিনিষটা আমি পরিষ্কার জনাতে চাই। ২নং হচ্ছে ধর্মনগর হইতে জম্পুই পর্য্যন্ত (দুই) ২ বৎসর যাবৎ বাস সারভিস চালু ছিল, কিন্তু বর্তমানেই ২বৎসর যাবত বন্ধ আছে তার কারনটা কি ? এইখানে ৪নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন প্রশ্নই উঠেনা। যে জায়গাতে আগে চালু ছিল, সেই জায়গাতে প্রশ্ন উঠেনা এটার কারণটা কি ? সেটা পরিষ্কার জানতে চাই।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা হচ্ছে মনু মনপুই রুট হইয়া কাঞ্চনপুর পর্য্যন্ত টি, আর টি, সি বাস রেগুলার চালু রাখার প্রশ্ন। এই রকম কোন রুট আগে চালু ছিলনা। জম্পুই পর্য্যন্ত রুট ছিল। সেই রুটে দুই বৎসরের বেশী বাস চলাচল বন্ধ হয়েছে। আমরা গত বিধানসভাতে বলেছিলাম রাস্তার কাজ শেষ হলে পরে আমরা বাস সারভিস চালু করব। পুরানো যে বাস, সেই বাসকে মেরামত করে চালু করার চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে সেই বাস চালু রাখা যায়নি। দেখা গেছে মেরামতের যা খরচ তা দিয়ে নতুন বাস কেনা যায়। সম্প্রতি কনডেন ডিক্লেয়ার দিয়ে বাস বিক্রী করা হচ্ছে, এবং তার ভেতর থেকে এইগুলি মেরামত করে রাস্তায় নামানোর চেষ্টা করছি। তা সত্ত্বেও ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর হয়ে জম্পুই-এর রাস্তাটা সেটা সমতল নয়। এই রাস্তায় এইরকম ধরনের পুরানো বাস যাওয়া একেবারে সম্ভব নয়, বরং অ্যাক্সিডেন্টের সম্ভাবনা। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে ত্রিপুরা ষ্টেইট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশানের পক্ষ থেকে যে বাস চালু রাখার কথা সেটা চালু করার ইমিডিয়েট কোন সম্ভাবনা দেখছিনা। এই কথাটা এইখানে উল্লেখ করা হয়েছে। স্যার, সুনির্দিষ্টভাবে যে কথাটা এইখানে বলা দরকার সেটা হল টি, আর টি, সি ধর্মনগর থেকে জম্পুই চালু রাখা যাচ্ছেনা। তখন আমরা প্রাইভেট বাস পারমিট দিয়ে প্রাইভেট সারভিস এটাকে চালু করা যায় কিনা আমরা চেষ্টা নিয়েছি। এটা প্রায় দেড় বৎসর আমরা ক্ষমতায় আসার পর। তখন থেকে আমরা গোটা কয়েক পিটিশান পেয়েছি পারমিটের জন্য, এবং আমরা পারমিটও ইস্যু করে দিয়েছি। কিন্তু কেউ এখন পর্য্যন্ত গাড়ী কিনেনি এবং ব্যাংকেরও যেসব সহযোগিতা পাওয়া দরকার সেগুলি পাচ্ছেনা। সর্বশেষ ওখানকার যে ল্যাম্পস জম্পুই ল্যাম্প্স যারা নেতৃত্বে আছেন, কোপারেটিভ সোসাইটি সম্প্রতি নির্বাচন হয়ে গেছে, নির্বাচিত যারা নাকি অফিস বিয়ারার্স তারা এসে আমার সাথে দেখা করেছেন এবং তারা বলেছেন তারা ল্যাম্পসের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট একটা বাস পারমিট পেলে পরেই তারা বাস সারভিস চালু রাখতে পারে। আমরাও সম্মতি দিয়েছি। এখন আমরা অপেক্ষা করছি তাদের কাছ থেকে পারমিটের পিটিশান পাওয়ার সংগে সংগে নিয়ম অনুযায়ী পারমিট দিয়ে ধর্মনগর থেকে কাঞ্চনপুর হয়ে জম্পুই পর্য্যন্ত বাস সারভিস চালু করবেন সেটাও দিতে আমরা সম্মত প্রকাশ করেছি এবং তার জন্য পারমিটের জন্য প্রার্থী হয়ে কেউ এগিয়ে আসেন তাহলে পরেই সেটা সম্ভব।

টি, আর, টি, সির যে কারণে এই সমস্ত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে, একটা দুইটা কথা এই সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই। টি, আর, টি, সির বর্তমান বাসের সংখ্যা হচ্ছে মোট ৩২টা, যেটা রাস্তায় চলতে পারে। আর বাকী কয়েকটা বাস আছে সেগুলিকে কোন রকমে মেরামত করে ঠিক করা হয়েছে, দুই দিন চারদিন দশদিন চলে তার পরেই আবার বসে যায়। এই রকম ধরনের কয়েকটা বাস আছে যেগুলিকে আমরা এখন স্থানীয়ভাবে যেমন আগরতলা থেকে ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজ পর্য্যন্ত বা আগরতলা শহরের বাহিরে দুই একটা সাব-ডিভিশনে কোন রকমে

চালু রাখার চেষ্টা করছি। স্যার, টি, আর, টি, সির এই বাসগুলিকে চালিয়ে গড়ে ১৪ লক্ষ টাকা আয় হয়। তার অপারেশন একসপেনডিচার হয় মাসে ৪৪ লক্ষ টাকা। গ্রস ওয়েজ হচ্ছে-সেখানে ২৯৩ জন কর্মচারী আছে, স্টাফ, শ্রমিক, ড্রাইভার ও অফিসার সব মিলিয়ে তাদের জন্য গ্রস ওয়েজ আমাদের দিতে হয় প্রত্যেক মাসে ৩১ লক্ষ টাকা। টি, আর, টি, সির উন্নয়নের জন্য আমরা রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা খাত থেকে টাকা দিয়ে থাকি। ইকুইটি শেয়ারের টাকা প্রত্যেক বছরে দেওয়ার পরিমান থাকে নির্দিষ্ট। কাজেই তার বাহিরে আমরা যেতে পারছি না। এই টাকাটা বাড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে বার বার বলা হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাপারে কিছুতেই রাজী হচ্ছেন না। বরং কেন্দ্রীয় সরকার প্রস্তাব দিয়েছেন স্টেট ট্রেন্সপোর্ট-এর জন্য পরিকল্পনার অন্তরভুক্ত যে বরাদ্ধ আছে তাকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবেন। কিছুই দেবেন না। এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে এখন মাননীয় যেটা পাচ্ছি ইক্যুইটি-শেয়ারের টাকা সেটার সম্পূর্ণ টাকাটা নুতন গাড়ী কিনাতো পরের কথা, মেরামতি করাও পরের কথা, গাড়ীর তেল মবিল ইত্যাদি মেনটেনেনস করার কাজে পুরোটাই লেগে যায়। এই পরিস্থিতিটা মাননীয় সদস্যদের আমি বলব বিবেচনা করতে। আমরা আই, জি, সির কাছে প্রার্থনা জানিয়েছি ঋণ দেবার জন্য, তারা বলেছে আগে যেমন ছিল এখন সেই রকম নাই, এখন ২০ পারসেন্ট ইন্টারেষ্ট দিতে হবে। আমরা যোগাযোগ করেছিলাম তারাও বলেছিল কিন্তু তারা কিছুতেই ২০ পারসেন্ট ইন্টারেষ্টের নীচে নামতে চান না। কাজেই ২০ পারসেন্ট ইন্টারেস্ট দিয়ে যদি লোন নেওয়া হয় তাহলে প্রতি মাসে তার যে ইন্টারেষ্ট দিতে হবে এবং আসল টাকাটাও সিদ্ধান্ত করতে হবে, এটা আমরা কি করে করব। কাজেই এই রকম একটা পরিস্থিতির মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন যে ফিনানশিয়াল ইনসিটিটিউসশান কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছি যে আপনি নির্দ্দেশ দিন তাদেরকে আমাদেরকে নির্দ্দিষ্ট করুণ। আমাদের বকেয়া আউট ষ্টাণ্ডিং পড়ে রয়েছে। অতীতে যে ঋন নেওয়া হয়েছিল সেগুলি কিছুই শোধ করা হয়নি। গত ৫বছরে একটা নুতন গাড়ী নামল না, একটা নুতন গাড়ী নামানোর চেষ্টা করা হল না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী সংক্ষেপ করুন।

শ্রসন্নর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—এইতো, শেষ করছি, স্যার। এই কনডিশানকে ভিত্তি করে রাজ্যে কোথায় কোথায় প্রায়রিটির ভিত্তিতে আমরা দিতে পারি এই সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে আমাদের অগ্রসর হতে হচ্ছে

শ্রীসোনা হুসেন মজুমদার :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় পরিবহনমন্ত্রী এখানে যে তথ্য দিয়েছেন তা ঠিক। তবে একটা কথা কাঞ্চনপুর সাব-ডিভিশন ট্রাইবেল ঘন বসতি ডিফিক্যালই এরিয়া, যেখানে একটা গাড়ী যদি না যায় তাহলে সেখানকার জনসাধারণের কি অবস্থা হয় সেটা আর আমার বলার কিছুই নেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন। আমি দেখলাম ধর্মনগর কৈলাশহর রুটে পাবলিক বাস তিন চারটা আছে। কিন্তু আমাদের কাঞ্চনপুর ট্রাইবেল অধ্যুষিত ডিফিকাল্টিজ এরিয়া হওয়া সত্বেও একটাও পাবলিক গাড়ী নাই যে তার উপর নিভর করা যাবে। কাজেই এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় হাউসে আমাকে বুঝাতে চেষ্টা করছেন কিন্তু আমার কাঞ্চনপুরে লক্ষাধীক মানুষ সেখানে বাস করেন তারা কি ভোগ করছেন সেটা বলার কিছু নাই-কাজেই সেখানে কিছু পাবলিক বাসের পার্মিট দিয়ে এবং আরো কিছু বাসের ব্যবস্থা করে এই অসুবিধা দুর করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, কাঞ্চনপুর এলাকায় প্রতি সেখানকার সমস্যার প্রতি আমরা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট আছি। সেখানে কয়েকটি পাবলিক বাসের জন্য পার্মিট দেওয়া হয়েছে কিন্তু সেই বাসগুলি এখনো নামানো হয়নি। কাজেই মাননীয় সদস্য যে সমস্যাগুলি বলেছেন সে সম্পর্কে আমরা

সচেতন আমি, এটা আমাদের জানা আছে, আমরা চেষ্টা করছি। কিন্তু আমাদের যে লিমিটেশন সেটা আমাদের বুঝতে হবে। এইজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগীতা চাইছি। প্রথমে সেখানে আমাদের ১১৫টি বাস ছিল সে জায়গায় আমাদের হাতে ৩০-৩২ টি বাস আছে। তারমধ্যে আবার ১০ টি পুরানো হয়েছে এই গুলি ছয়-থেকে এক বছরের মধ্যে সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়বে। অথচ নতুন বাস দেওয়ার মত কোন ব্যবস্থা আমাদের হাতে নেই। এই অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে আমরা যতগুলি অনগ্রসর এলাকা, সবচাইতে অসুবিধাজনক এলাকা রয়েছে সেখানে নিশ্চয়ই কিছু ব্যবস্থা ছড়িয়ে দিতে পারব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নং-২২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২২।

প্রশ্ন নং (১) :— চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে আগরতলা শহরের পৌর এলাকায় মোট কত কিঃ মিঃ রাস্তা মেরামত করা হয়েছে ?

উত্তর :—চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছয় মাসে আগরতলা শহরের পৌর এলাকায় ২.২৭ কিঃ মিঃ রাস্তা মেরামত করা হয়েছে।

প্রশ্ন নং—(২) .—তাতে মোট কত টাকা খরচ হয়েছে ?

উত্তর :—তাতে মোট খরচ হয়েছে ৫, ৭৪, ৭৭৩ টাকা।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৪৩

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার—৭৩।

প্রশ্ন (১) :— প্রাক্তন জোট মন্ত্রীদের ও বিভিন্ন সরকারী সংস্থার চেয়ারম্যানদের নিকট রাজ্য সরকারের যে ১৫, ৮৬, ৫৭৮ টাকার সরকারী জিনিসপত্র রয়েগেছে তা পুনঃরুদ্ধারে সরকারী কর্তৃপক্ষ এখন পর্যন্ত কি কি কার্য্যকরী ব্যবস্থা নিয়েছেন ? এবং সমস্ত জিনিসপত্র পুনরুদ্ধার না হলে তার কারন কি ?

উত্তর :—প্রাক্তন জোট মন্ত্রীদের এবং বিভিন্ন সরকারী সংস্থার চেয়ারম্যানদের নিকট রাজ্য সরকারের যে ১৫, ৮৬, ৫৭৮ টাকার সরকারী জিনিসপত্র রয়ে গেছে তা' পুনরুদ্ধারের জন্য আইন দপ্তরের পরামর্শ চাওয়া হয়েছে এবং সে পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমরা এই ব্যাপারে খুবই উদ্বিগ্ন যে তৃতীয় বামফ্রণ্ট সরকার আসার পর এই বিধানসভায় প্রকাশিত হয়েছিল এবং সেখানে বলা হয়েছিল যে একটা তথ্য দেওয়া হচ্ছে এবং বলা হয়েছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু এই দিকে আমরা দেখছি সঠিক কোন পদক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না। কাজেই এত বড় দুর্নীতির পর জনগনের অর্থ আজও তারা দিচ্ছে না। তারজন্য সরকার এদের নামে ক্রিমিনাল কেইস, ফৌজদারী কেইস করে তাদের আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে এই সমস্ত জিনিষপত্র উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন কিনা, এবং কতদিনের মধ্যে তার জবাব আমরা পাব, ? এটা আমরা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, আইন দপ্তরের পরামর্শ আমরা নিয়েছি আইন দপ্তর বলেছেন যে, যাদের কাছে এই সমস্ত জিনিষপত্র রয়েছে তাদেরকে নোটিশ দিতে হবে এবং নোটিশ দেওয়ার সমস্ত প্রস্তুতি ঠিক। ইতিমধ্যে সমস্ত নোটিশ যাবে নামে নামে। এবং মুল সম্পত্তি যেগুলি আছে বিভিন্ন

ধরনের বিভিন্ন দপ্তর থেকে আসবাবপত্র ইত্যাদি তারা নিয়েছিল। সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, তারা এইগুলির দাম দিয়েও রাখতে পারবেন। অথবা সরকারের নিকট ফেরৎ দিতে হবে। এই দুইটি ব্যবস্থা তাদের কাছে থাকবে। তারপরে ওরা কি করেন তার উপর সব কিছু নির্ভর করছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী:— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে লক্ষ্য করছি যে নগদ ক্যাশ যেমন আমরা দেখছি খাদি বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন সেই ধীরেন্দ্র দেবনাথ। এরমধ্যে আমরা পত্রপত্রিকায় এবং খাদি বোর্ডের তথ্যে যা আমরা দেখেছি প্রায় আড়াই লাখ তিন লাখ টাকার তহবিল তছরূপ করেছে। এবং তার ব্যক্তিগত খরচ করেছে। সেই সমস্ত নগদ অর্থ নিয়ে, সরকারের অর্থ নিয়ে, জনগণের অর্থ নিয়ে এইভাবে তছরূপ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে কি ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):—স্যার, ওটা তো ডিফাইলগেশন যদি হয় তাহলে নরমাল প্রসিডিউর-এ সেটা হয় সেটা হবে। পুলিশ তদন্ত হবে সব কিছু হবে। এবং যে পদ্ধতিতে কেইস করা হয় সেইভাবে হবে। কিন্তু এটার সাথে ওটার কোন সম্পর্ক নেই। এটা হল বিভিন্ন জিনিসপত্র যেগুলি তাদের হেপাজতে ছিল সেগুলি এখন পাওয়া যাচ্ছে না তারজন্য এটা। এটার সাথে ওটার সম্পর্ক নেই।

শ্রীসুধন দাস (রাজনগর):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন ১৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকার মত জোট মন্ত্রীদের কাছে জিনিসপত্র রয়েছে। কোন মন্ত্রীর কাছে কত টাকার জিনিসপত্র রয়েছে সেই তথ্য আছে কি না, এবং ঐ মন্ত্রী মহোদয়রা সরকারের নিকট এই সমস্ত জিনিস রাখার জন্য বিনা পয়সায় কোন আবেদন পত্র জমা দিয়েছেন কিনা?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— স্যার, কোন আবেদন পত্র পাওয়া যায় নি। তবে মন্ত্রী এবং বিভিন্ন কর্পোরেশন-এর চেয়ারম্যানদের কাছে জিনিসপত্র রয়েছে তার যে মূল্য সেটা আমি উল্লেখ করতে পারি অথবা এখানে লে করতে পারি। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার মহোদয় যা বলবেন সেটা আমি করব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার:— আপনি পড়ে দিন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— ঠিক আছে আমি পড়ছি। শ্রী এস. আর. মজুমদার উনার কাছে ১০ হাজার ৪শ ১৬ টাকার জিনিষপত্র রয়েছে। শ্রী এস, আর. বর্মণ উনার কাছে রয়েছে ৭ হাজার ১ শ ১ টাকার জিনিষপত্র। তারমধ্যে আইটেমগুলি দিতে গেলে অনেক সময় লাগবে অনেক লম্বা লিস্ট, অ্যামাউন্টটা বলে দিচ্ছি। শ্রীরতন চক্রবর্তী উনার কাছে রয়েছে ৮শ ৭৩ টাকার জিনিষপত্র. শ্রীমতি বিভা নাথ উনার কাছে রয়েছে ১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪ শত ২১ টাকার জিনিষপত্র। শ্রী বীরজিৎ সিন্‌হা উনার কাছে রয়েছে ১ লক্ষ ৮০ হাজার ২ শত ৮৬ টাকার জিনিষপত্র। শ্রীসুনীল দাস উনার কাছে রয়েছে ১২ হাজার ৫ শত টাকার জিনিসপত্র, শ্রীপ্রাউকুমার উনার কাছে রয়েছে ৮৬ হাজার ৯ শত ১৫ টাকার জিনিষপত্র, শ্রীমতিলাল সাহা উনার কাছে ৬৩ হাজার ৫ শত ৬৭ টাকার জিনিষপত্র রয়েছে, শ্রীনগেন্দ্র জমাতিয়া উনার কাছে রয়েছে ৫২ হাজার ১ শত ৭২ টাকার জিনিষপত্র, শ্রীবিল্লাল মিঞা উনার কাছে রয়েছে ১ লক্ষ ৩০ হাজার ৩ শত ৩৭ টাকার জিনিষপত্র।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী):— জওহর সাহার কাছে রয়েছে ৮১.০২১ টাকার জিনিসপত্র সুরজিৎ দত্তের কাছে রয়েছে ২,৩০,০২৬ টাকার জিনিসপত্র অরুন করের কাছে রয়েছে ১,২১,৮২১ টাকার জিনিসপত্র। রসিকলাল রায়ের কাছে রয়েছে ৮৮,৪৫৩ টাকার জিনিসপথ, কালিদাস দত্তের কাছে রয়েছে ১.১৩,৪৭০ টাকার জিনিসপত্র। প্রকাশ

দাসের কাছে ২৫,২৩৩ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। রবীন্দ্র দেববর্মার কাছে রয়েছে ২১,৮৯০ টাকার জিনিসপত্র। কাশিরাম রিয়াং এর কাছে ৬৭,৮৫১ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। তারা বিভিন্ন দপ্তর থেকে যা যা নিয়েছিলেন এইগুলির পরিমাণ। তাছাড়া রয়েছে ধীরেন্দ্র দেবনাথ এর কাছে রয়েছে ২৭,৪৫৩ টাকার জিনিসপত্র। দীপক নাগ তার কাছে রয়েছে ৮,৯৭৮ টাকার জিনিসপত্র। দীপক রায়ের কাছে রয়েছে ১৪,০২৫ টাকার জিনিসপত্র। আশুতোষ দাস তার কাছে ২০,৭৩০ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। শ্রী চন্দ্রোদয় রুপিনী উনার কাছে রয়েছে ৪,১৯০ টাকার জিনিসপত্র। বৃন্ধ দেববর্মা, চেয়ারম্যান, উনার কাছে রয়েছে ২৬,৯৮৩ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। সুনীল দাস এর কাছে ১৭,৩৬৬ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। দিলীপ সরকার, জুটমিলের চেয়ারম্যান ৬,০৯৭ টাকার জিনিসপত্র রয়েছে। এই মোট ১৫,৮৬,৫৪৮ (১৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ৫৭৮ টাকা) টাকার জিনিসপত্র ওদের কাছে রয়েছে।

শ্রীবিধুভূষণ মালাকার :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, প্রাক্তন মন্ত্রী বীরজিৎ সিংহার বাড়ীতে একটি দামী টি. ভি. ছিল, এটাকে সরানো হয়েছে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি টোটাল লিষ্টটা দিতে পারি, কার কাছে কি কি মাল রয়েছে, তবে তা এখনি দিতে পারছি না। পরে দিতে পারব। কত টাকার জিনিসপত্র রয়েছে আমি দিয়েছি। আর এটার মধ্যে নোটিফাইড এরিয়ার চেয়ারম্যান এর কোন হিসাব নেই।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া (কৃষ্ণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা আমরা তো আইনের আশ্রয় নিচ্ছি এই জিনিসপত্র বা টাকাগুলি ফেরত পাওয়ার জন্য, যদি না পাওয়া যায় তাহলে এক্স এম. এল, এ তাদের বেতন ভাতার থেকে কেটে রাখা হবে কিনা ? এই রকম দৃষ্টিভঙ্গি সরকারের আছে কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি ঠিক আইনগত অবস্থাটা জানিনা। তবে শুনেছি এইগুলি ক্লিয়ার না করলে এক্স এম, এল, এ'রা পেনশান পেতে অসুবিধা হবে।

শ্রীদেবব্রত কলই (অম্পিনগর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, জোট আমলে প্রাক্তন মন্ত্রী এবং চেয়ারম্যান এদের নিরাপত্তার কারণে তাদের বাড়ীতে বাউণ্ডারী ওয়াল করেছেন এবং সিকিউরিটি সেডের নামে বাড়ীঘর তৈরী করেছেন, এই ব্যাপারে সরকার কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এর আগে এই বিধানসভাতে এই প্রশ্নটি এসেছিল এনক্রোকমানের ব্যাপারে। এখানে আমি জবাব দিয়েছিলাম যে ২৩ লক্ষ টাকার মত খরচ করেছিলেন সিকিউরিটি সেড ও অন্যান্য ব্যাপারে এবং সিভিলার নোটিস ওদের কাছে যাচ্ছে। হয় তারা এটা কিনে রাখবেন, তাদেরকে এটা বলা হবে। যদি তারা তা কিনে না রাখেন তা হলে তখন তা দেখা যাবে। কতগুলি আইটেম আছে যেমন ধরুন ইলেকট্রিক ওয়ারিং এইগুলি তো আয়্ন্স্কাল বেশী নেই, পাকা কনস্ট্রাকসানের যে সমস্ত হয়েছে সেইগুলির দিচ্ছি। তবে সবগুলির নোটিশ আমরা দেব। তারা কি জবাব দেয় এটার উপর নির্ভর করছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য রতিমোহন ত্রিপুরা ও বিদ্যা দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা (আশারাম বাড়ী) :— ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর—৭২।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চন নম্বর—৭২।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য, খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত পূর্ব বাচাই ও পশ্চিম বাচাইটিলা ... জল সেচের কোন ব্যবস্থা নাই ?

২। যদি না থাকে তাহা হইলে ঐ ঘাটগুলিতে জল সেচের ব্যবস্থার জন্য পাকা বাঁধ তৈরী করে সেচের ব্যবস্থা করা হবে কি ?

QUESTIONS & ANSWERS

উত্তর

১। পূর্ব বাচাইবাড়ীতে বর্তমানে একটি লিফ্‌ট ইরিগেশন প্রকল্প দ্বারা সেচের জল দেওয়া হইতেছে। পশ্চিম বাচাইবাড়ীতে কোন সেচ প্রকল্প নাই।

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বৎসরে পশ্চিম বাচাইবাড়ীতে জল সেচের কোন পরিকল্পনা নাই।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, আমাদের খোয়াই ব্লক থেকে বিভিন্ন স্কীমে এই ধরণের বাঁধ দিয়ে যেমন বেলছড়া এড়িয়ার মধ্যে মহুরাছড়। বেলছড়ার উপরে কাঁচা বাঁধ দিয়ে অনেক জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা করতে পেরেছি। তাহাতে আমাদের কোন বিদ্যুতের প্রয়োজন হয় না, বা কোন পাম্প মেশিনের প্রয়োজন হয় না। তারই জন্য আমার প্রশ্ন এখানে যে এই বাচাইবাড়ি এলাকায় বুঙ্গ ছড়া, লক্ষীছড়া, জ্যাম্পছড়া, নারাঙ্গী ছড়া, চাম্পা আওয়ারে আছে চাম্পা ছড়া, লাল ছড়া। তারপরে আছে রাজনগরে সমধু ছড়া, বেমধু ছড়া। এই সমস্ত ছড়াগুলিতে যদি পাকা বাঁধ দিয়ে জল সেচের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে পরে এই সব এলাকাতে ফসল করার জন্য জলের কোন অসুবিধা হবে না। তারই জন্য আমার প্রশ্ন এখানে জ্যাম্প ছড়াতে পাকা বাঁধ দিয়ে কিছুটা জলের সুব্যবস্থা করা হবে কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, সত্যিই সেখানে সেই সমস্যা রয়েছে। সেটি আমার জানা আছে। তবে পাকা বাঁধ দিতে গেলে যে অর্থের সংকুলনের দরকার সেই অর্থ হচ্ছে মূল কথা। তথাপি মাননীয় সদস্য যেটা উল্লেখ করেছেন যে পশ্চিম বাচাই বাড়ীতে আমরা পরীক্ষা করাব। পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর যদি সেখানে কোন স্কীম দেওয়া যায় আমরা সেটি দেখব।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেহেতু সেটি আমাদের বিভাগীয় সমস্যা। এখানে দেখা গেছে যে খরার সময় প্রচুর পরিমাণ আমন ধান ক্ষতি হয়েছে। আমন ধান হয়নি বলা চলে। কিন্তু আমি জানি যে আমপুরা, আশারামবাড়ী, মগলাম ও পশ্চিম কল্যাণপুর সেখানে একটি ডিপ টিউব ওয়েল ছিল কিন্তু সেটি এখনো চালু করা হয়নি। এখন আমার প্রশ্ন এখানে, এই সব এলাকাতে ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন করে এবং গঙ্গারাই ছড়াতে বাঁধ দিয়ে এলাকাতে যাহাতে ফসল ভাল হয় সেই ব্যবস্থা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করবেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—** স্যার, আমরা জল সেচের আওতায় এখন পর্যন্ত খুব অল্প অংশই আনতে পেরেছি, কারণ, এর সবটাই আর্থিক সঙ্গতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে এবার তো পশ্চিম ত্রিপুরাতে এটার প্রভাব বিশেষ করে পড়েছে, কেন না বৃষ্টি খুবই কম। আমরা বর্ষাকালে নদী নালাতে খুব একটা বাঁধ দেয় না তবু এবার গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর থেকে বিভিন্ন জায়গাতে জমিতে সেচের জল দেওয়ার জন্য, একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। কিন্তু এটাও সময় সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এজন্য অর্থের দরকার। জোট সরকারের আমলের অনেক দেনাও আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, এছাড়া রয়েছে গত বছরের ফ্লাড ডেমেজের ব্যাপার। কাজেই আমাদের যতটা ইচ্ছা তা সময় মত করা যাচ্ছে না। তবুও তারই মধ্যে আমাদের পক্ষে যেটুকু করা সম্ভব, ততটুকু করা যায় কিনা, সেটা আমরা দেখব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির উত্তর-পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) **:—** মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সভার শুরুতে মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি ভিন্ন এই হাউসে যে সব কথাবার্তা হয়েছে, সেগুলি এই সভার কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন :— স্যার, ঐ সময়ে যদি কোন অপ্রাসঙ্গিক কথাবার্ত্তা হয়ে থাকে, তাহলে সেগুলি বাদ যাবে, এটা আমরাও মানি কিন্তু যেগুলি অপ্রাসঙ্গিক নয়, সেগুলি বাদ দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই, উনি যে ভাবে বলছেন, তাতে আমার মনে হয়, এই হাউসের রুলস অব প্রসিডিউর সম্পর্কে উনার কোন জ্ঞানই নাই।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি বলেছি স্পীকার মহোদয়ের অনুমতি ছাড়া যেসব কথাবার্ত্তা হয়েছে, সেগুলির বাদ দেওয়ার জন্য।

(বিরোধী দলের সদস্যদের সভায় প্রত্যাবর্তন)।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি জানি যে উনি কোন দিন পরীক্ষা দিয়ে পাশ করেন নি, কাজেই উনি যে একজন উকিল হয়েছেন, তাতে আমার সন্দেহ আছে। উনি তো কংগ্রেস দলের একটা কলংক।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আপনিও সি, পি, এম দলের একটা কলঙ্ক। আপনার মাথার ঠিক নাই।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— স্যার, উনার সারা জীবনটাই তো কলঙ্কে ভরতি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আজকের বিধান সভার শুরুতে প্রশ্ন উত্তর পর্বে যে সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক কথা বার্তা হয়েছে, সেগুলি সভার কার্য বিবরণী থেকে এ্যাক্সপাঞ্জ করার জন্য, আমি অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— এই সম্পর্কে পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকের সভার শুরুতে আপনি হয় তো লক্ষ্য করেছেন যে ট্রেজারী বেঞ্চের কিছু সদস্য আমাদের বিরোধী দলের বিধায়কদের মারার জন্য এখান পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কিন্তু এই হাউসের ওয়াচ এ্যাণ্ড ওয়ার্ডরা থাকায়, আমাদের বিধায়করা রক্ষা পেয়েছেন। আপনারা এই হাউসে একটা ব্রুট মেজরিটি পেয়েছেন বলে বিরোধী দলের সদস্যদের প্রতি এই ধরণের ব্যবহার করতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, এইরকম কিছু ঘটে থাকলে, আমি সেটা দেখব।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— বিরোধী সদস্যদের উপর যাতে শারিরীক হেনস্তা না হয় সেই দিকে আপনার দৃষ্টি দেয়া উচিত।

(গণ্ডগোল)

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের কোন সদস্য তাদের নিজ নিজ সীট পরিত্যাগ করেনি। ওরা মাননীয় স্পীকার মহোদয়কে আক্রমণ করতে গিয়েছিল। এই আক্রমণ প্রতিরোধ করার দায়িত্ব আমাদের। সেই জন্য এখানে ওয়াচ অ্যাণ্ড ওয়র্ড রাখা হয়েছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ট্রেজারী বেঞ্চের কোন বিধায়কই তাদের আসন ত্যাগ করেননি। ওরা যে সমস্ত কাণ্ড করেছে তার জন্য কিছু কিছু বিক্ষোভ হতে পারে।

মিঃ স্পীকার :— আমাকে বলতে দিন।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়ের অবগতির জন্য আমি একটা অনুরোধ রাখতে চাই। বিরোধী পক্ষের প্রতি সহনশীল হওয়া এটা স্বাভাবিকভাবেই গনতান্ত্রিক নিয়ম। এই গণতান্ত্রিক সহিষ্ণুতা না থাকলে জনসাধারণের ভোট নিয়ে এখানে আসার কোন প্রয়োজন পড়ে না। পাশাপাশি বিরোধী সদস্য মহোদয়েরও সহনশীলতা থাকাটা খুবই আবশ্যক যে এখানে অনেকে অনেক ধরনের কথা বলতে পারেন। প্রতিটি কথাকে ধরতে হবে এমন কোন কথা

নেই । এখানে শ্লোগান হতে পারে, ধর্ণা হতে পারে, ওয়াক আউট হতে পারে । এটা সব বিধানসভাতে, পার্লামেন্টে, ইংলণ্ডে তথা পৃথিবীর সব জায়গাতেই হয় । তারমানে কেউ কাউকে মারতে আসাটা ঠিক না । দ্বিতীয়তঃ, আপনারা বিরোধী পক্ষের সদস্য মহোদয়রা এখানে শ্লোগান দেন, অনেক কিছুই অশোভন হয়েছে, কিছু অগণতান্ত্রিক হয়েছে, তা হতে পারে । ট্রেজারী বেঞ্চের ২/১ জন সদস্য ছুটে এসেছেন এটা অসত্য না এবং এটার পক্ষে মাননীয় মন্ত্রী কেশববাবু বলতে চেয়েছেন স্পীকারকে যেন ডিক্টেট না করা হয় । কিন্তু এটাও বাঞ্ছিত না । যেহেতু স্পীকার ট্রেজারী বেঞ্চ এবং বিরোধী পক্ষের সদস্য মহোদয়দের কনফিডেন্স নিয়েই থাকেন । যখন এই কনফিডেন্স থাকবে না, তখন স্পীকারও থাকে না । কিন্তু স্পীকার যতক্ষণ পর্য্যন্ত আছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলি অবাঞ্ছিত । দুই পক্ষেরই দেখা উচিৎ এগুলি যাতে রিপীট না হয়, অন্ততঃ গণতান্ত্রিক পরিবেশটা যাতে কোনভাবেই কালিমালিপ্ত না হয় সেটা দেখবেন ।

শ্রীমতিলাল সাহা (কমলাসাগর) :— স্যার, আপনার কথা শুনে আমরা খুব খুশী হয়েছি ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা সেক্রেটারী মহোদয়ের টেবিলে থাপ্পর মেরেছেন ।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— স্যার, অতীতে অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে আমরা আমাদের স্পীকার এবং মন্ত্রীদের সেইভ করতে গিয়েছি ।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— এটা নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করার দরকার নেই ।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীসমীররঞ্জন বর্ম্মণ :— স্যার, আপনি রুলিং দেবার পরেও এটা নিয়ে উনারা ঘাটাঘাটি করছেন ।

(ইন্টারাপশান)

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— আপনারা টেবিল ভাঙলেন কেন ?

(ইন্টারাপশান)

শ্রীমতিলাল সাহা :— স্যার, উনি (শ্রী মাখনলাল চক্রবর্তী) মারতে এসেছেন । মারুন, উনি মারুন । এইভাবে হাউস চলতে পারে না ।

(ইন্টারাপশান)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের আমি বলছি, এখানে আমার থাকার অর্থ কি ? আপনারা বসুন । আমি অনুরোধ করছি মাননীয় সদস্য মাখন বাবুকে এই বিষয়টার জন্য হাউসে ক্ষমা চাওয়া উচিত, দুঃখ প্রকাশ করা উচিত ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় বিরোধী সদস্যদের বলছি আপনারা বসুন ।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্ত্তী :— স্যার, আমি তো কিছু বলিনি । মাননীয় বিরোধী সদস্যরা সেক্রেটারীর টেবিল আক্রমণ করেছে···

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্যগণ আপনারা বসুন, আমাকে বলতে দিন। মাননীয় সদস্য মাখন বাবুকে বলছি যেভাবে ঘটনা ঘটেছে এটা অতীব বেদনাদায়ক, হাউসের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত, দুঃখ প্রকাশ করা উচিত।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :— স্যার, আমি দুঃখ প্রকাশ করছি কিন্তু —

মিঃ স্পীকার :— আপনি বসুন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় সদস্য মাখন বাবুকে অশিক্ষিত গ্রাম্য মুর্খ বলেছেন।

মিঃ স্পীকার :— কে বলেছেন ?

শ্রীঅনিল সরকার :— মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য সমীর বর্মণের কাছ থেকে এটা আমি আশা করতে পারি নি, উনি একজন চীফ মিনিষ্টার ছিলেন। কিভাবে তিনি এ কথা বললেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি এই কথা বলিনি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনারা বসুন।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— আমি বলছি এই কথা শুনেছি।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— আপনারা বসুন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—আপনি যখন চীফ মিনিষ্টার ছিলেন তখন আপনি বিরোধীদের যেভাবে কথাবার্তা বলতেন সেটা আমার স্মরণ আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আপনি টেপ বাজিয়ে শুনুন, আমি বলছি কেউ যদি বিরোধী দলের বিধায়কদের উপর এইভাবে আচরণ করে তাহলে সেটা কি গুণ্ডামীর মতো কাজ, অশিক্ষিতের মত কাজ হবে না ?

শ্রী সমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখন তো তিনি স্বীকার করেছেন তার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে হাউসের কাছে। এই ভাবে বিধানসভাকে অপদস্থ করা যাবে না।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— এই চাপ্টারটা বন্ধ করুন, এটা যেন আর রিপিট করা না হয়।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার : — আমি বিরোধী দলের নেতার কাছে অনুরোধ করছি এই চাপ্‌টারটা যেন আর রিপিট না হয়।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড। আমি মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়ের নিকট থেকে উল্লেখ্য বিষয়ের উপর নোটিশ পেয়েছি। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া উপস্থিত আছেন। উনার উল্লেখ্য বিষয়টি হলো :—

"গত ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্যন্দন পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায়" সঙ্গে বন কর্মী মুখ্য সচিবের দিল্লীর বাড়ীতে গেল ট্রাক বোঝাই সেগুন রাজ্যে বন উজার পর্বের অ-বিশ্বাস্য বিচিত্র উপাখ্যান" এই শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।"

REFERENCE PERIOD

আমি মাননীয় বনমন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর উনার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চেয়ে নিতে পারেন, আজ অথবা পরে কবে উনার বক্তব্য রাখতে পাবেন। তা অনুগ্রহ করে জানাবেন।

শ্রীকয়জুর রহমান (মন্ত্রী) :— স্যার, আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর উল্লেখ্য বিষয়টির উপর হাউসে আমি বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— পরবর্তী আর একটি নোটিশ আমি পেয়েছি নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপন করার অনুমতি দিয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী জীতেন্দ্র সরকার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"বড়মুড়া ও, এন, জি, সি ড্রিল সাইডে এ্যাম্বুস চারজন নিরাপত্তা কর্মী ও একজন ও, এন, জি, সি কর্মী নিহত পাঁচটি অস্ত্র লুন্ঠিত, তীব্র নিন্দা" এই শিরোনামে ১৭/৯/৯৪ ইং তারিখে "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশনা সম্পর্কে।"

আমি এখন ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁহার বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী এই বিষয়ে আগামী ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ ইং উত্তর দেবেন।

আমি আজ আর একটি নোটশ পেয়েছি। মাননীয় সদস্য শ্রী আনন্দমোহন রোয়াজার নিকট হইতে। সেই নোটিশটি পরীক্ষা নিরীক্ষার পর গুরুত্ব অনুসারে বিষয়টি উত্থাপনের সম্মতি দিয়াছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :—"১৬/৯/৯৪ ইং তারিখের "ডেইলী দেশের কথা" পত্রিকায় উল্লিখিত কং (ই) নেতার বাড়ী থেকে অস্ত্র উদ্ধার ও অস্ত্র তৈরীর কারখানা আবিষ্কার করা সম্পর্কে।"

আমি ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে এই বিষয়ের উপর তাঁর বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান করছি। যদি এক্ষুনি তিনি বক্তব্য রাখতে প্রস্তুত না থাকেন তবে সময় চাইতে পারেন এবং আজ কখন অথবা পরে কবে তাঁর বক্তব্য রাখতে পারবেন তা অনুগ্রহ করে জানান।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এই বিষয়ে আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের নিকট থেকে একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :— "গত ৬ই আগষ্ট দৈনিক সংবাদ পত্রিকার প্রথম পাতায়" ভোটার তালিকা নিয়ে নূতন জট লক্ষ লক্ষ নোটিশ জারী হচ্ছে : বহু ভোটারের নাম বাদ যেতে পারে।" শীর্ষক প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে।

মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশ মাননীয় সদস্য খগেন্দ্র জমাতিয়ার নিকট থেকে পেয়েছি। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল :—"গত ২৯শে এপ্রিল ১৯৯৪ ইং হাওয়াইবাড়ী এলাকার দুলাল দাসের পরিবারের ছয়জন খুন হওয়া সম্পর্কে।"

মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমি এ বিষয়ে আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন।

আমি আজ আর একটি নোটিশ পেয়েছি মাননীয় সদস্য শ্রী সুধন দাস মহোদয়ের নিকট থেকে। নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো :— "বর্তমানে পশ্চিম ত্রিপুরা ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় খরা পরিস্থিতি সম্পর্কে।"

মাননীয় কৃষি মন্ত্রীকে এই দৃষ্টি আকর্ষণী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্যে আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমার পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

শ্রী বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— স্যার, আমি এ বিষয়ে ২১শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী ২১ সেপ্টেম্বর এ বিষয়ে বিবৃতি দেবেন।

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Sale Tex (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994)."

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— I beg to move for leave to introduce "The Tripura Sales Tex (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No 5 of 1994)."

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Sales Tex (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994)."
এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(ভোটে দেওয়ার পর)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হলো।

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No 6 of 1994)."

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— I beg to move for leave to introduce "The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 6 of 1994.)"

GOVERNMENT BILL

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 6 of 1994)."

(ভোটে দেওয়ার পর)

এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হলো।

সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Commission for Women (Amendment Bill, 1994) Tripura Bill No. 9 of 1994)"

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

Shri Jitendra Chowdhury (Minister of State) :— I beg to move for leve to introduce. "The Tripura Commission for Women (Amendment) Bill. 1994 . Tripura Bill No. 9 of 1994).

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় সোসিয়েল ওয়েল ফেয়ার মিনিষ্টার কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Commission for Women (Amendment Bill 1994 (Tripura Bill No 9 of 1994).

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো : — "The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994)."

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় স্বায়ত্ব শাসন মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for leave to introduce that. "The Tripura Municipal Bill 1994 (Tripura Bill No. 8 of 1994)."

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন মাননীয় স্থানীয় স্বায়ত্ব শাসন দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Municipal Bill, 1994 (Tripura Bill No: 8 of 1994 ."

এই সভায় উত্থাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক।

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উত্থাপিত হলো।)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : — সভার পরবর্তী কার্যসূচী হলো :— "The Tripura Panchayats (Amendment) Bill, 1994 (Triputra Bill No. 7 of 1994)."

উত্থাপন। আমি এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি বিলটি সভায় উত্থাপন করার জন্য সভার অনুমতি চেয়ে মোশান মুভ করতে।

শ্রী সুবোধ দাস (মন্ত্রী) : — Mr. Speaker Sir, beg to move for leave introduce

that, "The Tripura Panchayats (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 7 of 1994)."

মিঃ স্পীকার :— এখন মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি। মোশানটি হলো :— "The Tripura Panchayats (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 7 of 1994 ." এই সভায় উৎথাপন করার অনুমতি দেওয়া হউক

(এই সভা অনুমতি দিয়েছেন কাজেই বিলটি সর্বসম্মতিক্রমে উৎথাপিত হলো)

PRESENTATION OF COMMITTEE REPORTS

মিঃ স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো :— "পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির বায়ান্নতম (৫২তম) প্রতিবেদন সভার সামনে উপস্থাপন।" আমি এখন মাননীয় সদস্য শ্রীদীপক নাগ মহোদয়কে কমিটি অন পাবলিক অ্যাকাউন্টস-এর চেয়ারম্যানের) কে অনুরোধ করছি প্রতিবেদনটি সভার সামনে পেশ করার জন্য।

Shri Dipak Nag :— Mr. Speaker Sir, I beg to present to the House the Fifty-Second Report of the Committee on Public Accounts.

ANNOUCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়দের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, আজকের সভায় পেস করা প্রতিবেদনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নেবার জন্য।

এখন আমি একটা ঘোষণা দিতে চাই, গত পরশু দিন মাননীয় বিরোধী নেতা দাবী করেছিলেন রতনলাল নাথ-এর সিকিউরিটির সম্পর্কে। এই সম্পর্কে আমরা চীফ সেক্রেটারী মহোদয়ের কাছে আমি লিখেছি, তিনি জবাব দিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গে সুপারিনটেনডেন্ট অফ পুলিশ ওয়েষ্ট ত্রিপুরার একটা রিপোর্ট দিয়েছেন, হাউসের অবগতির জন্য সেটা পড়ছি।

Mr. Speaker :— To

The Secretary,
Tripura Legislative Assemly,
Agartala.

Subject : Security of Shri Ratan Lal Nath, M. L. A.

Sir,

I am to refer to derection contained in letter No. F. 2, SPK/MISC/93, dated 15.9.94 of the Hon'ble Speaker, Tripura Legislative Assembly and to enclose herewith a copy of the letter No. 2219/SP/Con/W/94 dated 16.9.94 from the S. P. West Tripura District reflecting the detailed position.

2. In this connection, I am to state that on recipt of the letter of the Hon'ble Speaker, the Director General of Police was advised by the Home Department that immediate appropriate action should to taken in the matter and a detailed report sent to the Home Department. Seperately, I had also written to the D. G. Police on the same subject. Copy of both these communications are enclosed.

Nath, M. L. A. had not visited Agartala in the last one and a half months, according to information given to him by Mrs. Nath, who is residing at Agartala. It also transpires from the letter of S. P. West that upto 1330 hours on 16.9.94, Sidhai Police Station had not received any requisition from Shri Nath M. L. A. for providing escort for his coming to Agartala.

Yours faithfully,

Enclo : As
Above.

Sd/- M. Damodaran,
Chief Secretary.

Mr. Speaker : I am now reading out the Report of the S. P. West Tripura District, Which is as follows :—

To
The Chief Secretary to the
Government of Tripura,
Agartala.

Sub :— Security of Sri R. L. Nath, M. L. A. Mohanpur, West Tripura District.

Sir,

As desired, I visited the official residence of Sri R. L. Nath, MLA at Paradise Chowmuhani under West Agartala, P. S. alongwith Inspr. M. K. Das, O.C. West Agartala PS at 1300 hrs to day (16.9.94).

We met Mrs Nath, W/O Sri R.L. Nath, M.L.A. and on enquiry from her, it could be learnt that Sri Nath, M.L.A. has not visited Agartala in last one and half months time. On being asked, she further expressed that she was not aware of any contemplation of Sri Nath to visit Agartala. She confirmed that she is having a telephone connections both at his official residence at Paradise Chowmuhani, Agartala and their native residence at Mohanpur under Sidhai PS and they talk on telephone from time to time.

On being asked about any personal difficulties, she only expressed about her loneliness because of long absence of her husband.

She was assured by us all the assistance in case of any need. I handed over a 'Visiting Card' of mine to Smti Nath with a request not to feel hesitent to give me a ring either at my office or my residence anytime of the day and night incase she faces any problem. Although we are maintaining mobile and foot patrol around the location of official residence of Sri Nath, M.L.A. in Agartala, I specifically instructed OC West Agartala PS who accompanied me to direct the night mobile patrolling party provided daily

at Paradise Chowmuhani to keep a special watch on the residence of Sri R.L. Nath, M.L.A. under At Mohanpur Sidhai PS as per my writen instruction dated 16.9.94 given to OC Sidhai PS in the PS inspection Book, two constables and two Home-Guards are being provided at the house location of Sri R.L. Nath, M.L.A. round-the-clock in three shifts to ensure his safety and security.

In addition, night mobile officer is checking the said police party at least twice in every night to ensure the alertness of the police party posted there.

I also personally visited the house of Sri R.L. Nath, M.L.A. to supervise the arrangements and discussed with him regarding his security matters. I also alerted 162 BN BSF to maintain a special vigilance in the area in view of ensuring security of Sri Nath, M.L.A. from any Bangladesh miscreants since his house at Mohanpur is located very close to Indo-Bangladesh Border.

I visited Sidhai P S last evening and discussed among other things the security aspect of Sri R.L. Nath, M.L.A. along with OC Sidhai PS and CI Mohanpur. Till that time, there was no requisition from Sri R.L. Nath, M.L.A for providing any escort.

Mr. Speaker : It may be mentioned that in Civil Rule No. 195 of 1994,

Hon'ble Mr. Justice N. G. Das of Agartala Bench, Guwahati High Court vide his order dated 27.4.94 had order" Respondent are directed to provide police escort party to the petitioner for his free movement in case the petitioner makes necessary arrangement for vehicle for carrying police escort party. But if the petitioner is to go out of Agartala Sub-Division then he is to send his programme at least two days ahead to the Director General of Polie, Tripura for arrangement of Police escort party"

It may further be mentioned that in his order dated 26.8.94 Hon'ble Mr justice J. N. Sharma of Agartala Bench, Guwahati High Court in connection with COP (contempt) No. 23/94 confirmed the earlier order by passing the order "It is further made clear that whenever the petitioner shall go out from Agartala, he will inform the authority for police help and necessary escort shall be provided only when he is within the tate of Tripura."

I contacted Sidhai Police Station today (16-9-94) at 1330 hrs over wireless through City Control and could come to know that so far no requisition has been placed at Sidhai Police Station for Shri R.L. Nath, M.L.A for escort for coming to Agartala.

This is for your kind information please.

T. K. Sanyal
Superintendent of Police
West Tripura

ANNOUCEMENT BY THE CHAIR

মিঃ স্পীকার :— কাজেই মাননীয় বিরোধী দলনেতা যে কথা বলেছেন কিন্তু রিপোর্টে এই বলে, এবং চীফ সেক্রেটারীর লেখা বিস্তৃত বিবরণ থেকে তা পরিস্কার যে, সরকার এর পক্ষ থেকে হাইকোর্টের পক্ষ থেকে যেসমস্ত স্টেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলি তাঁর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। এরপরে এই অভিযোগ করা অসমুচিত।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এস, পি রিয়ে রিপোর্ট পড়লেন আমি যদি শুনে না থাকি, এখানে লেখা আছে যে, রতন নাথ তার নিরাপত্তার সমস্যা নিয়ে রাজ্য সরকারের কাউকে কিছু জানান নি। এস, পি, কষ্ট করে রতব নাথের স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পেরেছেন। গতকালও এস, পি, (ওয়েষ্ট) মোহনপুর-এ ছিলেন। রতন নাথের স্ত্রী একা থাকেন তার বয়স ২৭ কি ২৮ হবে, সান্যাল সাহেব কষ্ট করে উনার স্ত্রীর কাছে গেছেন দেখা করতে। কিন্তু সান্যাল সাহেব মোহনপুরে গেলেন ৬ ঘন্টা রইলেন কালকে ২:১৫ মিনিট পর্যন্ত অথচ রতন নাথকে ফোনেও জিজ্ঞাসা করা উনার সময় ছিল না। রতন নাথ কালকেও মোহনপুরে ছিল। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে ১১.৯.৯৪ ইং তারিখে রতন নাথ তার বাস্তব অবস্থা জানিয়ে অনেকগুলি চিঠির মধ্যে সবগুলি রতন নাথের চিঠি, ডি, জি, সাহেবকেও চিঠি দিয়েছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বে যিনি আছেন বৈদ্যনাথবাবু উনার অফিসেও চিঠি দিয়েছেন। কিন্তু এস, পি, কিরকম করিৎকর্মা যার বিরুদ্ধে সি বি আই কেইস চলছে······ ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য এটা অপ্রাসঙ্গিক······ ।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— ইট ইজ এ কোয়েশ্চান অব্ সিকিউরিটি······ ।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—ফলস এণ্ড ফেভারিট রিপোর্ট হেজ (বন সাবমিটেড বাই দি এস, পি, ওয়েষ্ট) আমি একটা কথা বলতে চাই স্যার, আমি যেটা বলছি সি, এম, অফিসের সই আমি দেখিয়ে দেব, ডি, জির সই আমি দেখিয়ে দেব, সেটা হল ১১.৯.৯৪ ইং তারপরেও চিঠি দেওয়া হয়েছে। এস, পি, বলেছে যে, কোন চিঠি প্রশাসনের কাছে দেয়নি।

মিঃ স্পীকার :—আপনি বোধহয় চিঠি খেয়াল করেননি। গত দেড় মাসের মধ্যে কোন রকম রিক্যুজিশান দেওয়া হয় নি এক। দ্বিতীয়তঃ হচ্ছে কোর্ট থেকে যে অর্ডার দেওয়া হয়েছে দুই দুইটা অর্ডার, সেই অর্ডার অনুযায়ী যা যা করবার ইনষ্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছে। সেই ইনষ্ট্রাকশনগুলি সঠিকভাবে পুলিশ দপ্তর পালন করছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— আমি সেটাই আপনার নজরে আনছি স্যার আমি বোধ হয় আমার ভাবার জন্য।··············

মিঃ স্পীকার :— না না আপনার ভাবার দুর্বলতা আছে এটা অসম্ভব।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমি অনিলবাবুর মত এত শিক্ষিত না স্যার, আমি একটু কম শিক্ষিত। উনি সাহিত্য একটু ভালো জানেন। ১১.৯.৯৪ ইং তারিখ ডি, জি, এবং মুখ্যমন্ত্রীর কাছে উনার নিরাপত্তার সমস্যা নিয়ে রতন নাথ চিঠি দিয়েছেন। এস. পি. মহোদয় এই রকম করিৎকর্মা,—

রতন নাথের স্ত্রী ১০টা ৫টা অফিস করেন। বিকাল ৫টার পর ৬ টার সময় এস, পি, রতন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। রতন বাবুর স্ত্রী সিকিউরিটি চাইনি। রতন বাবুর স্ত্রী বলেননি যে আমাকে সিকিউরিটি দাও। প্রশ্ন হল রতন নাথের এস, পি, সান্যাল রতন নাথের সঙ্গে কথা বলবেন না তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করবেন। কিন্তু তা না করে রতন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমি···········

(গণ্ডগোল)

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্ন হচ্ছে রিকিউজিশান দিয়েছেন কিনা? এটা হচ্ছে মেইন পয়েন্ট।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— তা দেওয়া হয়েছে মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তা দেখেছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমাদের কাছে কোন রিপোর্ট নেই।

(গণ্ডগোল)

শ্রী:কল্পব মজুমদার (মন্ত্রী) : — মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম কুরুচি সম্পন্ন মানুষ তো আর দেখিনি। একজন মহিলা সম্পর্কে কুৎসিত কথা বলছেন, এটা কি ধরণের রুচিবোধ উনার। এই সভাকে উনি কি পেয়েছেন। উনি কি বলতে চাইছেন, এত বর্বর হওয়া ঠিক না।

(গণ্ডগোল)

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে উনি এই সাবজেক্টটা খুঁজে বের করেছেন, কি মাত্রায় ক্রিমিনাল হলে পরে তা করতে পারে। তার দলের এম, এল, এ, এর স্ত্রী সম্পর্কে এই সব কথা বলছে।

(গণ্ডগোল)

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব অর্ডার।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— পয়েন্ট অব অর্ডার, পয়েন্ট অব অর্ডার ... ... পয়েন্ট অব অর্ডার ... ... সমীর বাবু পয়েন্ট অব অর্ডার। থামুন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনি এখানে যা দিয়েছেন তাই যথেষ্ট। সমীর বাবু যে সমস্ত অভিযোগ এখানে এনেছেন তা কার্য্য বিবরণী থেকে বাদ দেওয়া হউক।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার কাগজ দিতে হয় তা দিন, এটাতে আপনি সই করে দেবেন।

(গণ্ডগোল)

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি যে নোটিশটা দিয়েছেন সেটা তদন্ত করে দেখা হবে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি তো তার তদন্ত চাইনি। রিগার্ডিং দি সিকিউরিটি এরেঞ্জম্যান্ট অব রতন নাথ।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, আমি যে সই করা কাগজটা দিলাম এই হাউজে তার কি রিপোর্ট আমি পাব স্যার।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, ঠিক আছে।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— ঠিক আছে স্যার, আমি আপনার সঙ্গে পরে দেখা করব।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

মিঃ স্পীকার :— এখন সভার কার্য্যসূচী হল—Short Discussion on the Matter of Public Importance.

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

আজকের কার্য্যসূচীতে দুইটি সর্ট ডিস্কাসন্ নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় আর দ্বিতীয়টি দিয়েছেন শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়। এই দুইটি নোটিশই বিরোধী পক্ষের এবং দুইটি এডমিট হয়েছে। প্রথম নোটিশের বিষয়বস্তু হল- রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অবনতি সম্পর্কে। আমি মাননীয় সদস্য শ্রী অমল মল্লিক মহোদয়কে অনুরোধ করছি। নোটিশটির উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমার নোটিশটির বিষয়বস্তুটি হল, "রাজ্যের বিদ্যুৎ অবস্থা চরম অবনতি সম্পর্কে।"

আজকে রাজ্যের বিদ্যুৎ অবস্থা কিরকম তা আজকের পত্রপত্রিকা পড়লে দেখলে পরিষ্কার বুঝা যায়। রাজ্যে বিদ্যুতের যে অবস্থা পরিচালন আছে বলেই বুঝা যায় না। কোন্ সময় বিদ্যুৎ চলে যাবে কোন্ সময় বিদ্যুৎ থাকবে তার কোন গ্যারান্টি নেই। কেউ জানেন না কখন বিদ্যুৎ আসবে কখন বিদ্যুৎ যাবে। এবং কত বিদ্যুৎ আছে কত বিদ্যুৎ চলছে, রাজ্যের মধ্যে বিদ্যুৎ পরিচালনার ব্যবস্থা আছে বলেই মনে হয় না। কেন না মাঝে মধ্যে বিদ্যুৎমন্ত্রী মহোদয়ের কিছু কিছু রিপোর্ট পত্রপত্রিকাতে বিবৃতি দেখতে পাই সেখানে বলা হচ্ছে রাজ্যে বিদ্যুতের অভাব আছে থাকবে এই ছাড়া আর কোন কিছু দেখতে পাইনি স্যার। সেখানে বলা হচ্ছে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আসছে না, ম্যাকানিকস্ আসছে না। এইসব দৈনন্দিন বিদ্যুতের অবস্থা। আমরা দেখছি যে বিদ্যুতের লোডসেডিং কোন সময় কম বেশী থাকেই। কিন্তু এমন একটি চরম অব্যবস্থা যেখানে বিদ্যুৎ হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় জিনিষ যেটা সমস্ত অংশের মানুষ কম বেশী দরকার পরে, শিক্ষক বলুন ছাত্র বলুন, কৃষক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত অংশের মানুষের প্রয়োজন বিদ্যুৎ। সেই জিনিষের সম্পর্কে কোন গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে না। এই দপ্তর কোন গুরুত্ব আরোপ করছে না। রাজ্যের এই অচল অবস্থাকে কিভাবে সচল করা যায়। এবং রাজ্যে যেটি যোগান আছে সেটিও সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া যায় তারও ব্যবস্থা আছে বলে আমার মনে হয় না স্যার। কেন না ত্রিপুরা রাজ্যে প্রথম বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ৭০ মেগাওয়াটের মত, এই রাজ্যে সুযোগ সুবিধা আছে তাতে গোমতি থেকে ১০ মেগাওয়াট বড়মুড়া থেকে ১৬ মেগাওয়াট, রুখিয়া থেকে ১৬মেগাওয়াট এবং স্থানীয় ডিজেল থেকে ১ মেগাওয়াট প্রায় ৪৩ মেগাওয়াটের মত বিদ্যুৎ আমার রাজ্যের মধ্যে হয় বা হওয়ার মত ব্যবস্থা আছে। সেই জায়গায় আমরা দেখতে পাই বড়মুড়াতে ৫ মেগাওয়াট গোমতীতে ৮, রোখিয়াতে ৮, ডিজেলে ১, ২২ মেগাওয়াটের মত। আর বাকী ঘাটতি বাহির রাজ্য থেকে আসবে। কিন্তু যেখানে রাজ্যে ৪৩ মেগাওয়াট উৎপাদন হওয়ার কথা সেখানে ২২ মেগাওয়াট কেন হচ্ছে কি কারণে হচ্ছে, আজ এই ১৭ মাসে তার কোন সুরাহা পেলাম না। দিনে দিনে খারাপ হচ্ছে স্যার, এই রোগী আর ভাল হওয়ার অবস্থা নেই। এই রোগী দিনে দিনে আরও খারাপ হচ্ছে। মাঝে মধ্যে দেখা যায় প্রায় ৪২ মেগাওয়াট ঘাটতি। যখন্ লোডসেডিং হয় তখন দেখা যায় আমরা টেলিফোন করে জিজ্ঞেস করলে পরে উত্তর আসে স্যার আমরা জানি না, কখন আসবে। কখন্ বন্ধ থাকবে রাত্রে তাও জানি না। তাহলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলুন আপনিও দেখছেন এই রাজ্যে কি বিদ্যুতের পরিচালন ব্যবস্থা আছে। স্যার, আমরা দেখি মাঝে মধ্যে বুদ্ধি নেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ থেকে লোক আনে। এমন্ কি জ্ঞান আহরণের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী কেউ এখানে আনা হয়েছে। এখানে নানা ধরণের কায়দা কানুন করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মিটিং হচ্ছে। কিন্তু, গত ৫ বছরে আমরা দেখলাম না মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরের মিটিংএ বিভাগীয় মন্ত্রীকে রেখে মিটিং হয়েছে। ব্যাপকভর মিটিং হচ্ছে হউক না কোন আপত্তি নেই। কিন্তু

এখনে দপ্তরের গাফিলতি বা গেপ সেই গ্যাপটাকে পূরণ করার জন্য সেই মাষ্টার রাখার জন্য যেভাবে ব্যবস্থা নিয়েছেন মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পশ্চিম বঙ্গের মন্ত্রী মহোদয়কে হায়ার করেছেন।

অনিল বাবু বলেছেন যে কোন স্কুল যদি ভাল রেজাল্ট না করেন, তাহলে কিভাবে ভাল রেজাল্ট করতে হয়, সেটা উনার জানা আছে। আর, দেখছি বিদ্যুৎতের ক্ষেত্রেও তাই হতে চলেছে। তারপর আছে বিদ্যুত চুরি. এই বিদ্যুত চুরির কারণেই গত ১৭ তারিখে পঞ্চবটিতে যে ঘটনা ঘটে গেল, সেটাও কি তাই? কোথাও কোন রকম চেক দেওয়া যাচ্ছে না। বলা হচ্ছে বিদ্যুতে সাংঘাতিক লস হচ্ছে তাই বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর চেষ্টা হচ্ছে, ভিতরে, ভিতরে। স্যার, গত এপ্রিল থেকে আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত তিন মাসে বিদ্যুৎ খাতে রাজস্ব আদায়ের কথা ছিল ১১ কোটি ৭০ লক্ষ কিন্তু সেখানে আদায় হয়েছে মাত্র ৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে, যেটা ন্যায্য আদায়ের কথা, সেটা আদায় হল না, অথচ সেখানে নূতনভাবে বিদ্যুতের মাশুল বাড়ানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে। (ট্রেজারী বেঞ্চ—আপনাদের জোট আমলে কি হয়েছিল, সেটার কথা বলুন) নিশ্চয় বলবো, কিন্তু আপনাদের আমলে এই বিদ্যুতের জন্য আপনারা কি করেছেন, সেটা আগে বলি। আপনাদের আমলের ১০ বছরে মাত্র ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা আপনারা করেছিলেন, অন্য দিকে আমাদের জোট আমলে ১৯৮৮ থেকে ১৯৯৩ এর মধ্যে বড়মুড়াতে আমরা আরও ৬ মেগাওয়াট এবং রুখিয়াতে ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করেছি। সেই জায়গাতে রুখিয়াতে আরও ৮ মেগাওয়াট করে দুটোতে ১০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেগুলির কতটুকু কি হয়েছে না হয়েছে, তার কোন খবর নেই। তখনকার সময়ে ত্রিপুরাতে মোট ৪৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল, এখন দেখছি, সেখানে ২০/২২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে, আবার মাঝে মধ্যে দেখছি সেটা ১০/১২ মেগাওয়াটে নেমে আসছে। (ট্রেজারী বেঞ্চ—কিন্তু আপনাদের নেতারা তো বিদ্যুতের বিল দিচ্ছেন না। সমীর বাবু এবং অশু মগের কাছেই এই বিদ্যুতের জন্য সরকারের অনেক টাকা পাওনা আছে)। বেশ তো, সেগুলি আদায় করার ব্যবস্থা করুন। সেই আমার নেতা হউক আর আপনার নেতাই সে যে কেউ হউক তার কাছ থেকে আদায় করার দায়িত্ব তো আপনাদের। (শ্রী কেশব মজুমদার—হ্যাঁ, তা করবো, তাদের বাড়ীতে বাড়ীতে পুলিশ পাঠিয়ে তা করবো। হ্যাঁ, যেখানে দরকার হয়, সেখানে পুলিস পাঠাবেন। মোট কথায় বিদ্যুতের মাশুল আদায় করতে হবে। কিন্তু এছাড়া কোন বিরোধী দলের কোন সদস্য এর সংগে আপনাদের কি সম্পর্ক আছে, সেটা তো আমার জানা নাই। আমি মনে করি, মাননীয় মন্ত্রী যে দায়িত্ব নিয়েছেন, সেটা তিনি সম্পূর্ণভাবে পালন করবেন। আজকের এই আলোচনাটা, শুধু মাত্র আমার একলার বিষয় না, এটা সাড়া রাজ্যের সবারই আলোচনার বিষয়। আপনাদের দলের যে সদস্য আছে, তাদেরকেও এটা জিজ্ঞাসা করুন যে তারা ঠিক মত বিদ্যুৎ পাচ্ছে কিনা? কিন্তু আপনারা যারা মন্ত্রী, আপনারা সরকারী কোয়ার্টারে থাকেন, সেখানে বিদ্যুতের লাইন থেকে বিদ্যুৎ চলে গেলেও তার বিকল্প ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তাই বিদ্যুতের অভাবটা হয়তো আপনারা অনুভব করবেন না। কাজেই এই সমস্ত দিক বিবেচনা করলে দেখা যাচ্ছে, যে সরকার থেকে বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে বিদ্যুতের জন্য যা কিছু করার প্রয়োজন, সেটা করা হচ্ছে না, আগে থেকে যে পরিকল্পনাগুলি ছিল, সেগুলিরও কিছুই করা হচ্ছে না। জোট আমলে যে অতিরিক্ত ৩২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেটারও কিছু করা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রীর থেকে উত্তর পাওয়ার আশা রাখছি। এবং আশা রাখছি যে মাননীয় মন্ত্রী এর জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবেন।

বিদ্যুতের অভাবে কোন কিছু হচ্ছে না। মাননীয় সদস্য সুধন দাস এখানে বলেছেন যে খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে হবে। খরা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য, পাওয়ার সার্ভিস চালু রাখার জন্য,

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

বিদ্যুতের প্রয়োজন। সারা রাজ্যে বিদ্যুতের একটা অব্যবস্থা চলছে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা সরকারকে উপলব্ধি করা উচিত। এখন ত্রিপুরাতে ৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুতের প্রয়োজন। আগে ৬৪ মেগাওয়াট চাহিদা ছিল। এখন কি করে বাড়লো। কনজিউমার কত? জোট আমলে ৫৫ হাজার ছিল। এখন সেটা এক লক্ষ ৫৫ হাজার। জোট আমলে এত বেশী লোডশেডিং ছিল না। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তো চার্ট আছে। কত বিদ্যুৎ আসছে, ভোলটেজ কত, এই চার্ট দিন। এটা মাননীয় ডিপুটি স্পীকার এবং আমাদেরকে সরবরাহ করুন। রেকর্ড আপনি সাবমিট করুন। মাননীয় ডিপুটি স্পীকার স্যার, বহিরাজ্যের সংগে যোগাযোগ ঠিক হচ্ছে না বিদ্যুতের অভাবে। রামচন্দ্রনগর এটাকে নিয়ে সরকার পক্ষ রাজনীতি করছে। ধাপ্পা দিচ্ছে ত্রিপুরার জনসাধারণকে। ওরা বলছে কেন্দ্র টাকা দেয়নি। দুই কোটি টাকা নেপকোকে দিয়েছে। বিগত দুইটা বামফ্রন্ট সরকার বিদ্যুতের ঘাটতি ২৭ কোটি টাকা রেখে গিয়েছিল। আমরা সরকারে এসে সেটা পরিশোধ করেছিলাম। এই রাজ্যে এখন চরম বিদ্যুতের একটা অব্যবস্থা চলছে। ওরা প্রচার করলো যে বন্ধু সরকার পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুত দেবে। এটা তারা ত্রিপুরাবাসীকে একটা ধাপ্পা দিয়েছে। কারণ যার নিজের বিদ্যুতে নিজের চলে না সে দেবে কি করে? ওরা বলছে যে রক্ত দিয়ে বক্রেশ্বর প্রোজেকট করবে। এখন বিদেশী কোম্পানীগুলিকে বলছে আসুন, আমরা আর পারছি না। ওরা এখানে গ্যাটের বিরোধীতা করে। অন্যদিকে বিদেশী পুঁজি নিয়োগ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। এভাবে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা যায় না। এখন জাপানকে ডাকছে, আমেরিকাকে ডাকছে। কখন লোডশেডিং হচ্ছে, তার কোন ঠিক নেই। জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে না। খেয়াল খুসীমত লোডশেডিং করছে।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে আপনারা বিদ্যুৎ আনবেন এই বিভ্রান্তি না করে রাজ্যের বিদ্যুৎ পরিস্থিতি কি অবস্থায় সেটা বলুন। আমাদের কি পরিমাণ বিদ্যুৎ দরকার সেটা বলুন। আপনারা নিজেদের মর্জি মাফিক খেয়াল খুশী মত লোডশেডিং করবেন আর রাজ্যবাসী বিদ্যুৎ পাবে না। সেটা হতে পারে না। সব ভি. আই. পি, বাড়ীতে জেনারেটরের লাইন চলে গেছে। (এ ভয়েস ফ্রম টেজারী বেঞ্চ—আপনিও তো ভি. আই, পি) আমি যদি ভি. আই পি হই তাহলে আমার বাড়ীতেও গেছে। জেনারেটরের লাইন কার কার বাড়ীতে আছে সে আমি জানি। জেনারেটরের লাইন পাবলিক পায় না, এটা ভি, আই পিদের বাড়ীতেই জ্বলে। স্যার, রাজ্যের মধ্যে এই যে বিদ্যুতের অবস্থা, এটার সুরাহা করার জন্য যদি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ না নেওয়া হয় তাহলে রাজ্যবাসীকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হবে। কাজেই বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবার জন্য সরকারের নিকট আহ্বান জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার : —এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

AFTER RECESS AT 2-00 PM

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য পবিত্র কর।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বিদ্যুতের বেহাল অবস্থা সম্পর্কে আমার বন্ধু অমল মল্লিক মহোদয় এনেছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাই। অভিনন্দন জানাই এবং যে কথাটা বলতে চাই যে, বিদ্যুতের এই যে বেহাল অবস্থা এই সম্পর্কে রাজ্যবাসী সকলেই একমত কে বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী? এটা আলোচনায় আসা উচিত। তিনি কিছু তথ্য দিয়েছেন, আলোচনা করেছেন। আমি আশা করব আমাদের মাননীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রী এই আলোচনায় অংশগ্রহণ করার সময় সমস্ত তথ্য সম্বলিত চিত্র রাজ্যবাসীর স্বার্থে জানাবেন। আমি যেটুকু জানি, আমার কাছে যা তথ্য আছে তাহলে আমাদের রাজ্যে এখনও চাহিদা আছে প্রায় ৫২ মেগাওয়াট। আমাদের রাজ্যে বড়মুড়াতে ৯ মেগাওয়াট, রুখিয়াতে ৮ মেগাওয়াট এবং

গুমুর হাইড্রেল প্রজেক্ট থেকে ৯ মেগাওয়াট। বাকী আগরতলা শহরের এবং বিভিন্ন জায়গার জেনারেটরে উৎপন্ন হয় ১ মেগাওয়াট বা তার কিছু বেশী। আমাদের যে চাহিদা সেই চাহিদার শতকরা ৬০ থেকে ৮০ ভাগ বিদ্যুৎ আমাদের প্রতিদিন বাইরে থেকে আনতে হয়। নেপকো থেকে আনতে হয়। আমাদের রাজ্য ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রান্ততম রাজ্য যার ফলে এই বিদ্যুৎ আনার ক্ষেত্রে তার যে পরিবাহী লাইন এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই উত্তর পূর্বাঞ্চলকে নানাভাবে বঞ্চিত করার জন্য এইখানে তেমন কোন কাঠামো গড়ে তোলা হয়নি। কিন্তু এইখানে বিদ্যুতের নিজস্ব পরিকাঠামো গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং তার জন্য যে মেটেরিয়েলসের দরকার তা এই রাজ্যে বর্তমান। বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে আসামের পরেই ত্রিপুরা সবচেয়ে বেশী প্রাকৃতিক গ্যাস এইখানে পাওয়া গেছে। এই গ্যাসকে ভিত্তি করে বিশেষ করে ১৯৭৮ ইংরাজীতে বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরায় আসার পর প্রথম চেষ্টা করে বড়মুড়াতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য এবং সেখানে করেন। সেই সরকারের সময়ে রুখিয়াতে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয় সেই সরকারের সময়েতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই ন্যাচারেল গ্যাসকে ভিত্তি করে যাতে একটা বড় ধরণের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়ে তোলা যায় তারজন্য আবেদন করে। যাতে করে আমাদের রাজ্যের যে চাহিদা সেই চাহিদা পূরণ করেও আমরা আমাদের আশে পাশের যে রাজ্যগুলি রয়েছে যেখানে বিদ্যুতের ঘাটতি রয়েছে সেখানেও আমরা দিতে পারি। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে স্বাধীনতার পর কেন্দ্রের অধীনে যে কংগ্রেস সরকার সেই সরকার স্বাধীনতার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলকে বিভিন্নভাবে বঞ্চিত করে রেখেছে। বিভিন্ন উন্নয়নের ক্ষেত্রেও আমাদের রাজ্যকে আজকে বঞ্চিত করার ফলে আজকে আমাদের রাজ্যে বিদ্যুতের এই বেহাল অবস্থা। এই কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর সেখানে যা কিছু উৎপাদন করা হয়েছিল, যা কিছু করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তার আগে বামফ্রন্ট সরকার যে ১০ বৎসর ক্ষমতায় ছিলেন তখনই একটা বিদ্যুতের পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য একটা পরিকল্পনা ভিত্তিক উদ্যোগ সেখানে গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মাঝের যে ৫টা বৎসর যারা জোর করে ক্ষমতায় বসেছিলেন তারা শুধু আমাদের রাজ্যকে ধ্বংস করে দেয়নি, রাজ্যের যে পরিকাঠামো সেই পরিকাঠামোকে উন্নয়ন করা দূরের কথা, এই পরিকাঠামোকে আরও বড় করে এবং আমাদের রাজ্যের বাড়তি চাহিদা মেটাবার উদ্যোগ নিয়ে, সেই উদ্যোগ শুধু আমরা কাগজে, দেখেছি, মন্ত্রীদের বক্তৃতায় শুনেছি। এই গল্প আমরা শুনেছি যে আমাদের রাজ্যে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। সেই ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিভাবে উৎপাদন হবে তার জন্য জোট আমলের বিদ্যুৎ মন্ত্রী ফ্রান্সে গিয়েছিলেন সেখানকার বিদ্যুতের কারখানা দেখার জন্য। শুধু ফ্রান্স নয়, ইউরোপের আরও ২—১টা দেশ তিনি ঘুরে এসেছিলেন। স্যার, ৫০০ মেগাওয়াট দূরের কথা গত ৫ বৎসরে জোট রাজত্বে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎও তৈরী হয়নি ত্রিপুরা রাজ্যে। আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, সম্মানিত ব্যক্তি সমীররঞ্জন বর্মন তিনি খুব চেষ্টা করেছিলেন ভোটের আগে রাজ্যবাসীকে ভোট দেওয়ার জন্য। আসুক আর না আসুক তাতে কি। একটা ভোটের বাণিজ্য করা যায় কিনা, তারজন্য আমরা দেখলাম রাতারাতি আকাশ বাতাস মুখরিত করে বিজ্ঞাপন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী আসবেন এখানে ৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। তারজন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন, তার জন্য বরাদ্দ ৩০০ কোটি টাকা সেংশন হয়ে গেছে, সব কিছু রেডি হয়ে গেছে, শুধু প্রধানমন্ত্রী আসার অপেক্ষায় আছেন। এদিকে জেলা পরিষদের ভিতরে হারান্থ বাবুরা সমীর বাবুর সেই সাধ পূরণ হতে দিতে রাজী ছিলেন না। আমরা রাজ্যবাসী আর যাই হোক অন্তত তিনি যদি এটা আমাদের জন্য করে যেতে পারতেন তাহলে তার জন্য বাহবা দিতাম। কিন্তু তিনি তা পারলেন না। তিনি যে জায়গাটা ঠিক করেছিলেন সেটা দুর্ভাগ্যবসতঃ আমার বাড়ীর পাশেই ছিল তাই আমি একটু জানি। তিনি একটা জায়গা ঠিক করেছিলেন,

কিন্তু সেখানে ওনার বন্ধু রতিবাবুরা ওনার সেই সাধকে পূরণ হতে দিতে রাজী ছিলেন না। এদিকে ভোট এসে গেছে, প্রধানমন্ত্রীকে আনতে হবে। রাজ্যবাসীকে দেখাতে হবে সমীর বাবু বিদ্যুৎ আনছেন। সুতরাং সেই জন্য প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণ পত্র সব রেডি, কিন্তু রতি বাবুরা প্রধানমন্ত্রীকে নামতে দিতে রাজী না সেই জায়গায়। সেই জন্য সমীর বাবুকে সেদিন কৌশল করতে হয়েছিল তিনি পুলিশের ডি জি মহাশয়কে বললেন যে কোন প্রশ্ন নয় প্রধানমন্ত্রী আসবেন রতিবাবুরা চাক, আর না চাক এখানে প্রধানমন্ত্রীর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতেই হবে। নাম টাম সব ঠিক হয়ে গেছে, আমাদের ইজ্জৎ যাবে, এটাকে বসাতেই হবে। কোথায় বসাতে হবে? সেখানে টি, এস, আর-এর ক্যাম্প আছে সেই ক্যাম্পের ভিতরে বসাতে হবে। টি, এস, আররা বলল কি ব্যাপার, উত্তরে বললেন কোন কথা না, প্রধানমন্ত্রী আসবেন, তিনি ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করবেন, তারপর চলে গেলে দরকার হলে আমি এইটাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবো। ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন হল। ত্রিপুরার মানুষ মনে করেছিল শুধু একজন মুখ্যমন্ত্রীই নয়, গোটা ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন বিদ্যুৎ অবশ্যই পাওয়া যাবে। সেদিন সাব্রুম গিয়েছিলাম একটা কথা বলতে সেখানে একজন আমাদেরকে বলল প্রধানমন্ত্রী যদি ঘুষ খায়তো আমরা কেন খাব না, কোন অপরাধ নাই। যাই হোক তারপরেও প্রধানমন্ত্রী তিনি এসেছেন, ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছেন।

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যে কথাটা বলা হয়েছে সেটাকে প্রসিডিংস থেকে বাদ দিতে হবে, ওনার বক্তব্য থেকে বাদ দিতে হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার এইটা আমার বক্তব্য না। আমি আপনাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারি দেখবেন সেখানকার লোক এই রকম কথা বলছে। এইটা আমার বক্তব্য না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— যাই হোক, এইটা আর একজনের বক্তব্য, কিন্তু তিনি এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত, যারজন্য তিনি এইটা তুলেছেন এখানে। স্যার, প্রধানমন্ত্রী ঘুষ খায় এই কথাটা ওনার বক্তব্য থেকে বাদ দেওয়া হোক। তা যদি না হয় তো এইটাকে ওনার প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— স্যার, এই কথাটা বলতে চাই যে, সেখানে রামচন্দ্রনগরে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন আমাদের সরকার এসে দেখল যে সেখানে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন হয়েছে, কিন্তু তার জায়গা ঠিক হয়নি, তার প্ল্যান মেপ কিছুই ঠিক হয়নি, কিছুই হয়নি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া (বাগমা) :— প্রধানমন্ত্রী ঘুষ খেয়েছেন এই কথাটা একস্পাঞ্জ করতে হবে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উনি তো এই কথা বলেননি, উনি রেফারেন্স হিসেবে বলেছেন—

শ্রীঅমল মল্লিক :— কে রেফারেন্স দিয়েছেন—তার নাম বলতে হবে। এই প্রধানমন্ত্রী ঘুষ খেয়েছেন এই কথা হয় একস্পাঞ্জ করতে হবে আর না হয় সেটাকে প্রমাণ করতে হবে।

শ্রীপবিত্র কর :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় রুলিং দিয়েছেন—কাজেই আমি আশা করব মাননীয় সদস্যরা আমাকে বলতে দেবেন। **(গণ্ডগোল)**

শ্রীপবিত্র কর :— আপনাদের গায়ে লাগছে কেন? এইটাতো দেশের মানুষ সকলেই জানে। সারা ভারতবর্ষের বড় বড় পত্রিকায় বেড়িয়েছে সেটা। **(গণ্ডগোল)**

শ্রীঅমল মল্লিক :— এই কথাটা একস্পাঞ্জ করতে হবে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— উনি তো এই কথা বলেননি। উনি বলছেন যে—সারা ভারতবর্ষের বড় বড় সেটা বেড়িয়েছে। আর এই খবরের জন্য শুধু বিধানসভায় নয়, সারা ভারতবর্ষের পার্লামেন্টে তো স্বাধীকার ভঙ্গের কোন প্রস্তাব আনা হয়নি।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— এই বিধানসভার মত একটি পবিত্র স্থানে দাঁড়িয়ে এই কথা উনি বলেছেন—উনাকে এইটা প্রমাণ করতে হবে—না হয় এই কথাটা একস্‌পাঞ্জ করতে হবে।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সূর্যের চেয়ে বালুর এত তাপ কেন ? ওদের মুখে সাজে না বিধানসভার পবিত্রতার কথা বলা। আমরা জানি যে ওরা উস্কানী দিচ্ছে যাতে বিধানসভা না চলে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, আসলে বক্তব্যটা কি ছিল আমি সেটা খেয়াল করিনি এইটা যদি সত্য হয় যে, প্রধানমন্ত্রী ঘুষ নিয়েছে 'এইটা' নিশ্চয়ই একস্‌পাঞ্জ করা উচিত। আর যদি হয় 'কাগজে উঠেছে' তাহলে সেটা অন্য ব্যাপার।

(গণ্ডগোল)

শ্রী পবিত্র কর :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে কথাটা বলতে চাই—আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এই কথা বলেছেন। দেখা গেছে সেই রামচন্দ্রঘাটে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র হবে তার জন্য কোন লেটার অব ইন্‌টেন্ট নেই। যখন এইটা আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন—তখন প্রধানমন্ত্রী এই কথাটা স্বীকার করেছেন যে আগে কিছুই করা হয়নি। আমি জানতাম না যে ত্রিপুরার বিদ্যুৎ প্রয়োজন আছে। কাজেই এইটা যাতে করা হয় তার জন্য সব করব।

শ্রী অমল মল্লিক (বিরোধীয়া :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার,—কিছুই করা হয়নি—এটা ঠিক না স্যার। এই পেপারটা দেখুন।

শ্রী পবিত্র কর :— এইটা আপনাদের আগেই আমরা পড়েছি। আমাদের কাছে তথ্য রয়েছে, শুধু পাথর বসানো হয়েছে—সব তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো হবে।

(গণ্ডগোল)

শ্রী অমল মল্লিক :— স্যার, আগে কিছু করা হয়নি এটা ঠিক নয় স্যার।

শ্রী পবিত্র কর :— হ্যাঁ, করা হয়েছে। শুধু পাথর বসানো হয়েছে টি, এস, আর, ক্যাম্পে। কিছুই করা হয়নি তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো হবে। ঐ বইটা আমার কাছেও আছে, আপনার আগে আমরা পড়েছি। শুধু পাথর বসানো হয়েছিল। যাই হউক, আমরা এই কথাটা বলতে চাই, যে জঞ্জাল ৫ বছর থেকে জমিয়ে গেছেন এমন কোন যাদু যন্ত্র বামফ্রন্ট সরকারের হাতে নেই যে এটা তাড়াতাড়ি উঠে যেতে পারে, সময় লাগবে, ধৈর্য ধরতে হবে। আমরা খুশী হব সেই দিন যারা আজকে চেঁচাচ্ছেন, প্রধানমন্ত্রীর কাছে চেঁচিয়ে বলুন যে, ত্রিপুরায় তাড়াতাড়ি যাতে এই টাকাটা দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আমরা খুশী হব। আশা করব মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা দেশের স্বার্থে, ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে, কেন্দ্রীয় সরকার ৭৮ বৎসর যাবৎ যেভাবে ত্রিপুরাকে বঞ্চনা করে রেখেছে, উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেভাবে বঞ্চনা করে রেখেছে, তাই সারা ত্রিপুরাবাসীর স্বার্থে দিল্লীর দরবারে যদি বলেন তাহলে খুশী হব এবং আমরা কৃতজ্ঞও থাকব যে তাদের কারণে হয়েছে।

আমি তারপরে যে কথাটা বলতে চাই যে আমরা যখন বিদ্যুৎ আনার চেষ্টা করছি তখন দেখা যায় দুষ্টচক্ররা ঐ বিদ্যুতের চেয়ার চুরি করে নিয়ে যাচ্ছেন। রতিবাবু চলে গেছেন উনার দলের লোকরাই করছে। যে চেয়ারগুলি চুরি হচ্ছে সবগুলি ঐ লাইনে। ফলে সেখানে যেভাবে দুষ্কৃতিকারী কাজ চলছে তাতে রাজ্যের উন্নয়নকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছে। তাঁরা আজকে তার জন্য দায়ী। হ্যাঁ ঘাটতি আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, আমাদের যা প্রয়োজন তা নেই। যে কারণে আমরা এখানে শিল্প কারখানা করতে পারছি না। এখানে আমরা কৃষি কাজের জন্য আমরা সঠিক

ভাবে জলসেচের ব্যবস্থা করতে পারছি না। আমাদের এখানে জন জীবনে মানুষের যা প্রয়োজন তা পূরণ করা যাচ্ছে না। এই সম্পর্কে একবারের জন্যও আমাদের দ্বিমত নেই। ফলে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা সেই কথাটাই বলতে চাই। আজকে এই কথাটাও জেনে রাখুনত যারা আজকে লোডশেডিং বলে চিৎকার করছেন— আপনারা বলতে পারবেন পশ্চিমবাংলা থেকে বিদ্যুৎ আনা হয়নি? গত বৎসর পূজার আগে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যে আশ্বাস দিয়েছিলেন এবং গত পূজার সময় একদিনের জন্যও লোডশেডিং হয়নি। তখন যদি আপনারা আগরতলায় থেকে থাকেন তাহলে আপনারাও বলতে পারবেন। সেই পশ্চিমবাংলা থেকে বিদ্যুৎ আনার ফলে সেই অসুবিধাটা হয়নি। তাই বলছি, আপনারাও যদি এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং যারা দুষ্কৃতিকারী তাদের নিবৃত্ত করার জন্য যদি সাহায্য করেন তাহলে এখানেও অনেক উন্নতি করা সম্ভব হবে। আমরা অনুরোধ করব যেমন গত পরশু দিন থেকে বড়মুড়ার ঘটনার পর থেকে রুখিয়া এবং বড়মুড়াতে কোন কথাবার্তা ছাড়া ও, এন, জি, সির কিছু বন্ধ বিদ্যুৎ বন্ধ করে রেখেছে। অজুহাত কি, উগ্রপন্থী আক্রমণ হয়েছে। আমরা দুঃখিত ও, এন, জি, সির অফিসার মারা গেছে, আমাদের রাজ্যের পুলিশ বাহিনীর লোকেরা মারা গেছে উগ্রপন্থীদের হাতে তার জন্য আমরা দুঃখিত। তারজন্য রতিবাবুরা দায়ী। এরজন্য চলে গেছেন। সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে আমি বলতে চাই বিরোধী সদস্যদের কাছে যে, শ্রীনগর, সেই শ্রীনগর দূরদর্শন কেন্দ্রে ডাইরেকটরকে খুন করেছে উগ্রপন্থীরা। সেখানে কি দূরদর্শন কেন্দ্র বন্ধ হয়ে গেছে? তাহলে কেন আমাদের ত্রিপুরায় এই বিদ্যুৎ বন্ধ করে রাখা হল, কেন আমরা সবাই মিলে কথা বলব না? আমাদের সরকারের দিক থেকে আজকেও কাগজে দেখেছি তাঁরা প্রচেষ্টা নিচ্ছেন এটা কি করা হবে। আমাদের যে পুলিশ খুন হয়েছেন এই কাজের মূল্যবান চারটি প্রাণ চলে গেছে কিন্তু তারাতো তাদের ডিউটি বন্ধ করেননি। এবং যেখান থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে সেই ও, এন, জি, সি, সেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপত্তা ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমি মনে করি এটা একটা চক্রান্ত। তাই আমরা চাই সকলের সাহায্য সকলের সহযোগিতা। এই সহযোগিতা না পেলে এই রাজ্যকে উন্নত করা যাবে না। এই সম্পর্কে দ্বিমতের কোন প্রশ্ন নেই। আমরা দেখলাম না ও, এন, জি, সি যে অন্যায়ভাবে গ্যাস বন্ধ করে বিদ্যুৎ উৎপাদন বন্ধ করে রেখেছেন তারজন্য বিরোধীদের কোন বক্তব্য শুনিনি। ফলে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে তারা রাজ্যের উন্নয়নকে ব্যাহত করতে চায়।

হুক লাইনের কথা বলা হচ্ছে যে, রাজ্যে হুক লাইনে বিদ্যুৎ চুরি হচ্ছে। আমি মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যদের বলব যে কখন এই হুক লাইন চুরি আরম্ভ হয়েছিল? আমাদের দশ বছরের শাসনে আমরা এই শব্দটি শুনিনি। কোন কথা নেই বার্তা নেই পয়সা লাগবে না মামার বাড়ীর বিদ্যুৎ। সরকার চেষ্টা করছে তা বন্ধ করার জন্য তবে তাতে কিছু সময় লাগবে। আমরা চাই কড়াকড়ি ভাবে দপ্তর এইগুলিকে বন্ধ করে আমাদের যা যোগান আছে সেটা যাতে অব্যাহত রাখা যায়। বিদ্যুৎতের যে বেহাল অবস্থা তাতে আমরা সকলেই উৎবিগ্ন। এটার সমাধান নিশ্চয়ই কালকে করা সম্ভব নয়। আমরা আশা করব সরকারের পক্ষ থেকে যাতে সেইভাবে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় তা জানিয়ে এবং তার ব্যবস্থা গ্রহণ করে রাজ্যবাসীকে যাতে অন্ধকারের মধ্যে না থাকতে হয়। বিদ্যুৎ আমাদের জরুরী প্রয়োজন, আমার রাজ্যের উন্নয়নের, আমার রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা আমার রাজ্যের শিল্পায়ন তা বিদ্যুৎ ছাড়া সম্ভব নয়। তা করার জন্য রাজ্য সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই আশা রেখে আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রণব দেববর্মা, মাননীয় সদস্য শ্রীভূদেব ভট্টাচার্য্য, মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশ নাথ মহাশয়।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, বিদ্যুতের দাবীতে, আমি আছি ঐক্য অনৈক্য নাই। রাজ্যে বিদ্যুতের আছে ঘাটতি, রাজ্যবাসীর ঘটেছে দুর্গতি, সম্প্রতি জানাই ॥

যদি কেন্দ্রীয় সরকারে করে দৃষ্টি, তবে বিদ্যুৎ হবে সৃষ্টি রাজ্য সরকার কি করিতে পারে। কিছু দিন পূর্বেতে শুনলাম প্রধানমন্ত্রী আসেন ত্রিপুরাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যেতে শিলান্যাশ করে ।।

হইল শুধু শিলান্যাশ, রাজ্যবাসীকে দিলেন আশ্বাস, আমাদের কিছু কিছু ছিল বিশ্বাস, আশ্বাস বিশ্বাস করিয়া যাই।

দেশ স্বাধীনের পরে কত প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে ঘুরাঘুরী করে ৪০ বৎসরে উৎপাদনের কোন চিন্তা নাই ।।

মাটির নীচেতে গ্যাস আছে, মাঝে মাঝে পত্রিকায় প্রকাশে, রাজ্যবাসী পড়ে পত্রিকা হাতে হইয়া। কোন দিন আসবে সেই দিন রাজ্যবাসীর যাবে দুর্দিন বিদ্যুৎ যাবে গ্রামে গ্রামে পৌঁছিয়া ।।

দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারে ৩৫ মেগাওয়াট উৎপাদন করে ৩০ মেগাওয়াট ক্রয় করে মেঘালয় হইতে। ৮৮তে জোট এল, তুলেমূলে বিনাশ করল উৎপাদন ১২ মেগাওয়াট নেমে এল বলি বিধানসভাতে ।।

হায়রে বিদ্যুৎতের সমস্যা দিনের বেলায় আমাবস্যা, কলকারখানায় দেখতে পাই। রাজ্যছিল অন্ধকারে কারখানা বন্ধ হয় বার বার মিল মালিকদের তখন উপায় নাই ।।

যদি কারখানা হয় বন্ধ শ্রমিক হয় নিরানন্দ আনন্দ থাকে না। ছোট বড় মালিক যত সকলি হয়েছে দুঃখিত, ৯৩ সালে জোটের ঘটেছে লাঞ্ছনা।

জোটের বিদ্যুৎ মন্ত্রী রবীন্দ্র দেববর্মা ছিল একেবারে নিষ্কর্মা রাজ্যের বিদ্যুৎতের কোন উন্নতি নাই। শুধু ফ্রান্সের যাওয়া আসা করে যন্ত্রাংশ নাকি খরিদ করে মাঝে মাঝে পত্রিকায় দেখতে পাই।

হাওয়ার গাড়ী হাওয়ায় যায়, আকাশে ঘুরিয়া বেড়ায় এশিয়া ইউরোপ। টি. এ. মারে ডি. এ. মারে যন্ত্রাংশ খরিদে মারে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রবীন্দ্র ধরল কত রূপ।

মেঘালয় হইতে বিদ্যুৎ আনে ত্রিপুরাতে বাকীতে, বিদ্যুৎ আনিতে আনিতে গেল ১৪ কোটি টাকা হইয়া। পরে টাকা নাই পয়সা নাই মেঘালয়ে যাওয়া নাই মেঘালয়কে মধ্য পথে দিল বসাইয়া।

২৮ লক্ষ মানুষের রাজ্য বামফ্রন্ট চালায় সরকারী কার্য্য বর্তমানে অনেক চেষ্টা করে উৎপাদন ১২ কে ৩৫ করে ৩০ মেগাওয়াট খরিদ করে বিদ্যুৎ দিয়েছে বামফ্রন্ট ত্রিপুরার ঘরে ঘরে ।

এই রাজ্যে ২৭টি ব্লক হয় ১০টি মহকুমা রয় তিন জেলায় আছে রাজ্য খানি ভাগ। রবীন্দ্র করেছে ধ্বংশ জোট সরকার নিয়েছে অংশ, রবীন্দ্রের শ্বশুড় পালন করে মাঘ।

জোট নেতা ছিল তিন, তাইত জোট রাজত্বে মানুষ-এর ঘটেছে দুরদিন, ভাবে বুঝতে পাই। তিন সংখ্যা বড় মন্দ, তিন কথায় লাগে দ্বন্দ্ব. তিন কানে মন্ত্রণা বা শুনিবেন সবাই।

হলে তিন, ঘটে দুর্দিন, তিন সংখ্যা ভাল না। তিন ব্রাহ্মণ একত্রেতে যাত্রা করেনা বিধি মতে, অতএব জোট রাজত্ব ভাল হইতে পারে না ॥

তিন দ্রব্য যে করে দান, জানে না দ্রব্যের বিধান, তিন তিথিতে এয়স্পর্শ শুভকর্ম করে না। মরী পাইলে ত্রিপাদ দোষে এই তিথি সর্বনাশে, তিন সতীন এক ঘরে সুখী হইতে পারে না।

জোটের মন্ত্রী এম এল এ টাকা মারে সকলে, রাজ্যগুলি পাঠাই জাহান্নামে। তিরানব্বই নির্বাচন, জোটের ঘটিল পতন, রাজ্যে এসে বামফ্রন্ট রাজ্যের উন্নতি করেছে ক্রমে ক্রমে ।

বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় কমিয়া, এসটিমেট কমিটি এলাম দেখিয়া কর্মচারী আছে যারা তারা রিপোর্ট দিল, মাত্র ৮ মেঘওয়াট হয় উৎপাদন চেষ্টা করে চলছে এখন। এই সংবাদ পাওয়া গেল। আরও বলেছে তাহারা, চা চারটা

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCF

মেসিন আছে দেখে যান আপনারা, যদি সাকসেসফুল হয়, এখানে উৎপাদন হবে ৭৩ মেগওয়াট রাজ্যে থাকবে না আর বিদ্যুৎ বিভ্রাট এই আশ্বাস পেয়েছি মোরা সেদিন নিশ্চয়ই।

শুধু আশ্বাস মাত্র সার, এখন দেখি সবাই অসার, কেন্দ্র চালাচ্ছে কারবার, ফাঁকিতে উস্তাদ। কেবা কার কথা শুনে, প্রধানমন্ত্রী যান মার্কিনে, চলে যান জাপানে, আরো যান বৃটেনে, তাহাদের ঘরে ঘরে এখন চলছে বিবাদ।

সেখানেও আছে তিন প্রধানমন্ত্রী নরসিমা, অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং, বিদেশ মন্ত্রী দিনেশ সিং তিন সিং-এ করে এক যুক্তি। বিশ্বব্যাঙ্কের কাছেতে দস্তখত লিখে দিল স্ব-হস্তে তিন সিং-এ করে নিল শুনলাম গ্যাট চুক্তি ॥

জলে পরে মরে যারা জলের নীচ দিকেতে যায় গো তারা, জলের উপরে ভাসতে পারে না। দুই লক্ষ পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা ঋণ করে। কেন্দ্রের গিয়েছে মাথা ঘোরে, এখন চখে সরষে ফুল দেখে আর কিছু দেখে না।

বিদ্যুৎ বড় প্রয়োজন রাজ্যবাসীর আবেদন, আমরা দেখতে পাই। এখনো বহু আছে গ্রাম, বিদ্যুৎও নাই জানাইলাম, বিধানসভাতে নিবেদন জানাই ॥

জোট রাজত্ব কি করিল প্রতি তিন গাঁওসভার মাথায় এক খুঁটি দিল ঐ খুঁটিতে বাতি দিয়ে করিল ঘোষণা। গাঁওসভাগুলি ইলেকট্রিফাইড, যত আছে নটিফাইড বিদ্যুতের কোন অভাব দেখি না ॥

এই তাদের চরিত্র; দেখতে পাই সর্বত্র, ফাঁকিবাজ দুর্নীতিতে ঘেরা করতে বন্দ পঞ্চায়েতের ভোট কোর্টে গিয়েছিল জোট কোর্টে গিয়ে মাথা ফুটে হয়েছে মাথা ঘোরা।

১৬ সেপ্টেম্বর অধিবেশন বিধানসভায় চলছে যখন, বিরোধীরা আসন হইতে উঠে, বলে রাজ্যে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন চাই, এই নির্বাচন ঠিক হয় নাই, এই বলে চলে গেলে দেখল পরবে সঙ্কটে।

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে, দাবী আমাদের আছে মাননীয় সদস্য অমল মল্লিকের দাবী, আমি সমর্থন জানাই। সমর্থন জানাই এই কারণে, রাজ্যে বিদ্যুৎ বিহনে রাজ্যবাসীর আলোর বিকল্প নাই।

আমার বক্তব্য করে পেশ, আর সময় নেব না বিশেষ, সকলকে ধন্যবাদ অশেষ, বিধানসভাতে জানাই।

কেন্দ্র সরকার রাজ্যে বিদ্যুতের ব্যবস্থা করুন এবার, অদ্য বিধানসভার মাথার আর কিছু বলার নাই। ইতি ॥

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য দেবব্রত কলই। (অনুপস্থিত)

দ্বিতীয় আর একটি সর্ট ডিসকাশন এটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহাশয়।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, এই প্রসঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— ঠিক আছে তাহলে বলুন।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক যে প্রসঙ্গটি এখানে উত্থাপন করেছেন এটা ঠিক সময়ে এনেছেন। আমি অন্ততঃ বিষয়টি দেখে ভেবেছিলাম রাজ্যবাসী যে উদ্বিগ্ন আমরা সরকারও উদ্বিগ্ন যে মানুষ যেমন সভ্যতা হচ্ছে ঠিক তেমনিই সভ্যতার বিচার্যের যে সব বিষয় আছে সেগুলি মানুষ নিজেরা পেতে চায়। স্বাভাবিকভাবে এটা আমরা জানি এটা ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে একটা জাতি একটা দেশ কতটা উন্নত কতটা সভ্য এটা নির্ভর কার বিদ্যুৎ এবং ষ্টীলের উপর।

এটাই হচ্ছে ডেপলমেন্টের ঠিক কণ্ডিশন। শক্তি থাকতে হবে ষ্টীল থাকতে হবে তাহলে পরে সেই দেশটি কতটা উন্নতি সেটা বুঝা যায়। আমরা ভারতবাসীরা যেখানে একদিকে চলছে উন্নয়ন এই ব্যবস্থার মধ্যেও যতটা হউক আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য-এর কোন অংশে ব্যতিত নয়। এ উন্নয়নের কোন অংশে আমরা নেই। গোটা ভারতবর্ষে উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির মধ্যে সব থেকে শীর্ষে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য। উত্তর পূর্বাঞ্চলকে উন্নতি করার জন্য যে দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় সরকারের থাকা দরকার ছিল সেই দৃষ্টিভঙ্গি কেন্দ্রীয় সরকারের নেই।

আমি ভেবেছিলাম মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক ত্রিপুরা রাজ্যে কেন বিদ্যুতের এই অবস্থাটা হলো, সেই সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বিদ্যুত ব্যবস্থায় উন্নয়নের জন্য কিছু বলবেন। কিন্তু দেখছি, উনি সেদিকে গেলেন না, উনি যেভাবে এই বিষয়টা এখানে উপস্থাপন করলেন, তাতে একটা রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ নিয়েই সেটা বলেছেন, তাদের জোট আমলে এই রাজ্যে বিদ্যুতের কি অবস্থাটা ছিল, সেইসব কিছুই বলেননি। শুধু এই বিদ্যুৎ সম্পর্কে রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য যে তথ্য দিলেন, তা সত্যের অপলাপ মাত্র। তবে এই জন্য আমি উনাকে একা দোষারূপ করছি না, কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গিয়েছে, যে ভারতের যেখানে যেখানে কংগ্রেসীরা আছে, তাদের সবারই এক দোষ, আর, তারা এমন সব চমৎকার কথা বলেন, যা সবাই এক সঙ্গে বলেন আর ত্রিপুরা রাজ্যের কংগ্রেসীদের কথা বলে তো লাভ নেই, ওদের সঙ্গে আর একটা মিলিত হয়েছে, যেটা আমি তাদের টিউমার বলছি না, বলছি ক্যান্সার। স্যার, আমাদের তৃতীয় বামফ্রন্টকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ যখন ক্ষমতায় এনেছে এবং আমি নিজে বিদ্যুৎ দপ্তরের দায়িত্ব পাওয়ার পর দপ্তরের দায়িত্বে যারা আছেন তাদের কাছ থেকে জানতে চেয়েছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার হাল হকিকতটা কি? কেন না, আগে তো আমাদের জানতে হবে কাজটা কোথায় থেকে প্রথম শুরু করতে হবে এটা জানার আমার বিশেষ প্রয়োজন ছিল, কিন্তু স্যার উনারা এই ব্যাপারে যা বললেন, তা আপনি শুনলেও আতঙ্কিত হয়ে উঠবেন। স্যার আমাদের দ্বিতীয় বামফ্রন্টের আমলেই বড়মুড়াতে দুটো ইউনিট চালু হয়ে গিয়েছিল। স্যার, এক সময়ে ত্রিপুরাতে ৩৫/৪০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখন অবশ্য আমাদের এত বিদ্যুতের চাহিদা ছিল না। কিন্তু এরপরে ত্রিপুরা রাজ্যে একটা রাজনৈতিক ঝড় বয়ে গেছে, বিশেষ করে জোট রাজত্বের সময়ে, তখন একে একে সব বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। স্যার, এই রাজ্যে আমাদের একটা জুট মিল চলছিল, সেটাও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের রাজ্যের আনারস থেকে রস বের করার জন্য ন্যারামাক নামে একটা সংস্থা ছিল, সেটাও উঠে গেল। স্যার, আমি কোনদিকের কথা বলবো, তারা যাওয়ার সময়ে শেষ পর্যন্ত এই রাজ্যকে একটা শূন্যে পৌঁছে দিল। স্যার, এক সময়ে আমাদের উত্তর জেলাতে যাওয়ার পথে রাস্তার দুই ধারে অনেকগুলি গাছ দেখতে পাওয়া যেত, এখন আর সেগুলি দেখা যায় না, সব গাছ কেটে পরিস্কার করে দেওয়া হয়েছে। স্যার, এখন এই রাজ্যে বন বলে আর কিছু নেই, সব কিছু শেষ করে দেওয়া হয়েছে স্যার, একটা সময়তো উদয়পুর যাওয়ার পথে বাগমাতে রাস্তার দুই ধারে, এটা মাননীয় সদস্য রতিমোহন বাবুও জানেন যে দুই ধারে ঘন বন ছিল, এখন সেখানে গাছ বলে কোন কিছু নেই। চারদিক ধূ ধূ করছে, সেখান থেকে তাকালে সোনামুড়া পর্যন্ত দেখা যায়। শুধু টিলার পর টিলা উদয়পুর থেকে সোনামুড়া। একটা গাছ দেখবেন না বাংলাদেশের সঙ্গে ওদের সম্পর্ক আছে। রতি বাবু, সমীর বাবুরা আসলে রতন দেবনাথের সিকিউরিটি চান না। রতন বাবুর বাড়ীতে কালা মিঞা নামেও এক বাংলাদেশী সিকিউরিটি আছে। ওর সিকিউরিটি ওরা চাইছে। এই ধরণের জনস্বষ্টি কাজ ওরা করে গেছেন। আমরা ক্ষমতায় এসে এই দপ্তরের হিসাব নিকাশ চাইলাম। তখন বলা হলো যে ১ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হচ্ছে। রতি বাবু ওদের দলেরই একজন বিদ্যুৎ মন্ত্রী ছিলেন। উনি ফরাসী ঘুরে এসেছেন। উনি নাকি বিদ্যুত আনতে গিয়েছিলেন। লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে। এই সব কাণ্ড কারখানা ওরা করেছেন। ওদের আমলে বড়মুড়াতে যেগুলি ছিল সেগুলিও বন্ধ হয়ে যায় অমল বাবু চলে গেছেন সামনা সামনি হলে বলতে পারতাম। ১৯৯০ সালে জোট মন্ত্রীসভার আমলে বড়মুড়ার একটা ইউনিট বন্ধ হয়ে যায়। চালু করার ব্যবস্থা করেনি। যেগুলি ছিল সেগুলিকে বন্ধ করে গেছে। এর মধ্যে চাহিদা বেড়ে গেছে। এটা টেকনিকেল ব্যাপার গায়ের জোরে হয় না। যন্ত্রপাতির এমন একটা ব্যবস্থা ওরা করে

গেছেন, ১২টা বেজে গেছে। বাহিরে নেপকোতে আমাদের যে শেয়ার আছে তাতে আমাদেরকে ২০ মেগাওয়াট দেওয়া হয়। সিংকুনাইজেশন করতে হবে, বড় বড় মেশিন, এইসব মেশিন শেষ পর্যায়ে এসে চলে গেছে। তাই একটু সময় লাগবে। রুখিয়া থেকে ৮ মেগাওয়াট পাওয়া যেতো প্রাকৃতিক কারণে বন্ধ হয়ে গেছে এই অবস্থা দূর করতে হলে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা দরকার। গ্যাস কারবাইনের জন্য যে হেভি মেশিন দরকার, তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি দরকার। সেটা বিদেশ থেকে আনতে হচ্ছে। আমাদের এখানে যন্ত্র খারাপহলে তা মেরামত করার মত ব্যবস্থা নাই। এমন কি যন্ত্র খারাপ হয়ে গেলে এখানে তা মেরামত করা দুস্কর হয়ে যায়। ইচ্ছা করলেই সব কিছু করা যায়না। তারজন্য আমাদের পরিকল্পনা চাই এবং এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য আমাদের ঐকান্তিকতা চাই। বিদেশ ভ্রমণ যদি উদ্দ্যেশ্য হয় তাহলে এই অবস্থায়ই হবে। বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর আমাদের প্রতিটি কর্মচারী প্রতিটি ইঞ্জিনীয়ার সচেষ্ট হয়েছেন কি করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়। তারপর আমাদের মন্ত্রীসভা, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় থেকে আরম্ভ করে সকল মন্ত্রীই দায়িত্বশীল আছেন, আমরা চেষ্টা করছি কি করে বিদ্যুৎ পরিস্থিতির উন্নতি করা যায়। আমাদের এই অনবরত প্রচেষ্টার ফলে এই অল্প সময়ের মধ্যে ৪ মেগাওয়াট থেকে খারাপ যন্ত্রাংশ গুলিকে মেরামত করে আমরা ৩৫ মেগাওয়াট জেনারেশনে পৌঁছেছি। আমি মাননীয় সদস্য অমল বাবুকে বলব— উনি তো সব বলে গেলেন ত্রিপুরা রাজ্যের ইতিহাস উনার জানা আছে কিনা। আমাদের কর্মচারীরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য চেষ্টা করছে না সেই দাবী আমি করছি না। আমাদের কর্মচারীরা বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য কাজ করছেন। কিন্তু এরকম সময় গেছে কিনা যেখানে একটানা এক বছরের বেশী সময় ধরে ত্রিপুরা রাজ্যে ২৬ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়েছে, এরকম ইতিহাস আছে কিনা ? যদি দেখাতে পারতেন তাহলে তাদের সমালোচনা আমি গ্রহণ করব। আগে আমাদের যে চাহিদা ছিল সেটা আজকে অনেক বেড়ে গেছে। গতকালও আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি পিক আওয়ার্সে আমাদের ডিমাণ্ড ছিল ৭৬ মেগাওয়াট। সুতরাং এই চাহিদা তো ২০ মেগাওয়াট দিয়ে মেটানো যায় না। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমাদের পুলিশ কর্মচারী এবং ও, এন, জি, সির এক অফিসার খুন হবার ফলে সেখানে আজকে তিনদিন ধরে গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ হয়ে আছে। রুখিয়াতেও একই অবস্থা! সেখানে ১২টার সময় কাজ শুরু করার কথা। কিন্তু সেখানে কাজ শুরু হয়েছে কিনা আমি জানিনা। বড়মুড়া এখনও বন্ধ। শুধু ডম্বুরের ৯ মেঘাওয়াট-এর উপর নির্ভর করে আমাদের চলতে হচ্ছে। এই অসুবিধাগুলি আছে। মাননীয় সদস্য অমল বাবু এখানে যেভাবে উনার বক্তব্য রেখে গেলেন এতে এটা পরিস্কার যে রাজ্যের মানুষের জন্য উনার উৎকণ্ঠা না, রাজ্যের মানুষের জন্য উৎকণ্ঠা না, উনার উৎকণ্ঠা রাজনৈতিক প্যাঁচে। আজকে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি টাকার যন্ত্রাংশ আমদানি করা হচ্ছে। কিন্তু সেগুলি অনবরত চুরি হচ্ছে। শুধু বিদ্যুৎ চুরিই না। অনবরত বিদ্যুতের যন্ত্রাংশ চুরি হয়ে যাচ্ছে যা লাইনে আছে। টাওয়ারের মেম্বার চুরি হয়ে যাচ্ছে। ফলে টাওয়ার ধ্বংস যাচ্ছে। এ গুলিতো পরিকল্পিতভাবে করা হচ্ছে। এগুলিতে উনাদের চক্রান্ত। স্যার, ওর বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর একটা প্রতিকূল পরিবেশ আমাদের ফেস করতে হচ্ছে। বিভিন্ন চক্রান্তের বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হচ্ছে। মাননীয় সদস্য অমলবাবু যেভাবে প্রস্তাবটিকে উত্থাপন করলেন, উনি পত্রিকা পড়েন না, সেটা আমি বিশ্বাস করি না, উনি পত্রিকা পড়েন। আমরা যে কাজ করছি সেটা উনি জানেন। কিন্তু জেনেও না জানার ভান করে আছেন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। উনারা রাস্তাঘাটে এতদিন যেসব অনর্থ করে বেড়াতেন এখন তা বিধানসভায় এনে উপস্থিত করেছে। এই সুযোগে আমরা ত্রিপুরাবাসীকে প্রকৃত কথা বলতে পারব।

আর একটা বিভ্রান্ত মূলক খবর এখানে বলেছেন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা কোন সরকারের আমল থেকে, কোথা থেকে তিনি এনেছেন জানি না এই তথ্য। কিন্তু এখানে দপ্তরে যে তথ্য আছে ১৯৯২-৯৩ সালের আর্থিক বর্ষে ১ লক্ষ ১০ হাজার ৮৬৪ টাকা ক্রাইবার ছিল। ১৯৯৩-৯৪ সালের আগষ্ট পর্যন্ত ৮৩২০ দেওয়া হয়েছে, সর্ব সাফুল্যে ১ লক্ষ ২১ হাজার ১৮৪ জন। কিন্তু মাননীয় বিরোধী সদস্যরা বলে গেলেন উনাদের আমলে এগুলি নাকি ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ছিল, এটা অবশ্য ঠিক তথ্য উনারা দিয়েছেন। কারণ ওরা হুক লাইনের কবর করেছিলেন, ওরা হুক লাইনে এসেছে, কারবারও করেছেন হুক লাইনে, এই হিসাবটা অমল বাবুর আছে। এটার তো আমাদের দপ্তরে হিসাব নেই সেই জন্যই আমি এই কথা বলছি। অমলবাবুরা এইসব যে করেছেন সেই জন্য ১ লক্ষ ২৫ হাজার থেকে দুই লক্ষ হিসাবে পৌঁছে গেছেন। ওরা কাজ করেছেন এটাতেই আমাদের বিদ্যুৎ ব্যবস্থার অবনতি ঘটেছে, এটাও আর একটা কারণ। এ টাকা বন্ধ করার জন্য আমরা কিছু করিনি এটা রাজ্যবাসী জানেন, আমরা জানি, অমল বাবুরা জানেন না, এটা কি আমাদের বিশ্বাস করতে হবে রাজ্যবাসী তো জানে আমরা পুলিশের সহযোগিতায় হাজার হাজার বেআইনী কানেকশান অন্ততঃ ২০ হাজার ছিন্ন করেছি। কমলপুরে তিন জনের সাজা হয়ে গেছে। এই রকম ঘটনা ত্রিপুরা রাজ্যের গত জোট সরকারের ৫ বছরের ইতিহাস-এ একটা আছে কিনা আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই। সুতরাং সরকারের যে কোন প্রচেষ্টা নেই বলেছেন এটার কোন ভিত্তি নেই এবং বিভ্রান্তি ছড়াবার অপপ্রচার তিনি করেছেন। বেআইনী লাইনগুলি আমরা ছিন্ন করেছি এখন আবার সেই লাইনগুলি লাগছে। এটা করতে গেলে পুলিশের সহযোগিতা দরকার, পুলিশের সঙ্গে আমি কথা বলেছি। পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়ে গেল। তারপর ওরা যা করছে চক্রান্ত করে এখানে ওখানের মানুষকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে আইন শৃংখলার প্রশ্নে বিধানসভায় যাতে ইস্যু তোলা যায়, স্যার, লক্ষ্য করলে এইগুলি দেখবেন, এক ভদ্রলোক আছেন সন্তোষমোহন দেব উনি যতবার ত্রিপুরার রাজ্য এসেছেন ততবারই এইসব অনাসৃষ্টি হচ্ছে। যেমন মানুষকে এখান থেকে, ওখান থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, খুন হচ্ছে,, রাজ্যকে দাঙ্গার কিনারায় নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা ইত্যাদি। ইতিহাসটা দেখুন, অন্য কাউকে বলতে চাই না স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কল্পপিরিসি যতবারই আসেন ততবারই একটা না একটা হটগোল করে, একটা না একটা কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি করা যায় কিনা সেটা দেখেন ওরা। ওরা সেই ভাবে টেইণ্ড হয়েছে তাই কংগ্রেস যুব সমিতি যখনই বিধানসভার অধিবেশন বসছে এবং তখনই একটা না একটা বিষয় থাকে যেমন পঞ্চায়েত নির্বাচন যাই থাকবে তখনই তাকে বানচাল করার জন্য মানে যখনই কোন উন্নয়নমূলক কাজ আমরা গ্রহণ করব সেগুলি বানচাল করার জন্য ওরা সচেষ্ট হয়ে উঠেন। ঠিক তেমনি এই চক্রান্তের হাত থেকে বিদ্যুৎও বাদ যায়নি। তার জন্য লাইন চুরি করা অর্থাৎ হুক লাইনের কারবার করা এই সব বেআইনী। মাননীয় মন্ত্রী জিতেন চৌধুরী বলেছেন, আমি জানি না, আমি দপ্তরে খবর নিয়ে নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থা করব। অঙ্গ মগ বিধানসভার কংগ্রেস (আই)-এর সদস্য ছিলেন। উনার ২২ হাজার টাকার ইলেকট্রিক বিল বাকী আছে। আমার দপ্তর থেকে বলা হয়েছে লাইন কেটে দেওয়া হয়েছে। কালকেও পরশুও তার বাড়ীতে আলো জ্বলেছে। রাজ্যটাকে এইভাবে ধ্বংস করার উপক্রম করছে। এইগুলি আমরা নিশ্চয়ই দেখব। চক্রান্তকারীরা এই সব কাজ করবেন, তা বলে তাঁসবার এইজিনিস সমর্থন করা উচিত নয় বা এইগুলিকে চলতে দেওয়াও উচিত নয়। তার জন্য সরকার ব্যবস্থা নিচ্ছে এবং আমরা আমাদের সাধ্যমত সেই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করব। স্যার, আমি যেটা বলতে চাই আমাদের যা আছে তাই নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট নয়। আপনারা শুনেছেন, আমার আগে ২-১ জন বক্তা বলেছেন ওরা বিদ্যুতের উন্নয়নের জন্য কি করেছেন। সমীর বাবু এখান থেকে চলে গেছেন, অমল বাবু এখান থেকে চলে গেছেন, কারণ প্রকৃত ঘটনা ফাঁস হলে ওদের অবস্থা খারাপ হবে। মাননীয় সদস্য পবিত্র কর বলেছেন ওদের আমলের ৫০০

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আনবার কাহিনী! আমি আর বলতে চাইনা। ওরা একটা যন্ত্র বসিয়ে ৫০০ মেগাওয়াট তৈরী করবেন, ত্রিপুরার চাহিদাও মেটাবেনই, আশেপাশের যে রাজ্যগুলি আছে যাদের বিদ্যুতের অভাব আছে তাদের চাহিদাও মেটাবেন। এই কাহিনী ত্রিপুরার মানুষ শুনেছেন। কিন্তু আসলে জিজ্ঞাস্য হচ্ছে ৫০০ মেগাওয়াট উৎপাদন করার মত যে যন্ত্রটা সেই যন্ত্রটা আনবার মত সংগতি ত্রিপুরা রাজ্যের আছে কিনা? নেই। যত বড় ৫০০ মেগাওয়াটের যন্ত্র হবে একটা রাস্তা দিয়ে আনতে পারবে না। রাস্তাশুদ্ধ বসে মাটির তলায় ঢুকে যাবে। আসাম দিয়েও দেওয়া যাবে না। অন্য ব্যবস্থা করতে হবে। মানুষকে বিভ্রান্ত করবার সমস্ত কথাবার্ত্তা তারা বার বার বলেছেন। স্যার, ৮৪ মেগাওয়াটের কারখানা করবার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে এনে শিলান্যাস করা হয়েছে। এটা মাননীয় সদস্য পবিত্র কর বলেছেন উনার বাড়ীর কাছেই এটা। জায়গা ঠিক করেছেন এক জায়গায়, শিলা বসিয়েছেন আর এক জায়গায়। এইরকম কাণ্ডকারখানা। কৃতিত্বের দাবী করছেন প্রধানমন্ত্রী যেটা শিলান্যাস করেছেন সেটা হবে। আমি মাননীয় সদস্যদের জিজ্ঞাসা করি জোট রাজত্বে এত ঘটা করে, এত টাকা খরচা করে এটা করলেন, কিন্তু যেখানে শিলান্যাস হল সেখানে হওয়ার মত সুবিধা নেই, অরিজিনেলি যেখানে ঠিক করেছিলেন সেখানেও হওয়ার মত সুবিধা নেই। এটা কোনটাই হওয়ার মত সুবিধা নেই। কারণ টি, এস, আর ক্যাম্পের ভিতরে শিলাটি আছে। এটা বলা যায় ওদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি আছে, সমীর বাবু বসিয়েছেন, সুধীরবাবুর ওটার শিলাটি তুলে নিয়ে টি, এস, আর ক্যাম্পে বসিয়েছেন। আমাদের কোন আপত্তি নেই! অন্ততঃ শিলাটা সিকিউরড্ হয়েছে। নেতা সিকিউরড্ হোক না হোক, মানুষ সিকিউরড্ থাক না থাক শিলা সিকিউরড হয়েছে। আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই যে জায়গাটা দিয়েছে এটা ত রাজ্য সরকারের করবার কথা নয়, এটা ত নেপকো করবে। ওদের জায়গা হ্যাণ্ডওভার হয়েছে? জায়গা হ্যাণ্ডওভার করা হলনা, ওরা ৮৪ মেগাওয়াট বিদ্যুতের কারখানা তৈরী করে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দেবে। কৃতিত্বের দাবী করছে। কৃখিয়ার কথা বলছেন, কয় বৎসর লাগে? একটা ফরেষ্ট ক্লিয়ারেন্সের জন্য কাগজ চলতে কয় বৎসর লাগে। ৫ বৎসর মাঝখানে অতিক্রান্ত হয়ে গেল, কাগজ আগরতলা থেকে শিলং পর্যন্ত গেছে ৫ বৎসরে। ফরেষ্ট ক্লিয়ারেন্স সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে নেওয়া ত দরকার যার জন্য কাজ আটকে ছিল। আমাদের গভর্ণমেন্ট এসে লোকজন দিয়ে কষ্টটষ্ট করে শিলং থেকে কাগজটা এনে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে নেওয়া হয়েছে। সরকারের এখন টাকা পয়সা সেংশান হয়েছে। আমরা দ্বিতীয় ইউনিটের কাজ শুরু করব। তারজন্য ত আমাদের রাজ্যের অবস্থা দেখে বসে থাকলে হবে না, আমাদের অভাব আছে, অভাব পূরণ করতে হবে। তারজন্য আমাদের রাজ্য সরকারের ক্ষমতা থাক বা না থাক তার মধ্য থেকেই রাজ্য সরকারে টাকা থেকে থার্ড ফেইসের কাজ আমরা শুরু করে দিয়েছি। আশা করছি আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারবে, এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে বার বার আমরা কথা বলেছি, আমি কথা বলেছি, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তিনিও ব্যাক্তিগতভাবে কথা বলেছেন, আমাদের দপ্তরের অফিসার, সেক্রেটারী যারা আছেন ওনারাও বার বার চেষ্টা করেছেন, এই নিয়ে দিল্লীতে বহু দরবার হয়েছে। সুতরাং সেই সবের ফলে আমাদের সেকেণ্ড ফেইজের কাজ করার জন্য কিছু টাকা পয়সা পেয়েছি। এ বছর ২০ কোটি টাকার কাজ আমরা করতে পারব এবং ঐ অর্থটি পাওয়ার জন্যই এই কাজটা আমরা করতে পারব এই রকম একটা ধারণার মধ্যে আমরা আসতে পেরেছি এবং এই কাজটা করতে এক দুই বছর সময় লাগবে। কনষ্ট্রাকশান করে এবং অন্যান্য সব কিছু তৈরী করে তারপরেই আরও ১৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সেখান থেকে পাওয়া যাবে। এরপরেও আমাদের সেখানে পরিকল্পনা রয়েছে, এই তিনটা ফেইজের কাজ শেষ হয়ে গেলে ষ্টিম থেকে

আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, কিন্তু সেখানে যা উৎপাদন হওয়ার কথা তার ৫০ পারসেন্ট সেখানে উৎপাদন হয়। সেখানে গ্যাসের দরকার হয় না. কারখানাগুলির যে স্টীমটা উৎপন্ন হবে, যে হিটটা হবে তার থেকেই বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে এবং এটা হলে পরে আমাদের আরও ২৪ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ ওখানে উৎপন্ন হবে। এছাড়াও যেটি ১৯৯০ সাল থেকে বন্ধ হয়ে আছে বড়মূড়াতে সেটাকেও চালু করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, টেণ্ডার করা হয়েছে এবং সেগুলি ফাইনালাইজেশনের পথে। আমরা ভাবছি আগামী সাত আট মাসের মধ্যে আরও ৬ মেঘাওয়াট বিদ্যুৎ যেটা উৎপাদন হওয়ার কথা সেটাকে উৎপাদনে নিয়ে আসতে পারব। এখানেই শুধু শেষ না, আমরা চেষ্টা করছি এখন থার্ড ইউনিট যেটা আছে ডম্বুরে তাতে যেখানে দিয়ে জলটা যাবে সেখানে দিয়ে আরও বেশী জল পাঠিয়ে আরও তিন থেকে সাড়ে তিন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কি না। বিগত দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের আমলের শেষের দিকে আমরা ১৯৮৬ সালে রামভদ্রতে যে জল ডম্বুর থেকে আসে সেখানে নূতন করে আর একটা ১ মেঘাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন প্রকল্প করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছিল। ওটাকে জানি না কেন জোট আমলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। একটা কাজ শুরু হয়েছে এবং তার জন্য হাজার হাজার টাকা খরচ হয়েছে, কনষ্ট্রাকশান শুরু হয়েছিল সেই অবস্থায় তারা ওটাকে বন্ধ করে দিলেন। এখন আবার আমরা এক্সপার্ট টিম পশ্চিমবঙ্গ থেকে যারা এলেন পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যুৎমন্ত্রী তিনি নিজেও একজন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার আরও একটা টিম এনেছেন, তারাও দেখেছেন এবং দেখেন যে না এটা হওয়া সম্ভব না। তাদের পরামর্শ নিয়ে আমরা নুতন করে সেটাকে চালু করছি। ওখানেও এক মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সুতরাং এটা আমরা করতে পারছি। এছাড়াও আমরা জানি পত্র পত্রিকায় দেখেছেন রামচন্দ্রনগর নিয়ে এতবড় কথা উঠেছিল, সেই রামচন্দ্রনগর এখন একটা ফাইনাল সেপে এসে গেছে। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গ নিয়েছি, আমাদের পরিকল্পনা কমিশনের কাছে এই ব্যাপারগুলি সব নেওয়া হয়েছে, আমরা জায়গা নির্ধারন করেছি, সেটা আগে করা হয়নি। সেই জায়গা আমরা তাদেরকে দেখিয়েছি, তারা সেই জায়গার উপর নির্ভর করে প্রজেকট রিপোর্ট তৈরী করেছে, কিছু কাজ শুরু হয়েছে। আমরা এর মধ্যেই জায়গা হ্যাণ্ড-ওভার করব। আমরা তাদেরকে বলেছি, তোমরা আস, এসে জায়গা নিয়ে যাও এবং কাজ শুরু কর। গত ১৫ তারিখ আমরা যে মিটিং করলাম সেই মিটিং-এর মধ্যে ঠিক হয়েছে, আশা করা যায় আগামী অকটোবর মাসের মধ্যে আমরা সেখানে কাজকর্ম শুরু করতে পারব। এছাড়াও নূতন প্রকল্প হিসেবে দুই হাজার সাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট গ্যাসের সংকুলান হলে পরে আমরা বড়মুড়াতে আরও একটা ২১ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটা প্রকল্প ষ্টার্ট করতে পারি কিনা তার জন্য ফীজিবিলিটি রিপোর্ট ইত্যাদি নেওয়ার জন্য আমরা চেষ্টা করছি, কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গেও কথা বলেছি। শুধু সেখানেই নয় রাজ্যের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমাদের উৎকণ্ঠা তো কম নয়, আমরা সেই জন্য নন-কনভেনশনে যে এনালাইসিস পসেজে আছে সেগুলি আমরা আমাদের দপ্তরের মধ্য দিয়ে চেষ্টা করছি যেখানে খুব ইনটেরিয়ার, যেখানে লাইন নিয়ে যাওয়া খুব কষ্টকর সেই সব জায়গাতে যাতে লাইন দিতে পারি তার চেষ্টা আমরা করছি। এ বছর যে আর্থিক সাহায্য পেয়েছি তাতে যাতে প্রতি ব্লকে অন্তত একটা করে গ্রামকে সেই ধরণের নন-কনভেনশনাল এনার্জি দিয়ে তাদের ইলেকট্রিসিটির সুযোগ করে দিতে পারি তার চেষ্টা আমরা করছি এবং এইটা আমরা দিতে পারব। ... ...

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :— যেখানে হয়তো আরো কয়েক বছরে বিদ্যুৎ পৌছানো এই অর্থসংকটের মধ্যে সম্ভব হতো না।

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

স্যার, অপেনারা জানেন আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদন করে এবং বহিঃরাজ্য থেকে বিদ্যুৎ আমদানী করা এই সমস্ত বাবদ মাইনে টাইনে বাদ দিয়ে দপ্তরের প্রায় ৪০ কোটি টাকা খরচ হয়। জোট আমলে যেখানে সবচেয়ে বেশী ৪০ কোটি টাকা খরচ হতো কিন্তু তারা বাণিজ্য করেছেন (যেহেতু এইটা গভার্নমেন্টের কমার্শিয়েল ডিপার্টমেন্ট) সাত কোটি টাকা। কিন্তু আমরা অনেক চেষ্টা করে গেলোবার ১২ কোটি টাকায় গিয়ে পৌঁছেছে এবং এই বছর আমরা ২০ কোটি টাকায় লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করেছি। কারণ একদিনে তো আর এইটা হবে না। পাঁচ বছরে মানুষের যে অভ্যাস হয়েছে না দিতে পারলে বাঁচে এই রকম একটা মানসিকতার মধ্যে তারা চলে গেছে। দপ্তরে মধ্যেও এই সব করেছে—ওয়ার্ক কালচার যা ছিল তাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। এই অবস্থা থেকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট করছে হচ্ছে। আমাদের দপ্তরের কর্মচারীরা ইঞ্জিনিয়াররা এবং লেফ্‌ট্‌ ফ্রন্ট গভার্ণমেন্ট আমরা এই প্রচেষ্টা ইত্যাদি চালাচ্ছেন।

যেটা আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানের মত অবস্থা আছে সেটা হলো বহিঃরাজ্যের বিদ্যুৎ। বাইরে থেকে নিশ্চয়ই আনতে পারি-নেপকো থেকে আমরা বিদ্যুৎ আনি। আমাদের শেয়ার সেখানে আছে—২০ মেগাওয়াট শেয়ার সেখানে আছে। তাছাড়া আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার কথা দিয়েছেন এবং বলেছেন যে "আপনারা যা পারেন নিন্‌।" কিন্তু আমাদের আসামের উপর দিয়ে ছাড়া আর কোন রাস্তা নাই। সেই আসামের সঙ্গে আমরা শেষ পর্য্যন্ত কথা বলেছি। আসাম বলেছে যে আমরা অন্ধকারে আছি আর আমাদের উপর দিয়ে তোমরা বিদ্যুৎ নিয়ে চলে যাবে আমরা কিছুই পাব না এইটা কেমন কথা হলো। "আমরা এইটাও স্বীকার করে নিয়েছি যে" ঠিক আছে, আমাদের আর্জেন্সীর ২০ মেগাওয়াট আনব পশ্চিমবঙ্গ থেকে যদিও ওরা আমাদের ৫০ মেগাওয়াট দিতে চান, কিন্তু আনব কি করে এইটাতো আর গাড়ীঘোড়া করে আনা যাবে না। এইটাকে তারের লাইন দিয়ে আনতে হবে। এই রকম লাইন তো আমাদের নাই যে আনতে পারি। তবে আসামের সঙ্গে আমরা কনট্রাক্ট্‌ করেছি যে ঠিক আছে ২০ এর মধ্যে ১০ মেগাওয়াট তোমরা রাখ আর বাকি ১০ মেগাওয়াট আমাদের দাও। এই করেও আমরা রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাবার জন্য যতটুকু পারা যায় চেষ্টা করছি।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রাজ্যে যে লাইন দিয়ে নেপকো থেকে বিদ্যুৎ আসে এই লাইনটি দিয়ে মিজোরামেও সাপ্লাই দেয়। আমাদেরও সাপ্লাই দেয়। আসামে একটা অংশ যায়। এই লাইনে ৪০ মেগাওয়াট এর বেশী বিদ্যুৎ পরিবহন করা সম্ভব নয়। এর চাইতে বেশী পাওয়ারের ফ্লো করানো যদি হয় তাহলে সে লাইনটা জ্বলে যাবে। যা দুর্ভোগ আমাদের পোহাতে হচ্ছে। এই লাইনগুলিতে পুরানো লাইন। নতুন লাইন সেখানে গ্রীড্‌ এখনো করেনি করবে ওরা বারে বারে বলছেন। কিন্তু আমাদের তাগিদ আছে। তাই আমাদের তাগিদেই ওরা যা শর্ত দিচ্ছে সবগুলো আমরা মেনে নিচ্ছি। এইসব মেনেও আমাদের তাগিদে আমরা চাইছি যে আরেকটা লাইন ওরা করুক। কিন্তু এখন সেন্টাল গভার্ণমেন্ট বলে দিয়েছেন যে আমরা করব না। তোমাদের টাকা দেব না। ওরা বাইরে থেকে চেষ্টা করলেও এইখান থেকে এনে লাভ নেই। এখন এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংকের সঙ্গে ওরা যোগাযোগ করছেন। তারা বলেছেন যে আমরা টাকা দেব কিন্তু তোমরা স্বীকার কর আমরা স্বীকার করে দিয়েছি। কিন্তু করতে গেলেও তো সময় লাগবে পাঁচ থেকে ছয় বছর। এটাতো আর হঠাৎ করে বর্তমানে যে লাইন আছে তা দিয়ে মিজোরামকে দিচ্ছে ২০ মেগাওয়াট এবং আমাদের দেওয়া হচ্ছে ২০ মেগাওয়াট। মোট ৪০ মেগাওয়াট এর বেশী এই লাইন দিয়ে আনা সম্ভব নয়। এখন আমাদের যদি বেশী আনতে হয় তাহলে মিজোরামকে কম দিতে হবে। সুতরাং এইসব অসুবিধার মধ্যে আমরা আছি—এটা সকলের জানা আছে—তাদেরও জানা আছে। ওরা পাঁচ বছর যখন গভর্ণমেন্টে চালিয়েছেন তখনতো ওরা কিছুই করেননি। সুতরাং এখন ওরা জানেন না এই কথা বললে তো হবে না। জেনেশুনে

এই কথা বলার অর্থই হয় না—এটাই হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য। সুতরাং এইভাবেই আমরা রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদা মেটানো যায় কি না সে প্রচেষ্টা করছি।

এখন যে প্রশ্নটা উঠেছে যে লোডশেডিং হয় তার সময়সীমা বেঁধে দেওয়া সম্পর্কে স্যার, লোডশেডিং এর সময় সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া যায় যদি শর্ট আমাদের যা আছে সেটা যদি ষ্টেবল হয়। কিন্তু বাইরে থেকে যে বিদ্যুৎ আসছে তাতো ষ্টেবল নয়। কোন দিন আমরা পাই কোন দিন পাইনা। কোনদিন হয়তো লাইন খারাপ হয়ে গেলো। হয়তো তার ছিড়ে যায়, তিন চার দিন হয়তো রইলো এইভাবে তারফলে আমরা সেটা আনতে পারছি না। এইজন্য কোন নির্দিষ্ট সময়সূচী করে দেওয়া আমাদের দপ্তরের পক্ষে অসুবিধাজনক। এটা যদি আমরা জানতাম যে ৪০ পাচ্ছি—এটা অনবরত পাব তাহলে আমরা টাইম ঠিক করে দিতে পারতাম। কিন্তু আজকে পাচ্ছি ৪০, কালকে সেটা ৩০ এ নেমে যাচ্ছে। গত তিন দিনে আমরা মোটামুটি ৩০ থেকে ৪০ এর মধ্যে পাচ্ছি। এই রকম অবস্থা হয়েছে। এই যে সাপ্লাই তৈরী করছে সেজন্য আমরা সময়সীমা নির্ধারণ করে দিতে পারছিনা। এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। তবে আমি আশা করব যে মাননীয় সদস্যরা যেগুলি বলেছেন তা' মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য। আমাদের লাইন বন্ধ করে দেওয়ার জন্য যারা চুরি চামারি করছে সেগুলি বন্ধ করবার উদ্যোগ নিয়েছি এবং আমাদের জেনারেশনকে বাড়ানোর জন্য যে উদ্যোগ আমরা নিচ্ছি তাতে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের যেভাবে আটকিয়েছেন, তারা চান যে না ত্রিপুরার জন্য আমরা কিছু ভাল ব্যবস্থা করি। তাহলে আমি বিরোধী সদস্যদের বলব যে, আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। এখানে দলমতের প্রশ্ন না। আপনারা লক্ষ্য করছেন যে, ত্রিপুরার সমস্যা সমাধানের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সহ সেখানকার এম, পি, (সবদলের) এম, এল, এরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে দাবী উত্থাপন করেছেন। কিন্তু এখানে এসব বলার প্রশ্ন না, প্রশ্ন হচ্ছে আমাদের রাজ্যে যেসমস্ত সমস্যা আছে সেগুলি সমাধান করতে গেলে আমরা কিছু উন্নতি করতে চাই এবং করতে গেলে সেগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে। এবং যেসব পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি আমি আশা করব যে, বিরোধী দলের সদস্যরা অন্তত সেগুলি সমর্থন করবেন, সমর্থন করবেন রাজ্যবাসীর স্বার্থে। তাঁরাও গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে করবেন যাতে করে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। যে সমস্যাটা তৈরী হয়েছে সেগুলি সমাধানের দিকে আমরা অগ্রসর হতে পারি। এইটুকু আমি বলতে পারি। আর কেন্দ্রীয় সরকার যেটা মেনে নিয়েছেন তারা যদি সঠিকভাবে আমাদের টাকা পয়সা দেন, আমরা যেভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে যেগুলি করেছি বিনা বাধায় কারণ সমীরবাবু হাত ঘুরাচ্ছেনতো উনার দুষ্ট বুদ্ধি আবার কোন দিক থেকে প্যাচ লাগিয়ে দেবে, এগুলি ঠিক নয়। এইগুলি যদি তারা না করেন, আমি অনুরোধ করব। তাছাড়া টাওয়ার চেয়ার ইত্যাদি যদি চুরি না করেন, এই হুক লাইনের ব্যবসাটা যদি বন্ধ করেন তাহলে হয়ত কিছু করা যাবে। আপনারা যদি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে আসেন তাহলে এক দুই বছরের মধ্যে আমরা ত্রিপুরা রাজ্যের অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে বিদ্যুৎ দিয়ে যেতে পারব। স্যার, যে প্রশ্নটা উত্থাপিত হয়েছে ত্রিপুরার জনসাধারণের কাছে আমি এই আবেদন করব তারা যাতে সরকারের এই প্রচেষ্টাকে সহযোগিতা করেন এবং যারা এই সমস্ত প্রচেষ্টাকে বানচাল করবার জন্য বিভিন্ন চক্রান্ত করছেন তাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিরোধ তুলুন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর একটি নোটিশ এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া। নোটিশটির বিষয়বস্তু হচ্ছে "সম্প্রতি রাজ্যের সর্বত্র খুন সন্ত্রাস, হামলা ইত্যাদি কারণে জনজীবন বিপর্যাস্ত হওয়া সম্পর্কে"। আমি

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে। আর যারা আলোচনা করতে চান তাদের নামের তালিকা জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া ঃ— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমার স্বল্পকালীন আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে রাজ্যের সর্বত্র খুন, সন্ত্রাস, অপহরণ, হামলা, হুজ্জতি, নারী ধর্ষণ, অসামাজিক কার্য্যকলাপ ইত্যাদি অবাধে চলতে থাকায় ক্রমান্বয়ে রাজ্যে যেভাবে আইন শৃংখলার চরম অবনতি সৃষ্টি হয়েছে, সেটা আলোচনা করার আগে গত বিধানসভা নির্বাচনের পর তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় বসার পর এই সতের মাসে যারা দস্যুদের হাতে উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন, খুন হয়েছেন তাদের আমি আমার পক্ষ থেকে এবং আমাদের সহযোগী দলের পক্ষ থেকে এবং হাউসের পক্ষ থেকে তাদের সদগতি কামনা করি এবং যারা খুনী যারা দস্যু তাদের এই হাউসের পক্ষ থেকে তীব্র ভাষায় নিন্দা জানিয়ে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখছি।

মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা লক্ষ্য করছি সারা রাজ্যে যে, ভয়াবহ চিত্র সেটা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এটা আমার ব্যক্তিগত নয়, এখানে যারা হাউসে শাসক দলে আছেন মাননীয় সদস্যবৃন্দ নিশ্চয় আমার সঙ্গে আপনারা সহমত পোষণ করবেন। রাজ্যের যে পরিস্থিতি সেই পরিস্থিতি সমালোচনার জন্য আজকে যেখানে যে কংগ্রেস করছে যুব সমিতি করছে সেটার বাছ বিচার না করে যদি আমরা একটা জায়গায় গিয়ে পৌছতে এবং সেটা নিশ্চয় আপনারা উপলব্ধি করতে পারছেন। যদি সরকারের পক্ষ থেকে সেই উদ্যোগ নেয় তাহলে ভাল হয়। আমরা দেখছি সারা রাজ্যে আজকে হাজার হাজার মানুষ আইন-শৃংখলা জনীত কারণে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। যাদের জন্ম ত্রিপুরায়, যাদের রক্ত এই ত্রিপুরার আবহাওয়ায় গড়া, অথচ আজকে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ চলে গেছে মিজোরামে, কেউ কেউ চলে গেছে শিলচরে আবার কেউ কেউ চলে গেছে বাংলা-দেশে। একের পর এক তারা ত্রিপুরা থেকে চলে যেতে হয়েছে। নির্বাচনের আগে আমরা শুনেছি বস্তা ভরা বক্তৃতা এই গণতন্ত্র প্রবক্তাদের কাছ থেকে। গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার করবে। এখন গণতন্ত্র উদ্ধার করেছে এই গত ১৭ মাসের মধ্যে তা ত্রিপুরার মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। এইভাবে চলতে থাকলে ত্রিপুরার মানুষ আর বাঁচতে পারবে না। প্রতিনিয়ত, প্রতিদিন খুন হচ্ছে, নিগ্রহ হচ্ছে, নারী ধর্ষণ হচ্ছে। এইসব করছে কারা ? এর পেছনে কাদের হাত রয়েছে ? ঐ সন্ত্রাস দলের সৃষ্টি করেছেন আপনারা। একদলকে তারা রেখে দিয়েছে আরেক দিকে আত্মসমর্পণ করিয়ে টাকা পাইয়ে দিচ্ছে। এখনও তাদের কোন সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়নি। দরজা এখনো খোলা আছে। ১৯৯৩ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর-এ আত্মসমর্পন করানো হয়েছিল। এখন পর্য্যন্ত দরজা খোলা আছে। ১ বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এখনও আত্মসমর্পণ অনবরত রয়েছে। যারা খুন করতে পারে তাদেরকে চাকুরী দেওয়া হবে। তাদেরকে পুরস্কৃত করা হবে। এইসব কারণে উগ্রপন্থীদের উপদ্রব এখনো কমেনি। এ, টি, টি, এফকে আত্মসমর্পণ করানো হয়েছে। তারা আরেকটা দলকে রেখে দিয়েছে টাইগার ফোর্স নামে। এখনো দেখা গেছে কোনটা এ, টি, টি, এফ নামে, কোনটা আবার টি, টি, এফ, নামে, কোনটা আবার টি, বি, এফ নামে। এরা কারা ? এদের পেছনে কাদের হাত আছে। আমি এখানে বলছি যে এ, টি, টি, এফ এর পেছনে সি, পি, এম এর হাত আছে। এই এ, টি, টি, এফ এর পেছনে তাদেরই হাত আছে। স্যার আমি আপনার কাছে কয়েকটা তথ্য তুলে ধরতে চাই। এ.সব যে গণতন্ত্র, এদের কাছে মানুষ কোন দিনই গণতন্ত্র

আশা করে না কারন তারা গনতন্ত্র বিশ্বাস করেনা। তারা গনতন্ত্রের বিশ্বাসী নয়। এরা গণতন্ত্রের নামে রামাবলী পরেছে। তা ত্রিপুরার মানুষ ভালভাবেই জানে। গণতন্ত্র সাম্যবাদ কমিউনিজম এক জিনিস নয়। রাশিয়াতে ১৯১৭ সালের পরে তো দেখিনি আর নির্বাচন হতে। যখন নির্বাচন হয়েছে তখন ঐখানকার কমিনিষ্ট পার্টি চূর্ণবিচূর্ণ হল। এমন কি সারা সোভিয়েত রাশিয়া সারা পৃথিবীর মানচিত্র থেকে মুছে গেল। আমরা আরো দেখিছি সেই চীনে ১৯৪৯ সালের পরে এখন পর্যন্ত কোন নির্বাচন হয়নি। এটা হচ্ছে কমিউনিষ্ট পার্টি,এরা গণতন্ত্র বিশ্বাস করে না। কাজেই তাদের কাছে গণতন্ত্র আশা করা রাজ্যবাসীর কাছে কুয়াশা মাত্র। তাদের কাছে গণতন্ত্র শুনা ভূতের মুখে রামনাম শুনার সামিল। কাজেই মাননীয় স্পীকার স্যার, তাদের এই গণতন্ত্রের ব্যাখ্যা আমি দিচ্ছি, আমি একটি নাটক দেখেছিলাম সেই কলিকাতার বিখ্যাত নাটক পার্টি সেটি আমি উদয়পুরে দেখেছিলাম,একটি কথা মনে পড়ে গেল এই রাজ্যে ওরা ওরকমই করেছে, সেখানে একজন শিশুর জন্ম হয়েছে হিন্দু পরিবারে আর পাঁচ বছর পরে, যখন তার মা বাবা মারা যায় তাকে এক মুসলিম লালন পালন করে। পালন করার পর শিশুটি যখন ২৪-২৫ বছরের বালক হল তখন পালক পিতা ও পালক মাতা মারা গেলেন। তখন সে একা হয়ে পরলেন, তখন তিনি মনে করলেন যে আমার জন্ম হয়েছিল হিন্দু পরিবারের আর আমাকে কে লালন পালন করছে ঐ মুসলিমরা। কাজেই আমি হিন্দুও নই মুসলিমও নই। আমি হিন্দুধর্মকেও বিশ্বাস করি না এবং মুসলিম ধর্মকেও বিশ্বাস করি না। কাজেই আমার ধর্ম হতে হবে হিন্দুমান, হিন্দুমান হবে ধর্ম। এর নাম রাখা হল স্যার, পিরমহম্মদ। হিন্দুরা তাকে তাকে সত্য নারায়ন আর মুসলমানরা তাকে ডাকত পির মহম্মদ। আর তিনি করলেন হিন্দুদের নাম থেকে রামায়ন বাদ দিয়ে এবং মুসলমানদের নাম থেকে মহম্মদ বাদ দিয়ে নাম রেখেছেন সত্যপির। কারণ ঐ সত্যপিরের ধর্ম হল হিন্দুমান। আপনারাও ঠিক তাই হচ্ছে, আপনারা বাস করছেন এই বিশাল ভারতবর্ষ গণতন্ত্রদেশে। আর আপনরা শিক্ষা নিচ্ছেন ১৯২২-২৩ সালে সেই তাসখণ্ডে। আর আপনাদের জন্ম আর লালন পালন হচ্ছে আমাদের গণতন্ত্র দেশে, আর আপনাদের শিক্ষাগুরু হচ্ছে সেই রাশিয়া ও চীন। আপনারাও সেই সত্যপিরে মত হিন্দুও না মুসলমানও না। হিন্দু ধর্মও মানেন না মুসলিমধর্মও মানেন না। আপনারাও ঠিক তাই। নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে আমরা ক্ষমতায় ফিরে আসলে সেই জঙ্গলের রাজত্ব আর করতে দেওয়া হবে না। সেই জঙ্গলের রাজত্বের কথাতো বাদ দেন আজকে ত্রিপুরার ২৭ লক্ষ মানুষ নরকে বাস করছে। কাজেই গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে মানুষকে ধমক দিতে শুরু করছে এরা। ঐ হিন্দু-মান ধর্মের মত নিজে তৈরী করে পরে প্রচার করতে শুরু করছে তদ্রুপ আপনারাও নিজে তৈরী করে প্রচার করছেন।

স্যার, শাসক দল গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের নামে আজকে সারা রাজ্যের মধ্যে হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। আসলে কিন্তু উনারা গণতন্ত্রকে মানতে চান না। কেন না, গণতন্ত্র মানলে রাশিয়া, চীন এবং কিউবা তাঁদের উপর চাপ সৃষ্টি করবে, এই ভয় তাদের নিশ্চয় আছে। কাজেই এই সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে, তারা আজকে এই রাজ্যে এমন একটা তন্ত্র সৃষ্টি করতে চাইছেন যার মাধ্যমে এই রাজ্যের ২৭ লক্ষ মানুষের কাছে জবাইতন্ত্র নামে পরিচিত। স্যার, এই জবাইতন্ত্রকে তারা আজকে বিধানসভার বাইরে নয়, তার ভিতরেও চালু করতে চাইছেন। যেমন, তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারে আসার পরে সি, পি, এম দলের প্রাণ পুরুষ যিনি বিগত দশ বছর এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে রাজ্য পরিকল্পনা বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হল, আমরা সেজন্য খুবই খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু দেখা

গেল, ৬ মাস পার হতে না হতেই তাঁকে জবাই করে দেওয়া হল। আজকে এই হাউসে দেখছি যে একটা মহিলা কমিশনের বিল উপস্থাপন করা হয়েছে। বলা হচ্ছে, এই সরকার নাকি মহিলা দরদী। কিন্তু এই মহিলা দরদীর নমুনা তো আমরা কিছুদিন আগেই পেয়ে গেছি। এই রাজ্যের একমাত্র সদস্যা, যাকে অনেক বড় বড় কথা বলে মন্ত্রীসভায় স্থান দেওয়া হল, তার অবস্থাটা কি হল? তাকেও জবাই করে দেওয়া হল। তাই, এই সভায় মহিলা কমিশনের বিল পাশ হয়ে গেলেও আমরা দেখবো যে যাকে ঐ মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান করা হবে, তাকে ৭ দিনের মধ্যেই জবাই করে দেওয়া হবে। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার কাছে এই রাজ্যের হাজার হাজার মানুষ এই সরকারের আমলে খুন হয়েছেন, তাদের একটা লিষ্ট আছে, আমি সেটা আপনাদের মাধ্যমে এই হাউসে রাখতে চাই। স্যার, এইসব খুনের এক একটা করে যদি বলতে যাই, তাহলে তিন ঘণ্টা বলেও শেষ করা যাবে না।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য, আপনি ইতিমধ্যে ১৫ মিনিটের উপর সময় নিয়েছেন। কিন্তু এই আলোচনার জন্য আমাদের ১ ঘণ্টা সময় ধার্য্য করা আছে, এই সময়ের মধ্যে অন্যান্য সদস্যদেরও কিছু বলার থাকতে পারে। তাই, আমি আপনাকে অনুরোধ করছি যে আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করুন।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সংক্ষিপ্ত করার চেষ্টা করছি, কেন না, এক একটা করে বলে গেলে অনেক সময় লাগবে। শ্রী অজিত চৌধুরী, এ্যাকস চেয়ারম্যান, তাকে হত্যা করা হয়েছে নোয়াবাদীতে, তাঁরাচান্দ সরকার, ফটিকরায়। দিলীপ ভট্টাচার্য্য, মন্ত্রী পল্লী, এটা খুব বেশী দুরের নয়, তারপর আছে কালীপদ দাস, হরিচরণ মণ্ডল, লক্ষী নোয়াতিয়া এই রকম হাজার হাজার মানুষকে খুন করা হয়েছে, আবার হাজার হাজার মানুষের এমন অবস্থা যে তারা ঘর থেকে বের হতে সাহসটুকু পর্য্যন্ত হারিয়ে ফেলেছে। কাজেই এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে, সরকারী প্রশাসনকে সুষ্ঠ পথে নিয়ে যাওয়া যায়, তার জন্যই আমি এই আলোচনাটা করতে চাইছি। প্রশাসনিক ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে নেওয়া হয় তার জন্য আবেদন রাখছি। এখন এই গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় এখানে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সভায় উপস্থিত নাই। ওরা অনেক সময় বলেন যে আলোচনা হবে। কিন্তু আলোচনার সময় মন্ত্রী মহোদয় এখানে নেই। কারণ ওরা মুখ দেখাতে পারছে না। তাই চেম্বারে বসে আছেন অথবা বাড়ীতে চলেগেছেন। এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আমি বলতে চাই যে, দলমত নির্বিশেষে সরকার পক্ষ একটি মিটিং ডাকুন। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ১৬ তারিখ বিধান সভার মিটিং এখানেই বসেছে এর মধ্যে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত উদ্বেকজনক। এই পরিস্থিতি যাতে বিরাট আকার ধারন না করে, হাজার হাজার মানুষ যাতে খুন না হয়, মা বোনরা যাতে ধর্ষিতা না হয় সেইজন্য এই সর্বদলীয় মিটিং দরকার। একটি সর্বদলীয় কমিটি করে এই রাজ্যের মানুষের জীবনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের জোট সরকারের আমলে উত্তরের গেইটে বর্তমান রাজস্বমন্ত্রী সমরবাবুর স্ত্রীর গাড়ীর সংগে বিজয় রাংখলের গাড়ীর ধাক্কা লেগেছিল। সংগে সংগে বিজয় রাংখল উনার স্ত্রীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিল। এই ঘটনা নিয়ে সমরবাবু চীৎকার শুরু করেছিলেন যে, টি, ইউ, জে, এসের, গুণ্ডারা, কংগ্রেসী গুণ্ডারা উনার স্ত্রীকে মারবার চেষ্টা করেছিল। আজকে উনার নির্বাচনী কেন্দ্র সোনামুড়ায় পুস্পরানী যখন তার শিশুর সামনে ধর্ষিতা হলো তখন কিন্তু সমরবাবু একটি শব্দও করেননি। কারণ পুস্পরাণী উনার কোন আত্মীয় নয়। যারা খুন হয়েছে তারা খুন হয়ে গেছে। কাজেই আবেদন রাখছি আসুন সবাই মিলে ১৯৮০ সালের দাঙ্গার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার ব্যবস্থা করি। গত ১৬ তারিখ থেকে আজ ১৯ তারিখ দু'দুটি মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। আজকে চতুর্দিকে শুনছি ১৯৮০ সনের পদধ্বনি। এটাকে রোধ করার জন্য সরকার পক্ষকে এগিয়ে আসা উচিত। কবি বলেছেন অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তব ঘৃণা যেন তারে তৃনসম দহে। অন্যায় যে করে আর অন্যায়

যে সহে, সমভাবে দোষী। সর্বদলীয় মিটিং করে এর প্রতিরোধ করা দরকার। খুন, রাহাজানি থেকে কাউকে রেহাই দিচ্ছে না। স্যার সরকারী কর্মচারী থেকে শুরু করে সাধারণ গরীব মানুষ কেউ রেহাই পাচ্ছে না উগ্রপন্থীদের হাত থেকে। স্যার মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দ্দেশে ডাক্তার ইলা ঘোষের নেতৃত্বে এক দল ডাক্তার রোগীদের চিকিৎসা করার পর তারা আগরতলায় ফিরছিলেন। পথে তাদের উগ্রপন্থীরা আক্রমন করে। ডাক্তাররাও তাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। এই উগ্রপন্থীরা বামফ্রন্ট সরকারের পোষ্য। কাজেই ডাক্তার থেকে শুরু করে সাধারণ মেহনতী মানুষ কেউ রেহাই পাচ্ছে না এবং সাংবাদিকরা পর্যন্ত উগ্রপন্থীর হাত থেকে রেহাই পাচ্ছে না। কাজেই আজকে আমি এখানে যে আলোচনার অবতারনা করেছি আমি আশা করছি সরকার পক্ষের বন্ধুরা আমার সাথে সহমত পোষণ করবেন এবং আমি এখানে যে দাবী করেছি একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করার জন্য সরকার সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই উদ্যোগী হবেন। কারণ সরকার উদ্যোগী না হলে সেটা ফলপ্রসূ হবে না। কাজেই আমার এই প্রস্তাব গৃহীত হবে এই আশা রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসুবল রুদ্র।

শ্রীসুবল রুদ্র (সোনামুড়া) :— মিঃ স্পীকার স্যার, খুব ভাল লাগল শুনে যে মাননীয় সদস্য রতিবাবু এখানে সত্য পীরের গল্প বলেছেন। আজকে বিধানসভায় প্রথম পর্বে যে ঘটনা দেখেছি তাতে উনার মুখে সত্য পীরের গল্প খুব ভাল মানিয়েছে। যে রকম কংগ্রেসী সদস্যদের দ্বারা মধ্যমনি পরিবেষ্টিত হয়ে বন্দেমাতরম শ্লোগান দিয়েছিলেন, তার আগে ১৯৭০ সালে উনাদের শ্লোগান ছিল—(মাননীয় সদস্য কক-বরক ভাষায় শ্লোগানগুলি বলেন)। আজকে উনি কংগ্রেসীদের সাথে একই দেহে লীন হয়ে হাত তুলে বন্দেমাতরম শ্লোগান দিচ্ছেন। সত্যপীরের গল্প উনার মুখে খুব মানিয়েছে। স্যার, উনি আইন শৃংখলার অবনতি ঘটেছে বলে এখানে প্রশ্ন তোলার চেষ্টা করেছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা আমি পরিষ্কার বুঝতে পারছি, বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই কংগ্রেস (আই) এবং উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটানোর জন্য তার বিভিন্নভাবে চক্রান্ত করছেন এবং সেই চক্রান্তের ফলস্বরূপ বলি ৭ই এপ্রিল ৯৩ থেকে ২২শে আগষ্ট ৯৪ইং পর্যন্ত বিভিন্নভাবে ঘটনার বলি সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আমার জানা মতো ৮৪ জন সি পি আই (এম) সমর্থককে কংগ্রেস (আই), উপজাতি যুব সমিতি এবং তাদের সমর্থকরা খুন করেছেন। তাদের মধ্যে ১৬ জন খুন হয়েছেন কংগ্রেসের হাতে এবং ৬৮ জন খুন হয়েছে উপজাতি যুব সমিতি এবং তাদের সমর্থক উগ্রপন্থীদের দ্বারা। এটা নিশ্চয়ই আপনারা সবাই জানেন যে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবার পর ঐ সমস্ত উগ্রপন্থী বিপথে চালিত যুবকদের আহ্বান রেখেছিলেন ভুল পথ পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য। এই অনগ্রসর ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা আছে এবং এই সমস্যাগুলি উগ্রপন্থার ফলে দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই অনগ্রসর দেশকে অগ্রসর করার জন্য, দেশকে শিক্ষিত করার জন্য এবং এই দেশের দরিদ্র মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার জন্য উগ্রপন্থীদের বামফ্রন্ট সরকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। সেই আহ্বানের ২০০০ উগ্রপন্থী স্বাভাবিক জীবনে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু উপজাতি যুব সমিতি এবং কংগ্রেস (আই) যে ভাবেই হোক ত্রিপুরা রাজ্যের আইন-শৃংখলা যাতে অবনতি হয় সেভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই চেষ্টা যদি ফলপ্রসূ হয় তাহলে তো ত্রিপুরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন হবে এবং উনারা আবার ক্ষমতায় ফিরে আসবেন। তাই তারা আপ্রান চেষ্টা করছেন স্যাংক্রাক বাহিনী এবং অন্যান্য আরও বাহিনী গঠন করে, বিভিন্ন ভাবে উগ্রপন্থা সংগঠন তৈরী করে

ত্রিপুরা রাজ্যে আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটানোর জন্য এবং এই সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। বকিশ রাংখল, দেবল, কল্যাণ সিংহ, অমর রায় এই সমস্ত নেতারা কমলপুরে টাইগারস্ ফোর্স—এ, টি, টি, এফ ইত্যাদি উগ্রপন্থী দল খুন করছে এবং অপহরণ করে নিয়ে টাকার বিনিময়ে ছেড়ে দিচ্ছে। যেহেতু তাদের অন্য কোন বিকল্প রাস্তা নেই তাই তারা মিলিত হয়ে এবং তাদের সমর্থকদের নিয়ে এই ধরণের আক্রমণ সৃষ্টি করে রাজ্যের আইন-শৃংখলার অবনতি ঘটিয়ে তারা জনগণকে বিভ্রান্ত করছে।

বিলোনীয়ার জোলাইবাড়ীতে কংগ্রেসী এম, এল, এ ব্রজেন্দ্রমগ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রত্যক্ষভাবে উপজাতি যুবসমিতির একটা গ্রুপ নারী খুন, ধর্ষণ, ডাকাতি এই সমস্ত ঘটনা সংগঠিত করে আসছে। তাদেরকে অর্থ এবং অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করছেন প্রাক্তন কংগ্রেসী এম, এল, এ অঙ্গু মগ এবং টি, ইউ. জে, এসের এ, ডি, সির সদস্য কেস্তুরী মগ চৌধুরী। এই তথ্য কি ভুল তথ্য? আমরা দেখেছি এ, ডি, সির যত টাকা পয়সা বরাদ্দ হচ্ছে সমস্ত টাকা পয়সা এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীদের অস্ত্র-শস্ত্র কিনে দেওয়ার জন্য। যাতে সমস্ত পাহাড় অঞ্চলে একটা অশান্তির বাতাবরণ সৃষ্টি করতে পারে, পাহাড় অঞ্চলের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারে এবং বিভিন্ন জায়গাতে জনজীবন বিপর্যস্ত করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ বাড়ানো যায় এই জন্য চক্রান্ত করছে। ইতিপূর্বে আমরা শুনেছি ব্রজমগ চৌধুরী এন, এল, এফ, টির অন্যতম প্রধান নেতা মোহন রিয়াং এর সাথে সেখানে তাদের অর্থের যোগান দেওয়া, অস্ত্র সংগ্রহ করে দেওয়া, টি, ইউ, জে, এসের যুবকদের এই উগ্রপন্থী দলে অন্তর্ভুক্তি করানোর প্রশ্নে তার ভূমিকা রয়েছে। টি, ইউ, জে, এস নেতা গৌরীশংকর রিয়াং টি, ইউ, জে, এস যুবকদের অস্ত্র-সস্ত্র দিয়ে প্রতিরোধ বাহিনী বলে একটা নতুন বাহিনী সেখানে সৃষ্টি করছেন। এইগুলি কার ফসল? কার নেতৃত্বে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে? এই সমস্ত কথা শোনার জন্য জানিনা ওরা রুমে আছেন কিনা। নেই, বেরিয়ে গেছেন। বামফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য যা যা করার দরকার নাটকীয় ব্যবস্থা, সেই সমস্ত ব্যবস্থা তারা বিধানসভার ভিতরে যেমন করছেন তেমনি বিধানসভার বাইরেও করছেন। মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য বামফ্রন্ট সরকারের যে কল্যাণমুখী কর্মসূচী, সেই কর্মসূচীকে ধ্বংস করার জন্য প্রতিনিয়ত তারা চেষ্টা করছেন। বিরোধী দলনেতা সমীরবাবু আইন-শৃংখলার প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেছেন মাননীয় সদস্য রতন নাথ আসতে পারছেন না সিকিউরিটি মেজার না নেওয়ার জন্য। আমি জানি কিছু দিন আগে আমাদের মাননীয় সদস্য প্রাব দেববর্মার বাড়িতে ডাকাতি হয়ে গেছে সমস্ত গরু ডাকাতি করে নিয়ে গেছে। কারা করেছে আমরা জানি। মোহনপুর অঞ্চলে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে বাংলাদেশী গুণ্ডাদের সেখানে তুলে এনে ইলেকশানে জয়লাভ করার চেষ্টা করেছে এবং এই সমস্ত বাংলাদেশী ডাকাতদের দিয়ে সমস্ত মোহনপুর অঞ্চলে সমস্ত বর্ডার অঞ্চলে কালা মিঞার নেতৃত্বে ডাকাতি চলছে। মাননীয় সদস্য রতন নাথের পেছনের যে গ্রামটা দুর্ভাগ্যক্রমেই হোক আর সৌভাগ্যক্রমেই হোক আমাদের বিধায়কের ভাই গিয়েছিলেন গরুগুলি উদ্ধার করার জন্য বি, এস, এফের সাহায্য নিয়ে। কিন্তু পারেনি, এত ক্ষমতা ওদের। ওখানে রতন নাথের কথায় চলে। রতন নাথের নেতৃত্বে বাংলাদেশী ডাকাতরা (এলাকার লোকদের ধারণা) এই অঞ্চলে ডাকাতি করছে এবং সন্ত্রাসের সৃষ্টি করছে। সদরের বিভিন্ন অঞ্চলে বাংলাদেশী ডাকাতদের দিয়ে তারা এই ধরনের উদ্যোগ সেখানে গ্রহণ করার চেষ্টা করছে। আমরা দেখেছি বিভিন্ন অঞ্চলে তাকমাছড়া, সোনাছড়া, গণ্ডাছড়ার মত প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেখানে উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্বে শঙ্খকুমার জমাতিয়ার এবং টি, এন, ভির কর্ণসিং জমাতিয়া কংগ্রেসের অশোক বৈদ্যের নেতৃত্বে এই সমস্ত সন্ত্রাসবাদীরা এই সমস্ত অঞ্চলের মধ্যে জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করছে, অপহরণ করা, খুন করা, এইসমস্ত কাজ তারা করে যাচ্ছেন। তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে এ, ডি, সি'র কনটেষ্টিং ক্যানডিডেট সর্বহারা রিয়াং এবং তার

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

ছেলে রাজেন্দ্র রিয়াং এর নেতৃত্বে বিভিন্ন ধরনের সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছে। ইতিপূর্বে আমি বলেছি হাওয়াইবাড়ীসহ অন্যান্য জায়গাতে কারা কারা এই সমস্ত ঘটনা ঘটাচ্ছে। ৬ জনকে জায়গাতে খুন করা হল। যতটুকু খবর পাওয়া গেছে এন, এল, এফ, টি এই ঘটনা সংগটিত করেছে এবং তাঁর সাথে উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্ব, আমরা বাঙ্গালী, কংগ্রেস আইয়ের নেতৃত্ব এর যোগসাজস সেখানে প্রমাণিত হয়। এ ত্রিপুরা রাজ্যে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা, সৃষ্টি না করা যায়, যদি শান্তি সম্প্রীতিকে নষ্ট না করা যায় তাহলে বামফ্রন্ট সরকারকে অপসারিত করা যাবে না, দিল্লীর নজরে আনা যাবে না। আর দিল্লীর কর্তা যারা ত্রিপুরা রাজ্যে থেকে কাজ করছেন তারা আসল কাজটা সেখানে করতে পারবেন না এবং সেই জন্যই দেখা গেল ২৯শে এপ্রিল ১৯৯৪ সালে হাওয়াই বাড়ীতে একটা পরিবারের ছয় জনকে নৃশংসভাবে খুন করে সেখানে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়িয়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা তারা করেছিলেন। তারপর ৭ই এপ্রিল ১৯৯৩ থেকে ২১ শে আগষ্ট ১৯৯৪ পর্যান্ত বামফ্রন্টের বিশেষ করে মাকর্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্মী ও সমর্থক ২৬জন ইতিমধ্যেই খুন হয়েছেন। তার মধ্যে কংগ্রেস (ই) খুন করেছেন ১৬ জনকে, আর টি এন ভি, টি ইউ জে এস মিলে ৬৮ জনকে সেখানে খুন করেছেন, এই তথ্য আমার হাতে আছে এবং এই তথ্যের মধ্য দিয়েই দেখা গেছে এক একটা জায়গায় নৃশংসভাবে অপহরণ করে সেখানে ধর্ষণও করা হয়েছে। এই সমস্ত ঘটনা ইতিমধ্যেই ঘটাতে শুরু করে দিয়েছে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে। আমরা দেখেছি আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর জন্য সেখানে সন্ত্রাসবাহিনী উপজাতি যুব সমিতির সহায়তায় এবং কংগ্রেস (ই)র সহায়তায় এইসব করছে। ৯ই নভেম্বর, ১৯৯৩তে নাতিন মনুতে সি পি আই (এম)র কর্মী ও সমর্থকদের একটা ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখেছি সেখানে গোপালক্ষা ত্রিপুরা, কন্যাকুমারী ত্রিপুরা, ইন্দ্রমতি ত্রিপুরা, গনিন্দ্র দেববর্মা প্রভৃতি উপজাতি যুব সমিতির দুর্বৃত্ত দল রাতের অন্ধকারে আগুন লাগিয়ে তাদেরকে জীবন্ত দগ্ধ করেছে এবং ইতিমধ্যেই সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বড়মুড়া সহ বিভিন্ন জায়গাতে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছেন। নিশ্চয়ই আজকের দৈনিক সংবাদের কার্টুনটার দেখেছেন, আমি সেটা দেখেছি এবং পড়েছি। সন্তোষ মোহন দেব যখনই ত্রিপুরায় পদার্পণ করবেন তখনই একটা না একটা পরিকল্পিত ঘটনা সেখানে ঘটিয়ে ছাড়বেন এবং এই ধরণের কার্টুন আজকে বেরিয়েছে। আজকের কার্টুনটার অর্থ হচ্ছে, সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর জন্য চেষ্টা করা এবং খুব সুপরিকল্পিতভাবে বামফ্রন্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর জন্য এই সব তারা করছে। আমরা এই কথাটা এখানে বলতে চাই যে জোট রাজত্বের চেয়ে বামফ্রন্ট রাজত্বে আইন শৃংখলার অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে। এবং এই উন্নতির কারণে আমরা দেখেছি গণতন্ত্রের পুনপ্রতিষ্ঠা করে আমরা পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে সম্পন্ন করতে পেরেছি এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করে পঞ্চায়েত ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করে মানুষের হাতে যাতে বিভিন্ন কাজ পঞ্চায়েত থেকে টাকা পয়সা দিয়ে মানুষের সামগ্রিক উন্নতি করা যায় এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই এই সরকার একটা সুষ্ঠ পরিকল্পনা তৈরী করে অগ্রসর হচ্ছেন যখন ঠিক সেই মুহূর্তে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটানোর চেষ্টা করছেন। এখানে এই কথা বলতে চাই যে, জোটের পাঁচ বছরের রাজত্বের চেয়ে আজকে আইন শৃংখলার অনেক বেশী উন্নতি হয়েছে এবং একমাত্র বামফ্রন্ট সরকারই পারে সারা ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলার সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরী করতে। এই সরকার মানুষের ভোটের অধিকার দিয়েছে, মানুষের নিরাপত্তার অধিকার দিয়েছে এবং এই অধিকারকেই সামনে রেখে ত্রিপুরা রাজ্যের

মানুষ বামফ্রন্ট সরকারের নেতৃত্বে ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নতি সাধনের জন্য এগিয়ে যাচ্ছে। এই কর্মযজ্ঞকে ধ্বংস করার জন্য আইন শৃংখলার প্রশ্ন তুলে বিধানসভাকে অচল করে দিয়ে সেখানে এই সমস্ত ঘটনা ঘটিয়ে জনসমক্ষে বামফ্রন্টকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছে এবং এই উদ্দেশ্যে মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া আলোচনার জন্য যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন তাকে বাতিল করে দিয়ে, মানে তাকে আমি সমর্থন করি না। কারণ সুষ্ঠ আইন শৃংখলা ত্রিপুরা রাজ্যে আছে এবং সেই পরিবেশের মধ্যেই এই সরকার তার সমস্ত কাজকর্ম করছে এই কথা বলে রতিবাবুর প্রস্তাবকে বাতিল করে দিয়ে আমি আমার বক্তব্য হাউসের সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী পান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) **:—** মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃংখলা নিয়ে বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া একটি শর্ট ডিউরেশন আলোচনা এনেছেন—এই ত্রিপুরা রাজ্যে সঠিকভাবে আইন শৃংখলা নাই, খুন সন্ত্রাস ইত্যাদি অভিযোগ করে।

এই আলোচনায় আসার আগে স্বাভাবিকভাবেই বলতে হয় যে কংগ্রেস-টি, ইউ জে, এস, এর ৫ বছরের রাজত্বে আমরা কি দেখেছি—কিভাবে খুন সন্ত্রাস হয়েছে, কিভাবে নারী নির্যাতন হয়েছে, কিভাবে মানুষের সাংবিধানিক অধিকার বিপন্ন হয়েছে। আজকে সেই অবস্থা থেকে মানুষ যখন গনতান্ত্রিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বামফ্রন্ট সরকারকে ক্ষমতায় এনেছেন তখন কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস, এর গাত্রদাহ শুরু হয়েছে। এবং এই সরকার এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত বা এখনো বিরোধীতা করার মত কোন ইস্যু নিয়ে মানুষের সামনে না আসতে পারার ফলে তারা বেছে নিয়েছে আইন শৃংখলাকে। এবং আমরা দেখেছি যে টি, এন, ভি, কে কাজে লাগিয়ে, খুন সন্ত্রাস করে এবং তার ভেতর দিয়ে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। এবং এখনো তারা সেই চেষ্টা করছে কিভাবে মানুষের মধ্যে একটা উদ্বেগ সৃষ্টি করা যায়। আমরা লক্ষ্য করলাম তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস, এর লোকেরা তাদের নেতৃবৃন্দ মিলে অ্যাকশন স্কোয়াড্ তৈরী করেছে এবং সেই অ্যাকশন স্কোয়াডের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খুন সন্ত্রাস সৃষ্টি করে নানা ভাবে পত্র পত্রিকায় প্রকাশ করে জোট সরকার ক্ষমতায় আসার আগে এবং দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকারের শেষ দিকে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে আইন-শৃংখলা মানুষের সামনে প্রোজেক্ট্ করে—হয়তো সেই ধরনের ইস্যু নিয়ে মানুষের কাছে যেতে চেষ্টা করছে। এবং সেই রকম অন্ধকার জগতে তাদের নিয়ে যাবার জন্য টি, ইউ, জে, এস, এবং কংগ্রেস এ, টি, টি, এফ—টাইগার্স ফোর্সকে তারপর ঐ সেংক্রাক বলে আরেকটা উগ্রপন্থী দল আছে তাদের বিভিন্নভাবে মদত দিচ্ছে এবং চেষ্টা করছে ঐ সমস্ত মিশ্র জনবসতি এলাকায় খুন ও সন্ত্রাস সৃষ্টি করে সেখানে দীর্ঘদিন ধরে যে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম সম্প্রীতি সেটাকে আঘাত দেওয়ার এবং এই রকম অনেকগুলি ঘটনা ঘটেছে—যার সঙ্গে রাজনৈতিক কোন সম্পর্ক নেই।

কিন্তু এখন যদি কোন ঘটনা ঘটে এবং এই বিধান সভায় আইন শৃংখলার প্রশ্ন আসে তখন আমাদের পরামর্শ দেওয়া হয় যে থানা আছে থানায় গিয়ে এফ, আই, আর করার জন্য। এবং থানায় গিয়ে এফ, আই, আর, করলে পরে পুলিশ সেটা তদন্ত করে দোষীকে গ্রেপ্তার করে তার বিচার হয়। কিন্তু জোট আমলে এই ধরণের বহু ঘটনা ঘটেছে—তখন থানায় গিয়ে এফ, আই, আর করা যেত না। থানায় গেলে পুলিশ এফ, আই, আর, করতো না। বরং উল্টে চক্রান্ত করে মিথ্যা মামলায় মানুষকে ধরে নিয়ে গেছে।

জোট আমলে আমরা কি দেখেছি, দেখেছি যে সেখানে বার বার মাথামুড়ে৩ স্থায্য

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

কথা বলা যেত না, সেখানে চক্রান্তমূলকভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে সেখানে নিরীহ জনসাধারণকে ধরে নিয়ে যাওয়া হত। আমরা তখন দেখেছি কি অবস্থা তৈরী হয়েছিল। তখন সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যটা একটা জেল হাজত হয়ে গিয়েছিল। আমি এখানে জোট সরকারের দুই বছরের (প্রথম) একটা তথ্য আমি দিচ্ছি। কি অবস্থাটা তখন ছিল যেমন, খুন হয়েছে ২৪২ জন, ঐ দুই বছরের মধ্যে অগ্নিসংযোগ এবং লুট্রপাট-এর ৫৫৮টি ঘটনা ঘটেছে। বাড়ীঘর ভাংচুর হয়েছে : হাজার ৩২৪টি এবং বিভিন্ন ধরণের চুরি ও গুম করে নিয়ে হত্যা এই রকম ১ শত ৬৭টা ঘটনা ঘটেছে। ধর্ষণের অভিযোগ এসেছে ৬:৮টির মত। সন্ত্রাস ও আক্রমনে আহত হয়েছে ৩ হাজার '৮টি এবং পুলিশের কাছে নথিভুক্ত কেইস হয়েছিল ২৪ হাজার ৪১৩টি এবং এর সঙ্গে যুক্ত অপরাধের সংখ্যা ২৯ হাজার ৮৫৫টি। এই ঘটনা থেকে বুঝা যায় সেই সময় কিরকম একটা অরাজক অবস্থা এই ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে ছিল। এবং যারা ধর্ষিতা তারা কথা বলার জন্য বাড়ী থেকে আসতে পারত না। অভিযোগ জানাতে পারত না। আজকে এই পরিস্থিতি নেই, আজকে এখানে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তবে এই সমাজব্যবস্থায় সব মানুষ ভালো এই কথা বলা যায় না। তবে যারা খারাপ সমাজের যে জিনিষটা খারাপ সেটা যদি ঘটে তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোন গাফিলতি আছে কিনা সেটা সবচেয়ে বেশী দেখা জরুরী। কিন্তু আমি এই তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পরে কেউ অভিযোগ জানাতে পারেননি এইরকম কথা বলতে পারবেন না এবং এইরকম কোন ঘটনা ঘটেনি। আজকে কেউ বলতে পারবে না যে, থানায় কেইস নেওয়া হয় না, সেখানে বিরোধী দলের লোকদের বাধা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু পক্ষান্তরে আমরা এই কথা বলতে পারি যে জোট আমলে ঘর পুড়েছে মিথ্যা মামলা হয়েছে কিন্তু সেখানে অভিযোগ জানাতে গিয়েও এফ, আই, আর, করতে পারেনি। কারণ যে কোন দলের সেটা দেখতে হবে। কিন্তু তখন তাকে দেওয়া হয়নি, তাকে বাড়ী থেকে আসতে দেওয়া হয়নি। সুতরাং আজকে সেই দিক থেকে এই যে অভিযোগ এখানে আনলেন রতিবাবু বিভিন্ন ধরণের ঘটনার মধ্যদিয়ে আমরা দেখেছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে ক্ষমতায় এসেছে। আজকে সমস্ত দপ্তরগুলির টাকা কত টাকা এখানে রেখে গেছে সব নয় ছয় করে গেছে। এই সমস্ত টাকা পয়সার দায়িত্ব নিয়ে যেভাবে নতুন করে ত্রিপুরা রাজ্য গড়বার ক্ষেত্রে যখন এই সরকার চেষ্টা করছে এবং বিভিন্ন উন্নয়নের ধারা প্রত্যন্ত অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করছে, শিক্ষাকে একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে তখন সেগুলিকে বাধাপ্রাপ্ত করে বাধা দেবার জন্য আজকে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এস, এর আশ্রিত যে সমস্ত উগ্রপন্থী আছে এবং যেসমস্ত লোক আছে তারা আজকে তাদের ব্যবহার করছে। এবং সেখানে অ্যাকশান স্কোয়াডের নাম করে তারা প্রকাশ্যে সেই সব করছে। আজকে এখানে এসে সাধারণ ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের কথা বলে এখানে বক্তব্য রাখছেন। কিন্তু সাধারন মানুষ জানে যে আজকে উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা হচ্ছে তাকে বাধা দেবার জন্য ওরা চেষ্টা করছে এবং কোন কোন জায়গায় যেখানে কোন সাধারণ ঘটনা ঘটছে সেগুলিকে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে। আমি দেখেছি, আমাদের উদয়পুরে সেখানে অনিল চক্রবর্ত্তী এবং তার ছেলে খুন হয়েছিল। সেই অনিল চক্রবর্ত্তী এবং তার ছেলে খুন হওয়ার পরে সেখানে সমস্ত অংশের লোক এই দুঃখজনক ঘটনার নিন্দা করছে। এবং পুলিশ যাতে সত্যি সত্যি এই ঘটনার তদন্ত করে প্রকৃত দোষী যারা তাদের গ্রেপ্তার করতে পারে তারজন্য পুলিশদের সরকার নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমরা দেখলাম সেই ঘটনাকে একটা রাজনৈতিক কালার দেওয়ার জন্য সেই অঞ্চলের

যারা কংগ্রেস তারা কিন্তু এটাকে রাজনৈতিক কালার দেয়নি। এই আগরতলা থেকে কংগ্রেসের বর্তমান বিধানসভার সদস্য বিরোধী দলনেতা এবং অন্যান্যরা গিয়ে সেটাকে আজকে সি, পি, এমের কাজ বলে উদয়পুরে বন্ধ ডেকেছে। কিন্তু সেখানের স্থানীয় যারা কংগ্রেস ছিল তারা কিন্তু তাদের যাওয়ার আগে পর্য্যন্ত বন্ধ ডাকেনি। কারণ তারা জানতে পারে যে সেখানে অন্য কারণ থাকতে পারে। তাদের মনে অন্য ধারণা ছিল। আগরতলা থেকে তারা সেখানে গিয়েই যেন বুঝতে পেরেছে যে এর পেছনে বামফ্রন্ট জড়িত রয়েছে। তারা বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এবং সি পি এম এর বিরুদ্ধে প্রচার করলেন যে আজকে এরাই এ কাজটা করেছে। তাদের এই ধরণ দেখে মনে হয় যে তাদের ঘ্রাণ শক্তি এত প্রবল ছিল যে সেখানে পৌঁছেই তারা সমস্ত কিছু বুঝতে পেরেছেন যে এই কাজটা কে করেছে এবং একটা উস্কানী দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। আগরতলা থেকে যে ধরণের নেতৃবৃন্দ গিয়েছিলেন তারা যে ধরণের যুক্তিই খাড়া করতে চান না কেন সেখানকার স্থানীয় লোক তাদের প্রয়াসের সঙ্গে একত্রিত হয়নি এবং বন্ধ সফল হয়নি। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গাতে অপপ্রচার চালান হয়েছে, পত্র-পত্রিকায় দেওয়া হয়েছে, আজকে তা এডিটরিয়্যাল দেওয়া হয়েছে, এই সমস্ত কিছু করা হয়েছে এটা একটা চক্রান্ত। এই বিধানসভা যখন চলছিল তখন আরেকটা ঘটনা ঘটেছিল সেখানে মহিলা শাখার সভাপতিকে প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয়েছে। তারা বলছে তা সি পি এম থেকে বামফ্রন্ট থেকে করানো হয়েছে। এই ব্যাপারটা নিয়ে এই বিধানসভাতে পত্রিকা তুলে প্রশ্ন উত্তর পর্ব বন্ধ রেখে আলোচনা করার জন্য দাবী জানিয়েছিলেন সমীরবাবুরা। কিন্তু তারপরে দেখা গেল যে তার পেছনে আজকে কংগ্রেসেরই একটা গোষ্ঠী এই কাজ করেছে এবং তার আগেই একটা প্রেমের কাহিনী নিয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। উদয়পুরে এই ঘটনার জন্য কংগ্রেসের একটা পক্ষ বন্ধ ডেকেছে, আবার কংগ্রেসেরই আরেকটা পক্ষ এর বিরুদ্ধে পাল্টা প্রচার করেছে যে এটা একটা পারিবারিক ব্যাপার, পারিবারিক ঘটনা। এই ঘটনার জন্য এই বিধানসভাতে যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিতে উঠলেন তখন বিরোধীদের কাউকে এই হাউসে পাওয়া গেল না, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশন চাওয়ার জন্য। আজকে বিভিন্ন জায়গাতে চাঁদা তুলছে, আজকে যাতে শিক্ষকরা তাদের স্কুলে যেতে না পারে তার জন্য তাদের কাছে চিঠি দেওয়া হচ্ছে যে তাদেরকে ১ লক্ষ টাকা করে দিতে হবে। আজকে তাদেরকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তার বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা চাওয়া হচ্ছে। আজকে আমরা জানি রতিবাবু এই ইস্যুটাকে এখানে তুলেছেন, পিত্রা অঞ্চল থেকে একজন শিক্ষককে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল. এবং কারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল? সেখানে টি টি ডি এফ নামে একটা সংস্থা তারা ধরে নিয়ে গেছে, একটা চিঠিতে সেই সমস্ত লিখে ১ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ হিসাবে চাওয়া হয়েছে। টি টি ডি এফ বা কারা? এই নির্বাচনের আগে এই টি টি ডি এফ সংস্থাকে রতিবাবুরা টাকা দিয়ে পুষতেন, নির্বাচনে জিতলে পরে তাদেরকে অনেক সুযোগ সুবিধা দেবেন এই রকমই কথা ছিল। কিন্তু যখন নির্বাচনেজিততে পারেনি তখন যে সমস্ত আশ্বাস সেই সুযোগ সুবিধা দিতে পারেনি, সেই কারনে তাদের ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি আছে। এরই পরিণতিতে এরা বিচ্ছিন্নভাবে এই সব কাজকর্ম করছে এবং মাঝে মধ্যে তাদের মধ্যে এই সমস্ত জিনিষগুলি বেড়িয়ে পরে। আজকে দেখা যাচ্ছে শিক্ষকরা তাদের কার্যক্ষেত্রে যেতে পারছে না। যেখানে আজকে স্কুল আছে সেখানে উল্লেখযোগ্য শিক্ষক যেতে পারছে না। কংগ্রেস টি ইউ জে এস এর লোকেরা আজকে এইভাবে উন্নয়নমূলক কাজে বাধা সৃষ্টি করছে। শিক্ষার ব্যবস্থা অসম্প্রসারিত হচ্ছে, সেখানে শিক্ষক যাচ্ছে না সেখানে শিক্ষার যে সামান্য সুযোগ ছিল সেই সুযোগ এখন আর নেই। তারা এখানে নানা রকম ভাবে দরদ দেখাচ্ছে। সুতরাং এখানে খুন সন্ত্রাস নিয়ে যেআলোচনা এসেছে। একটি জিনিষ রাজ্যের

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

বর্তমান আর্থিক অবস্থার মধ্যেও বামফ্রন্ট সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করছেন। আজকে তাকে প্রতিহত করার জন্য কংগ্রেস টি ইউ জে এস চেষ্টা করছেন খুন সন্ত্রাস করে। তদুপরি আমরা দেখছি, পশ্চিম ত্রিপুরা বা সারা ত্রিপুরা রাজ্যের অভিভাবক বলা যায় কংগ্রেস টি ইউ জে এস-র, এম, পি। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে আসার আগে বা পরে আমরা লক্ষ্য করেছি যেখানে এমন কোন ঘটনা ঘটেছে, এ্যাম্বুস করা হচ্ছে অথবা জনবসতিপূর্ণ এলাকাতে কোন ঘটনা ঘটছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনার বক্তব্য সংক্ষিপ্ত করেন।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ :— আমরা এটা দেখিছি, তিনি গতবার যখন এসেছিলেন বাগমাতে বলুন উদয়পুরে বলুন প্রকাশ্যে উনি বলেছিলেন আজকে এইভাবে হবে না অস্ত্র ধরতে হবে। যেগুলি গণতন্ত্রের সঙ্গে কোন মিল নেই। আজকে এইভাবে উস্কানি দিচ্ছেন বিভিন্ন জায়গায়। আজকে এখানে অনেকে বলেছেন যে কেউ বাংলাদেশে চলে গেছেন, প্রশ্ন হচ্ছে কেন তারা চলে গেছে, এই কাজগুলি কারা করেছে, যারা উন্নয়ন কমিটির লোক ছিল, সাধারণ মানুষের কাছ থেকে যারা টাকা পয়সা লুটপাট করেছে চাকরী দিবে বলে দিতে পারিনি তাদের টাকা নিয়ে নিয়েছে। আজকে তাদের কংগ্রেসের লোকেরাই তাদেরকে চাপ সৃষ্টি করেছে যে আমার টাকা দাও আমার সাইকেল দাও এই সব নানা জিনিষ যারা নিয়েছিল তারা দাবী করেছে। আজকে তাদের লোকেদের দায়দায়িত্ব তাদের লোকেদের প্রশ্নের জবাব এই হিসাব নিকাশের যে পাল্লা ঠিকভাবে বুঝিয়ে দিতে না পারার ফলে তারা জনরোষ থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য কেউ দিল্লীতে গিয়ে বসে আছে কেউবা শিলচরে গিয়ে বসে আছে। সুতরাং, আজকে যে জিনিষ আমাদের করা দরকার সেগুলি আমাদের ভাবতে হবে সে সমস্তগুলিকে বাদ দিয়ে তারা আজকে চুরি ডাকাতদের কাছে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য যাহাতে করে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিপন্ন করা যায়, এবং যাহাতে আমাদের উন্নয়নমূলক কাজকে বাধাপ্রাপ্ত করা যায়। যা করলে এই রাজ্যের মানুষের ক্ষোভ হবে। যাকে বলে ঘোলা জলে মাছ ধরার অবস্থা। এখানে কিছুক্ষণ আগে বিদ্যুৎ নিয়ে কথা হচ্ছিল যে সমস্ত লাইন কেটে চুরি টুরি হচ্ছে তার পেছনে অনেক টি ইউ জে এস এর মদতপুষ্ট লোক আছে। বিদ্যুতের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে সরকারী বিরোধী সমালোচনা করে মানুষের মন জয় করার জন্য এইসব কাজ। সুতরাং আমরা দেখিনা কোনদিন কোন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটার সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে না। আর উগ্রপন্থীদেরকে এবং উগ্রপন্থীতে যারা আছে তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্য সমস্ত অংশের মানুষ যে ভাবে চেষ্টা করছে তারা সেই চেষ্টার অংশিদার হতে রাজী নয়।

কিন্তু আমরা যখন দেখি ত্রিপুরাতে ৩য় বামফ্রন্ট সরকার এলো তখন থেকেই এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপকে মিনিমাইজ করার চেষ্টা চলছে এবং বিভিন্ন ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্ক করার ক্ষেত্রে যে একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, তাতে ত্রিপুরা রাজ্যের বিরোধী দল বিশেষ করে কংগ্রেস এবং ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতির সদস্যদের গাত্রদাহ শুরু হয়ে গেছে। তারা জানে যে এই জায়গাতে যদি বাধা দেওয়া যায়, তাহলে তারা আবার এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারবে। কিন্তু আমি তাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৮৮ সাল এবং ১৯৯৪ সাল এক জিনিস নয়। স্যার, আমার এলাকার গকুলনগরে টি এন ভি দিয়ে একটা খুনের ঘটনা ঘটিয়েছিল, যার মাধ্যমে সেখানে একটা প্রচণ্ড সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছিল। কিন্তু পরে দেখা গেল যে সেটা টি এন ভির কাজ নয়, সেটা টি এন ভির পোষাকে তারা নিজেরাই এই কাজটা করেছিল। সুতরাং তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরা রাজ্যের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা করছে, তাতে অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে আমি মনে করি কারণ ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব মানুষদের যে অবস্থা তার থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এই সরকার তাদের রুজি রোজগারের জন্য যে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, তাতে

SHORT DISUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

বিরোধীদের পক্ষে তাকে প্রতিহত করার মত কোন অবস্থাই আমি দেখতে পারছি না। এবং আমি আশা করি ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ বিরোধীদের এই ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে এগিয়ে আসবেন, এই কথা বলে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমাধবচন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :—মাননীয় ডেপুটি স্পীকার, স্যার, মাননীয় সদস্য রতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় ত্রিপুরা রাজ্যের আইন শৃঙ্খলা, খুন জখম এবং সন্ত্রাস ইত্যাদির সম্পর্কে যে সর্ট ডিস্কাশনের সূত্রপাত করেছেন, তার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি দুঃখের সংগে বলছি যে তিনি এখন এই সভায় উপস্থিত নেই, তিনি যদি উপস্থিত থাকতেন, তাহলে ভাল হত। স্যার, আমি মাননীয় সদস্যদের উদ্দেশ্য করে বলছি যে এই খুন সন্ত্রাসের কারণ হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত। এই রাজ্যে বিজয় রাঙ্খলকে ব্যবহার করা হয়েছিল খুন সন্ত্রাস করার জন্য ১৯৮৮ সালে। সেই সময়ে শুধু বিজয় রাঙ্খলই নয়, সেই সময়ে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরকেও এই কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই সময়ে আমার এলাকাতে এক সঙ্গে ৫ জনকে খুন করে দেওয়া হয়। পরবর্তী সময়ে আমরা জানতে পারলাম যে ঐ খুনের সময় যে বুলেট ব্যবহার করা হয়েছে, তা এই রাজ্যের মধ্যে তৈরী হয় না, এটা আমাদের আরক্ষা দপ্তর থেকে বলা হয়েছে। সেই আগের পরিকল্পনাটাই এই রাজ্যে বামফ্রন্ট তৃতীয়বার ক্ষমতায় আসার পর কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস করে চলেছেন। কিন্তু আমি তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে ১৯৮৮ সাল আর ১৯৯৪ সাল এক বিষয়বস্তু নয়। কাজেই, সেই দিক থেকে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কি করছেন, তা ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের ৫৬ লক্ষ দিয়ে দেখতে পারছেন, কেন না, এই ২৮ লক্ষ মানুষই গত নির্বাচনে আপনাদিগকে নির্বাসিত করেছে, এটা আপনাদের স্মরণে থাকার দরকার। আমি আপনাদের আরও স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে কিছুদিন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস, বি, চবন উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে উগ্রপন্থিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে, একটা মিটিং এ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। কিন্তু প্রকৃতই এই উগ্রপন্থিদের কার্যকলাপ সম্পর্কে, তিনি এই উদ্বেগটা প্রকাশ করছেন কিনা, আমি ঠিক বলতে পারছি না। রতিমোহন বাবু এই রাজ্যের উগ্রপন্থিদের যাবতীয় কাজ কর্ম এর প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য একটা সর্বদলীয় কমিটি গঠন করা উচিত বলে বলেছেন। কিন্তু আমরা জানি উনি তো টি, ইউ, জে, এস ছিলেন, এখন দেখছি তিনি নিজেই কংগ্রেসী হয়ে গেছেন। আপনারা নিজেরাই যে এই রাজ্যের মধ্যে এসব কাজগুলি করে যাচ্ছেন, সেটা আমরা স্বীকার করে নিচ্ছি, কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই এই কাজটা কি আপনারা এই রাজ্যের মঙ্গলের জন্য করছেন।

আমাদের কেবিনেট থেকে আমাদের রাজ্যের উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ বন্ধ করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু [illegible] এই রাজ্যে টি, ইউ, জে, এস এবং কংগ্রেস আইন [illegible] যা তা করছে। মানুষের উপর গনতন্ত্রের উপর ধর্ষণ লীলা চালাচ্ছে। রতি বাবুরা ৫০০ টাকা করে মাসিক বেতন দিয়ে শিশু তৈরী করছেন। এদের কাছে নাই টাকা কোথা থেকে আসবে, উগ্রপন্থী তৈরী করার জন্য সেই জন্য এখানে এসে মায়া কান্না কাঁদছেন। আমাদের সরকার এই রাজ্যের উগ্রপন্থী দমন করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ত্রিপুরার স্বার্থে, ত্রিপুরার ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে ফোর্স চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় সরকার ফোর্স দিলেন না এবং বললেন যে ফোর্স দেব না দরকার হলে সি, আর, পি, এফ ত্রিপুরার থেকে তুলে নেব। ত্রিপুরার মানুষ শান্তিতে থাকুক এটা কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে না। ত্রিপুরার মানুষের মঙ্গল হোক, ত্রিপুরার উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ কম হউক এটা কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে না। কংগ্রেস (আই) এবং টি ইউ জে এস উগ্রপন্থী কার্যকলাপের মধ্যে দিয়ে রাজ্যে আবার ক্ষমতায় আসতে চাইছে। এই উগ্রপন্থী কার্য্যকলাপ এটা শুধু ত্রিপুরার সমস্যা

নয়, এটা জাতীয় সমস্যা সমস্ত উত্তর পূর্বাঞ্চলে এটা চলছে। সমীরবাবুরা এখানে কেন্দ্রীয় শাসন দাবী করছেন। উনাদের কি সাহস আছে, কাশ্মীরে গিয়ে শ্লোগান দিতে? সেখানে তো রাষ্ট্রপতির শাসন। আসামে কি ঘটছে? সেখানে তো কংগ্রেসের সরকার। হিতেশ্বর সায়কিয়ার সরকার। সেখানে গত ১৯ তারিখ বড়ো উগ্রপন্থীরা গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কয়েকশো মানুষকে হত্যা করেছে। শরণার্থী শিবিরে ঢুকে ৫০ জনকে খুন করেছে। এই ঘটনা কে না জানে। ডেপুটি কালেকটার খুন হয়, বাড়ী থেকে এস পি কে ডেকে এনে খুন করা হয়। মনিপুরে কি হচ্ছে? কুকিরা খুন হয়। কেন্দ্রীয় সরকার কি ব্যবস্থা নিয়েছে? ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার কি চাইছে এই উগ্রপন্থী কার্যকলাপ বন্ধ হউক? কংগ্রেস (আই) এবং টি ইউ জে এস বাঁকা পথে আবার ক্ষমতায় আসবার লক্ষ্যে ডাকাতি নারী ধর্ষণ সংঘটিত করছে। ওঁরা চায় বাঁকা পথে কিভাবে ক্ষমতা দখল করা যায়। কিন্তু এ রাজ্যের ৫৬ লক্ষ চোখ আপনাদের দিকে লক্ষ্য রাখছে। আজকে আপনাদের গ্রামে গঞ্জে ডাকাতি করছেন, খুন সন্ত্রাস করছেন, নারী ধর্ষন করছেন। এর জন্য ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ দুইবার আপনাদেরকে শাস্তি দিয়েছে—একবার ৯৩ ইং সালে, আরেকবার ৯৪ইং সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস-এর বংশ নাশ হয়েছে। এরপরে ওঁদের লজ্জা নেই। স্যার, আমি এখানে ২/১ টি উদাহরণ দিতে চাই। কংগ্রেস-টি, ইউ, জে, এস কিভাবে সিধাই থানা এলাকায় দুই জন ইঞ্জিনীয়রকে কিডন্যাপ করেছিল। আজকে গ্রামে গঞ্জে রাস্তা ঘাট, ব্রীজ, ঠিক করার জন্য আমাদের ইঞ্জিনীয়াররা যেতে পারেনা, জলের ব্যবস্থা করার জন্য আমাদের কর্মচারীরা যেতে পারে না, পঞ্চায়েত সেক্রেটারীরা যেতে পারছে না, গ্রামের মানুষ অনাহারে মরে যাচ্ছে সেখানে তাদের জন্য খাদ্য পাঠানো যাচ্ছে না, শিক্ষকরা স্কুলে যেতে পারে না। আজকে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ট্রাইবেল ছেলেদের পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম। তারজন্য কংগ্রেস টি, ইউ, জে, পরিকল্পিত ভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। স্যার, আমি এখানে একটা উদাহরণ দিতে চাই প্রদীপ ভট্টাচার্য এবং অরুণ ভৌমিক এই দুই জন ইঞ্জিনীয়ারকে সিধাই থানা এলাকা থেকে কিডন্যাপ করে নিয়ে গেছে। কিন্তু কাদের মাধ্যমে তাদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে জানেন? কমুক পাড়ার সতীশ দেববর্মা এবং বিশু দেববর্মা এই দুই জন টি, ইউ, জে, এস কর্মীকে যখন পুলিশ গ্রেপ্তার করল তখন তারা বলে দিল যে ঐ দুই জন ইঞ্জিনীয়ার অমুক জায়গায় আছে। কি বলবেন রতি বাবু? আপনার লোকরা বলে দিতে পারে কিডন্যাপ করে কোথায় রাখা হয় আমি জানিনা সমীর বাবু এতক্ষন এখানে ছিলেন, তিনি কেন চলে গেলেন। তিনি থাকলে উনার চেহারাটা দেখতে পারতাম যে মেলাঘরের ভ্রানতলীর কংগ্রেস কর্মী সোনার টুকরো ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তার নাম মানিক মিঞা। সমীর বাবুর শিষ্য বিল্লাল মিঞা, বিল্লাল মিঞার শিষ্য এই মানিক মিঞা। তার বাড়ীতে তাকে স্টেনগান সহ পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। মেলাঘরের বিস্তির্ণ এলাকায় সে ডাকাতি করে বেড়িয়েছে, মানুষের উপর হামলা করেছে, খুন করেছে। সারা ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় উনারা যে শিষ্য তৈরী করেছেন, সেই শিষ্যরাই আজকে রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটাচ্ছে। স্যার, পাকাতুলশীর মোহন ত্রিপুরা, সি. পি. আই (এম) কর্মী তাকে খুন করেছে মানিক মজুমদার। কার শিষ্য? এই দিলীপ মুহুরীর শিষ্য। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেছে। এরকম অসংখ্য ঘটনা আমি এখানে বলতে পারি। আমি আবেদন করব মাননীয় বিরোধী সদস্যদের যে স্বপ্ন আপনারা দেখছেন ত্রিপুরা রাজ্যের ২৮ লক্ষ মানুষ আপনাদের এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত হতে দেবে না। আপনাদের এই চক্রান্তের মোকাবিলা করার ক্ষমতা বামফ্রন্ট সরকারের আছে। আপনাদের শুভবুদ্ধি উদয় হবে এই বিশ্বাস আমার নেই। এটা শুধু রাজ্যের সমস্যা না, এটা জাতীয় সমস্যা, এটা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বার্ণিং সমস্যা। এটাকে সমাধান করার জন্য

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTNCE

আমরা বদ্ধপরিকর। তারজন্য আমরা সমস্ত দেশপ্রেমী মানুষদের নিকট আবেদন করব। দেশের মানুষের মঙ্গল আমরা চাই। কাজেই রাজ্যের মধ্যে এই সমস্ত জিনিষ চলতে দেওয়া যায় না। এ রাজ্যের মানুষের মঙ্গলের জন্য বামফ্রন্ট ৩য় বার সরকারে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

এই রাজ্যের উপজাতি গোষ্ঠীর মানুষ যারা পিছিয়ে পড়ে আছে, যারা সিডিউলড কাষ্ট পিছিয়ে পড়ে আছে এবং রাজ্যের সাধারণ দরিদ্র মানুষ যারা তাদের অন্ধকার থেকে আলোয় আনার জন্য বামফ্রন্ট সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, তারজন্য সবার কাছে আবেদন রাখছি এই রাজ্যের মানুষের উন্নতিকল্পে আপনারা এগিয়ে আসবেন এবং তারজন্য বামফ্রন্ট সরকারকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে যা জোট সরকারের ৫ বছর আমলে কেউ এটা চিন্তাও করতে পারেননি এবং অতীতে এই ধরণের কাজও উনারা করেননি। তাই আমরা এই বিশ্বাস রাখছি দেশপ্রিয় মানুষ এই সমস্ত কাজে এগিয়ে আসবেন। মাননীয় প্রস্তাবক এই সর্ট ডিউরেশনের উপর যেভাবে উনার বক্তব্য রেখেছেন এটা কোন দেশপ্রেমিকের বক্তব্য হতে পারেনা, এটা হয়েছে রাজনীতিবিদের বক্তব্য। রাজ্য সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে এই প্রস্তাব হাউসে উৎথাপন করা হয়েছে তাই সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করা যায় না। এইটুকু বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করলাম।

মিঃ স্পীকার:— মাননীয় ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) **:—মিঃ** ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া যে সর্ট ডিউরেশ্যান এনেছেন তার বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য রাখছি। শুধু একটা বিষয়ে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই হাজার হাজার মানুষ রাজ্য ছেড়ে মিজোরাম এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে এখানে হাউসের মধ্যে বিরোধী নেতারা বলেছিলেন ২/১ বার তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেছিলেন যে আপনারা তালিকা দিন যে কারা কারা বামফ্রন্টের অত্যাচারে এবং আইনগত প্রটেকশান না পেয়ে দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছে কিন্তু আজ পর্যন্ত তাদের পক্ষ থেকে কোন তালিকা বা নাম দেওয়া হয় নি স্যার। আইন-শৃংখলা জিনিষটা তো দুটো ভাগে (১) সাধারণ লো এ্যাণ্ড অর্ডার সেটা তো আলাদা (২) উগ্রপন্থী কার্যকলাপ সেটা আলাদা। এখানে মাননীয় সদস্যরা খুব ভাল ভাবে উপস্থিত করেছেন যে সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চল তো বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত নয় কিন্তু সেখানেও তো এসমে রাইফেলস্ বাহিনী এবং অন্যান্য লোকের মৃত্যু হচ্ছে। মনমোহন সিংহের নেতৃত্বে ৯ জন সমীক্ষক ৪৭ বছর পরে এখানে এসেছিলেন তখন আমরা বলেছি আপনারা ট্রাইবেলদের সমস্যাটা কি সেটা বুঝতে পারবেন না এবং বলেছি ত্রিপুরা রাজ্য ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গ সেই কথা আমরা বলেছি।

এইখানে দাঁড়িয়ে সমীরবাবু বলেছেন আমাকে লক্ষ্য করে আমাদের ৩১ জন সদস্য উনাদের ২৮ জন। মাত্র ৩-৪ জনের তফাৎ। তারপর বলেছিলাম কংগ্রেসের কর্মীরা সি, পি, এমের লোকদের প্রথম দুরস্ত করবে, তারপর থানায় দেবে, তারপরে কোর্টে পাঠানো হবে। প্রসিডিংসে লেখা আছে। আমি ভুলে যাইনি। কি আইনশৃংখলা ছিল তখন? সমস্ত ধ্বংস করেছিল ওরা। সারা ভারতবর্ষের মধ্যে এরকম একটা অরাজকতা রাজত্ব আমরা দেখিনি। মানুষ থানায় যেতে পারতনা, কমপ্লেইন করতে পারতনা। বীরচন্দ্র মনুতে ১৩ জন মানুষ খুন হল এ. ডি, সির একজন মেম্বারসহ একটা আসামী ৪ দিনের জন্য হাজত খাটলনা। সি, পি, আই এম বেআইনী দল, আগরতলা শহরের উপর রাজ্য কমিটির অফিস কি হয়েছিল? ৫ই মে ৮৯ ইংরেজীতে অফিস আটাক করল, সমস্ত গাড়ী পুড়িয়ে দিল। তার আগে ৮৮ ইংরাজীতে বটতলাতে ৭৫ জন নারী সমিতির নেত্রী এবং কর্মী, অ্যাকস এম, পি সহ ওদেরকে

ঘেরাও করে মন্ত্রী উপস্থিত থেকে ঘন্টার পর ঘন্টা সেখানে আক্রমণ চালিয়েছে। উপরের ছাদ ভেঙ্গে পেট্রল ভিতরে ঢেলে পুড়িয়ে মারবার চেষ্টা করেছিল। কোথায় ছিল সরকার? তারপর আগরতলা শহরের উপর রাজীব গান্ধী খুন হওয়ার পর সারা ত্রিপুরা রাজ্যে দেড় হাজার সি, পি, আই এম সমর্থক কর্মীদের বাড়ীঘর পুড়িয়ে দেওয়া হল এবং আগরতলা শহরের উপর আমাদের বিভাগীয় দপ্তরের ঘন্টার পর ঘন্টা সকালে ৬টা থেকে ৯টা পর্য্যন্ত আক্রমণ করা হল। ঘরে ঢুকে সমস্ত ষ্টীলের আলমারী কাটা হল, গাড়ীগুলিতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হল। কোথায় ছিল এই সরকার? কোথায় ছিল জোট সরকার। কাকলী রায়, সোমা ভট্টাচার্য্যের কথা বাদই দিলাম। কোথায় ছিল সরকার? একটা লোক গ্রেপ্তার হয়েছে দেখাতে পারবে ওরা? আজকে সেই অবস্থা নেই। পরিবর্তন এইখানটায়। সেই সময়ে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে প্রায় ২০০ সি, পি, আই, এমের অফিস সংগঠনের অফিস, অফিস হয় পুড়েছে না হয় ভেঙ্গে তছনছ করেছে। আর সেখানে তারা লাল ঝাণ্ডা নামিয়ে দিয়ে তেরেঙ্গা লাগিয়ে দিয়েছে। তা কে না জানে? আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে পর্য্যন্ত জানিয়েছি। সমস্ত স্তরে স্কুল কলেজ থেকে পঞ্চায়েত পর্য্যন্ত সমস্ত গনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নির্বাচনের সমস্ত ব্যবস্থা ওরা শেষ করে দিয়েছিল। তার পরিণতিতে বিগত নির্বাচনে ওরা ১১টি আসন পেয়েছে। ১৭ টি ট্রাইবেল আসনের মধ্যে ওরা পেয়েছে মাত্র ৩টি। তাকে আরো মজবুত করল এবারকার পঞ্চায়েত নির্বাচন। মাত্র ১০ শতাংশ আসন ওরা পেয়েছে। তারপরও ওরা এখানে এসে চেচাঁমেচি করে। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে অত বোকা ভাববার কোন কারন নাই। ত্রিপুরার মানুষ ৫০ বৎসর ধরে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোষণের বিরুদ্ধে লড়াই করে আসছে। স্যার, এখন অ্যাক্সটিমিষ্ট অ্যাকটিভিটিস সম্পর্কে, আগে কি ফোর্স ছিল এখন আমাদের কত আছে বলছি। ৮৭-৮৮ থেকে ৯৩ পর্য্যন্ত আমাদের রাজ্যে সব মিলিয়ে সি. আর. পি, এফ, আর, এ, সি, আসাম রাইফেল যেটা রাজ্য সরকার এর আওতাধীন ৪১ কোম্পানী ছিল। এবং বি, এস, এফ ৮৭-৮৮-৮৯ সনে ১১ ব্যাটেলিয়ান ছিল। তার মানে ৫ কোম্পানী করে ধরে ৫৫ কোম্পানী ছিল বি, এস এফ বর্ডার রক্ষা করার জন্য। আজকে আছে ৫ ব্যাটেলিয়ান। তার মানে ২৫ কোম্পানী। ৫০ পারসেন্টেরও বেশী নিয়ে চলে গেছে। ১ হাজার ১ কিলোমিটার বর্ডার। তারমধ্যে ৮৫০ কিলোমিটার বর্ডার হচ্ছে বাংলাদেশের বর্ডার। গভীর জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে এই সমস্ত অ্যাকসটিমিষ্টরা এই সমস্ত ঘটাচ্ছে এবং বাংলাদেশে আশ্রয় নিচ্ছে এবং বাংলাদেশ সরকার তাদের আশ্রয় দিচ্ছে। এইটা কে না জানে। একদিন ওরা বলছে এইখানে বর্ডার সীল করার জন্য আরও বি, এস, এফ লাগবে। সমস্ত উগ্রপন্থী যাতে বাংলাদেশে যেতে না পারে।

তারপরে আজকে আমাদের কি অবস্থা আসাম রাইফেলস্ আজকে আমাদের হাতে ৩৬ কোম্পানী আছে। ৩০ কোম্পানী সি. আর. পি. এফ আছে, ৬ কোম্পানী আছে আর. ই. সি্ এই ৩৬ কোম্পানী আছে। আমরা বার বার বলেছি, গত বামফ্রন্ট সরকার থাকা অবস্থা থেকেই আমরা বলেছিলাম আমাদের দুইটা টি এস আর ব্যাটেলিয়ান খুলে দাও। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার কোন পারমিশন পাওয়া যায়নি। ভারত সরকার লিখল যে, না, টি এস আর করা যাবে না। ইণ্ডিয়া রিজার্ভ ব্যাটেলিয়ান ফোর্স গঠন করতে হবে, প্রয়োজনে অন্য রাজ্যে যাতে পাঠানো যায় সেইভাবে গঠন করতে হবে। আমরা বললাম ঠিক আছে আমরা রাজী, তারজন্য পারমিশন দাও। কিন্তু কোন ক্লিয়ারেন্স পাওয়া যায় নি। তারপরে আমাদের যে পুলিশ রয়েছে তাদের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র, গাড়ী ইত্যাদি ব্যবস্থার জন্য টাকা চেয়েছিলাম। খুব সামান্য টাকা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা, কিন্তু আজও তা দেয়নি। অথচ এই পারপাসে আসামকে দিয়েছে ১৭ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। নাগাল্যাণ্ডকে দিয়েছে ৭ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা। মনিপুরকে দিয়েছে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। একই পারপাসে জন্য রাজ্যকে যদি টাকা দিতে পারে তো ত্রিপুরাকে কেন দিতে পারবে না। এই কথাটা ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি আমি জিজ্ঞাসা

করেছিলাম। আমাদের মুখ্যমন্ত্রীও জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে এইটা কিসের ভিত্তি? তোমাদের নূতন ব্যাটেলিয়ানও খুলতে দেবে না, তাদের আমসের জন্য যে টাকা চেয়েছি তা কিছুই না, তবু তাও দেবে না। উগ্রপন্থী সারেণ্ডার করেছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য একটি পয়সাও দেবে না। কেন দিচ্ছে না? তোমরাতো টি এন ভিকে পুনর্বাসনের জন্য যে পোগ্রাম বা স্কীম দিয়েছিলে সেই স্কীমে টাকার পরিমান যেটা ভারত সরকার রিলিজ করেছে তা হল ৩৩ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। তার মধ্যে সেদিন মন্ত্রী মহোদয় হিসাব দিয়েছেন ৩২ কোটি ৭ লক্ষ টাকা রিলিজ করে দেওয়া হয়েছে। বাকী ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা গত ১৪ তারিখ ফিনান্স ফাইল পাঠিয়েছিল তখন ক্লিয়ার করে দেওয়া হয়েছে। তাদের বিভিন্ন পুনর্বাসন পরিকল্পনার এক পয়সাও এখন আর তাদের পাওনা নাই। তারপরে আমরা দেখেছি টি. এন.ভি রাস্তা রোখ করার জন্য তৈরী হচ্ছে, কংগ্রেস (ই) ও টি. ইউ. জে এদের সাহায্যে তারা এইটা করছে এইটা করছে এইটা আমরা জানি। এই টি. এন. ভি ও উগ্রপন্থীর কতগুলি দল তারা একই নৌকাতে চলছে এবং এইটা করছে তারা। স্যার, এই হল আমাদের ফোর্সের অবস্থা এখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হল কেন্দ্রীয় সরকারকে বললাম কিছু ফোর্স দাও, দিলেন না। অন্য রাজ্য থেকে আনতে হল, অবশ্য আপত্তি করেন নি। স্যার, রাজ্যের ভিতরে ১১টা অ্যাক্‌সট্রিমিষ্ট গ্রুপ এখানে মোভ করছে। নাম দরকার নাই, সময় সংক্ষেপ। তার কয়টার সঙ্গে তাদের যোগাযোগ আছে, আমরা জানি না, তাদের নেতারা কারা কারা যুক্ত সে খবর আমাদের কাছে আছে। কিভাবে তাদের হাতে টাকা যায় সে খবরও আমাদের কাছে আছে। আমরা জানি না কেন গত নির্বাচনে জনগণের ভোটকে ওরা মেনে নিতে পারছেন না। তারজন্য সন্তোষ মোহন দেব এসে বলছে, এই বামফ্রন্ট সরকারকে কিভাবে হটাতে হয় তা পদ্ধতি আমার জানা আছে। সেদিন সুধীর বাবু বলছেন, আবার আসছি। অপেক্ষা করুন কিন্তু কোন পথে আসবে জনগণের ভোট পেয়ে না কেন্দ্রিয় সরকারের হস্তক্ষেপ দাবী করছেন; তার জন্যে? কোন পথে তারা আসব? এই পথেও না। ডিস্‌ষ্টেবিলাইজ করে ত্রিপুরা রাজ্যের আইনশৃংখলা পরিস্থিতি, অরাজকতার পরিস্থিতি সৃষ্টি করে— কাদের দিয়ে? ওদের দিয়ে। কাজেই ওদের পথ আলাদা, ওরা অন্ধকার পথে চলে, প্রকাশ্য রাস্তায় ওরা চলতে পারে না—তাই জনগণের কোন সমর্থনও তাদের প্রতি নেই।

স্যার, আজকে টি, এন, ভি, নোটিশ দিয়েছে, কেন? পাঁচ বছর ওরা কি করেছিল? সব টাকা—এক কোটি বাইশ লক্ষ টাকা ওদের বাকি ছিল—তাও গত ১৪ তারিখে (১৪-২-৯৪ ইং) সেটা ক্লীয়ার করে দেওয়া হয়েছে। আরো ২.০৫ কোটি টাকা গভর্ণমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া সেকশান করেছে এই রামকৃষ্ণ মিশনের যে সমস্ত শিক্ষার বিষয় আছে তার জন্য সে টাকা এখনো দেয়নি। আমাদের ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাগাদা দিচ্ছে টাকা রিলিজ করার জন্য।

স্যার, এইখানে মাননীয় সদস্য শ্রীরতি মোহন জমাতিয়া আবেদন করেছেন আবেদন যদি ওর সত্য হয় তাহলে আমরা স্বাগত জানাবো। এবং বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি যে সমস্ত ঘটনাবলী হচ্ছে, এখনো সবচাইতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন-তারা ট্রাইবেলরা। সেখানে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে না। টীচার স্কুলে যেতে পারছেন না, তাদের উপর উগ্রপন্থীরা গিয়ে হামলা করছে, খুন হচ্ছে, যদি আন্তরিকতা থাকে, কিন্তু আমি জানি এই টি, এন, ভি,র সৃষ্টি হয়েছিল টি, ইউ, জে এস, এর ত্রিপুরা বাহিনীর অফ্‌শুট হিসেবে। এবং বিজয় রাংখল ও অন্যান্য টি, এন, ভি,র যারা নেতা ছিল তাদের ষ্টেট্‌মেন্ট বলছে কারা তাদের কোলাবরেটর ছিল। তাদের অন্তারগ্রাউণ্ড টি, ইউ, জে এস, কোলাবরেটর ছিল। সেই তথ্য সেখানে রয়েছে। কাজেই এই হচ্ছে

ওদের পথ। সামনে আট নয় মাস পরে এ, ডি, সি, র নির্বাচন। কিন্তু ওদের কাছ থেকে কোন আশা ভরসা নেই। গেলো পাঁচ বছরে সমস্ত ট্রাইবেল এলাকাগুলিতে দুর্ভিক্ষ, অনাহারে মৃত্যু হচ্ছে। চাল চাইতে এসে গুলি বিদ্ধ হয়ে প্রান দিতে হয়েছিল চার পাঁচ জনকে। এই সমস্ত করেছে। আজকে এ, ডি, সি' কে যা টাকা দেওয়া হচ্ছে—তা' দিয়ে কোথায় কি কাজ হচ্ছে তার হিসেব এরা দিতে পারছে না তাই ওরা জানে যে ওখানে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে এই সরকারকে বে-কায়দায় ফেলার জন্য যা করার তাই করতে হবে। আর ঐখানে দিল্লীতে বসে রয়েছে যে-অত সোজা না, জনগণের রায়কে উল্টে দেওয়া। অত সোজা না। আজকে আইন শৃংখলার অবনতি ঘটাবার জন্য ওরা এইসব করছে। তাদের যদি কোন আন্তরিকতা থাকে তা' হলে তাদের কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সেটা প্রমাণ করুক। আমিও আবেদন রাখব তাদের কাছে যে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সরকা'র কর্তৃক সরকার বদল হয়। এইটা কারোর জমিদারী না, এইটা কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস, এর জমিদারীও না, এইটা বামফ্রন্টের জমিদারীও না। সারা ভারতবর্ষে'ও তাই। কোন পলিটিক্যাল পার্টি'রই এইটা জমিদারী না জনগণের স্বার্থে সবকিছুই করতে হয়। জনগণ বিচার করে সেইদিক থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের জনগণের মঙ্গলের জন্য আমি তো দেখতে পাইনি এই আঠারো মাসের মধ্যে এতো বন্যা, এইটা ওইটা হয়ে গেলো অর্থনৈতিক সংকট অথচ একটা কথাও ওরা বলছে না। এইখানে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে কোন আন্দোলন করেছে বা কোন এম, পি, যারা দিল্লীতে রয়েছেন ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিনিধি হয়ে তাদেরকে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের জন্য একটা কথা বলছেন। আমি তো দেখিনাই কোন কাগজের মধ্যে। বিরোধী দলের ভূমিকা কি শুধু বিরোধীতা করার জন্য, গোলমাল করার জন্য নাকি রাজ্যবাসীর প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে। অন্য কথা যদি ছেড়েও দিই যে এলাকা থেকে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন সেই এলাকার জন্য তো কথা বলা দরকার। বলছেন কোথাও। কখনো বলেননি। রাজ্য সরকারকে ওরা গ্রহণ করতে পারছে না, জনগণের রায়কে ওরা গ্রহণ করতে পারছে না। ওদের পথ আমরা দেখেছি গত পাঁচ বছরে। জনগণের ভোটের প্রয়োজন তাদের হয় না। ওরা ভোটে কারচুপি করেছে, ওরা ভোটে জালিয়াতি করেছে, মানুষকে ভোট দিতে দেয়নি। এই হলো ওদের পাঁচ বছরের ইতিহাস এবং বাকি যেটা ছিল তাই হয়েছে জনগণকে ওরা ভোট থেকে বঞ্চিত করেছি পঞ্চায়েত নির্বাচন থেকে সব কিছু থেকে।

মাননীয় সদস্য শ্রী রতিমোহন জমাতিয়া ওদের কথা বলে লাভ নেই। যদি কোন আন্তরিকতা থাকে তাহলে ত্রিপুরা সরকার তার সীমাবদ্ধ ক্ষমতা, সীমাবদ্ধ সামরিক ব্যবস্থা যা পুলিশ রয়েছে তা দিয়ে মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষার চেষ্টা করছে। তাদের পেছনে এসে দাঁড়ান তারা। সরকারের কাজে সহযোগিতা করুন, ত্রিপুরা রাজ্যের সব মানুষের জন্য এটা দরকার কোন এক দলীয় মানুষের জন্য নয়। এবং বিভ্রান্ত যুবক যারা রাজ্যের ভেতরে গোলমাল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে, জাতি উপজাতির সম্প্রীতি নষ্ট করবার চেষ্টা করছে এবং যার পেছনে সুনির্দিষ্টভাবে আমাদের জানা আছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য রয়েছে এবং সংগঠিত করা হচ্ছে। আমি বলব সেই পথ থেকে ওরা ফিরে আসুক। ফিরে এসে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য এমনিতেই ভারত সরকার যে অর্থনীতি নিয়েছে সেই অর্থনীতির ফলে যারা ভারতবর্ষে যে সমস্যা আগামী দিনে সৃষ্টি হবে তার সঙ্গে এই রাজ্যগুলির অবস্থাও আরও করুণ এবং কঠিন অবস্থা আসছে। এই পথ ভুল পথ আমি আশা করি ওরা ফিরে আসবে। এবং জনগণের রায়কে স্বীকার করে নিয়ে জনগণের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়ে সরকার-এর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন। অন্যক্ষেত্রে আমাদের মতবিরোধ থাকতে পারে কিন্তু রাজ্যের শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে কর্তব্য সেই কর্তব্য তাঁরা পালন করবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আর একটা নোটিশ আছে। মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য আমি জানাচ্ছি যে,

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

আমাদের হাতে সময় খুব বেশী নেই। সুতরাং আপনারা যদি একমত হন বা বলেন তাহলে সময় বাড়ানো যায়। তাছাড়া এই নোটিশের উপর আলোচনা করতে গেলে কম করে একঘণ্টা সময় লাগবে। হাউস যদি অনুমতি করেন তাহলে সময় বাড়ানো যাবে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মিনিষ্টার) :— স্যার, এটা আরম্ভ করুন তারপরে অল্প করে বক্তব্য রাখলে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি আর একটি নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়। নোটিশের বিষয়বস্তু হচ্ছে—"রাজ্যে ও, বি, সি, জনগণের চাকুরীতে সংরক্ষণ ও অন্যান্য সুযোগদান সম্পর্কে।" আমি মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়কে অনুরোধ করছি নোটিশটির উপর আলোচনা আরম্ভ করতে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, এখানে যে বিষয়টা আলোচনার অবতারণা করছি সেটা রাজ্যের শুধু ও, বি, সি, অংশের জনগণের প্রশ্নে নয়। রাজ্যের মানুষ তাকিয়ে আছে অধীর আগ্রহে যে ভারতবর্ষের সংবিধানে শুধু ও, বি, বি অংশের মানুষের জন্য যে অধিকারগুলি স্বীকৃত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত অনেক তালবাহানার পর কেন্দ্রীয় সরকার তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরী এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রেও এই সুযোগ সুবিধাগুলি সংযোজিত করেছেন। যদিও আমাদের রাজ্যে আমরা এই ক্ষেত্রে বঞ্চিত হচ্ছি। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার যখন এই বিষয়গুলি স্বীকার করেন তখন এই রাজ্যে কংগ্রেস এবং টি, ইউ. জে, এস জোট সরকার ছিল। আমরা দেখলাম যে রাম রাজত্বে ও, বি, সি অংশের জনগণের জন্য তাদের কদরের অভাব ছিল না, মায়া কান্নার অভাব ছিল না। কিন্তু তারা গত ৫ সছর এই অংশের মানুষের জন্য কিছু করেননি। এটা কংগ্রেস দলের নীতি কংগ্রেস দলের ৪৮ বছরের মধ্যে এই ও, বি, সির, জন্য কিছু করেননি। যা কিছু কেন্দ্রীয় সরকার করেছেন তা ঐ দিল্লীতে দুটি জনতা দলের সরকার এসে ও, বি, সির জন্য কিছু করেছে আমরা এই রাজ্যের মানুষ আনন্দিত যে রাজ্যের তৃতীয় বাম সরকার আসার পর খুব অল্প সময়ের মধ্যে ও, বি, সির জন্য একটা কমিশন গঠন করেছেন। সরকার তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই রাজ্যে ও. বি. সি কমিশন •গঠন করেন এবং ও. বি. সি কমিশন ও অল্প সময়ের মধ্যে রাজ্যে কারা কারা ও বি সি সম্প্রদায় ভুক্ত তাদের চিহ্নিত করে তাদের যাতে ও বি সি হিসাবে সরকার স্বীকৃতি দেন তারা তাদের রিপোর্ট পেশ করেছেন এই ৯৪ ইং সালের ফেব্রুয়ারী মাসে। তাতে তারা মোট ৪২টা জাতিগোষ্টি বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছেন এবং আমরা পরবর্তী সময়ে দেখলাম রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এই ও বি সি কমিশন যাদেরকে চিহ্নিত করেছেন তাদের সবাইকে ও বি সি হিসাবে স্বীকৃতি দেন। এবং সেই অনুযায়ী যা যা করণীয় সরকারী কাজকর্ম তারা তা করেন। কিন্তু আমরা দুঃখিত তা প্রায় ৬ থেকে ৭ মাস হতে চলল রাজ্যের ও. বি. সি অংশের মানুষ তাদের যে নায্য অধিকার তা আমাদের রাজ্যের মানুষ পাচ্ছেন না। এমন কি কেন্দ্রীয় সরকার ও. বি. সি দের জন্য যে সব সুযোগ সুবিধা সৃষ্টি করেছেন আমাদের রাজ্যে ও. বি. সি স্বীকৃত হওয়ার ফলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন গেড়াকলের আইনের ফলে তা আমরা ভারতবর্ষের নাগরীক হয়েও সেই সমস্ত সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে যতটুকু জানতে পেরেছি যে, এটার একটা নিয়ম আছে, রাজ্যসরকার শুধু ও বি সির স্বীকৃতি দিলেই হবে না, কেন্দ্রীয় সরকারকেও তার স্বীকৃতি দিতে হবে, তা হলে এখানে সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাবে। এবং যে যে কেন্দ্রীয় সাহায্য তা দেওয়া যাবে এবং তারা কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া সুযোগ সুবিধাগুলি ভোগ করতে পারবেন। রাজ্য সরকার তার ভিত্তিতেই এই কাজগুলি করবে। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার আজকেও তা দিচ্ছেন না। এখানে রাজ্য সরকার যে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং আমরা যা তথ্য

দেখেছি তাতে দেখা যাচ্ছে যে এখানে মোট ৪২টা জাতিগোষ্ঠি বা সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করেছেন তার মধ্যে ৩৫টি আছেন কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া মণ্ডল কমিশনের লিষ্টে, আর বাকী ৭টি জাতী বা সম্প্রদায়কে রাজ্য সরকার চিহ্নিত করেছেন বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া ইত্যাদির ভিত্তিতে। এতে রাজ্যের আনুমানিক হিসাব প্রায় ৩৪ থেকে ৩৫ শতাংশ মানুষকেই সেই ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারবেন। পিছিয়ে পড়া যারা আছেন তারা সেই ক্ষেত্রে উপকৃত হতে পারবেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের গড়িমসির ফলে আজকে আমাদের রাজ্যে তা সম্ভব হচ্ছে না। এটা প্রায় সকলেরই জানা যে কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ করে সুপ্রীম কোর্ট এই মণ্ডল কমিশনের উপরে তারা তাদের রায়ে বলেছেন যে রিজারভেশান ৫০ শতাংশের উপরে হতে পারবে না। আমাদের রাজ্যে ইতিমধ্যেই ৫১ ভাগ রিজারভেশান হয়ে আছে। তপশিল উপজাতি ৩১ ভাগ, তপশিলী জাতি ১৬ ভাগ, এক্স-সার্ভিসম্যান ২ ভাগ, আর যারা শরীক ভাবে অক্ষম তাদের জন্য ২ ভাগ এই মোট ৫১ ভাগ রিজারভেশান। তা হলে এই প্রশ্নে কেন্দ্রীয় সরকারও এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, যদি আমরা আমাদের রাজ্যের ও বি সি অংশের মানুষ তাদেরকে ন্যূনতম চাকুরীর সুবিধা বা শিক্ষার সুবিধা দিতে হয় সেই ক্ষেত্রেও আমরা দেখলাম সারা রাজ্যের জন্য যে একটা নীতি সেই দিকে এগিয়ে আসছেন না। আমরা আনন্দিত যে তামিলনাড়ু মানুষ সমস্ত এক হয়ে সবাই মিলে দলমত নিরবিশেষে তারা প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়ে তামিলনাড়ুতে ৬৯ শতাংশ সংরক্ষন চালু করার জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের এখানে হলেও আমরা খুশি হতাম। শুধু তামিলনাড়ুর ক্ষেত্রে না রেখে যে সমস্ত রাজ্যে এই ধরণের সমস্যা আছে তাদের সবার ক্ষেত্রেই যদি তা করতেন তা হলে আরো ভাল হত। তবে আমি যতটুকু জানি আমাদের রাজ্যের মত আরো রাজ্য আছে যেমন মধ্যপ্রদেশ আরো অনেক রাজ্যে যেই গুলিতে এই ধরনের সমস্যা রয়েছে। এই রাজ্যের যদি সমানভাবে এই অংশের মানুষের সুযোগসুবিধা দেওয়া যেত এবং সংবিধান সংশোধন করার যে প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এটা করে যাতে আমাদের রাজ্যের মানুষের সুযোগ সুবিধাগুলি পেতে পারি এই জন্য এই বিধান সভায় আমি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। আমি আশা করছি আমাদের তপশীলি মন্ত্রী এবং ও বি সি কল্যাণ মন্ত্রী এই সম্পর্কে ত্রিপুরার মানুষ বিশেষ করে ও বি সি অংশের মানুষ খুবই উৎবিগ্ন, তারা কি পর্য্যায়ে আছেন তা উনি উনার আলোচনার মধ্যে জানিয়ে দিবেন এবং কি ভাবে এর একটা সুরাহা করা যায় এবং ও বি সি অংশের মানুষ কি করে সুরাহা পেতে পারে তা জানাবেন। এই বলে আমি সবাইকে আমার ধন্যবাদ জানিয়ে আলোচনা শেষ করছি নমস্কার।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক ও বি সি সম্পর্কে যে আলোচনা এনেছেন এবং আলোচনা করছেন এই প্রসঙ্গে তাকে আমি সমর্থন করি। আমি বলছি যে মণ্ডল কমিশনের সুপারিশে সুপ্রিম কোর্ট ১৬ই নভেম্বর ১৯৯২ তারিখে রায় দেন। ৭০ ভাগ চাকরী তাদের জন্য রিজার্ভেশন হবে। এবং সেই মোতাবেক প্রতিটি রাজ্যে একটি কমিশন গঠন হবে এবং সেই কমিশন হবে স্থায়ি তাদের স্বার্থ দেখার জন্য। আমাদের বামফ্রন্ট সরকার ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৩ ইং সেই কমিশন গঠন করেন পাঁচ জন সদস্যকে নিয়ে এবং সেই কমিশন রিপোর্ট পেশ করে ২৪.২.৯৪ ইং, সরকার সেই রিপোর্ট গ্রহণ করেন ২৭.৩.৯৩ ইং তারিখে। তারপর মে মাসের ৬ তারিখ আমরা সেই গ্যাজেট নোটিফিকেশন করি। এবং গ্যাজেট নোটিফিকেশন ২৭ তারিখে বেরিয়ে যায় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কেন্দ্রীয় কল্যাণ মন্ত্রাণালয়ে আমরা পাঠিয়েছি ৬ তারিখ মে ৯৪ইং। এর পরে সেই মে মাসেই ৩১ তারিখে কেন্দ্রীয় কল্যাণ মন্ত্রানালয়ে একটিভিটি লেটার আমি নিজে পাঠায়। সারা ভারতবর্ষে আমরা লক্ষ্য করেছি যে সমস্ত কেন্দ্র সরকারের চাকরী সেই সমস্ত ক্ষেত্রে ও বি সিদের জন্য একটা ন্যাশাল রিজার্ভেশন আছে। তাই আমরাও চেয়েছিলাম

SHORT DISCUSSION ON THE MATTER OF PUBLIC IMPORTANCE

আমাদের রাজ্যের ও. বি. সি ভুক্ত বেকার যুবকরা সেই সমস্ত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। তারজন্য তাদের ও বি সি সার্টিফিকেট দরকার। আমরা যথারিতি ৪২টি সম্প্রদায়কে ও বি সি ভুক্ত করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রাণালয়ে পাঠিয়েছি যাহাতে তাড়াতাড়ি এই তালিকা গ্রহণ করা হউক। তারপর আবার আগষ্ট মাসের ৩০ তারিখে আর একটা রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়। তাড়াতাড়ি এই লিষ্ট গ্রহণ করার জন্য আমরা লিখেছিলাম এই সম্পর্কে জানান ইত্যাদি। এছাড়া আমি তপশিলী কল্যাণ দপ্তর যে কমিশনার তাকে ব্যাক্তিগত ভাবে বলি, দিল্লী যাবার জন্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রালয়ে অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য। তিনিও এই মাসের প্রথম সাপ্তাহে দিল্লীতে গেছেন। এখন পর্যন্ত আমাদের যে ৪২টি নাম গ্রহণ করার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোন নির্দেশ বা একসেপটেন্স আমরা পাইনি। কাজেই এক সময় প্রশ্ন উঠেছিল সমস্ত ও. বি. সি ভুক্ত মানুষের মধ্যে যে ত্রিপুরার কমিশন দেরি করছে ইত্যাদি কিন্তু আমরা সময়ে কমিশন গঠণ করেছি যথা সময়ে রিপোর্ট পেশ করেছি কেন্দ্রীয় সরকারকে পাঠিয়েছি। কিন্তু কেন্দ্র সরকার কোন নির্দেশ বা একসেপটেন্স না আসলে পরে আমরা আমাদের রাজ্যের ও. বি. সি ভুক্ত সম্প্রদায়দেরকে সার্টিফিকেট দিতে পারি না। তারজন্য তারা কেন্দ্রীয় সরকারের যে সংরক্ষণ সেই সুযোগ গ্রহণ করতে পারছে না। তাহারা বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিভিন্ন রকম পরিকল্পনা গ্রহণ করা সেগুলি আমরা করতে পারছি না। যতদিন কেন্দ্র সরকার তালিকাটি গ্রহণ না করে। বিভিন্ন রকম ড্রাফ স্কীম আমরা করে রেখেছি। এখন মাত্র ১০ লক্ষ টাকা আছে, এই টাকা দিয়ে রাজ্য কমিশনার নানারকম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই মাননীয় বিধায়ক পবিত্র কর যে প্রসঙ্গটি এখানে তুলেছেন সেটি খুব প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয় ত্রিপুরাতে অন্ততঃপক্ষে ৩০-৪০ ভাগ মানুষ উপকৃত হবে। সরকারের অনুমোদন ছাড়া এটা সম্ভব না। কাজেই মাননীয় বিধায়কের আলোচনার প্রসঙ্গে আমি তা অনুরোধ করব কেন্দ্রীয় কল্যাণ মন্ত্রণালয়কে অবিলম্বে যাহাতে আমাদের এই তালিকাটি গ্রহণ করে। এখন তালিকা সম্পর্কে ভিন্ন প্রসঙ্গতা তুলেনি। আপত্তিও করেনি। শুধু এইটুকু বলেছেন এখানকার রিজার্ভেশনের পজিশনটি কি, আমরা যথরীতি জানিয়ে দিয়েছি এখানের রিজার্ভেশনের পজিশন, প্রায় ৫২ শতাংশ রিজার্ভ হয়ে আছে। উপজাতি, তপশীলি জাতি, বিকলাঙ্গ এবং প্রাক্তন সামরিক কর্মী তাদের জন্য। এর পরবর্তী রিজার্ভ করার ব্যাপারে আমরা সরকারের আইন দপ্তরে কাছে পাঠিয়েছি যে কিভাবে রিজার্ভ করা যায়। মূলতঃ এখানে একটিই কথা হচ্ছে কেন্দ্র সরকারের অনুমোদনের জন্য আমরা এই হাউস থেকে কেন্দ্র সরকারের কাছে এই আবেদন রাখব যত দ্রুত সম্ভব আমাদের এই তালিকা গ্রহণ করে আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যাহাতে করে এই রাজ্যের ও বি সি ভুক্ত মানুষের সুবিধাগুলি আমরা দিতে পারি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্যবৃন্দ, এই সভা আগামী ২০-৯-৯৪ ইং রোজ মঙ্গলবার, বেলা ১১ ঘটিকা পর্য্যন্ত মুলতবি রইল।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Question's and Answers) ANNEXURE—"A"

Admitted starred question No. 5

Name of Member—SHRI UMESH CHANDRA NATH.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ইহা কি সত্য যে ধর্মনগর মহকুমার উত্তর ফুলবাড়ী, লক্ষীনগর, পূর্ব বটরসীতে ডিপটিউব ওয়েল এর অসমাপ্ত কাজটি সমাপ্ত করার জন্য এখনও কাজ শুরু করা হয় নাই,	১। উত্তর ফুলবাড়ী ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পের কাজ শুরু করা হইয়াছে।

২। সত্য হইলে ঐ অসমাপ্ত কাজটি কবে পর্যন্ত সমাপ্ত করা হবে?

২। বর্তমান আর্থিক বৎসরে উত্তর ফুলবাড়ী ব্যতিত অন্য প্রকল্পগুলি চালু করা হবে। প্রয়োজনীয় অর্থের অপ্রতুলতা হেতু সমস্ত পাইপ লাইনের কাজ শেষ করিতে আরও সময় লাগিবে।

Admitted Starred Question No, 10

Name of Member : SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Finance Department be pleased to state—

QUESTION

১। ইহা কি সত্য রাজ্য সরকার ফাইনান্স ডিপার্টমেন্ট মেমো নং এফ ৪(৩২)-ফিন (পি, সি,) ৮৯ আদেশমূলে যে এনোমেলি কমিটি ও এনোমেলি সাব কমিটি গঠন করে তার রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায় নি?

২। না পাওয়া গেলে তার কারণ কি ?

৩। এবং এই এনোমেলি কমিটির নিকট বেতন বৈষম্য দুর করার জন্য কতগুলি দরখাস্ত জমা পড়েছে।

Minister-in-charge of the Finance Department—Chief Minister.

ANSWER

১। এনোমেলি সাব কমিটি তার প্রতিবেদন গত ৩০/৯/৯১ তারিখে এনোমেলি কমিটির নিকট জমা দিয়েছেন। তবে এনোমেলি কমিটি তার চূড়ান্ত রিপোর্ট সরকারের নিকট এখনও জমা দেন নাই।

২। এনোমেলি কমিটি বর্তমানে সাব কমিটির রিপোর্টটি পরীক্ষা করিতেছেন। নানা জটিলতার জন্য বিষয়টি চূড়ান্ত করিতে সময় নিচ্ছে।

৩। এনোমেলি কমিটি নিকট কোন দরখাস্ত জমা পড়ে নাই।

Admitted starred question No. 12.

Name of Member— SHRI PANNALAL GHOSH.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর বরো চাষের (১৯৯৩-৯৪) জন্য কতগুলো শ্যালো টিউব ওয়েল ক্রয় করেছে, এবং	১। ক্ষুদ্র সেচ দপ্তর হইতে বরো চাষের (১৯৯৩-৯৪) জন্য কোন শ্যালো টিউব ওয়েল ক্রয় করা হয়নি।
২। এ বাবদ এই অর্থ বছরে কত টাকা পাওয়া গিয়াছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)	২। এ বাবদ বর্তমান আর্থিক বছরে কোন আর্থিক বরাদ্দ নাই।
৩। ইহা কি সত্য পাইপ থাকা সত্ত্বেও সুখসাগর জলাতে (উদয়পুর) সেচ দপ্তর শ্যালো টিউবওয়েল বসাতে পারে নি	৩। উপরোক্ত প্রশ্নাবলীর উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন আসে না।
৪। সত্য হলে এর কারণ কি ?	৪। — ঐ —

Admitted starred question No. 32

Name of Member : SHRI UMESH CH. NATH

প্রশ্ন	উত্তর
১। ধর্মনগরের গজারবিল নামক স্থান হইতে কুর্তি নদী	১। এরকম কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের

হইতে খাল কেটে কালাগাঙের সঙ্গে যুক্ত করার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা,

১। নাই।

২। যদি থাকে, তবে কবে পর্যন্ত কার্যাকরী হবে ?

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন আসে না।

ADMITTED STARRED QUESTION. NO, 44.

Name of M.L. A :—SHRI RATI MOHAN JAMATIA.

Will the Hon'ble Minister-in charge of the Transport Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য ভাংমুন হইতে আইজল পর্যন্ত অন্তঃরাজ্য বাস চালুর প্রকল্প দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিবেচনাধীন রয়েছে ?

২) সত্য হইলে কবে নাগাদ কার্যাকর হইবে বলে আশা করা যায় ?

৩) না হইলে কারণ ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—

১) হাঁা ইহা সত্য।

২) ভাংমুন হইতে আইজল রুটে বাসসার্ভিস চালুর জন্য বিগত ৭/৫/৯৭ ইং তারিখে দরখাস্ত আহ্বান করা হইয়াছে। উপযুক্ত প্রার্থী পাইলে বাসের পারমিট দেওয়া হইবে।

৩) ২নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 50

Name of Member :—SHRI BIDYA CH. DEBBARMA.

প্রশ্ন	উত্তর
১। ত্রিপুরা রাজ্যে লিফট ইরিগেশানে মোট কতটি পাম্প মেশিন আছে ?	১। ত্রিপুরা রাজ্যে লিফট ইরিগেশন প্রকল্পে মোট ৯৮৩ টি পাম্প মেসিন আছে।
২। এরমধ্যে বর্তমানে কতটি চালু আছে এবং কতটি অচল অবস্থায় আছে	২। উক্ত সংখ্যক মেসিনের মধ্যে ৫৩৩টি মেশিন সচল এবং ৪৫০ টি মেশিন অচল আছে।
৩। যে সমস্ত পাম্প মেশিন অচল অবস্থায় আছে উহা চালু করার ব্যবস্থা করা হইবে কি ?	৩। অচল মেশিনগুলি সত্বর চালু করার প্রয়াস অব্যাহত আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 55

Name of M, L.A. :— Sri Samir Deb Sarkar.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D, be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে—খোয়াই থেকে আগরতলা ভায়া স্বরলসিং রাস্তাটি দীর্ঘদিন যাবৎ গাড়ী চলাচলের অনুপযুক্ত.

১) উত্তর :— খোয়াই থেকে—আগরতলা—ভায়া সুবলসিং রাস্তাটির সুবলসিং থেকে শনখলা পর্য্যন্ত ১০ কিঃ মিঃ রাস্তার অবস্থা খারাপ থাকায় যানবাহন চলাচলের বিঘ্ন ঘটে। তবে খোয়াই থেকে শনখলা ১০ কিঃ মিঃ রাস্তা ও আগরতলা থেকে সুবলসিং পর্য্যন্ত ২৩ কিঃ মিঃ রাস্তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী।

২) প্রশ্ন :— সত্য হলে কতদিন যাবৎ অনুপযুক্ত অবস্থায় পড়ে আছে, ?

২) উত্তর :— ১৯৯৩ ইং সনের জুনমাস থেকে এখন পর্যান্ত সুবলসিং থেকে শনখলা পর্য্যন্ত রাস্তাটি যানবাহন চলাচলের সম্পূর্ণ উপযুক্ত নয়।

৩) প্রশ্ন :— গত ১৯৮৮ ইং এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৩ ইং মার্চ মাস পর্য্যন্ত শনখলা থেকে সুবলসিং পর্য্যন্ত রাস্তার মেরামতের জন্য কত টাকা ব্যয় করা হয়েছিল, এবং ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে কত টাকা ব্যয় করা হয়েছে ?

৩) উত্তর :— ১৯৮৮ ইং সনের এপ্রিল মাস থেকে ১৯৯৩ ইং মার্চ মাস পর্যান্ত শনখলা থেকে সুবলসিং পর্য্যন্ত রাস্তার মেরামতের জন্য ৬০, ৮৬, ২৪৭·০০ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল এবং ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে কোন টাকা ব্যয় করা হয় নাই।

৪) প্রশ্ন :— ১৯৯৩-৯৪ ইং সনে এই রাস্তার রামচন্দ্রঘাট থেকে শনখলা পর্যান্ত অংশে কত টাকার কাজ করানো হয়েছে ?

৪) উত্তর :— মোট ২, ৮১, ৭৬৭·০০ টাকার কাজ করানো হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 57

Name of the Member :— SRI SAMIR DEB SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :

প্রশ্ন

১। ১৯৯৭-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে মোট কতটি গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে ?

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং সালে মোট কয়টি গ্রামকে বিদ্যুতায়নের আওতায় আনা হবে ? এবং

৩। খোয়াই মহকুমার সোনাতলা কলোনী তবল ছড়া দক্ষিণ রামটিলা ও বাল্লারবেড় গ্রামে বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণের ব্যাপারে বিবেচনা করা হবে কি না ?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৫ ইং অর্থবৎসরে রাজ্যে মোট ৩০টি নতুন গ্রামে বিদ্যুৎ সম্প্রসারণের পরিকল্পনা সরকারের আছে।

২। আর-ই-সি থেকে ঋণ পাওয়া সাপেক্ষে আমরা (দপ্তর) উপরোক্ত লক্ষমাত্রা পৌঁছাতে পারব বলে আশা করছি।

৩। রাজ্য সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 58

Name of the Member :— SAMIR DEB SARKAR

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে মোট কতটি পরিবারকে কুটির জ্যোতি প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার পরিকল্পনা ছিল ?

২। তন্মধ্যে কতটি পরিবারকে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়েছে? এবং

৩। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে মোট কত পরিবারকে কুটির জ্যোতি প্রকল্পের আওতায় আনা হবে?

উত্তর

১। ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যের মোট ১২৬০টি গরীব পরিবারকে কুটির জ্যোতি বিদ্যুৎ প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা ছিল।

২। কিন্তু তন্মধ্যে মোট ১৪০০টি গরীব পরিবারকে কুটির জ্যোতি প্রকল্পে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার কাজ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে।

৩। ১৯৯৪-৯৫ইং অর্থ বছরে কুটির জ্যোতি প্রকল্পে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর-ই-সির অনুমোদন পাওয়া যায় নাই।

Admitted Starred Question No.73

Name of M.L A. : SHRI PRANAB DEB BARMA.

Will the Hon'ble Minister.-in-Charge of the P. W. D be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে সিমনা (সোনারাম ভাই-ভারশান) রোড খারাপ হওয়ার ফলে অনেকদিন ধরে ঐ রোডে গাড়ী চলাচল বন্ধ হয়ে আছে,

উত্তর:—হ্যাঁ।

প্রশ্ন

২। যদি সত্য হয়ে থাকে তবে কবে নাগাদ উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করে বাস চলাচলের উপযোগী করা হবে?

উত্তর

২। উক্ত রাস্তার কাজ সম্পন্ন করে বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যেই বাস চলাচলের উপযোগী করা যাবে বলে আশা করা যায়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 101.

Name of M. L. A, :— SRI TAPAN CHAKRABORTY,

Will the Hon'ble Minister -in-charge of the P. W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) সোনামুড়া-বিশ্রামগঞ্জ সড়কটিতে পাশাপাশি দুইটি গাড়ী অতিক্রম করার উপযোগী করে প্রশস্ত করার জন্য শীঘ্রই কোন কার্যকর ব্যবস্থা পূর্ত দপ্তর গ্রহণ করবেন কি?

উত্তর

১) সোনামুড়া থেকে বিশ্রামগঞ্জ ভায়া মেলাঘর রাস্তার কোন কোন জায়গাকে দুটো গাড়ী পাশাপাশি চলাচলের ফলে কিছুটা অসুবিধা হয়। এ রাস্তাটি আরো প্রশস্ত করতে হলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। অর্থ অপ্রতুল হওয়ায় বর্তমানে এই রাস্তা প্রশস্ত করার পরিকল্পনা নেই।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 115

Name of M. L. A. :— Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the P.W.D. be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) ইহা কি সত্য খোয়াই হইতে চাম্পাহাওর-হাতীমারা ভাটি ময়দান ও উজান ময়দান রাস্তা তৈরীর কাজ না হওয়ার ফলে ঐ এলাকার কোন উন্নয়নের কাজ করা যাইতেছে না, এমন কি রেশন সপের চাউল পর্য্যন্ত নেওয়া যাইতেছে না ?

উত্তর

১) খোয়াই চাম্পাহাওর-হাতীমারা রাস্তার ৮ (আট) কিঃ মিঃ পর্য্যন্ত জীপ চলাচলের উপযোগী। হাতীমারা হইতে ভাটি ময়দান রাস্তাটির জন্য যথেষ্ট অর্থের সংকুলান না থাকার জন্য কাজটি এখনও নেওয়া সম্ভব হয় নাই। এন-ই-সি রাস্তা থেকে উজান ময়দান রাস্তা বর্তমানে হাতে নেওয়ার পরিকল্পনা নাই।

উপরোক্ত এলাকা গুলিতে বর্তমানে ট্রাক চলাচল করিতে না পারার জন্য উন্নয়নের কাজ যথাযথ করা সম্ভব হইতেছে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 142.

Name of Member :— Shri Prasanta Deb Barma.

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কমলপুর বিভাগের মহারাণী গ্রামের গভীর নলকূপটি অকেজো হয়ে গেছে,

উত্তর

১) :— হ্যাঁ সত্য।

প্রশ্ন

২) :— যদি সত্য হয়ে থাকে বিকল্প নলকূপ বসানোর কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

২) বিকল্প নলকূপ বসানোর পরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষাধীন আছে।

Admitted starred question No—143.

Name of Member :— Sri Prasanta Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১। কমলপুর বিভাগের মহারাণী গ্রামে এল, আই, স্কীম-এর কাজ এখনও সম্পূর্ণ না হওয়ার কারণ কি ? এবং	১। কমলপুর বিভাগের মহারাণী গ্রামে এল, আই, স্কীমটির বৈদ্যুৎতিক সংযোগের কাজ ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হইয়াছে।
২। কবে পর্য্যন্ত উক্ত কাজ শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?	২। চলতি আর্থিক বৎসরে শেষ করা যাবে বলে আশা করা যায় ?

ADMITTED STARRED QUESTION NO :— 171

Name of the Member :— Sri Ashok Debbarma

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state :—

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

প্রশ্ন

১। কুটির জ্যোতি প্রকল্পে ত্রিপুরাতে কতগুলি পরিবারের বিদ্যুতের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে ?

২। ইহা কি সত্য যে, কুটির জ্যোতি প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের মাসিক ১০ টাকা হারে বিদ্যুতের মাশুল ধার্য্য করা হয়েছে ?

৩। যদি সত্য হয় সুবিধাভোগীরা প্রত্যেক কি নিয়মিত মাশুল দিয়া থাকে ?

৪। যদি তাহারা নিয়মিত মাশুল না দিয়ে থাকেন তবে ইতিমধ্যে তাহাদের সুবিধা বাতিল করা হয় কি ?

৫। যাদের সুবিধা বাতিল করা হয়েছে তাহারা যদি মাশুল দিয়া রিনিউ করে নিতে চায় তবে সেরকম সুবিধা তাদের হবে কি না ?

উত্তর

১। কুটির জ্যোতি প্রকল্পে ত্রিপুরারাজ্যে মোট ৩০০০ টি গরীব পরিবারকে বিদ্যুতের লাইন দেওয়ার কাজ শেষ করা হয়েছে।

২। হ্যাঁ—ইহা সত্য।

৩। যদিও নিয়মিত মাসিক ১০ টাকা হারে মাশুল দেবার কথা, তবুও অধিকাংশ সুবিধাভোগী ধার্য্য করা মাশুল নিয়মিত জমা দেয়না।

৪। যাঁহারা দীর্ঘদিন ধরিয়া মাশুল জমা দেয়না, তাঁহাদের কাহারও কাহারও লাইন বাতিল করা হইয়াছে।

৫। যাহাদের সুবিধা বাতিল করা হইয়াছে তাঁহারা বকেয়া টাকা জমা দিলে পুনরায় লাইন চালু করা হইবে।

ADMITTED STARRED QUESTION No :— 173

Name of Member :— SHRI AMAL MALLK.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Finance Department be pleased to state :—

QUESTION

১। রাজ্য সরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের বহিঃরাজ্যে ভ্রমনের জন্য এল টি সি সুযোগ আবার চালু করা হবে কিনা ?

২। হলে কবে নাগাদ শুরু করা হবে ?

৩। না হলে তার কারণ কি ?

ANSWER

১। এখনও সরকার এই ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই।

২। এখনই বলা সম্ভব নহে।

৩। সরকারের আর্থিক অপ্রতুলতা

ADMITTED STARRED QUESTION No. 174

Name of the Member :— SHRI AMAL MALLIK

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the "Parliamentary Affairs" Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। এম, পি, দের মত রাজ্যের বিধায়কদের অনুমোদনক্রমে বাৎসরিক ৩ লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজে সুযোগ

করে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ? এবং

২। থাকিলে কবে নাগাদ চালু করার সম্ভাবনা আছে ?

উত্তর

১। এইরূপ কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের নাই।

২। উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 177

Name of M, L A. :— SHRI SUNIL KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the P. W. D. be pleased to State :—

১। **প্রশ্ন :—** ১৯৮৮ইং সনে সাব্রুম থেকে ঘোড়াকাপ্পা ও সাব্রুম থেকে আমলীঘাট ভায়া মনুঘাট রাস্তা করার জন্য কত টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল ?

১। **উত্তর :—** ১৯৮৮ইং সনে উক্ত রাস্তার জন্য মোট ১১,০০,০০০ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

ক) সাব্রুম থেকে ঘোড়াকাপ্পা রাস্তা	—	৬,০০,০০০ টাকা।
খ) সাব্রুম থেকে মনুঘাট	—	১,০০,০০০ টাকা।
গ) মনুঘাট থেকে আমলীঘাট	—	৪,০০,০০০ টাকা।
		১১,০০,০০০ টাকা।

২। **প্রশ্ন :—** বর্তমানে ঐ রাস্তাগুলিতে বাস চালানো যাবে কিনা ? না হলে কবে পর্য্যন্ত বাস চলাচলের উপযুক্ত করা হবে ?

২। **উত্তর :—** ঐ রাস্তাগুলির সাব্রুম থেকে বনকুল সাব্রুম থেকে মনুঘাট অংশে বাস চলাচল করে। বাকী অংশ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে কাজের অগ্রগতি অর্থ সংকুলানের উপর নির্ভর করছে।

৩। **প্রশ্ন :—** এই পর্যান্ত রাস্তা দুটির কতটুকু কাজ হয়েছে ? এবং ঐ কাজের জন্য কোন বৎসর কত খরচ করা হয়েছে তার বিবরণ।

৩। **উত্তর :—** সাব্রুম থেকে ঘোড়াকাপ্পা ভায়া হরিণা বনকুল (মোট লম্বা ৪৩.৫০০ কিঃ মিঃ)। এর মধ্যে পাঁচ ২১.৫০০ কিমি, ইটের সলিং ২০ কিমি করা হয়েছে। বাকী ২ কি মি কাঁচা রাস্তা তৈরীর কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বৎসর ভিত্তিক খরচ নিয়ে দেওয়া হল :—

		টাকা
১৯৮৮-৮৯	—	৩,৮০,০০০ ,,
১৯৮৯-৯০	—	৬,৪০,০০০ ,,
১৯৯০-৯১	—	৯,২০,০০০ ,,
১৯৯১-৯২	—	৬,৮০,০০০ ,,
১৯৯২-৯৩	—	৮,০০,০০০ ,,
১৯৯৩-৯৪	—	৫,০০,০০০ ,,
		৩৯,২০,০০০ ,,

খ) সাব্রুম থেকে আমলীঘাট রাস্তাটি (ভায়া মনুঘাট। ২০.৪০০ কিমি লম্বা। এর মধ্যে ১২,২০ কিমি পাঁচ ২০০ মিটার ইটের সলিং এবং ৬.১০০ কিমি মাটির রাস্তা তৈরীর কাজ চলছে। বাকী ১.৩০০ কিমি

রাস্তার কাজ খুব শীঘ্রই হাতে নেওয়া হবে। এই রাস্তায় ৩টি এস. পি. টি. ব্রীজ নির্মাণের কাজ বাকী আছে। এই রাস্তার বৎসসর ভিত্তিক খরচ নিয়ে দেওয়া হল :—

১৯৮৮-৮৯	—	৬,৫০,০০০ টাকা
১৯৮৯-৯০	—	৪,৫০,০০০ টাকা।
১৯৯০-৯১	—	১১,০০,০০০ টাকা।
১৯৯১-৯২	—	৩,৪০,০০০ টাকা।
১৯৯২-৯৩	—	১,৭০,০০০ টাকা।
১৯৯৩-৯৪	—	৭,০০,০০০ টাকা।
		৩৪,১০,০০০ টাকা।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 181

Name of M. L. A. :— SRI SUNIL KR. CHOUDHURY.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১) সাব্রুম থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব কত এবং টি, আর, টি, সির ভাড়া কত ?

২) সাব্রুম থেকে বিলোনীয়া ভায়া পোয়াংবাড়ীর দূরত্ব কত এবং টি, আর, টি, সির ভাড়া কত ?

৩) সরকার ঘোষিত প্রতি কিলোমিটার ভাড়া ১৮ পয়সা করে নেওয়া হয় কি না ; না নেওয়া হলে কারণ কি ?

৪) রাজ্যে বহু রাস্তায় এই প্রকার বৈষম্যমূলক ভাড়া থাকার কারণ কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—

১) পি, ডব্লিউ, ডি ঘোষিত রাস্তাসমূহের দূরত্বের পরিমাপ যে সকল রাস্তায় এখনও সুনির্দিষ্টভাবে করা হয় নাই সেইসব রাস্তার ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকদের নিকট দায়িত্ব ন্যস্ত রয়েছে। নোটিফাইড এরিয়া অথরিটি এবং এক এডভাইসারী কমিটি ও স্থানীয় পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংস্থার সাথে আলোচনা করে দূরত্ব এবং সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট হারে Stage Cariage Bus গুলির যাত্রীভাড়া নির্দিষ্ট করে নিতে মহকুমা শাসকদের বলা হয়েছে।

২) ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২, ৩, ৪, ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 185,

Name of M. L. A. :— SRI SUNIL KR. CHOUDHURY

Will the Hon'dle Minister-in-charge of the Transport Department be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে টি. আর. টি. সি. বাস মিটারের রেকর্ড অনুযায়ী আগরতলা বটতলী টি. আর. টি. সি. বাস ষ্টেশান থেকে সাব্রুম বাসষ্ট্যাণ্ডের দূরত্ব ১৩০ কিলোমিটার;

২। যদি তা সত্য হয় তবে বর্তমান ভাড়া কিলোমিটার প্রতি ১৮ পয়সা হিসাবে ১৩০ কিলোমিটারের ভাড়া

৪৩ টাকা ৪০ পয়সা হওয়া সত্বে ও উক্ত রুটের যাত্রীগনের নিকট হতে তার থেকে অধিক ভাড়া টি. আর. টি. সি. কর্ত্তৃক আদায় করা হচ্ছে।

৩। সত্য হলে তার কারণ,

৪। সরকার কর্ত্তৃক সম্প্রতি ঘোষিত বাস ভাড়ার বৰ্দ্ধিত হার কবে থেকে কার্যকরী হবে?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্তমন্ত্রী :—

১। রাস্তার দূরত্ব সংক্রান্ত বিষয়ে রাজ্য সরকার পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেন্ট ঘোষিত হিসাবকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহন করে। আগরতলা সাব্রুম দূরত্বের হিসাব পি. ডব্লিউ. ডি থেকে ১৩৬'৫০ কিঃ মিঃ জানানো হয়েছে। এই হিসাব যতক্ষণ পি. ডব্লিউ. ডি কর্ত্তৃক ঘোষিত থাকবে ততক্ষন এই হিসাবকেই ট্রান্সপোর্টকে গ্রহণ করতে হবে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে ২নং এবং ৩নং প্রশ্ন আসে না

৪। ১/৬/৯৪ ইং তারিখ থেকে বৰ্দ্ধিত ভাড়া কার্য্যকরী হয়েছে।

ADMITTED STARRED QUESTION No. 189

Name of M. L. A. :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Transport Department pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে ধর্মনগর ভায়া জলেভাসা, কাঞ্চনপুর ও আনন্দবাজার রুটে টি. আর. টি. সির বাস সার্ভিস চালু করার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে কিনা?

২। থাকলে কবে নাগাদ তা কার্যাকরী হবে বলে আশা করা যায়।

৩। না থাকলে, তার কারণ কি?

উত্তর

পরিবহন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী :—

১। বর্ত্তমানে এরকম কোন পরিকল্পনা নাই।

২। ১ নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে কোন প্রশ্ন উঠে না।

৩। টি. আর. টি. সির বাসের স্বল্পতার জনাই উক্ত রুটে বাস সার্ভিস চালু করা বর্ত্তমানে সম্ভব নয়।

ADMITTED STARRED QUESTION NO 190.

Name of M. L. A. :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D. be pleased to State :—

প্রশ্ন

১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এখন পর্যান্ত সারা রাজ্যে পূর্ত দপ্তর কর্ত্তৃক মোট কতগুলি সেতু নির্মাণ করা হয়েছে এবং,

উত্তর

১। মোট ৬৩ টি।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

প্রশ্ন

২। সারা রাজ্যে কত কিলোমিটার রাস্তা গাড়ী চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে ?

উত্তর

২। মোট ১০৭৫.৫২৪ কি: মি: রাস্তা।

প্রশ্ন

৩। পি, ডব্লিউ, ডি. দপ্তরে গত জোট সরকারের সময় দুর্নীতির অভিযোগে কত জন কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে ?

উত্তর

৩। মোট ১১ জন কর্মচারীকে সাসপেণ্ড করা হয়েছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION NO. 210.

Name of M. L. A :— **Sri Debabrata Koloy.**

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P. W. D be pleased to state :—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষে পি, ডব্লিউ, ডি. থেকে কতজন বেকার যুবককে ঠিকাদারীর কাজ দেওয়া হয়েছে ? (ডিভিসান ভিত্তিক হিসাব)।

উত্তর

১। ডিভিসান ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী করে দেওয়া হইল।

প্রশ্ন

২। এই কাজে মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

উত্তর

২। এই কাজে মোট ৬, ২৬, ১৭, ৮৮৩.০০ টাকা ব্যয় হয়েছে।

প্রশ্ন

৩। যে সমস্ত বেকারদের কাজ দেওয়া হয়েছে ডিড্ হোল্ডারের সংখ্যা কত ?

উত্তর

৩। যে সমস্ত বেকার ডিড্ হোল্ডারদের কাজ দেওয়া হয়েছে তার সংখ্যা ৫১৯৮।

সংযোজনী 'ক'

ডিভিশনের নাম	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১) নর্দান ডিভিসান	১১৬ জন	৯১০ জন
২) কুমারঘাট ডিভিসান	৩৮১ জন	৪৪৮ জন
৩) কাঞ্চণপুর ডিভিসান	১৫৩ জন	১৬৫ জন
৪) কৈলাসহর ডিভিসান	২৪৩ জন	৩৭৮ জন
৫) আমবাসা ডিভিসান	২০৩ জন	২৯৩ জন

৬) আগরতলা ডিভিসান নং ১	৭৯০ জন	৫৯৮ জন
৭) আগরতলা ডিভিসান নং ৩	১৫৩ জন	১১৪ জন
৮) তেলিয়ামুড়া ডিভিসান	৬৭৯ জন	৩১০ জন
৯) ইন্টারন্যাল ডিভিসান	১০৫ জন	৮৮ জন
১০) সাউর্দান ডিভিসান নং ১	১০০ জন	১৪৬ জন
১১) সাউর্দান ডিভিসান নং ২	১৮৩ জন	৫৩ জন
১২) সাউর্দান ডিভিসান নং ৩	২০২ জন	৫৮ জন
১৩) অমরপুর ডিভিসান	১২৭ জন	১৯৫ জন
১৪) আগরতলা ডিভিসান নং ২	৩৮৩ জন	২৯৩ জন
১৫) আগরতলা ডিভিসান নং ৪	১১৮ জন	১৫৩ জন
১৬) আগরতলা ডিভিসান নং ৫	—	২৭ জন
	৩২৩৭ জন	৪,১৫৯ জন

ADMITED STARRED QUESTION NO. 212

Asked by Shri Debabrata Koloy M. L. A

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the Chief Minister Secretariat Department be pleased to State.:—

QUESTIONS

১। গত জোট মন্ত্রীসভা সদস্যদের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের তদন্ত করার জন্য রাজ্যসরকার এখন পর্যন্ত কোন কমিশন গঠন করেছেন কিনা.

২। যদি কমিশন গঠন করা হয়ে থাকে তাহলে উক্ত কমিশন রাজ্যসরকারের নিকট কোন রিপোর্ট পেশ করেছে কিনা।

৩। যদি কোন কমিশন গঠন করা না হয়ে থাকে গঠন করা হবে কি ?

ANSWER

১। গত জোট মন্ত্রীসভার কোন সদস্যের দুর্নীতিমূলক কার্যকলাপের তদন্ত করার জন্য রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত কোন কমিশন গঠন করেন নাই।

২। প্রশ্ন আসে না।

৩। এ ধরনের কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত সরকার এখনও নেয়নি।

ANNEXURE—"B"

ADMITED UN-STARRED QUESTION NO. 1.

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar

প্রশ্ন

১। রাজ্যে কতটা টিউবওয়েল, লিফট ইরিগেশন প্রকল্প কতটি এবং তন্মধ্যে কতটি সচল আছে, (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

২। মোট কত পরিমাণ জমিকে এসকল প্রকল্পের মাধ্যমে সেচের আওতায় আনা হয়েছে ?

৩। ১৯৯৪-৯৫ইং সনে মোট কতটি ডিপটিউবওয়েল এবং কতটি লিফট ইরিগেশন স্কীম চালু করা হবে এবং কোন্ কোন্ স্থানে ?

উত্তর

১। সেচের জন্য রাজ্যে মোট ১৪১ টি ডিপটিউবওয়েলের মধ্যে ১০০টি এবং ৪৫৭টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্পের মধ্যে ৩২৯টি প্রকল্পে সচল অবস্থায় আছে। সচল প্রকল্পের ব্লক বিভাগ ভিত্তিক হিসাব সংযোজনী "ক"-এ দেওয়া গেল।

২। উক্ত প্রকল্প সকল দ্বারা মোট ২৩,৭০৯ হেক্টর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে।

৩। ১৯৯৪-৯৫ইং সনে ২৩টি ডিপটিউবওয়েল ও ৪৭ টি লিফট ইরিগেশন মোট ৭০ টি প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব আছে। স্থান সমূহের নাম সংযোজনী "খ"তে দেওয়া গেল।

সংযোজনী 'ক'

ব্লক	মোট এস, আই, স্কীম	লিফট ইরিগেশন সচল প্রকল্পের সংখ্যা	মোট ডি টি ডব্লিউ স্কীম	ডিপটিউব ওয়েল সচল প্রকল্পের সংখ্যা
১। পানিসাগর	৩৯	৩৬	৮	৮
২। কাঞ্চনপুর	১৭	৯	×	×
৩। কুমারঘাট	৪২	২৬	২	১
৪। ছামনু	১০	৭	১	১
৫। সালেমা	৫১	৩৭	২	×
৬। মাতাবাড়ী	৫২	২৯	১৯	১১
৭। সাতচাঁদ	২০	১৭	৭	৪
৮। বগাফা	১৮	১৬	৭	৪
৯। রাজনগর	১৭	১২	৮	৬
১০। অমরপুর	৪১	২৯	×	×
১১। ডুম্বুরনগর	৫	২	×	×
১২। আগরতলা	৫	৫	×	×
১৩। খোয়াই	৯	৭	৭	৫
১৪। তেলিয়ামুড়া	২৮	২০	৭	৫
১৫। জিরানীয়া	১৭	১৭	৭	৩
১৬। মোহনপুর	১৫	৮	৩১	২৪
১৭। বিশালগড়	৩৮	২৯	২৩	১৯
১৮। জম্পুইজলা	৬	৪	২	২

১৯। মেলাঘর	২৬	১৯	১০	৭
মোট—	৪৫৭	৩২৯	১৪১	১০০

সংযোজনী 'খ'

১৯৯৪-৯৫ ইং সনে যে ৪৭টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প ও ২৩টি ডিপ টিউবওয়েল প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব আছে তার তালিকা—

লিপট ইরিগেশন প্রকল্প

পানিসাগর ব্লক—
১। পেকুছড়া
২। রাজেন্দ্রনগর
৩। সাউথ পদ্মবিল
৪। সাউথ যুবরাজনগর
৫। তিলথৈ ছড়া
৬। সাউথ তিলথৈ
৭। কালিকাপুর

কাঞ্চণপুর ব্লক—
৮। আন্ধারছড়া

কুমারঘাট—
৯। সিজিংবিল
১০। কাঞ্চণবাড়ী
১১। রাঙ্গাউটি
১২। লাটিয়াপুর
১৩। শিলছড়া
১৪। সোনাইমুড়া
১৫। নালকাটা
১৬। হালামবস্তি
১৭। নালকাটা প্রধানপাড়া

সালেমা—
১৮। রাইপাশা
১৯। কমলাছড়া

মোহনপুর—
৩৮। নওগাঁও

বিশালগড়—
৩৯। সাউথ আনন্দনগর
৪০। রামছড়া ফিল্ড
৪১। কাঞ্চনমালা মার্কেট

মাতাবাড়ী—
২০। দাতারাম
২১। সুংরুবাড়ী
২২। নোয়াবাড়ী

বগাফা—
২৩। অপুরথামার
২৪। লাংগাঙ মগপাড়া

রাজনগর—
২৫। জিরতলী
২৬। রামনগর
২৭। মিজারখিল
২৮। এম বি সি নগর

অমরপুর—
২৯। কামলাই—১

ডম্বুরনগর—
৩০। গণ্ডাছড়া

খোয়াই—
৩১। বরাবিল

তেলিয়ামুড়া—
৩২। পূর্ব কল্যাণপুর
৩৩। ইচারবিল
৩৪। সাউথ গকুলনগর

জিরানীয়া—
৩৫। বিশ্রমনিপাড়া—২
৩৬। রাধাপুর
৩৭। চিচিমা ফিল্ড

জিরানীয়া ব্লক—
৯। মেঘলিপাড়া
১০। বল্লভ ভাই সর্দারপাড়া
১১। রাজেন্দ্রনগর

মোহনপুর—
১২। চানমারি

৪২। চালিয়াখোলা
৪৩। সূর্যমণিনগর
মেলাঘর ৪৪। কাঞ্চলিছড়া
৪৫। রাঙ্গামুড়া
৪৬। গরুর বাঁধ
৪৭। ধনপুর

ডিপটিউবওয়েল প্রকল্প—(১৯৯৪-৯৫]

পানিসাগর ব্লক— ১। ব্রবরাজনগর
মাতাবাড়ী ব্লক— ২। ধ্বজনগর
রাজনগর ব্লক— ৩। আমজাদনগর
৪। যশমুড়া
৫। কুকিছড়া
৬। রাজনগর
তেলিয়ামুড়া ব্লক ৭। ৭-মাইল
৮। সাউথ পুলিনপুর

বিশালগড় ব্লক— ১৩। সিপাহিজলা
১৪। চৌমুহনীপাড়া
১৫। দক্ষিণ গোলাঘাটি
১৬। কোনাবন
১৭। সাউথ মহিষখোলা
১৮। এন সি কলোনী—২
১৯। সুকান্ত কলোনী
মেলাঘর— ২০। জুমের ঢেপা
২১। ভাটি কলমছড়া
২২। তৈবান্দাল
বগাফা— ২৩। পঃ চরকবাই

ADMITED UN STARRED QUESTION NO. 8.
Name of the Member :—Shri Bidya Ch. Debbarma.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরায় কতটি স্থায়ী বা পাকা বাঁধের মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা আছে।

যদি থাকে, তবে কোথায় কোথায়?

উত্তর

১। ত্রিপুরায় মোট ২৩টি পাকা বাঁধের (ডাইভারশন স্কীম) মাধ্যমে জলসেচের ব্যবস্থা আছে। তন্মধ্যে বর্তমানে মোট ২২টি প্রকল্প সচল/আংশিক সচল এবং ১টি প্রকল্প অচল অবস্থায় আছে।

২। প্রকল্পগুলোর ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিচে দেওয়া হইল—

ক্রমিক নং	ব্লক	অবস্থান
১।	সালেমা,	ফুলছড়ি
২।	ঐ	পিকবাইছড়া
৩।	ঐ	পূর্বডলুছড়া
৪।	ঐ	কলাছড়া
৫।	ঐ	পঞ্চসি
৬।	খোয়াই	ইচালিছড়া
৭।	তেলিয়ামুড়া	সররংছড়া
৮।	জিরানীয়া	দেবতাছড়া

ক্রমিক নং	ব্লক	অবস্থান
৯।	ঐ	মোহন্তসিকারী পাড়া
১০।	মোহনপুর	কালাছড়া
১১।	ঐ	আখালিয়াছড়া
১২।	মেলাঘর	কুড়ালিয়াছড়া।
১৩।	মাতাবাড়ী	বগাবাসা
১৪।	ঐ	কাচিগাঙ
১৫।	ঐ	নাজিলাবাড়ী
১৬।	বগাফা	কালাছড়া
১৭।	ঐ	বাইখোরা
১৮।	ঐ	পিলাকছড়া
১৯।	রাজনগর	অভয়াছড়া
২০।	ঐ	নলুয়াছড়া
২১।	ঐ	বিলোনীয়াছড়া
২২।	ঐ	ঘোড়াছড়া
২৩।	অমরপুর	চান্দ্রকছড়া

ADMITED UN-STARRED QUESTION NO. 24.

Name of the Member :—**Shri Anil Chakma**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Power Department be pleased to state:—

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে বিদ্যুতের লাইন সম্প্রসারণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না ?

২। থাকলে কোন্ ব্লকে কত কিলোমিটার করে সম্প্রসারণ করা হবে বলে আশা করা যায় ?

উত্তর

১। হ্যাঁ, আছে।

২। ব্লক অনুযায়ী নিয়ে প্রদত্ত হল :—

ক্রমিক নং	ব্লকের নাম	নতুন গ্রামের জন্য লাইন সম্প্রসারণ		গ্রামের জন্য লাইন সম্প্রসারণ	মোট কিঃ মিঃ
১	২	৩		৪	৫
১	মোহনপুর	১৮	৯	১.৫	২৮.৫
২।	জিরানীয়া	৫৪	২৭	১.৫	৮২.৫

১।	২	৩		৪	৫
৩।	খোয়াই	৪৬	২৩	১.৫	৭০.৫
৪।	তেলিয়ামুড়া	২০	১০	১,৫	৩১,৫
৫।	বিশালগড়	২৮	১৪	১.৫	৪৩.৫
৬।	মেলাঘর	১০	৫	১.৫	১৬.৫
৭।	অমরপুর	৫৪	২৭	১.৩৪	৮২.৩৪
৮।	বগাফা	৫৬	২৫	১.৩৪	৮৫.৩৪
৯।	সাঁতচান্দ	—	—	১.৩৩	১.৩৩
১০।	মাতাবাড়ী	—	—	১.৩৩	১.৩৩
১১।	রাজনগর	—	—	১.৩৩	১,৩৩
১২।	ডম্বুরনগর	১০	৫	১.৩৩	১৬.৩৩
১৩।	কাঞ্চনপুর	৭২	২১	১.৬০	৬৭.৬০
১৪।	পানিসাগর	—	—	১.৬০	১.৬০
১৫।	কুমারঘাট	১০	৫	১.৬০	১৬.৬০
১৬।	ছামনু	৪২	২১	১.৬০	৬৪.৬০
১৭।	সালেমা	৩০	১০	১.৬০	৪৬.৭০
		৪২০ কি. মি.	২১০	কিমি ২৫ কিমি	৬৫৫ কিমি

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO, 27

Name of Member :— SRI DEBABRATA KALAI.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Secretariat Administration Department be pleased to state :—

প্রশ্ন

১) বহিঃরাজ্যে মোট কয়টি "ত্রিপুরা ভবন" আছে ?

২) ঐসব ত্রিপুরা ভবনে কর্মরত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা কত? (পদ ভিত্তিক হিসাব)

৩) ঐ ভবনগুলিতে মোট কয়টি সরকারী গাড়ী আছে ?

৪) কলিকাতাস্থিত (প্রিটোরিয়া ষ্ট্রিট) ত্রিপুরা ভবন সম্প্রসারণের কোন পরিকল্পনা রাজ্য সরকারের আছে কিনা ?

উত্তর

১। বহিঃরাজ্যে মোট ৩ (তিন) টি ত্রিপুরা ভবন আছে

উত্তর —২

ত্রিপুরা ভবন কলিকাতা, দিল্লীও গৌহাটিতে কর্মরত সরকারী কর্মচারীর সংখ্যা মোট ১৫২ জন। তাদের ব —

ত্রিপুরা ভবন	গ্রুপ এ	বি	সি	ডি	কন্টিনজেন্ট	মোট
কলিকাতাঃ	১	৫	২৪	২৯	৩৪	৯৩
দিল্লী	১	২	১৫	১৭	৯	৪৪
গৌহাটি	১	১	৫৭	৩	৫	১৫২
সর্বমোট :	৩	৮	৪৪	৪৯	৪৮	—১৬

উত্তর—৩

ঐ সমস্ত ত্রিপুরাভবনগুলিতে বর্তমানে সর্বমোট ১২ (বার) খানা সরকারী গাড়ী আছে। তাদের হিসাব নিম্নরূপঃ

ত্রিপুরা ভবন	গাড়ী
ক) কলিকাতা	৫ খানা
খ) দিল্লী	৫ খানা
গ) গৌহাটি	২ খানা

সর্বমোট ১২ খানা

উত্তর—৪ । হ্যাঁ আছে।

ADMITTED -STARRED QUESTION NO. 32

Name of M, L, A, :- SHRI DEBABRATA KOLOY

Will the Hon'ble Minister-in-Charge of the P, W, D be pleased to state :—

১) প্রশ্ন :- ১৯৯৩-৯৪ এবং ১৯৯৪-৯৫ অর্থবর্ষে মোট কতজন উপজাতি বেকারকে পি 'ডব্লিউ' ডি থেকে ঠিকাদারী কাজ দেওয়া হয়েছে,

১) উত্তর :- ১৯৯৩-৯৪ সনে ৫৯৯ জন এবং ১৯৯৪-৯৫ সনে ৭০৫ জন উপজাতি বেকারকে ঠিকাদারী কাজ দেওয় হয়েছে।

২) প্রশ্ন :- উক্ত সময়ে উপজাতি বেকারদের ঠিকাদারী কাজ দেওয়ার জন্য মোট কত পরিমাণ অর্থ পি. ডব্লিউ. ডি. বিভিন্ন ডিভিসনে বরাদ্দ করেছে।

(ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব)

২) উত্তর :- ১৯৯৩-৯৪ সনে মোট ৩১ লক্ষ ৫০,০০০ টাকা এবং ১৯৯৪-৯৫ সনে ৫০ লক্ষ টাকা বিভিন্ন ডিভিসনে বরাদ্দ করা হয়েছে। ডিভিশন ভিত্তিক হিসাব নীচে দেওয়া হলো।

	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫
১) নর্দান ডিভিসন	৪·০০ লক্ষ টাকা	৫·০০ লক্ষ টাকা।
২) কুমারঘাট ডিভিসন	৩·০০ লক্ষ টাকা।	৪·০০ লক্ষ টাকা।
৩) কৈলাশহর ডিভিসন	৩·০০ লক্ষ টাকা।	৪·০০ লক্ষ টাকা।

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMELED UNDER THE PROVISIONS OF THE CONSTITUTION OF INDIA

The Assembly met in the Assembly House at Agartala on 20th September, 1994 Tuesday at 11 A. M.

PRESENT

Shri Bimal Singha, Hon'ble Speaker in the Chair, The Cheif Minister-in-Charge Deputy Speaker, nine Ministers, two Ministers of state and 33 Members.

QUESTIONS AND ANSWERS

মিঃ স্পীকার :—আজকের কার্য্যসূচীতে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্তর প্রদানের জন্য প্রশ্নগুলি সদস্য-গণের নামের পাশে উল্লেখ করা হয়েছে। আমি পর্যায়ক্রমে সদস্যদিগের নাম ডাকিলে তিনি তাঁর নামের পাশে উল্লেখিত যে কোন নাম্বার জানাইলে সংশ্লিষ্ট বিভাগের মন্ত্রী মহোদয় তার উত্তর প্রদান করবেন। মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া) **:—** ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪৫

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩ ইং মার্চ থেকে ১৯৯৪ ইং মার্চ পর্য্যন্ত রাজ্যে কতজন উপজাতির কত পরিমাণ জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছে ? এবং

২) উক্ত সময়ের মধ্যে কোন মহকুমায় কতজন উপজাতির কত পরিমাণ করে জমি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে. তার আলাদা আলাদা হিসাব ?

উত্তর

১) ১৯৯৩ মার্চ থেকে ১৯৯৪ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যে ১২২ জন উপজাতিকে ১৮৭.৮৪ একর জমি হস্তান্তরিত করা হয়েছে।

২) মহকুমা ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না। তবে জেলা ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা	৪৭ জন	৭৬'২৪ একর
উত্তর ত্রিপুরা জেলা	৩৭ জন	৭৬'৪৩ ,,
দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা	৩৮ জন	৩৫'১৭ ,,

শ্রীঅমল মল্লিক : — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু মহকুমা ভিত্তিক হিসাব রাখা হয় না, জেলা ভিত্তিক হিসাব রাখা হয়, সেহেতু প্রতি জেলায় ঐ সময়ের মধ্যে মোট কতজন উপজাতি জমি হস্তান্তর চেয়ে দরখাস্ত করেছিলেন, জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—দরখাস্তগুলি সাধারণতঃ এস, ডি, ও অথবা ডি, এমের কাছে আসার কথা; সরাসরি রেভিনিয়্যু ডিপার্টমেন্টের কাছে আসে না, কাজেই সেই জায়গাতে নূতন করে দরখাস্ত আসছে। গ্রামাঞ্চলে সেটেলমেন্টের বিভিন্ন ধরণের অপারেশন হচ্ছে, সেখানকার হল্‌কা ক্যাম্পে সার্ভে করতে গিয়ে অনেক সো—মটো কেইস আসছে। আর, সেই কারণেই আমি কত পরিমাণ দরখাস্ত এসেছে, তার হিসাবটা দিতে পারছি না। তবে, এই ব্যাপারে নোটিশ দিলে পরে আমি সেটা দেব।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, সরকার পক্ষ থেকে বার বার বিজ্ঞাপন দেওয়া হচ্ছে যে উপজাতিদের জমি বে-আইনী হস্তান্তরিত হয়ে থাকলে, সেগুলি তাদের হস্তান্তরিত করা হবে এবং সরকারও চাইছেন যে উপজাতিদের জমি হস্তান্তরিত হউক। সেই জায়গাতে সো—মটো হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ডাইরেক্টার অব সেটেলমেন্টের উপর সরকারের এই ব্যাপারে একটা নির্দেশ আছে যে গ্রামে যখন নূতন করে জরীপ করবেন অথবা জমির রেকর্ডের সংশোধন করা হবে, তখন যেন উপজাতিদের হস্তান্তরিত জমির ব্যাপারে এটা দেখা হয়। কিন্তু আমাদের হল্‌কা ক্যাম্প থেকে এই বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত দেওয়ার কোন ক্ষমতা নাই, এই ধরণের কোন কেইস আসলে, তারা যেন সেগুলিকে এস, ডি, ও অথবা ডি, এমের কাছে পৌঁছিয়ে দেন, কারো জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন নাই। আর, সেইদিক থেকে এটা সো-মটো হয়েছে।

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, যাদের জমি তারা অত্যন্ত দরিদ্র এবং তাদের জমি হস্তান্তর করে দেওয়ার জন্য সরকার নিজেই উদ্যোগী হয়েছেন, সেখানে তারা নিজেরা এগিয়ে আসছে না, সো-মটো দুই একটা কেইসে হতে পারে, এটা আমি অস্বীকার করছি না কিন্তু সো-মটো যদি ব্যাপক হারে হয়, তার মধ্যে অন্য কোন কারণ আছে কিনা, সেটা মাননীয় মন্ত্রী জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—দুইটি কারণ আছে। প্রথমতঃ গত ৫ বছরে জোট সরকারের আমলে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কেউ অফিসে এসে দরখাস্ত দেওয়া তো দূরের কথা থানায় আসার সুযোগ ছিল না, এস, ডি. এর অফিসে এমনকি হসপিটালে আসার কোন সুযোগ ছিল না। এখন গ্রামের মানুষ নিজে থেকে নিজেরা এসে আপত্তি করছে। সিটুয়েটা যেটা সরকার দেখছেন রিভিশনেল ল্যাণ্ড রেকর্ড দেখতে গিয়ে এটা গ্রামের মধ্যে দেখছেন জমির দাগ নং প্লট নং অনুযায়ী একজনের জমি অন্যের দখলে চলে গেছে। এই সমস্ত ঘটনা ঘটেছে। স্বাভাবিকভাবেই এগুলি বেরিয়ে আসছে। ল্যাণ্ড রেকর্ড ডিপার্টমেন্ট রিভিশন করছেন এবং সেই রিভিশনে সেগুলি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের হাত দিয়ে সেগুলি পৌঁছে দিচ্ছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন যে জোট আমলে লোক ঘর থেকে বের হতে পারে নি, সেটার যদি কোন তথ্য থাকে তিনি হাউসে দেখাতে পারেন, কিন্তু সেটা জানতে চাই নি। আমার বক্তব্য হলো এই এক বছরে পশ্চিম ত্রিপুরায় ৪৭টি, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৮টি এবং উত্তর ত্রিপুরায় ৩৬টি দরখাস্ত কার্যকর হয়েছে। এই এত কম সংখ্যক কেজ কেন হলো ? দ্বিতীয়তঃ এই তিন জেলায় যে ৩৬টি, ৩৮টি এবং ৪৭টি কেইস হয়েছে তাতে কত জমি ফেরত দেওয়া হয়েছে ? আরেকটা প্রশ্ন হলো ষষ্ট সংশোধনীতে যেটা করা হয়েছে সেই সংশোধনী অনুযায়ী কবে থেকে কার্য্যকর করা হবে ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):—মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজ্য সরকার উপজাতীদের বে আইনী সম্পত্তি হস্তান্তরিত হওয়ার বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছেন। ১-৩-১৯৯৩ ইং থেকে ৩১-৩-১৯৯৪ ইং পর্যন্ত ৫৫১ টি কেজ হয়েছে এবং ৩৪৮'৪০ দরখাস্ত এসেছিল এগুলি নিষ্পত্তি হয়েছে। ১২২টি ক্ষেত্রে ১২২টি ক্ষেত্রে মোট ১৮৭'৮৪ একর জমি উপজাতিদেরকে হস্তান্তরিত করা হয়েছে। যেটাকে আমরা ফিজিক্যাল রেষ্টোরেশন বলি। অবশিষ্ট সকল

ক্ষেত্রে জমির দখল হস্তান্তর করণের কাজ বিশেষ যত্নসহকারে করা হচ্ছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী (কল্যাণপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে জমি ফেরৎ দেওয়া হচ্ছে এবং যার কাছ থেকে জমি ফেরৎ নেওয়া হচ্ছে তাকে যে সরকারী সাহায্য দেওয়া হচ্ছে সেটা পেতে অনেক বিলম্ব হচ্ছে। এর ফলে যাদের কাছ থেকে জমি ফেরৎ নেওয়া হবে তারা বলছে সরকারী সাহায্য না পেলে কিভাবে জমি ছাড়ি। এইভাবে একটা বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। সুতরাং এই ব্যাপারে তারা যাতে তাড়াতাড়ি সরকারী সাহায্য পেতে পারে তার জন্য সরকার ব্যবস্থা নেবেন কিনা। দ্বিতীয়তঃ, এই যে জমি হস্তান্তরকরণ এটা কোন নূতন কথা নয়। আমরা লক্ষ্য করছি যে ৬ষ্ঠ সংশোধনী আইন বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর পাহাড়ে গিয়ে কংগ্রেস এবং টি, ইউ, জে, এস জোট একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল, রাজ্যে দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছিল। পত্রপত্রিকায় আমরা দেখেছি তারা বলেছে পাহাড়ী মুখ্যমন্ত্রী সব জমি নিয়ে যাবে। এই সমস্ত কথা বলে রাজ্যে খুন, সন্ত্রাস এবং দাঙ্গার পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। এ ব্যাপারে সরকার কি ব্যবস্থা নিচ্ছেন এবং অনেক জায়গায় তারা বাধা দিচ্ছেন। আমরা দেখেছি উত্তর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরায় তারা দলবদ্ধভাবে গিয়ে তারা যাতে দরখাস্ত করতে না পারে তার জন্য হুমকি দিচ্ছেন। কাঞ্চনপুরেও আমরা দেখেছি তারা হুমকি দিয়ে বাধার সৃষ্টি করছেন। এই ব্যাপারে সরকার বক্তব্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, প্রশ্নের অনেকাংশই নির্দিষ্ট প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত না। শুধুমাত্র এইটুকুই আমি বলব যে ক্ষতিপূরণের যে প্রশ্ন, সেই প্রশ্ন আসে না। কিন্তু ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা সরকার দিচ্ছেন, দেন এবং দেবেন। এই ক্ষতিপূরণ হচ্ছে সেই সমস্ত অউপজাতিদের জন্য যারা নাকি জমি হস্তান্তরিত হয়ে ভূমিহীন হয়ে পড়েন তাদের জন্য নির্দিষ্ট। কাজেই স্পেসিফিক কেইস আসলে পরে সেটা দেখা হয়। মাননীয় সদস্য যেভাবে বলেছেন এইভাবে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। স্পেসিফিক কেইস থাকলে পরে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে। মাননীয় সদস্য এখানে ৬ষ্ঠ সংশোধনীর প্রশ্ন তুলেছেন এই ব্যাপারে রাজ্য সরকার শুধু এইটুকুই বলতে পারেন আমরা একটা বিল এনেছি। কেন্দ্রীয় সরকার সুনির্দিষ্টভাবে যেভাবে ব্যবস্থা করতে বলেছেন আমরা সেইভাবেই সংযোজন করে এই বিলটা এনেছি। কেন্দ্রীয় সরকারের হোম ডিপার্টমেন্টের অনুমোদন নিয়ে আমরা এই সমস্ত করেছি। সেই দিক থেকে অন্তরায়ের কোন কারণ নেই। এই বিলটা বিধানসভায় (তখন বিধানসভায় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন) সর্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে। বিলটা রাজ্যপাল অনুমোদন দিয়েছেন। এখন কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি অনুমোদন দিয়ে রাষ্ট্রপতির নিকট পাঠাবেন। রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেলে তবেই এটা কার্যকরী করা হবে।

মিঃ স্পীকার :— শ্রী তপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী (কৈলাশহর):— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী প্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— এডমিটেড স্টার্ড কোয়েশ্চান নং ২৯ স্যার।

প্রশ্ন

১) এপ্রিল ১৯৯৩ ইং থেকে ৩০শে জুন ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের অধীন বিভিন্ন প্রকল্পে মোট কত শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে, এবং

উত্তর

১) এপ্রিল ১৯৯২ ইং থেকে ৩০শে জুন ১৯৯৪ পর্যন্ত রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে এস, আর; ই, পি, জে, আর; ওয়াই ও ই, এ, এস প্রকল্পে সর্বমোট ৬৯ লক্ষ ৪৬ হাজার ২০৪ শ্রম দিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে।

প্রশ্ন

২। মোট কত জন শ্রমিক এর ফলে কাজ পেয়েছে, (মাথা-পিছু কর্মদিবস সহ)?

২। মোট ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৪২ জন শ্রমিক গড়ে মাথাপিছু ৩০ দিন কাজ পেয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে জেলা ভিত্তিক কোন পরিসংখ্যান আছে কিনা সেটা জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে এখানে যা আছে টোট্যালটা আছে। জেলা ভিত্তিকের কোন হিসাব নেই।

শ্রীঅমল মল্লিক :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই তথ্য আছে কিনা যে: এই টাকার মধ্যে কত টাকা এস. আর. ই পিতে খরচ হয়েছে এবং কত টাকা খরচ হয়েছে সেটার আলাদা হিসাব আছে কি, মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার টোটাল হিসাব আছে কিন্তু শ্রমদপ্তরের এই ভাব আলাদা করে দেওয়ার অসুবিধা আছে। টোট্যাল হলো ৫ কোটি ১৯ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়)—মিঃ স্পীকার স্যার, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। গত দুদিন ধরে আমরা লিষ্ট অব বিজনেস পাচ্ছি না। হাউসে এসে আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসের জন্য আমাদের বসে থাকতে হয় কখন আসবে।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ।

শ্রী উমেশচন্দ্র নাথ (কদমতলা) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার ৩৭।

প্রশ্ন

১। সরকার রাজ্যে যে নতুন ব্লক করার ঘোষণা দিয়েছেন, তাহার মধ্যে এখন পর্য্যন্ত কয়টি ব্লক অফিস নিজ নিজ স্থানে ওপেনিং করা হয়েছে ?

২। ওপেনিং না করা হলে কবে পর্য্যন্ত নতুন ব্লক অফিসগুলি ওপেনিং করা হবে বলে আশা করা যায়?

উত্তর

১। নতুন ব্লকগুলি এখনো নিজ নিজ স্থানে ওপেনিং করা সম্ভব হয়নি।

২। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিজ নিজ স্থানে ব্লক অফিসের কাজ শুরু করতে পারে তার চেষ্টা হচ্ছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র নাথ :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, নূতন ব্লকগুলিতে বিল্ডিং করার জন্য কি কোন টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, কদমতলা ব্লকে এই ব্যাপারে আমরা ২লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা দিয়েছি। পেঁচারথল, ছামনু এবং মনুর জন্যে প্রয়োজনীয় অর্থের বরাদ্দ করা হয়েছে। মান্দাই-এ দুটি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হয়েছে। রূপাইছড়ি এবং করবুকে নির্মান কার্য্য হাতে নেওয়া হয়েছে, কিল্লাতে ডি সি রেভিনিউর ভবন ব্যবহার করা হবে। ডুকলিতে ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল এ্যাষ্টেট এর শেড ব্যবহার করে ব্লকের কাজ শুরু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীগোপালচন্দ্র দেববর্মা।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রী বিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৮।

শ্রী বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী): — অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং—৪৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত লেংটীবাড়ী কলোনী, বেহালাবাড়ী কলোনী, তকচাইয়া কলোনী ও গয়ামনি গাঁওসভায় টিউবওয়েল, রিং ওয়েল, মার্কটু ইত্যাদির মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নাই ?

২। সত্য হইলে চলতি আর্থিক বৎসরেই উক্ত স্থানগুলিতে গভীর নলকূপের মাধ্যমে পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইবে কি ?

উত্তর

১। খোয়াই বিভাগের অন্তর্গত লেংটীবাড়ী কলোনীতে ২টি টিউবওয়েল, ২টি মার্কটু, ৩টি রিং ওয়েলের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা আছে। বেহালাবাড়ী কলোনীতে আছে ৩টি মার্কটু ও ৪টি রিং ওয়েল। তকচাইয়া কলোনীতে আছে ১টি টিউব-ওয়েল, ২টি মার্কটু, ৭টি রিংওয়েল ও ২টি মেসিনারী ওয়েল। গয়ামনি গাঁওসভায় ১টি মার্কটু ও ২টি রিংওয়েলের মাধ্যমে জল সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে।

২। ১নং প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— মাননীয় মন্ত্রী খোঁজ নিয়ে দেখেছেন কিনা যে সমস্ত রিং-ওয়েল, মার্ক-টু, টিউব ওয়েলের কথা বললেন সেগুলি চালু আছে কিনা ? আমি জানি এই সমস্ত এলাকার মানুষ জলের অভাবে তারা কার্ত্তিক মাসের পর থেকে তাদের স্নান নেই। জলের জন্য বাসনপত্র মাজতে পারে না। কাজেই তার জন্য ঐ জায়গাতে গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হবে কিনা জানতে চাই।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, প্রথমতঃ এই রিংওয়েল, মেশিনারী ওয়েল, টিউব ওয়েলগুলি চালু আছে কিনা, কি অবস্থায় আছে তা খবর নিয়ে দেখব। সব জায়গায় গভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা যায়নি, কারণ সব জায়গায় জলের লেয়ার পাওয়া যায়না। আমরা দেখব, আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই

শ্রীসেনপ্রসাদ মলসই (কাঞ্চনপুর) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৮ স্যার।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ৬৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য কাঞ্চনপুর এলাকায় পানীয় জলের অভাবে গভীর সংকটের সৃষ্টি হয়েছে।

২। সত্য হইলে তাহা সমাধানের জন্য সরকার কি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর

১। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

২। অকেজো নলকূপ ও অন্যান্য পানীয় জলের উৎস সারানোর কাজ চলছে।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য অনিল চাকমা।

শ্রীঅনিল চাকমা :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৫।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নং ২০৫।

প্রশ্ন

১। পেচারথল বিদ্যালয়ত্ব কেন্দ্রটি কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত করার ব্যবস্থা সরকারের কোন পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। যদি থাকে তবে তা কবে নাগাদ কার্যকরী হবে ?

উত্তর

১) রাজ্য প্রশাসনের এলাকার সাথে বিধানসভার নির্বাচন ক্ষেত্রের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই। তবে রাজস্ব মহকুমার মধ্যে নির্বাচন ক্ষেত্রগুলির এলাকা সীমাবদ্ধ রাখার চেষ্টা হয়ে থাকে।

ধর্মনগর মহকুমা কিছুদিন পূর্বে ধর্মনগর ও কাঞ্চনপুর দুইটি মহকুমায় প্রশাসন বিভক্ত হয়েছে। পুনর্গঠনের কাজ এখনও সমাপ্ত হয় নাই। যে সকল গ্রাম কাঞ্চনপুর মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বিবেচনাধীন রয়েছে, আশা করা যায় তারমধ্যে পেঁচারথল বিধানসভা নির্বাচন ক্ষেত্রের গ্রামগুলিও পড়তে পারে।

২) প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅনিল চাকমা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, কোন কোন গাঁও সভাগুলি কাঞ্চনপুর মহকুমায় অন্তর্ভুক্ত হবে এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি না জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি এটা পরীক্ষাধীন রয়েছে, এখনও সমাপ্ত হয়নি। কাজেই আমি আশা প্রকাশ করছি যে পেঁচারথল বিধানসভা এরিয়ার মধ্যে যে সমস্ত গ্রামগুলি আছে তার অধিকাংশ গ্রামই তার মধ্যে পড়বে।

শ্রীসেনপ্রসাদ মালসাই :—স্যার, খেদাছড়া, মোনাছড়া, কাচারীছড়া এলাকায় যে গাঁও পঞ্চায়েত আছে সেগুলি যেহেতু আমাদের কাঞ্চনপুর ব্লকের অন্তর্গত মানে দশদা সাব ডিভিশন হিসাবে সেটাও ধর্মনগর পড়েছে। কিন্তু সেখানে আমাদের বি এ সি মিটিং-এর মধ্যে বার বার তারা তুলছে তাদের সাবডিভিশন এখন কাঞ্চনপুরে হওয়া উচিৎ। কাঞ্চনপুর সাবডিভিশনে না হলে পরে কাজকর্ম করা খুব অসুবিধা হবে। সেই সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কোন চিন্তা নিয়েছেন কি না, জানাবেন কি ?

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, সমস্ত বিষয়টাই পরীক্ষাধীন রয়েছে, কাজেই চূড়ান্ত হওয়ার আগে এই সম্পর্কে কিছু বলা মুশকিল।

মিঃ স্পীকার:—মাননীয় সদস্য শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :- মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৭২

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাডমিটেড ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-২৭২

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ সালে ডি. আর. ডি থেকে কতজন গ্রামীণ শিল্পীকে যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে, জেলা ভিত্তিক হিসাব।

২) এই যন্ত্রপাতি কোন্ সংস্থা থেকে ক্রয় করা হয়েছে ও কত টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে ?

উত্তর

১) ১৯৯৩-৯৪ ইং সালে ডি. আর. ডি-এ থেকে মোট ৯৭৪ জন গ্রামীণ শিল্পীকে যন্ত্রপাতি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছে। জেলাভিত্তিক হিসাব এইরূপ : উত্তর ত্রিপুরায় ৬১২ জন, দক্ষিণ ত্রিপুরায় ৩৬২ জন মোট ৯৭৪ জন।

২) এই যন্ত্রপাতি যে সংস্থা থেকে ক্রয় করা হয়েছে সেগুলি হল :—

ক) ষ্টেন্ডার্ড টুলস্ এণ্ড ইকুইপমেন্টস, মেইন রোড, মহিপালপুর, নয়াদিল্লী, এই সংস্থা থেকে, ১৫.২৬ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

খ) এন. এস্. আই. সি, বালটিকুরী, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ সংস্থা থেকে ৪.৫২ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

গ) রাবার বোর্ড, উদয়পুর, দক্ষিন ত্রিপুরা সংস্থা থেকে ০.১৩ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

ঘ) এন. এস্. আই. সি হাওড়া ও এন্. এস্. আই. সি নয়াদিল্লী সংস্থা থেকে ১১'০৬৮ লক্ষ টাকা মূল্যের যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হয়েছে।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, ডি. আর. ডি দক্ষিণ ত্রিপুরায় যে সমস্ত যন্ত্রপাতি গ্রামীণ শিল্পীদেরকে দেওয়া হয়েছে এবং যে সমস্ত সংস্থা থেকে কিনা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন, তা সেই যন্ত্রপাতিগুলি কাজের যোগ্য কিনা এটা আমাদের রাজ্য সরকারের তরফ থেকে কারা পরীক্ষা করে দেখেন সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই তথ্য আমার কাছে নাই। তবে যদি কোন সন্দেহের উদ্বেগ হয়ে থাকে তার কোয়ালিটি সম্পর্কে এবং এই রকম কোন তথ্য যদি মাননীয় সদস্যের কাছে থাকে তো তিনি তা বলতে পারেন, ইনকোয়ারি করে দেখব।

শ্রীমাধব চন্দ্র সাহা (মাতাবাড়ী) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখেছি দক্ষিণ ত্রিপুরায় যে সব যন্ত্রপাতি গ্রামীণ শিল্পীদের সরবরাহ করা হয়েছে সেগুলি কাজের অযোগ্য। কাজেই সেগুলি আবার পরীক্ষা করে দেখা হবে কি না তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমি আগেই বলেছি যে মাননীয় সদস্য যেখানে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন তখন সেটা আমি দেখব যে এই যন্ত্রপাতিগুলি কাজের যোগ্য না অযোগ্য।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রী অমিতাভ দত্ত।

মাননীয় সদস্য অনুপস্থিত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক।

শ্রীঅমল মল্লিক :—মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, অ্যাড্‌মিটেড্ ষ্টার্ড কোয়েশ্চান নাম্বার-১।

প্রশ্ন

১) ১. ১. ১৯৯৪ ইং থেকে ৩১. ৩. ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত রাজ্যসরকার কত পরিবারকে আই, আর, ডি, পি, স্কীমে কত টাকা দিতে পেরেছেন ?

উত্তর

১. ১. ১৯৯৪ ইং থেকে ৩১. ৩. ১৯৯৪ ইং পর্যন্ত ১৫, ৭৮৬ টি পরিবারকে মোট ৯৮১,৩১৭ লক্ষ টাকা আই আর. ডি, পি, স্কীমে ব্যাংক ঋণ সরকারী ভর্তুকীতে দিয়েছেন।

শ্রীঅমল মল্লিক (বিলোনীয়া):— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, আই, আর, ডি পি, এই যে বিভিন্ন বিভিন্ন স্কীমের যে ইউনিট কষ্ট রয়েছে সেটাকে নতুন ভাবে বাড়িয়ে করা হয়েছে না আগের মতই স্কীম কষ্ট রয়েছে তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, আমরা দেখেছি এই টাকাতে প্র্যাক্টিক্যালী বিলো পভারটি লাইন যারা রয়েছে তাদেরকে উপরে তোলা আসলে হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো হয় কিন্তু জেনারেলী হয় না।. এইটাকে বাড়িয়ে আরো বেশী টাকার করা যায় কি না এটা সরকার ভাবনা চিন্তা

করছেন। এবং তার সঙ্গে ভারত সরকারের অর্থবরাদ্দের সম্পর্ক রয়েছে। কাজেই আমরা সিদ্ধান্ত করলেও এটাকে বাড়ানো অসুবিধাজনক। কিন্তু আমরা এটা ফীল করছি যে এই টাকাতে তাদেরকে স্বনির্ভর করা যায় না।

শ্রীঅমল মল্লিক :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই বছরে কতজনকে আই, আর, ডি, পি, স্কীমের আওতায় আনার টার্গেট ছিল, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে—এই বছরে টার্গেট ছিল ১৮০০০ ফেমিলি। যদিও ভারত সরকারের দেওয়া টার্গেট ছিল ১৫,০০০টি পরিবার। কিন্তু আমরা সেটাকে বাড়িয়ে ১৮,০০০ করেছি। এবং আমরা দিতে পেরেছি ১৬,২৯৪ জনকে।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, যাদের দেওয়া হয় নি তাদের দেওয়ার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কি না, তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এইখানে ব্যাংকগুলির পুরানো ঋণ রিকভারীর প্রশ্ন রয়েছে স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক তারা এই ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেছেন। কিন্তু আমরা তাদের সম্ভাব্য পারসিউ করে দিয়েছি। আমরা চেষ্টা করছি গেলোবার যে সমস্ত কেস পায়নি সে কেসগুলিকে কি ভাবে কভার করা যায়।

শ্রীপবিত্র কর :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, গত বছরে ব্যাংকগুলিতে ঋণ রিকোভারী না হওয়ার দরুণ যাদের দেওয়া যায় নি তাদের এইবার দেওয়ার জন্য সরকার চিন্তা ভাবনা করছেন কি না ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, এই ধরণের দেওয়া মুস্কিল হবে। গ্রামীণ ব্যাংক গেলোবার মাত্র ৮০০টি টারগেট নিয়েছিল। এবং এই সম্পর্কে এটা বলা ভাল যে গ্রামীণ ব্যাংকের দফারফা করে দিয়েছেন বর্তমানে যারা বিরোধী বেঞ্চে বসে রয়েছে তারা ঋণ মেলার নামে। প্রায় ২৩ কোটি টাকা এই ঋণ মেলার নামে দিয়ে উনারা সর্বনাশ করেছেন গ্রামীণ ব্যাংকের। আর স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক যেটা সেটা এমনিতেই সিক ব্যাংক—সেখানে তাদের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। আগের ঋণ রিকোভারী না হওয়ার দরুন তাদের খুবই অসুবিধা হচ্ছে। আর তাদেরকে বাইপাস করে অন্য ব্যাংক সে লায়েবিলিটি নেবে কিনা সে ধরণের প্রশ্ন এসেছে।

শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী :—সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এই যে আই. আর. ডি. পি'র যে কথা বলা হয়েছে, আমরা লক্ষ্য করছি ব্যাংক কতগুলি স্কিম করে রেখেছেন। এই স্কিমের মধ্যে যেমন ছাগল, মুরগী কেনা, সেই আড়াই হাজার দুই হাজার, তিন হাজার টাকার এই রকম স্কিম করেছে। এই যে স্কিমগুলি ব্যাংক করছে তা এর মধ্যে চারটা স্কিম আছে। হয়ত একজনকে একটা বাবকী বাবদে একটা স্কিম অনুমোদন করে দিলেন। কিন্তু ঐ ব্যক্তি চেয়েছিলেন তার সঙ্গে আরও গরু, ছাগল, গাভী ইত্যাদি কেনার জন্য। দেখা গেল এইগুলি না করে শুধু একটা স্কিম দিয়ে তাকে আড়াই হাজার টাকা দিয়ে দিচ্ছেন এবং বলেছেন যে উনার আর কেপাসিটি নেই, আর দেওয়া যাবে না। দেখা যাচ্ছে এই স্কিমগুলি কোন কাজে আসছে না। আমরা বলছি যে অন্তত একজন লোককে দারিদ্র সীমার নিচ থেকে উপরে তুলতে গেলে শুধু একটা বাবকী বানার জন্য আড়াই হাজার টাকার স্কিম দিয়ে হবে না। এটার মধ্যে আরও দুই তিনটা স্কিম অন্তর্ভূক্ত করে অন্তত কমপক্ষে দশ হাজার থেকে পনর হাজার টাকা পর্য্যন্ত যাতে একটা স্কিম করা হয় এই রকম একটা ব্যবস্থা করে যাতে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য এটার মতো আগে উত্তর দেওয়া হয়েছে যে, এটা ভায়বল না বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে। টাকাটা বাড়ানোর জন্য।

QUESTIONS & ANSWERS

শ্রীমাধব সাহা :—সাপ্লিমেণ্টারী স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে, আই. আর. ডি. পির যে সমস্ত স্কিম, যারা দারিদ্রসীমার নিচে আছে এবং তারা যে সমস্ত স্কিম তৈরী করে ব্যাংকের কাছে জমা দেয় এবং এই টাকাটা সাধারণতঃ তিনটা ডোজে দেওয়া হয়। কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি প্রথম ডোজ দেওয়ার পর ব্যাংক সেই ঋণ গ্রহীতাকে টাকা ফেরত দেওয়ার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন, নোটিশ দিচ্ছেন। যার ফলে ঋণ গ্রহীতা যেমন তার আয়ের উপায় বের করতে পারছেন না সঙ্গে সঙ্গে টাকাটাও পাচ্ছেন না। এটা দূর করার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন কিনা যে, দ্বিতীয় ডোজ দেওয়ার পরে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ পরিশোধ করার জন্য যাতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। আমি লক্ষ্য করেছি আমার এলাকা দক্ষিণ ত্রিপুরায়ও এই রকম হচ্ছে। প্রথম ডোজ দিয়ে বেনিফিসারিকে বলা হচ্ছে যে টাকা ফেরৎ দেও।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, ব্যাংক খুব কনজারভেটিভ ষ্টেনডার্ড এটা সবার জানা আছে। বিশেষ করে নতুন অর্থনৈতিক পলিসিতে সেটা আরও টাইট হয়ে গেছে। এবং এরা যখন ফিল্ড সার্ভে করে তখন এই সমস্ত প্রশ্ন থাকে। ওরা টাকা পয়সা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারের দিক থেকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া আছে, আমাদের কনষ্টেনট পারসিউয়েন্স আছে লাষ্ট ইয়ারেও। অনেক চেষ্টা করে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের যে টারগেট দিয়েছিল সেই টারগেট আমরা ক্রস করতে পেরেছি। কিন্তু সব ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করা যায় না। আর ব্যাংকারসদের সাথে আমাদের নিয়মিত বৈঠকও হচ্ছে। তারা যাতে করে টারগেট ফুলফিল করে, তারা যাতে দায়িত্ব নেন সেই চেষ্টা সব সময় করা হয়।

শ্রী অমল মল্লিক :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই তথ্য জানাবেন কিনা যে, আমরা ইষ্টিমেট কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় আই, আর, ডি, পির সার্ভে করতে গিয়ে দেখেছি। সেখানে দুইটা জিনিষ। একটা হচ্ছে যারা দরিদ্র সীমার নিচে বসবাস করেন তাদের সাহায্য দিয়ে তোলার চেষ্টা, আর একটা হচ্ছে টারগেট ফুলফিল করা। বিভিন্ন জায়গায় দেখা গেছে যে, সাবসিডি মানি যেটা থাকে সেটা ব্যাংক দিয়ে দিচ্ছে অথবা সাবসিডি মানির পার্ট লোনের পার্ট দিয়ে দিচ্ছে বাকি টাকা। সাবসিডি দেওয়ার পরে বলছে আর যেতে হবে না। তার মানে সুদ এক পয়সা দিল না ব্যাংক। সেই জায়গায় সাবসিডি পুরাটাই নিয়ে গেল, নিয়ে গিয়ে যে পুরা টাকা পাওয়ার দরকার, যে একটা স্কীম হতে চার হাজার, দশ হাজার, বার হাজার, নয় হাজার টাকা আছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে সাড়ে চার হাজার টাকা পেল, বাকি সাড়ে চার হাজার টাকা পেল না নয় হাজার টাকার মধ্যে। এতে বেনিফিসারীর যে উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য ফুলফিল হচ্ছে না। এই জিনিষগুলি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঠিকঠিক মত দৃষ্টি দিচ্ছে না। একটা স্কীম ৮ হাজার টাকা, ১০ হাজার টাকা, ১২ হাজার টাকা, ৯ হাজার টাকা আছে কিন্তু দেখা গেল ৯ হাজার টাকার স্কীমের মধ্যে ৪,৫০০ টাকা পেল, বাকী ৪,৫০০ টাকা পেল না, এতে যে উদ্দেশ্যে বেনিফিসারীসদের লোন দেওয়া সেই উদ্দেশ্য কার্যকরী হচ্ছে না। এইগুলির প্রতি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ ঠিক ঠিক মত দৃষ্টি দিচ্ছে না। তা ছাড়া ব্লকে যে সমস্ত আই, আর, ডি, পি'র অফিসারেরা আছেন উনারাও তাতে ঠিক ঠিক মত নজর দিচ্ছেন না। এতে সরকারের যে উদ্দেশ্য যে উদ্দেশ্য পূরণ হচ্ছে না এবং দারিদ্র সীমার নীচে যে মানুষ তারা উপকৃত হচ্ছেন না। এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই রকম ঘটনা থাকতে পারে, তবে সুনির্দিষ্টভাবে মাননীয় সদস্য যদি দেন তা হলে আমার সুবিধা হয়। তবে আমি দপ্তরকেও বলব এই দিকে নজর দিতে এবং তথ্য সংগ্রহ করতে। এই জিনিসটা আছে অর্থাৎ মূলকথা যেটা দারিদ্র সীমার উপরে আনার জন্য আমাদের যে এফোর্টটা তা সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে না বা এই টাকাতে তাদের উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছে না। এই সমস্ত সমস্যাগুলি আছে কিন্তু

তার যে পরিধিগত সংখ্যা তথ্য দিয়ে আমি এখনই বলতে পারছিনা, কত কেইস এই রকম হচ্ছে। আপনারা যদি তাতে সহযোগিতা করেন তা হলে আমি দপ্তরকে বলব তা চিহ্নিত করার জন্য।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৬৪ স্যার।

মিঃ স্পীকার :— এডমিটেড কোশ্চেন নাম্বার ৬৪।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এডমিটেড কোশ্চেয়েন নাম্বার ৬৪।

প্রশ্ন :— ১। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত রাজ্যের কোন কোন ব্লকে কত সংখ্যক পরিবারকে বিভিন্ন গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পে ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি ব্যবসায়ে এবং পশুপালন প্রভৃতি স্কীমে ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং

২। এর ফলে সরকারকে কত টাকা ভরতুর্কী দিতে হয়েছে।

উত্তর :— ১। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আওতায় আই, আর, ডি, পির মাধ্যমে গত এপ্রিল ১৯৯৩ ইং সাল থেকে রাজ্যের বিভিন্ন ব্লকে ধান, চাল, চিড়ে, মুড়ি ব্যবসায়ে এবং পশুপালন প্রভৃতির স্কীমে মোট ১২,০৩৪ জনকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

প্রদত্ত ঋণের ব্লক ভিত্তিক বিস্তারিত বিবরণ বিধানসভার টেবিলে দেওয়া হল।

২। ঐ ঋণের পাশাপাশি সরকারকে ২৪০'১৯ লক্ষ টাকা ভর্তুকী দিতে হয়েছে।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :— সাপলিমেন্টারী স্যার, আমরা দেখিছি এই যে সাবসিডি এর টাকাটা সরকার দিয়ে থাকেন বিভিন্ন ব্যাংক এই সাবসিডির টাকাতে ব্যবসা করছে। এখানে মাননীয় সদস্যারা প্রশ্ন উত্তর পর্বের সময় এর অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন। ঠিক রিলিভেন্ট এই কেইসেও যে স্কীম বেনিফিসারীসরা তৈরী করল তাতে হয়তো দুইটি বলদ তার স্কীমে আছে কিন্তু ব্যাংক সেখানে ১টা বলদ বা বলদের টাকা দিয়ে দিল আর সাবসিডির টাকাটাও কেটে রেখে দিল। যেই উদ্দেশ্যে তার দুইটি বলদ কিনার কথা, যা না হলে পরে তার কোন উপার্জন হবে না সেইক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ব্যাংক সাবসিডির টাকাটা কেটে রেখে দিল, আর তাকে একটা বলদ দিয়ে ছেড়ে দিল। এবং তাকে বলা হল ১ মাস পরে থেকে তুমি রিকভারী কর। সেইক্ষেত্রে একাবয়েলী যে স্কীম সেটাই ফাস্ট্রেটেড হচ্ছে এবং কৃষক কোনভাবেই উপকৃত হচ্ছে না। এটা প্রায় বলা যায় যে সারা ত্রিপুরার চিত্র। অনুরূপভাবে খুব অন্যান্য স্কীমগুলির ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখছি। তবে এটা আমাদের গর্বের কথা যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আই, আর, ডি, পির বেনিফিসারী সিলেকসান, আইডিন্টিফিকেশ্যান এবং তাদের লোন এক্সটেন্ট করার দিক থেকে সরকার এবং আই ডি, পি, যে অথরিটি আছে তাদের কোন অসহযোগিতা নেই কিন্তু সেখানে ব্যাংকের যে ভূমিকা তা অত্যন্ত বেদনা দায়ক। এটাতে আমাদের অভিজ্ঞতা হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের অনুরোধ থাকবে যে সরকার স্কীমটাকে প্রায়েকটু আপ-গ্রেট করা, যে টাকাটা দেওয়া হচ্ছে প্রেক্টিকেলি সেই স্কীম ভাইবেল হতে পারে না। যারফলে আমরা দেখেছি মাঝ পথেও অনেক সময় স্কীমটা পরিবর্তন করতে হয়। এই ব্যাংকগুলিকে আরো বেশী টু পিপোল এটুচুয়েট নেওয়ার জন্য। সরকার এর তরফ থেকে এই ধরণের কোন উদ্যোগ নেবেন কিনা ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :— স্যার, এই আই, আর, ডি, পি, সম্পর্কে আমার বক্তব্য আছে। রাজ্যে কিভাবে কার্যকরী করা হচ্ছে এবং অন্যান্য স্ট্যাটে কিভাবে কার্যকরী হচ্ছে এই সম্পর্কে ইদানিংকালে যে খবর বেরোচ্ছে সেটি হচ্ছে সব রাজ্যে এই স্কীমগুলি ফেল হচ্ছে। এখানে এই কথা বলতে হয় যে ব্যাংক থেকে টাকার দেওয়ার ব্যাপারে যে অনাগ্রহ প্রকাশ করে তাতে সত্যি খুবই অসুবিধা দেখা দেয়। এখন আমরা দেখছি কম করে যদি এক এক জন

বেনিফিসারিসকে কম করে ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা যদি দেওয়া না যায় তাহলে কয়েকটি পরিবারকে দরিদ্র্য সীমার উপরে তোলা খুবই কঠিন। এই প্রসঙ্গে আমি আগেও বলেছি যে কেন্দ্র থেকে যে টাকা দেয়, আমরা যে সাবসিডি দেয় এবং ব্যাংক থেকে যে টাকা দেওয়া হয় যদি সেইভাবে দেওয়া না হয় তাহলে সেগুলি কোন কাজ হবে না। আর এটাও মাননীয় সদস্যরা লক্ষ্য করেছেন যে নয়া অর্থনীতির ফলে বিদেশ থেকে ব্যাংক আসছে বা বিভিন্ন ইনস্যুরেন্স কোম্পানী আসছে, আমি জানি না আগামী দিনে কি হবে, তবে আমাদের আলাপ আলোচনার মধ্যে আমরা দেখছি যে এই স্কীমগুলি খুব একটা বাইয়েবল হচ্ছে না। কিস্তি কিস্তি টাকা দিয়ে খুব কম ফেমিলি দারিদ্র্য সীমার নীচে থেকে উপরে উঠতে পেরেছে। এখন আমরা চিন্তাভাবনা করছি স্কীমটাকে মডিফাইড করা যায় কি না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য বিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :— মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নাম্বার ৪৭।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, এডমিটেড কোয়েশন নাম্বার ৪৭।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য ত্রিপুরা রাজ্যে রিপিয়ারের প্রয়োজন সমস্ত রিং-ওয়েল, টিউব-ওয়েল অকেজো হয়েছে এখন পর্যন্ত এগুলি রিপিয়ার করা হয় নাই।

২। সত্য হইলে অতি জরুরী ভিত্তিতে উক্ত রিং-ওয়েল, টিউব-ওয়েল মেরামত করে জনগণের পানীয় জলের সুব্যবস্থা করা হইবে কি?

১। ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে।

২। মেরামতির কাজ চলছে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্মা :— সাপ্লিমেন্টারী স্যার, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সম্পূর্ণ সত্য নহে। কিন্তু আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতায় আমি দেখছি ত্রিপুরার অনেক জায়গায় রাস্তার অভাবে পাইপ নেওয়া যাচ্ছে না বা অর্থের অভাবে কাজ করা হচ্ছে না। তাছাড়া এখন যে ত্রিপুরায় যে খরা চলছে তার জন্য সেই সমস্ত জায়গায় জরুরী ভিত্তিতে কাজ করা হবে কি না? এই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, আমার কাছে তথ্য আছে যে এই সবগুলি মেরামত করার পর নষ্ট হয়ে যায়। আর যেগুলি খারাপ হয়ে যাচ্ছে সেগুলি ব্লকের মাধ্যমে মেরামতির কাজ চলছে।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, রিং-ওয়েল যেগুলি আছে, সেগুলি কিছুদিন পর পরই সেকভেজ করতে হয়। তাই, রিং-ওয়েলগুলিকে স্যানিটারী ওয়েলে কনভার্ট করা হচ্ছে ইতিমধ্যে কোন কোন ব্লকে সেই কাজ শুরু হয়ে গেছে।

শ্রীজওহরলাল চক্রবর্তী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই প্রশ্নটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কাজ চলছে এটাও ঠিক, কিন্তু অনেকগুলি ব্লকেই সেটা এখনও পৌঁছায়নি। মার্ক-টু টিউব-ওয়েল নুতন করে করতে হলে, পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্টের সাহায্য করা যায় না, এই অভিজ্ঞতা আমাদের আছে। কাজেই, এই অবস্থায় ব্লকের মধ্যে কিছু টাকা দিয়ে এই কাজটা করানোর ব্যবস্থা করা যায় কিনা, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (মন্ত্রী) :—স্যার, এই মার্ক-টু টিউব-ওয়েল মেরামতির কিছুটা অসুবিধা আছে, কারণ আমাদের এত মিস্ত্রী নেই। তাই, ট্রাই-সাজে মার্ক-টু টিউব-ওয়েলের মেরামতির যোগ্যতা অর্জন করা যায় কিনা, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আমরা আর, ডি, ডিপার্টমেন্টে টেকনিক্যাল পার্সোন্স নিয়ে যুবকদের

করার চেষ্টা করছি, যাতে বিভিন্ন সাব-ডিভিশান অথবা ব্লক এরিয়াতে জ্বানয়ার ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ করে তার আণ্ডারে কিছু টেকনিসিয়েন দিয়ে এই কাজগুলি করানো যায়।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রীর নিশ্চয় জানা আছে যে এবার আমাদের এই রাজ্যে কম বৃষ্টি হওয়ার দরুন অধিকাংশ জায়গার টিউব-ওয়েল অথবা রিং-ওয়েলগুলির নীচের তলায় জল শুকিয়ে গেছে, ফলে সেগুলির থেকে জল পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু এই রাজ্যে আগে কংগ্রেসী আমলে আমরা দেখেছি যে ইলেকশান এলে পর এক একজনের বাড়ীতে দুটো করে টিউব-ওয়েল দেওয়া হত, আর, ইলেকশান শেষ হয়ে গেলে টিউব-ওয়েলগুলির জলও শেষ হয়ে যেত। ক্যাণ্ডিডেটকে বলা হতো কোথায় কোথায় কতটা টিউব-ওয়েল দেওয়া হবে, তা লিখে দাও আর যে মাত্র লিখে দেওয়া হল, বাস বিল তৈরী করে সেটার পেমেন্ট নিয়ে নেওয়া হল এটা ছিল ওদের সময়কার ইলেকশান তোফা। তাই, আমি বলছি যেসব টিউব-ওয়েল অথবা রিং-ওয়েলের নীচের তলার জল শুকিয়ে গেছে, সেগুলির রিসিকিং এর প্রয়োজন আছে। স্যানিটারী ওয়েল করার প্রয়োজন আছে ঠিকই, কিন্তু তার আগে রি-সিনকিং করা একান্ত প্রয়োজন। কাজেই, এই কাজটা ইমিডিয়েটলি করা হবে কিনা, তা আমি মাননীয় মন্ত্রীর কাছ থেকে জানতে চাই ?

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার, উনি যে সব কথা বলেছেন, সেগুলি যদি এই প্রশ্নটার মধ্যে থাকতো, তাহলে তো আমি সেগুলি ইনকোয়েরী করে দেখতে পারতাম। আমরা ইতিমধ্যে সেগুলির কাজ শুরু করে দিয়েছি, দেখা যাক, কতটা কি করা যায়।

মিঃ স্পীকার :—প্রশ্নোত্তর শেষ। যে সমস্ত তারকা চিহ্নিত প্রশ্নের মৌখিক উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়নি, সেগুলির উত্তর পত্র এবং তারকা চিহ্ন বিহীন প্রশ্নের উত্তর-পত্র সভার টেবিলে পেশ করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ করছি।

শ্রীপবিত্র কর :—স্যার, আমার মনে হচ্ছে, মাননীয় বিরোধীদলের নেতা যে চেয়ারটিতে বসেছেন, সেটা ভাঙ্গা, উনি যে কোন সময় পড়ে যেতে পারেন, উনাকে একটা নতুন চেয়ার দিলে ভাল হয়। মনে হয়, গতকাল উনি যে দৌড় ঝাপ করেছেন, তাতেই চেয়ারটি ভেঙ্গে গিয়েছে।

শ্রীকেশব মজুমদার (মন্ত্রী) :—নতুন চেয়ার দিলে কি হবে ? সেটাও তো উনি ভেঙ্গে ফেলবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :—স্যার, আমি বিরোধী দলের নেতার পক্ষে উনাদের এজন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। (হাসির রোল)।

বাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :—স্যার, গত ৩ দিন ধরে প্রশ্নোত্তর পর্বে আপনার অনুমতি ছাড়া যেভাবে বিরোধী দলের সদস্যরা উঠে দাঁড়িয়ে তাদের প্রশ্নগত বক্তব্য চেষ্টা করেছেন, তা এই হাউসের রুলস অব প্রসিডিউর অনুযায়ী করা হয়েছে কিনা, তার সম্পর্কে আমি আপনার কাছ থেকে রুলিং চাইছি। উনাদের যদি সত্যি কোন বক্তব্য থাকে সেটা তো আপনার অনুমতি নিয়ে বলতে পারতেন, কিন্তু তারা তা করেননি, আর সেজন্যই আপনার কাছ থেকে এই ব্যাপারে রুলিং চাইছি।

এই ব্যাপারে আমি রুলিং চাই এবং ভবিষ্যতে কোন মেম্বার কোন কিছু তুলতে চাইলে রুলস অ্যাণ্ড প্রোসিডিউর এবং পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস যা আছে সেই অনুযায়ী চলতে হবে। এই জন্য আমি আপনার রুলিং চাইছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন (বিশালগড়) :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যা বলেছেন আমি উনার সঙ্গে একমত। পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস এবং রুলস অ্যাণ্ড প্রোসিডিউর যা আছে সেই অনুযায়ী আপনি রুলিং দেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, দেয়ার আর থাউজেণ্টাস ইনস্টেন্স ইন দি পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস অ্যাণ্ড প্রোসিডিউর হোয়ার আর

ইন দি ডিফারেন্ট ষ্টেটস এসেম্বলিস অলসো যে কোয়েশ্চন আওয়ার বাদ দেওয়া হয়েছে। এটা ম্যাটার অব পাবলিক ইমপোর্টেনটস, কোন কোড পরক প্রুর হন্দি, যেখানে কোয়েশ্চন অ্যাণ্ড আনসার বাদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া আমাদের এসেম্বলি যে বই আছে রুলস অ্যাণ্ড প্রোসিডিউর হেজ গট প্রোভিশন টু সাসপেণ্ড এনি ডে, এনি কোয়েশ্চন আওয়ার, এগুলি দেখে আপনি রুলিং দেবেন। ইট ইজ ডান, ইট ইজ ভেরি মাচ মেনশণ্ড ইন দ পার্লিয়ামেন্টারী প্র্যাকটিস।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনেক দিন পার্লিয়ামেন্টে ছিলেন এই বিধানসভায়ও অনেক দিন ছিলেন, অনেক অভিজ্ঞতা আছে এবং বিরোধী দলের নেতা উনারও অনেক অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যেটা বইতে তো অনেক কিছু আছে, কেউ মানে না। রুলস অ্যান প্রসিডিউর অনুযায়ী স্পীকার সাসপেনসান করতে পারেন। কিন্তু পার্লিয়ামেন্টারী প্রসিডিউর অনুসারে কোন বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হলে মিনিমাম পার্মিশন নেওয়া উচিত এই মিনিমাম ডেকোরাম যদি মাপা না হয় তাহলে রুলিং দিলেও তা কার্যকরী হবে না।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি একটা অনুরোধ করতে চাই যে আপনি এক দিন হাউস একসটেনশন করে আলোচনা করুন।

মিঃ স্পীকার :— সুষ্ঠভাবে স্পীকার হাউস পরিচালনা করতে পারেন না যদি না হাউসের দুইটা উইংস সাহায্য না করেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, ওরা কাঁচি শুনেছে কিনা আমি বুঝতে পারছি না। আপনি স্বীকার করেছেন আর ওরা হাসতে শুরু করলেন। আপনি জুলিয়াস সীজার বলেছেন নাকি কাঁচি বলেছেন সেটা ওদের বোঝা দরকার। একটা আলোচনা হোক, হাউস সুন্দর ভাবে চলুক, আপনি চালান আমরা সর্বোতোভাবে সহায়তা করব।

মিঃ স্পীকার :— এখন থেকে আপনারা স্পীকারের পারমিশান নিয়ে যে কোন বিষয় মুভ করবেন। একজন পার্লামেন্টারিয়ান বা বিধানসভার সদস্যের প্রশ্ন নয়, এটা যে অঞ্চল থেকে তিনি দাঁড়িয়েছেন সে অঞ্চলের জনঃ-সাধারনের প্রশ্ন। সে অঞ্চলের জনসাধারণ হাঁ-করে চেয়ে থাকে বিধানসভায় না জানি কি হয়। কিন্তু সেগুলির প্রতি বৃদ্ধাংগুষ্ঠ দেখানো হয় তাদের প্রিভিলেজ কারটেইলড করা হয়। একজন যে প্রশ্ন তুলেছেন সেটা শুধু তাঁর প্রশ্নই না, সেটা উনি যে অঞ্চল থেকে দাঁড়িয়েছেন সে অঞ্চলের জনসাধারণের রাইট। এটা তাদের কনষ্টিটিউশ্যনাল রাইট। যে কনষ্টিটিউশানকে আনবার জন্য প্রচুর লড়াই করতে হয়েছে, অনেককে শহীদ হতে হয়েছে। কাজেই, এটার পক্ষে আপনারা শ্রদ্ধাবান হবেন এবং পার্লামেন্টারী প্রেকটিস এ্যাণ্ড প্রসিডিউর এবং ত্রিপুরা রাজ্যের যে প্রসিডিউর আছে সেটা যতটুকু সম্ভব আপনারা পালন করবার জন্য সচেষ্ট থাকবেন। কোশ্চেন আওয়ারটা কোশ্চেন আওয়ারে, রেফারেন্স, রেফারেন্স পিরিয়ডে; বিজনেস এ্যাডভাইসরী কমিটিতে যে ভাবে ঠিক হয় সেই ভাবেই আপনারা শ্রদ্ধাধান হবেন বলে আমি আশা করি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী) :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, একটু আগে মাননীয় বিরোধী দলনেতা যখন বক্তব্য রাখছিলেন, তখন আমি শুনেছি, যদি আমার ভুল না হয়ে থাকে যে বিরোধী বেঞ্চ থেকে মিউ, মিউ শব্দ করা হয়েছে। এটা পার্লামেন্টারী না আনপার্লামেন্টারী এটা দেখা দরকার।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ :— স্যার, এটা পার্লামেন্টারী না আনপার্লামেন্টারী এটার ব্যাপারে আপনার রুলিং চাই।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, আমি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলে বক্তব্য রাখার চেষ্টা করছি। উনার যদি সামান্যতম সৌজন্যবোধ থাকত তাহলে আমাকে ডিষ্টার্ব করতেন না। আমি যা শুনেছি মিউ, মিউ শব্দ ব্যবহার

করা হয়েছে। সেটা যদি আনপার্লামেন্টারী হয় তাহলে প্রসিডিংস থেকে বাদ দেবার জন্য অনুরোধ করছি।

মিঃ স্পীকার :— মিউ, মিউ শব্দ সেটা নির্ভর করবে তার প্রয়োগের উপর। কোন ক্ষেত্রে সেটা প্রয়োগ করেছে। একজন বিধানসভার সদস্য আরেক জন বিধানসভার সদস্য দ্বারা আহত হবেন এমন সৌজন্যতা বিরোধী শব্দ না বলাই উচিৎ।

শ্রীবাজুবন রিয়াং (মন্ত্রী):— স্যার, এটা সরকার পক্ষের সদস্যদেরকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। আপনি পরীক্ষা করে দেখুন। এই মিউ মিউ শব্দ সরকার পক্ষকে কটাক্ষ করেই বলা হয়েছে।

শ্রী কেশব মজুমদার (মন্ত্রী):— স্যার, আমার মনে হয় এই মিউ মিউ শব্দ যাদের গলা থেকে বেড়বার কথা তাদের গলা থেকে যদি বেড়য় তাহলে সেটা আন পার্লামেন্টারী নয়। কিন্তু এই শব্দ যদি অন্য জাতের মুখ থেকে বেরয় তাহলে সেটা আনপার্লামেন্টারী।

মিঃ স্পীকার :— প্লীজ, ষ্টপ দিস থিংগস।

REFERENCE PERIOD

মিঃ স্পীকার :— এখন রেফারেন্স পিরিয়ড আজকের কার্যসূচীতে ১ (একটি) রেফারেন্স পিরিয়ড আছে। নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ের উপর মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটি বিবৃতি দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন। উল্লেখিত বিষয়টি গত ১৬-৯-৯৪ইং তারিখে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া মহোদয় উত্থাপন করেছিলেন। এখন আমি মাননীয় উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি নিম্নে উল্লেখিত বিষয়বস্তুটির উপর একটি বিবৃতি দেওয়ার জন্য

বিষয়বস্তুটি হলো :—

"আত্মসমর্পন নাটকের পর এ. টি. টি. এফের পুনর্বাসন নাটকের তথ্য চিত্র, কোটি টাকার দামের ঢেউটিন সদর রাস্তায় বাজারে বিক্রি এই শিরোনামে গত ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে"।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা (মন্ত্রী) :— স্যার, বিগত ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্থানীয় "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রকাশিত আত্মসমর্পনকারী এ. টি. টি. এফ, সদস্যদের আবাসন প্রকল্পের কোটি টাকা দামের ঢেউটিন সদর রাস্তায় বিক্রি বিষয়ক সংবাদের পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য শ্রীরতিমোহন জমাতিয়ার উল্লেখিত বিজ্ঞপ্তির জবাবে আমি জানাইতেছি যে আত্মসমর্পনকারী এ. টি. টি. এফ, সদস্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করাও চুক্তির একটি অঙ্গ ছিল। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক আত্মসমর্পনকারীকে ঘর তৈরী করার জন্য ২৯(উনত্রিশ)টি করিয়া ঢেউটিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পূর্ত দপ্তরের ষ্টোর ডিভিশনের নির্বাচিত ঠিকাদারের নিকট এই বাবদ ৫৪৫ (পাঁচশত পয়তাল্লিশ) মেট্রিক টন ঢেউটিন সংগ্রহ করার জন্য টঃ ১৫৭,২১,৯৩৭-(এক কোটি সাতান্ন লক্ষ একুশ হাজার নয়শত আইত্রিশ) জমা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মহকুমা শাসকদের নির্দেশ দেওয়া হয় তাহারা যে কোন অফিসের মারফত ঐ দিন অরুন্ধুতীনগর গুদাম হইতে গ্রহণ করিয়া নির্ধারিত সংখ্যক আত্মসমর্পনকারীদের মধ্যে নিজ নিজ মহকুমায় বিতরণ করেন :—

REFERENCE PERIOD

ক্রমিক সংখ্যা	মহকুমা	আত্মসমর্পনকারীদের সংখ্যা	টিনের সংখ্যা
১	ধর্মনগর	১ (এক)	২৯টি
২	কাঞ্চনপুর	৫৩ (তিপান্ন)	১৫৩৭টি
৩	কৈলাশহর	৩৮ (আটত্রিশ)	১,০৫২টি
৪	লংতরাইভ্যালী	৩৫৯ (তিনশত উনষাট)	১০,৪১১টি
৫	গণ্ডাছড়া	১৪৩ (একশত তেতাল্লিশ)	৪,১৪৭টি
৬	খোয়াই	৩৪২ (তিনশত বিয়াল্লিশ)	৯,৯১৮টি
৭	অমরপুর	১২৮ (একশত আটাশ)	৩,৭১ টি
৮	উদয়পুর	১২ (বার)	৩৪৮টি
৯	সদর	১৭৬ (একশত ছিয়াত্তর)	৫১০৪টি
১০	কমলপুর	৩৮৩ (তিনশত তিরাশি)	১১,১০৭টি

সর্ব মোট ১৬৩৫ (এক হাজার ছয়শত পয়ত্রিশ)

প্রকাশিত অভিযোগটির গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া এ বিষয়ে সঠিক তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— পয়েন্ট অব্‌ ক্ল্যারিফিকেশ্যান স্যার, রাজধানী আগরতলা শহরের কুমারীটিলাস্থিত এ. টি. টি. এফ, নেতাদের আবাস থেকে টিন বিক্রি করা হচ্ছে এবং সেখান থেকেই এলাকার পাশাপাশি বাজারে, জিরানীয়া এবং বিশালগড়ের কয়েকজন ব্যবসায়ী কুমারীটিলা থেকে টিন কিনে নিয়ে যাচ্ছেন। বিশেষ করে জিরানীয়া বাজারে জৈনিক ব্যবসায়ী চিত্তমোহন সাহা।

শ্রীরতিমোহন জমাতিয়া :— যার গাড়ীর নাম্বার টি, আর ও ১১৯৭৯ নং জীপের পেছনে লেখা আছে নিশিকান্ত স্মরণে। এই জীপ গাড়ী করে বোঝাই করে নিয়ে যাচ্ছে, সেটা কি এইখানকার এস, ডি, ও, অডার দিয়েছে নিয়ে যাওয়ার জন্য ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টি যখন উঠেছে, প্রকৃত তথ্য বের করার জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, বের হলে বোঝা যাবে আসলে ঘটনাটা কি ?

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অফ ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা এই তথ্য কতদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে ?

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— এইটা ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে যত শীঘ্র সম্ভব এই তথ্য বের হয়।

মিঃ স্পীকার :— আমি আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য শ্রীসমীর দেব সরকার। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল, "গত ১৯-৯-৯৪ ইং বেলা আনুমানিক চারটায় খোয়াই থানাধীন ধলাবিল গ্রামে উগ্রবাদীদের আক্রমনে নিতাই পাল সহ পাঁচজন মারাত্মকভাবে আহত হওয়া সম্পর্কে।"

আমি মাননীয় ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি যদি তিনি আজ বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

বৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :—স্যার; আমি এ বিষয়ে ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :—মাননীয় মন্ত্রী এ বিষয়ে আগামী ২৩শে সেপ্টেম্বর বিবৃতি দেবেন। আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য প্রনব দেববর্মা। (মাননীয় সদস্য প্রনব দেববর্মা অনুপস্থিত) আমি ত এইটাকে অ্যানটারটেইন করতে পারছি না।

আমি আজ আর একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ পেয়েছি। নোটিশটি এনেছেন মাননীয় সদস্য অমল মল্লিক। নোটিশটির বিষয়বস্তু হল,— "বামফ্রন্ট সরকারের ১ বছর" (ত্রিপুরা সরকারের তথ্য সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তর থেকে প্রকাশিত এবং ভারত অফসেট, ১ রোনাওসে রোড, আগরতলা থেকে মুদ্রিত) নামীয় বই" ত্রিপুরা সরকারের ১ বছর" (১৯৯৩ইং ১০ই এপ্রিল হতে ১৯৯৪ ইং ১০ এপ্রিল) নামে না ছাপানোর ঘটনা সম্পর্কে।"

আমি এখন মাননীয় তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে এই দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করছি। যদি তিনি বিবৃতি দিতে অপারগ হন তাহলে তিনি আমায় পরবর্তী একটি তারিখ জানাবেন যেদিন তিনি এ বিষয়ে বিবৃতি দিতে পারবেন।

অনিল সরকার (মন্ত্রী) :—আমি আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৪ইং এই বিষয়ে বিবৃতি দেব।

CALLING ATTENTION

মিঃ স্পীকার :—আজ একটি দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশের উপর মাননীয় খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি তিনি যেন মাননীয় শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় কর্তৃক আনীত নিম্নোক্ত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটির উপর বিবৃতি দেন।

নোটিশটির বিষয়বস্তু হলো,—"গত ৩০শে মে ১৯৯৪ ইং "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রচারিত "গণবন্টন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা রাজ্য বাজেটে আর্থিক সংস্থান নেই ১৫ পারসেন্ট সুদে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ" শীর্ষক সংবাদ সম্পর্কে।

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্পীকার স্যার, গত ৩০শে মে ১৯৯৪ ইং তারিখে "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় প্রথম পৃষ্ঠায় প্রকাশিত গণবন্টন ব্যবস্থায় অচলাবস্থা রাজ্য বাজেটে আর্থিক সংস্থা নেই, ১৫ পারসেন্ট সুদে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ শীর্ষক সংবাদ সম্পর্ক দৃষ্টি আকর্ষনী সম্পর্কে মাননীয় সদস্য শ্রীঅমল মল্লিক মহোদয় যে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ এনেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলছি।

মাননীয় বিধায়ক কর্তৃক উত্থাপিত দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশ "দৈনিক সংবাদ" পত্রিকায় গত ৩০. ৫. ৯৪ইং তারিখে প্রকাশিত একটি সংবাদের উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে। উক্ত সংবাদ শিরোনামায় বলা হয়েছিল যে, রাজ্য বাজেটে আর্থিক সংস্থান নেই, ১৫ পারসেন্ট সুদে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ" উপরোক্ত সংবাদের বিষয়বস্তু আদৌ সঠিক নয়।

প্রকৃত সত্য এই যে, চলতি আর্থিক বছরে অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ সালের রাজ্য বাজেটে খাদ্য ও জনসংভরণ দপ্তরের অধীনে গণ বন্টন ব্যবস্থার জন্য ১০৫ (একশত পাঁচ) কোটি টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তন্মধ্যে গণ বন্টন ব্যবস্থায় চাউল ও গম ক্রয় করার জন্য ৯২ কোটি ১৫লক্ষ টাকার সংস্থান রাখা হয়েছে। তাছাড়া সরকারী বাজেটের উপর চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে ভারতের রিজার্ভ ব্যংক থেকে ১৫ পারসেন্ট শতাংশ হার সুদে ৫ কোটি টাকা ক্যাশ ক্রেডিট গ্রহণ করা হয়েছে। উপরোক্ত প্রক্রিয়া গত ১লা এপ্রিল ১৯৯৪ ইং থেকে ত্রিপুরায় চালু হয়েছে।

বস্তুত এই ব্যবস্থা চালুর ফলে গণবন্টন ব্যবস্থায় প্রয়োজনায় চাউল গম ইত্যাদি ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোন

অসুবিধায় সম্মুখীন হতে হচ্ছে না এবং এই ব্যবস্থায় গণ বণ্টন ব্যবস্থা যথেষ্ট ত্বরান্বিত হয়েছে। এটা এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যে, এই ব্যবস্থা বহু রাজ্যে বর্তমানে চালু আছে এবং ত্রিপুরাতেই এই ব্যবস্থা প্রথম নয়। পশ্চিমবঙ্গ আসাম সহ বৃহৎ রাজ্য সমূহে বহু আগে থেকেই এই ব্যবস্থা অর্থাৎ ভারতের রিজার্ভ ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে গণ বণ্টন ব্যবস্থার অধীনে চাউল, গম ইত্যাদি ক্রয় করার ব্যবস্থা চালু আছে।

বর্তমানে এ রাজ্যের জন্য মাসিক বরাদ্দ চাউল ও গমের পরিমান যথাক্রমে ১৬, ২০০ মেঃ টন ও ১৮০০০ মেঃ টন। এ বাবদ পরিবহন এবং ওজন ইত্যাদির জন্য শ্রমিকদের দেয় টাকা এবং উক্ত খাদ্য শস্যের মূল্য বাবদ মাসিক প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রয়োজন। বার্ষিক প্রায় ১২০ কোটি টাকার প্রয়োজন। যদি কখনও খদ্যে সামগ্রী ক্রয় করতে গিয়ে ক্যাশ ক্রেডিট-এ না কুলোয় তখন প্রয়োজনীয় অর্থ খাদ্য বিভাগের বাজেট থেকে খরচ করার ব্যবস্থা আছে।

শ্রীঅমল মল্লিক (মন্ত্রী) :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এইটা জানাবেন কি যে, তিনি নিজেই এখানে স্বীকার করেছেন যে বাজেটের প্রেসার কমানোর জন্যই এই ঋণ নিতে হয়েছে। বাজেটে ডিমাণ্ডের ডিমাণ্ড নং ২৮ এবং ডিমাণ্ড নং ২১ এইটা দেখলে দেখা যাবে ৯৩-৯৪ইং থেকে ৯৪-৯৫ইং এ টাকা অনেক কম ধরা হয়েছে। যারজন্য মাসিক বরাদ্দ উনি যা বলেছেন রাজ্যের এখন বর্তমান চাহিদা চাউল ও গমেই লাগে ১২ কোটি টাকার মত : লবন ও চিনি সেটা আলাদা। কাজেই, এই টাকার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্থান না থাকার কারণে এবং এফ, সি, আইকে এক সঙ্গে সমস্ত টাকা দিতে না পারার কারণে সেগুলি দফায় দফায় তুলতে হয়! যেহেতু দপ্তরের হাতে টাকা কম সেহেতু রাজ্যের মধ্যে গণ বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে গেফ হয়ে যাচ্ছে, সময় মত চাউল সরবরাহ করা যাচ্ছে না। এই তথ্যটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আছে কি কিনা জানাবেন কি?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (খাদ্যমন্ত্রী):— প্রশ্নটা খুব পরিস্কার হয়নি। যেখানে দৃষ্টি আকর্ষনী নোটিশটি ছিল তাতে পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য সম্পর্কে জানতে চাওয়া হয়েছিল এবং এইটা হয়েছে যে তথ্যটা সঠিক নয়। তারপরেও এইটাকে ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে আমাদের বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে, যখন ক্যাশ ক্রেডিটের টাকায় কুলাবে না তখন আমরা নিশ্চয়ই বাজেট থেকে টাকা আনব। যাতে গণ বণ্টন ব্যবস্থায় কোন অসুবিধা সৃষ্টি হয়। গন বণ্টন ব্যবস্থার মধ্যে শুধু চাউল নয়, চিনি গণ ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিষও রয়েছে, এই গুলিরও ব্যবস্থা করতে হবে এবং সেটা করেই আমরা এইটাকে চালু রাখছি।

শ্রীঅমল মল্লিক :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, আমি বলেছিলাম পত্রিকায় যে ক্যাশ ক্রেডিট এর কথা বলা হয় সে সম্পর্কে। এইখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন সেটা অসত্য কথা। আমি বলতে চাই ত্রিপুরা সরকারের খাদ্য দপ্তরের সারা বছরের যে পরিমান খাদ্যের জন্য টাকা প্রয়োজন সে পরিমান টাকা না থাকার কারণে, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য দিয়েছেন যে ১৬,২০০ মেঃ টন চাল এবং ১৮,০০০ মেঃ টন গম প্রয়োজন সেখানে আমি চিনি বা অন্যান্য জিনিসের কথা বাদই দিচ্ছি এই পরিমান চাল এবং গম এর টাকা এক সঙ্গে দিতে না পারার ফলে দফায় দফায় টাকা দিতে হয়, তারজন্য চাল গম ঠিকমত উঠাতে না পারার কারণে সময় মত রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভোক্তা তাদের প্রয়োজনীয় চাল এবং গম রেশনের দোকান থেকে তোলে নিতে পারছেন না। এইটাই ছিল আমার প্রশ্ন। এই সম্পুর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :—মিঃ স্পীকার স্যার, প্রশ্নটি খুবই সুন্দর। "গণবণ্টন ব্যবস্থার অচলাবস্থা রাজ্য বাজেটে আর্থিক সংস্থান নেই, ১৫ শতাংশ সুদে পাঁচ কোটি টাকা ঋণ" এইটা ঠিক নয়। বাজেটে অর্থের সংস্থান রয়েছে, এইটা আমি বলেছি এবং ১৫ পারসেন্ট সুদে ৫ কোটি টাকা ক্যাশ ক্রেডিট নিয়েছি

এইটাও আমি বলেছি।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকার (তেলিয়ামুড়া) :—পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার, এই রাজ্যে মাসে ১৬,২০০ মেট্রিক টন চাল এবং ১৮০০ মেঃ টন গম লাগে এইটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। সেই স্যার, আমরা অনেক সময় শুনেছি এই যে পরিমান চাল এবং গম প্রয়োজন পরিমাণ চাল এবং গমের মূল্য বাবদ টাকা আগাম দিয়েও এফ, সি, আই, তাদের যে প্রতিশ্রুতি সেটা তারা পুরণ করছে না। এবং এই রাজ্যে এইগুলি আসতে হলে রাজ্য সরকারের টেন্সপোরটেশন সেখানে নাই এইগুলি আসে কেন্দ্রীয় সরকারের রেল দপ্তরের ওয়াগণের মাধ্যমে। সেই চাল এবং গম পরিবহন করার মত প্রয়োজনীয় ওয়াগনও নাকি পাওয়া যাচ্ছে না। এবং গৌহাটি থেকে রাজ্যে এই জিনিসগুলি পরিবহণের জন্য যে ইউনিটগুলি রয়েছে সেগুলি চালায় আই, এন, টি, ইউ, সি। এবং এই আই, এন, টি, ইউ, সি, এর প্রভাব সেখানে বেশী। আমরা শুনেছি এই আই, এন, টি, ইউ, সি, ভুক্ত শ্রমিকরা ইচ্ছাকৃতভাবে এই মাল পরিবহণে বাঁধার সৃষ্টি করছে। এই সব কারণে আমাদের গণবন্টন ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। তারপর আবার রেলের ব্রড গ্যাজ এবং মিটার গেজের সমস্যা রয়েছে। এই সমস্ত সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আমাদের বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্যরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাদের দলের পক্ষ থেকে কোন কিছু বলেছেন কিনা? এবং এই অসুবিধা বা এই সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেবেন কি না?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের গণবন্টন ব্যবস্থায় এই ধরণের যেমন ফুড ডাউন ষ্ট্রাইক একটা ঘোষণা করে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চালানো হল। তাতে বিশেষত আমার ত্রিপুরা রাজ্যে অভ্যন্তরে অন্যত্রও বটে আই, এন, টি, ইউ, সি, শ্রমিকরা এফ, সি, আইর তারা ফুড ডাউন ষ্ট্রাইক করল। যারফলে যে পরিমাণ খাদ্য আমাদের দেওয়ার কথা ছিল সেটা তারা দেয়নি। যারফলে আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে এবং অন্য রকমভাবে আমাদের এই খাদ্যের যোগান ঠিকে রাখার অন্য ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। তাছাড়া ফুড ডাউন ষ্ট্রাইক প্রত্যাহার হওয়ার পরও আমরা দেখেছি কি কারণে সেটা। কারণ, এফ, সি, আইর সঙ্গে তাদের ব্যাপার আমাদের ব্যাপার নয়। যদি তারা চালিয়ে যায় এখনও সেটা চলছে। যারফলে আমাদের এই যে পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সেটা ব্যাহত হচ্ছে কোন না কোনভাবে। যে পরিমান ষ্টক আজকে পর্যাপ্ত ফিল্ড আপ হয়ে যেত সেটা হয়নি। কাজেই, আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে এবং কিভাবে তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা খাদ্য সামগ্রী ত্রিপুরাতে এনে পৌছাতে পারি এবং বিভিন্ন গুদামে পৌঁছাতে পারি তারজন্য আমাদের ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এরজন্য আমরা এফ, সি আই, কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। এবং আই, এন, টি, ইউ, সি, আই, কি করবে সেটা এফ, সি, আইর, সঙ্গে তাদের ব্যাপার। সেটাতে আমার বক্তব্য কিছু থাকতে পারে না। কিন্তু আমরা চাই এফ, সি, আই, সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার করে আমাদের গণ বণ্টন ব্যবস্থা যাতে ব্যহত না হয় তারজন্য ব্যবস্থা করেন। এইদিকে আমরা তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। হাউস যদি মনে করেন তাহলে হাউসের কাছ থেকেও এই আহ্বান যেতে পারে। আমাদের টাকা আছে, টাকার কোন অসুবিধা হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া।

শ্রীখগেন্দ্র জমাতিয়া :—মাননীয় স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্লেরিফিকেশান, মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুর জানাবেন কিনা যে গণ বণ্টনের ব্যবস্থাকে আরও সফল করার লক্ষ্যে সদ্য নির্বাচিত পঞ্চায়েত, যে ব্লকগুলি, নির্বাচিত ব্লকগুলির কাছে দায়িত্ব দেওয়া হবে কিনা?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী)ঃ—স্যার, আমাদের গণ বণ্টন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা রাখার জন্য এবং এই ব্যবস্থা চালু রাখতে গিয়ে যাতে কোন অসুবিধার সৃষ্টি না হয় এবং সেগুলি দেখাশুনার জন্য পঞ্চায়েতের উপর অবশ্যই কিছু দায়িত্ব অর্পিত হবে।

এবং কিভাবে কতটা হবে সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা চলছে।

শ্রীজীতেন্দ্র সরকারঃ—পয়েন্ট অব্ ক্লেরিকেশান স্যার, এই গণ বণ্টন ব্যবস্থায় ডিলাররা একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্যার, জোট রাজত্বে-এর সময় অসাধু ব্যবসায়ীদের ডিলার করা হয়েছে। এবং এটা ঠিক এই বামফ্রন্ট সরকার আসার পর একটা ডিলারশীপও নেননি। এই ডিলাররা প্রায় ৮০ শতাংশ ডিলার জোট রাজত্বে যারা নিয়েছে তারাই আছেন। আমার অভিজ্ঞতায় আছে এবং পত্রপত্রিকায়ও উঠেছে এই ডিলাররা হচ্ছে কংগ্রেস, টি, ইউ, জে, এদের তারা ইচ্ছাকৃতভাবে এই রেশন শপের মাল গো-ডাউন থেকে অনেক সময় নিয়ে যান কিন্তু রেশন সপে নেন না এবং কোন কোন সময় ইচ্ছাকৃতভাবে তারা এইগুলি নেন না গো-ডাউন থেকেও নেন না।

এই রকমভাবে যাতে ভোক্তারা না পান এবং একটা কৃত্রিম সংকট তারা তৈরী করেছেন। এই প্রশ্নে যেখানে এই ভাবে এই গণ বণ্টন ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য ডিলাররা বিশেষ করে তাদের নির্বাচিত ডিলাররা এখনও আছেন, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা এই সরকার নেবেন কিনা, এটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়-এর কাছে জানতে চাই?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী) :— স্যার, আমাদের গণবণ্টন ব্যবস্থাকে বানচাল করার জন্য প্রথম কিছু কিছু উদ্যোগ লক্ষ্য করেছিলাম। ব্যাপক ভাবে ডিলারদের রেশনসপ সারেণ্ডার করার ভেতর দিয়ে। তার পরবর্ত্তী সময়ে আমরা এটাও লক্ষ্য করেছি যে ডিলাররা চাউল পাচার করে খোলা বাজারে বিক্রি করে দেয়, সেটা রেশনের মাধ্যমে জনগণকে দেয় না। এর জন্য আমরা আমাদের যে ভিজিলেন্স তাকে সজাগ রেখেছি এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমরা এই রকম কেইস ধরেছি। তারা কোন দলের বা কি ব্যাপার সেই তথ্য আমার কাছে নেই। কিন্তু এই ধরণের প্রক্রিয়া যারা করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য খাদ্য দপ্তর সজাগ আছে এবং তারা ইনিসপেক্টরদেরও সজাগ করেছেন, ভিজিলেন্সকে সজাগ করেছেন এই গুলি দেখাশুনা করার জন্য।

শ্রীতাপিল চাকমা :— মিঃ স্পীকার স্যার, পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান, গণবণ্টন ব্যবস্থায় আমরা জোট সরকারের সময় দেখিছি চাউলের নামে বড় বড় কেপশুল ত্রিপুরাতে আসছে। যখনই মেয়েরা এই চাউল গুলি রান্নার জন্য বসাতেন তখন তারা বাইরে গিয়ে অন্যান্য তরিতরকারি সংগ্রহ করে নিয়ে আসার পরও দেখা যেত সেই চাউলগুলি সিদ্ধ হচ্ছে না। এখন আমি মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের কাছে জানতে চাই যে এই রকম বড় বড় ক্যাপশুল আর ত্রিপুরাতে আ[illegible]না?

[illegible]গোপাল রায় (মন্ত্রী) :— মিঃ স্পীকার স্যার, এই যে [illegible]পশুলের কথা বলেছেন সেই ক্যাপশুল আমি দিল্লিতে নিয়ে গিয়ে তদানিন্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী হাতে দিয়ে ছিলাম, দিয়ে বলেছিলাম যে চাউলকে ত্রিপুরার লোক ক্যাপশুল বলে থাকে; এটা খাওয়া যায় কিনা? এটা সম্পূর্ণ আনফিটফর হিউম্যান কনজাম্‌শান, এটা দিয়ে বলেছিলাম। আমরা পরবর্ত্তী সময়ে বামফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে বলেছিলাম যে, যে চাউল জনসাধারণ খেতে পারবে না সঙ্গে সঙ্গে সেই চাউল বাতিল করতে হবে। এই ধরনের চাউল আমরা আনছিও না। যদি কোথাও এই চাউল গণকারসাজির. বশে এসে হাজির হয়, আমার মনে আছে গত বিধানসভার অধিবেশনেও তার আগের অধিবেশনে আমি মাননীয় সদস্যদের অনুরোধ করেছিলাম যে যদি এই ধরণের কোন কেইস থাকে তাহলে তা আমাদেরকে জানাবেন; আমরা সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেব। আমাকে এই ব্যাপারে যারা জানিয়েছিলেন

আমরা তার ব্যবস্থা নিয়েছি। খারাপ চাউল যেটা মানুষ খেতে পারেনা সেটা আমরা দিতে চাইনা, সেটা বামফ্রন্ট সরকারের নীতি নয়।

শ্রীঅমল মল্লিক :— পয়েন্ট অব ক্লারিফিকেশান স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা, যে টাকা আছে প্রচুর পরিমানে কিন্তু টাকা থাকলে পরে কেন কেশক্রেডিট এ ৫ (পাঁচ) কোটি টাকা লোন নিতে হল, যার জন্য সরকারকে প্রতিবৎসর ৭৫ লক্ষ টাকা সুদ দিতে হচ্ছে। যদি টাকার সঙ্কুলান থেকে থাকে তা হলে কেন এই লোনের প্রয়োজন হল? এবং কেন এই লোনের জন্য সুদ দিতে হচ্ছে? আরেকটা হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীজীতেন্দ্র সরকার মহোদয় জানতে চেয়েছিলেন যে এফ, সি, আই, এর কাছে আগাম টাকা জমা আছে কিনা? থাকলে তার পরিমাণ কত? সেই তথ্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কিনা?

শ্রীব্রজগোপাল রায় (মন্ত্রী):— মিঃ স্পীকার স্যার, এই প্রশ্নের জবাব আমি আগে দিয়েছি, তবু মাননীয় সদস্য আরো বিশদ ভাবে জানতে চাইছেন। আমি বুঝতে পারিনা গণবণ্টন ব্যবস্থাটাকে সচল রাখতে বাজেটে টাকা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে তা পাওয়া যায় না, এই কথাটা নিশ্চই মাননীয় সদস্য ভালভাবে জানেন। তার জন্য কতগুলি প্রথা পদ্ধতি রয়েছে, এল, ও, সি-র সিস্টেম রয়েছে। ঐ গুলি বেড় ডিঙ্গিয়ে আমাদের যেতে হয়। তারা কি চাইছেন তা আমার কাছে পরিস্কার নয়। তারা কি চাইছেন যে গণবণ্টন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ুক? গণবণ্টন ব্যবস্থাকে চালু রাখতে সরকারকে যদি ক্ষতি স্বীকার করতে হয়, তাহলে তাও করতে হবে কারণ ত্রিপুরার জনগণের স্বার্থে এই ব্যবস্থা। কাজেই, সেটা আমরা চিন্তা করে দেখেছি এবং আমরা গণবণ্টন ব্যবস্থাকে সুন্দরভাবে চালু রাখতে পেরেছি এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করার ফলে। কাজেই, এই ব্যবস্থা চলছে।

GOVERNMENT BILL—Introduced.

Shri Samar Chowdhuary (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to move for introduced the Tripura Motor vahicle tax 5th amendmend bill. No. 10 of 1994 in the House.

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী মহোদয়ের কর্তৃক উত্থাপিত মোশানটি ভোটে দিচ্ছি, দা ত্রিপুরা মটর ভেহিকল্‌ ট্যাকস, বিল ১৯৯৭ দা ত্রিপুরা বিল নং ১০, ১৯৯৪ইং, এই হাউসে উত্থাপন করার জন্য অনুমতি দেওয়া হউক।

যারা এই মোশনের পক্ষে আছে তারা 'হ্যাঁ' বলবেন। (হ্যাঁ বলার কিছুক্ষণ পরে) যারা এই মোশনের বিপক্ষে আছে তাঁরা 'না' বলবেন। (না বলার কিছুক্ষণ পরে) আমি মনে করি, যারা হ্যাঁ বলেছেন তারা সর্ব সম্মতিক্রমে বলেছেন কাজেই বিলটি সভায় উত্থাপিত হল।

মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য বলছি মোশনের প্রতিলিপি নোটিশ অফিস থেকে সংগ্রহ করে নিবেন।

GOVERNMENT BILL—Passed

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হল, সেল ট্যাক্স ফিফ্‌থ অ্যামেণ্ডমেণ্ট বিল ১৯৯৪ দা ত্রিপুরা বিল [illegible] ১৯৯৪ এই সভার বিবেচনার জন্য উত্থা[illegible] আমি মাননীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

Shri Samar Chowdhury (Minister) :— Mr. Speaker Sir, I beg to nove the Tripura Sale Tax (5th amendmend) bill 19994 the Tripura bill No. 5 of 1994. be take in consideration

মিঃ স্পীকার :— আমি এখন মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয়ের উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি।

যারা এই বিলের পক্ষে আছে তারা 'হ্যাঁ' বলবেন (হ্যাঁ, বলার কিছু পরে) যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছে তারা না বলবেন। না বলার কেউ নেই সুতরাং, আমি মনে করি প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে সভায় গৃহীত হল।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—স্যার, দি ত্রিপুরা সেলস ট্যাক্স (ফিফ্‌থ এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ১৯৯৪ইং যেটা এই হাউসে

আনা হয়েছে মূল আইনে কয়েকটি সংযোজন ও সংশোধনের জন্য।
সেকশান ২ ডেফিনিশান এর ক্লজগুলিতে একটি নুতন ক্লজ (ও) ফোর সংযোজন করা হয়েছে।
সেকশান ৩ এর পর নুতন সেকশান ৩এ এ সংযোজন করা হয়েছে।
সেকশান ৩ এর সাব সেকশান (১) ট্যাক্স লেভিয়েবল গুড্স এর সিডিউলডটিতে ট্যাক্সের রেইটে কিছু পরিবর্তন এবং কয়েকটি সাধারণ মানুষের জরুরী ব্যবহার্য্য দ্রব্যকে ট্যাক্স থেকে বাদ দেওয়া এবং নূতন কয়েকটি দ্রব্যকে ট্যাক্সের আওতায় আনা হয়েছে।

গত দুই বছর যাবত কেন্দ্রীয় সরকার ষ্টেট শেয়ার ইন সেন্ট্রাল ট্যাক্সেস ক্রমেই কমিয়ে দিয়ে রাজ্যের ফিনান্সিয়েল রিসোর্স ছাঁটাই দিচ্ছেন। পরিকল্পনা বরাদ্দ ছাঁটাই করা হচ্ছে, সেন্ট্রালি সেপাওর্ড স্কীমে কমে যাচ্ছে, নন-প্ল্যান এ্যাক্সপেণ্ডিচারের প্রকৃত খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের বরাদ্দের অনেক উর্দ্ধে। এই চরম আর্থিক সংকটের মধ্যে রাজ্য সরকারের নিউ রিসোর্স মবিলাইজ করা ছাড়া কোন পথ নাই। এই পরিস্থিতিতে গরীব জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা না বাড়িয়ে এবং ট্যাক্স ফাঁকি বন্ধ করে অর্থ সংগ্রহের জন্য সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

৫ম সংশোধনী বিলটিতে ঠিকাদারী কাজে ব্যবহৃত পণ্যের কর আদায় ব্যবস্থার সংশোধন করে কিছু পরিমাণ বিক্রয় কর সংগ্রহের প্রচেষ্টায় বিভিন্ন দ্রব্যের অল্টারিং অর্নামেন্টিং, ফার্নিসিং, ফিনিসিং ইম্প্রুভিং অথবা অন্যান্য প্রসেসিং ইত্যাদিকে ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টের আওতাধীন করা হয়েছে। ওয়ার্কস কন্ট্রাক্টে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর এবং স্বয়ং শাসিত সংস্থায় যে বিল তৈরী হয় কন্ট্রাক্টারদের পেমেনন্টের সময়ে বিলের মোট টাকার উপর দেয় সেলসে ট্যাক্স ডিডাক্শান এর জন্য সেক্শান ৩-এএ দ্বারা প্রভিশন রাখা হয়েছে। তার ফলে সোর্সে এই বিল পেমেন্টের সময় সেল্স ট্যাক্স ডিডাক্শান হবে এবং রাজ্য সরকারের তহবিলে জমা পড়বে।

মূল আইনের সেক্শান ৩(১) ধারায় সেল্স ট্যাক্স লেভিব্যল গুড্সের যে সিডিউল্ড রয়েছে, তার থেকে এন্টি ৮২ পেষ্টিসাইড্স ইনক্লুডিং ইন-সেক্টিসাইডস, ফোঙ্গিসাইড্স, আরভিসাইড্স, রডেনটিসাইডস ইত্যাদিকে করের আওতা থেকে মুক্ত করা হয়েছে।

এন্ট্রি ৮৩ ইনফিরিয়র কেরোসিনকে সিডিউল্ড থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। এন্ট্রি ৬৯, ৭০ এবং ৭২ সিডিউল্ড থেকে কেটে দিয়ে সেল্স ট্যাক্স ধার্য্য নয় পণ্যের তালিকায় দেওয়া হয়েছে। ফরেইন লিকার, নন-পটেব্যল লিকার এবং কান্ট্রি লিপরিট ইত্যাদি সব এন্ট্রিতে ছিল। এই সকল দ্রব্যের উপর এ্যাক্সাইড ডিউটি ধার্য্য থাকায় পুনরায় সেল্স ট্যাক্স সংগ্রহ করা সমচীন নয়। এ্যাক্সাইজ ডিউটি কয়েক গুণ বাড়িয়ে সরকারের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এন্ট্রি ৩৪ লেদার গুড্স অব অল ভ্যারাইটিজ (আদার দ্যান হ্যাণ্ড মেইড ফুট-ওয়ার, হোয়েন সল্ড এট এ প্রাইস ৫ টাকার পরিমাণ সীমা বাড়িয়ে ১৫ টাকা করা হয়েছে। এর ফলে বর্তমান বাজার মূল্যে গরীব সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন।

শ্রীসমর চৌধুরী :— ৫ টাকার বেশী এই জুতো এবং ১৫ টাকার নীচে যে সমস্ত জুতো সাধারণ স্যানডেল যেগুলি সাধারণ মানুষ ক্রয় করে সেগুলিতে কর থাকবে না। ১৫ টাকা দামের জুতোতে ট্যাক্স দিতে হবে। এনট্রি ৩৬, সামগ্রীর মধ্যে কেবলমাত্র এনটি ম্যালেরিয়া ড্রাগস, এনটি কালাজ্বর, এবং টি, বি, সর্পদংশ এবং কলেরা বাদ দেওয়া হয়েছে। বর্তমান সংশোধনী বিলে আরও কিছু ঔষধ করমুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন সেলাইন, ও, আর, এস, এবং লেপ্রোসি রোগীদের জন্য ব্যবহৃত ঔষধ সমুহ। এর ফলে গরীব জনগণ কিছুটা রিলিফ পাবেন। এনট্রি ৫২, রেডিমেড্ গারমেনটস এবং হুশিয়ারী গুডস অব অল ভেরাইটিস। এতদিন ১৫ টাকা মূল্যের বেশী সর্ব প্রকার দ্রব্যের উপরই ট্যাক্স ধার্য্য ছিল। সংশোধনী বিলে ১৫ টাকার পরিমাণ সীমা বাড়িয়ে ৫০

টাকা করা হয়েছে। কারণ, সমস্ত জিনিসপত্রের দামই বাড়ছে। এরফলে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিক্রয় বৃদ্ধির ফলে আয় বাড়বে। কটন জিনিসপত্রের যে সমস্ত পোষাক স্থানীয় তাঁতীরা প্রস্তুত করে সেগুলিতে ৫০ পর্যন্ত কর ছাড় থাকবে। গেঞ্জী, জাংগিয়া, মেয়েদের ব্লাউজ, শার্ট এগুলি জনসাধারণ ৫০ টাকার মধ্যে কর ছাড়া কিনতে পারবেন। এনট্রি নং ৯০, লটারী টিকেট এ ট্যাকসের হার মূল আইনে ধার্য্য ছিল ২০ শতাংশ। আমরা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখেছি। এই কর ফাঁকি রোধ করার জন্য এই সংশোধনীতে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কর রেট ২০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ১০ শতাশ করা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি টিকেট বাণ্ডেলের পর বাণ্ডেল পড়ে থাকে, সেগুলির টেক্স পাওয়া যায় না।

শ্রীসমর চৌধুরী :—বাণ্ডিলের পর বাণ্ডিল পড়ে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত তারা এটা কম্পাউণ্ডও করেন না, এটার কোন ট্যাক্স ও দেন না এবং শেষ পর্য্যন্ত তারিখ পার হয়ে যায়। এগুলি এরপর কোন কাজে লাগে না। এই টিকিটগুলি সরকার যে আটক করে রাখলেন রেভেনিউ কালেকশানের জন্য, রেভেনিউ কিছুই আসে না। শেষ পর্য্যন্ত এই লটারীর টিকিট গুলি বাতিল হয়ে যায়। এরকম একটা পরিস্থিতিতে আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছি যে শুধু করের হার বাড়ালেই চলবে না, নির্দ্দিষ্ট একটা যুক্তিযুক্ত লিমিট বাড়িয়ে রাখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে এনফোর্সমেণ্টকে আরও বেশী শক্ত করতে হবে যেন যেটুকু কর ধার্য্য আছে, সেগুলি যেন ঠিক ঠিক সংগ্রহ হয়। সেইজন্য ২০ পার্সেণ্টকে সংশোধন করে ১০ পার্সেণ্ট করেছি। এই ১০ শতাংশ কমিয়ে আনায় আমি মনে করি, কর ফাঁকি বন্ধ করার যে ব্যবস্থা, সেই ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী হবে। তাতে আমাদের কিছু রেভেনিউ বাড়বে। শিডিয়্যুলে নতুন ১০টা ট্যাকসেবল গুডস তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। যার জন্য নিউ এন্ট্রি শিডিয়্যুলে সংযোজন করা হয়েছে। আমরা ঔষধে কোন ট্যাক্স ধরতে চাইনি। কিন্তু আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক, ইউনানী এই সমস্ত ঔষধের পেকেটের ক্ষেত্রে আইনে কোন ব্যবস্থা ছিল না প্যাকেট বোঝাই করে এগুলি বিক্রি করা হত যেগুলির উপর কোন কর ছিলনা। প্যাকেট করে যেগুলি বিক্রি করা হয়, সাধারণ ভাবে ছোটা নয়, সেগুলির উপর ৩ শতাশ করা ধার্য্য করার জন্য আমরা প্রস্তাব রেখেছি। বিভিন্ন ধরণের চশমা সেগুলির উপর কর ধার্য্য করার প্রস্তাব রেখেছি। সুগন্ধি সুপারি, জর্দা, পান, মশলা এগুলির উপর কর ধার্য্য করার প্রস্তাব রেখেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এখন রিসেসের সময়। রিসেসের পর আপনি আবার বলবেন। এই সভা অদ্য বেলা দুই ঘটিক. পর্য্যন্ত মুলতুবী রহিল।

আফটার রিসেস্

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় মন্ত্রী শ্রীসমর চৌধুরী।

শ্রীসমর চৌধুরী (অনারাবল মিনিষ্টার) :—আমি যা বলছিলাম ৫০ টাকা বা তদুর্দ্ধে মূল্যের খেলনা, মাটির তৈরীর খেলার উপর কোন করনেই, সম্পূর্ন করমুক্ত তবে মাটির তৈরী ছাড়া অন্যান্য ধরণের খেলনা ৫০ টাকা বা তদুর্দ্ধে খেলনা তার উপরে আমরা সামান্য কিছু ট্যাকস্ বসিয়েছি। অগ্নি নির্বাপকযন্ত্র এবং যন্ত্রাংশসমূহ তার উপর ট্যাক্স ধরেছি, ভি, সি, পি, ভি, ডি, ও-এর যন্ত্রাংশ, ক্যাসেট ইত্যাদি এইগুলির উপর কিছু কর ধার্য করেছি। সুগন্ধি, সেয়াই সোয়াবিন উৎপাদিত দ্রব্যাদি যেগুলি প্যাকেটজাত, প্যাকেট ছাড়া লুজ যেগুলি বিক্রি হয় সেগুলির উপর কোন কর নেই। প্যাকেট যেগুলি বিক্রি হয় সেগুলির উপর আমরা সামান্য বিক্রয় কর ধার্য করেছি। কাঁচা রাবার সীট তার উপর কর ধার্য করেছি। ঠাণ্ডা পানীয়, পাউডার, টেবলেট ক্রিসটেল বা ঘনীভূত আকারের যে সমস্ত

মাদক বিহীন পানীয় প্রস্তুত করা হয় তার উপর সামান্য কিছু ট্যাকস ধরেছি। কমপিউটার এবং তার যন্ত্রাংশ-এ ট্যাকস ধরেছি। এই রকম ৯/১০টা আইটেমে এইগুলি নাকি সাধারণ মানুষের চাহিদার বাইরে, সাধারণ মানুষ এইগুলি ব্যবহার করে না। এই রকম ক্রয় ক্ষমতা তাদের ক্রয় ক্ষমতার যে সীমা তার মধ্যে কোন আঘাত পড়ে না। এই রকম ১০টা আইটেমের উপর আমরা নূতন এটা সিডিউলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছি, আর কোন পণ্য দ্রব্যকে আমরা সিডিউলের মধ্যে নুতন করে করেনি। পুরানো যে সমস্ত সিডিউল আছে তার মধ্যে সবগুলি নয়। ৯৩টি সিডিউল আছে মোট তার মধ্যে এই সিডিউলের ভিতর-এ আমরা মাত্র ৩৯টা আইটেমে যেগুলি ডাইরেকটলি জনসাধারণের লাইফকে হীট করে না এই রকম ধরণের কয়টা কর যোগ্য বাছাই করে এই ৩৯টা পণ্যে তার কোথাও ১ পারসেন্ট, কোথাও ২ পারসেন্ট এই রকম করে এবং নির্দিষ্ট কয়েকটি দ্রব্যের উপর একটু বেশী করে এই রকম করে ধরে স্বচ্ছল অবস্থার লোকেরা নিতে পারেন সেই রকম ধরণের বাছাই করে এই ট্যাকস বৃদ্ধি করেছি। আগের পুরানো তালিকা তার থেকে ৩৯টা আইটেমে কর বৃদ্ধির ব্যাপারে এবং এই সমস্ত ব্যাপারে আমরা পরীক্ষা করে দেখতে চেষ্টা করেছি আমাদের উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে এবং সারা ভারতবর্ষের অন্যান্য জায়গায় কোন হারে, কত হারে চালু আছে এবং তাতে আমরা এটা নিশ্চিত যে অন্যান্য জায়গার তুলনায় আমাদের এখানে নির্দিষ্টভাবে ট্যাকস কমই ধারা হয়েছে। স্যার, এই সমস্ত লিষ্টগুলি যে সমস্ত জিনিসের উপর কর ধার্য হয়েছে সেগুলি বিলের মধ্যে নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা আছে। মাননীয় সদস্যরা তো পেয়েছেন কাজেই দেখেছেন। আমরা যে সমস্ত কর ধার্য করেছি তার মধ্যে আর একটা আইটেমে সম্পর্কে উল্লেখ করতে হয় সেটা হচ্ছে মটর গাড়ী, অটো, মটর গাড়ীর ক্ষেত্রে আগে যে ৪ শতাংশ ছিল এটাকে সামান্য বাড়াতে হয়েছে ৬ শতাংশ করে। রঙ্গিন টেলিভিশনের ক্ষেত্রে আগে ১২ শতাংশ ছিল এখন ১৫ শতাংশ করা হয়েছে। ঠিক এই রকম করে আমাদের সমস্ত রিসিডিউয়ালড্ করা হয়েছে। সিডিউলের মধ্যে যেভাবে ছিল এটা রিসিডিউল করে এই এ্যাকটের মধ্যে সংযোজিত তাকে সংশোধিত করে এখানে এই বিলে আমরা উপস্থিত করছি। স্যার, বর্তমানে কর ফাকি রোধের ব্যবস্থা করে শুধুমাত্র কর বাড়ালে চলবে না, কর সংগ্রহ করতে হবে এটা আমরা পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পরিস্কার বুঝতে পেরেছি। বিভিন্ন জায়গায় রেইট করে বিভিন্ন ট্রান্সপোর্ট যখন পরিবহন করে তখন সেগুলি পরীক্ষা করে রাস্তায় গাড়ী সার্চ করে এই সমস্ত কর আমরা ধরেছি। প্রচুর কর ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে। কর ফাঁকি বন্ধ করে কর বৃদ্ধি করার জন্য আমরা সে ক্ষেত্রে কিছু ব্যবস্থা নিয়েছি।

শ্রীসমর চৌধুরী :—এই কর ফাঁকি বন্ধ করার জন্য, কর বৃদ্ধির জন্য কিছু রুলসের সংশোধন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে রুলসগুলি বিধানসভায় পাশ হয়েছে যেগুলি সংশোধন করা হয়েছে। নতুন ৩টা চেক-পোষ্ট স্থাপন করা হয়েছে। একটা আগে চোরাইবাড়ীতে ছিল, আর মজলিসপুরে যেটা ছিল সেটা এতদিন ধরে অচল অবস্থায় ফেলে রাখা হয়েছিল, সেটাকে কার্যকরী করার চেষ্টা করা হয়নি। আরও ৩টা চেক পোষ্ট আমরা স্থাপন করেছি। আগরতলা বিমান বন্দরে, সদরের আমতলী এবং দক্ষিন ত্রিপুরার উদয়পুরে। এই ৩টা চেক-পোষ্ট করা হয়েছে যাতে করে কর ফাকি বন্ধ করা যায়। এই যে সংশোধিত বিল তাতে নতুন যে সমস্ত ১০টা আইটেমের মধ্যে নতুন করে সিডিউলের মধ্যে ঢুকানো হল আর ৩৯টা আইটেমের উপর সামান্য কিছু ট্যাক্স বেড়েছে। এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের মোট সেইলস ট্যাকস থেকে যা আয় হয় তার আরও ২০ শতাংশ ৩০ লক্ষ টাকার মত বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। এইটা তো সামান্য। ৩০ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি করার জন্য যে আমরা উদ্যোগ নিয়েছি তার জন্য এই যে ব্যবস্থা-

গুলি এই ব্যবস্থাগুলিকে বিধানসভার মাননীয় সদস্যগণ পূর্ণ সমর্থন জানাবেন। বর্তমানে রাজ্যের যে পরিস্থিতি, রাজ্যের যে অবস্থা, অর্থনৈতিক সংকটের যে চেহারা, যেকোন উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে অ্যাক্সটারন্যাল অ্যাসিসটেন্সের মাধ্যমে একমাত্র সম্ভব। এইক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের ভিতরে যে রিসোর্সের সম্ভাবনা আমরা তা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে, রিসোর্স কালেক্শান করে রাজ্যের তহবিলে, রাজ্যের আর্থিক শক্তিকে বৃদ্ধি করব। এইজন্য বামফ্রন্ট সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সেই উদ্যোগকে সকলেই সমর্থন জানাবেন এই আবেদন রেখে আমার বিলকে উপস্থিত করছি আলোচনায় কনসিডারেশানের জন্য।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় :— মাননীয় সদস্যদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, একটা নোটিশ দিয়েছেন মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয় এই বিলটির উপর। এই সংশোধনী নোটিশ দেওয়ার কথা ২ দিন আগে। মাননীয় সদস্য দিয়েছেন আজকে। এইখানে রুলসটির Amendmend to a Clause or Schedule of the Bill has not been given two days before the day or which the Bill is to be considered. Any Member may object to the moving of the amendment aud such objection shall prevail unless the Hon'ble Speaker allows the amendment to be moved কাজেই, কেউ আপত্তি করলে বাতিল হয় কিন্তু আমি এইটা গ্রহণ করেছি বিষয়টির গুরুত্ব অনুসারে। এখন আমি মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয়কে অনুরোধ করছি উনার সংশোধনী প্রস্তাবগুলো উৎথাপন করার জন্য এবং এই বিষয় নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কি কি যুক্তির জন্য আপনি এই প্রস্তাব এনেছেন।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :- Mr. Speaker sir, I beg to move the Entry No. 51 (i) and (ii) of the Schedule of the Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994) be replaced by the following :—

51. Ready-made garments and Hosiery goods of all varieties costing above Rs.50/ 6%

2. Entry No. 85 be replaced by the following :—

85. Frames of spectacles sunglasses goggles and contact lenses 4%

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমরা লক্ষ্য করছি যে মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী দি ত্রিপুরা সেলস ট্যাক্স (ফিফথ্ অ্যামেণ্ডমেণ্ট) বিল, ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৫ অফ ১৯৯৪) এখানে রাজ্যের রাজস্ব খাতে কিছু কর আরোপ করেছেন সেলস ট্যাক্স বাড়ানোর মধ্য দিয়ে। রাজ্যের রাজস্ব খাতে কিছু টাকা উনি অ্যাসেস্ করেছেন মোটামুটি ২০ লক্ষ টাকার মত সেখান সংস্থান হবে। যদিও আমরা এইটা বুঝিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বর্তমানে সাধারন মানুষের যে আর্থিক অবস্থা সেই জায়গাতে কোন ক্ষেত্রেই সাধারন মানুষের উপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপানোর সুযোগ নাই। অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের বর্তমান যে আর্থিক অবস্থা তাতে নূতন করে করের বোঝা বইতে মানুষ অক্ষম। তবু এখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে সুনির্দ্দিষ্টভাবে করারোপের প্রস্তাব করা হয়েছে। তাই নূতন করে সংশোধনী এনে যেগুলি সাধারণ মানুষের খুব বেশী টাচে আসে না বা সাধারণ মানুষকে খুব বেশী টাচ করে না। যারা বিলো প্রপার্টি লাইনে এই রাজ্যের মধ্যে আছেন তাদেরকে টাচ করে এমন কতগুলি বিষয় রাখতে হয়েছে যদিও তা কষ্ট হবে সাধারন মানুষের পক্ষে।

সেটাকে যেন করের আওতার বাহিরে রাখা হয়। সাধারণত আমার যেটা মনে হয়েছে যে আইটেম গুলিতে এখানে করের সংস্থান রাখা হয়েছে তাতে আমি সাধারনভাবে বাকী অংশ গুলিকে সমর্থন করলেও এই দুইটার ক্ষেত্রে আমি সমর্থন করতে পারিনি। যার জন্য আমি এই অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছি এবং আমি বিশ্বাস করি এই হাউস সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে এই অ্যামেণ্ডমেন্টস দুইটাকে সমর্থন করবেন। ধন্যবাদ।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রমেন্দ্র দেবনাথ। আমি অনুরোধ করব অ্যামেণ্ডমেন্টসটা সহ আলোচনা করবেন।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য শ্রী রমেন্দ্র দেবনাথ মহোদয়কে অনুরোধ করছি এই বিলের উপর অ্যামেণ্ডমেন্ট সহ আলোচনা করার জন্য।

শ্রীরমেন্দ্র দেবনাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এইখানে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 যে বিল এই হাউসে পেশ করেছেন এবং আলোচনা করেছেন বিস্তারিতভাবে। আমি এই বিলের উপর একটু বলতে চাই যেটা আমার পূর্ববর্তী বক্তা মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় বলেছেন যে-আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়ে রয়েছি। অর্থনৈতিক দিকটা আমাদের রাজ্যের খুবই দুর্বল। কাজেই এই অবস্থার মধ্যে যদিও একটা অতিরিক্ত করের বোঝা মানুষের উপর চাপানো ঠিক সংগতপূর্ব হবে না— তথাপি এইখানে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২ পারসেন্ট, ৩ পারসেন্ট এইভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে নর্থ ইস্টার্ণ রিজিওনের সমস্ত রাজ্য-গুলির ট্যাক্সের পরিসংখ্যান দিয়ে মিলিয়ে এইখানে যে হারে ট্যাক্স আরোপ করা হয়েছে এইটা অন্যান্য রাজ্য অপেক্ষা অনেক কম। যাই হোক আমাদের রাজ্যের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি এই হাউসে বিস্তৃতভাবে সঠিক সময়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে থেকে আমি মনে করি যে ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এইখানে আনা হয়েছে সেটা অযৌক্তিক এইটা আমরা বলতে পারছি না।

এইখানে তিনটা অ্যামেণ্ডমেন্ট আনা হয়েছে।

"(a)" to insert sub-clause (iv) after item No. (4) of sub-clause (iii) of clause (O) in section 2 incorporating there in the altering, ornamenting finishing, furnishing, improving or otherwise processing or adopting any goods :

(b) To insert a new section 3A after the section 3A of the principal Act with a view to making specific provision for deduction of Tax at source in respect of execution of Works Contract :

এইখানে বলা হয়েছে— এইটা খুবই উপযোগী। কেন না এখনো কন্ট্রাক্ট ওয়ার্কের মাধ্যমে রাজ্য সরকারের কিছু কিছু কাজ দিয়ে থাকেন। এই ৩ এএ এর ইনসারশন হলে পরে যারা কনট্রাক্টর আছেন তাদের বিল থেকে রাজ্য সরকারের পাওনা ট্যাক্স ডিডাক্ট করে তারপর তাদের বিলটি পেমেন্ট

করা হবে। রাজ্য সরকার এই ডিডাকসনের মাধ্যমে তার ট্যাক্সটা আদায় করতে পারবে সহজেই।

তৃতীয়ত এইখানে বলা হয়েছে যে ৩৯ আইটেমের উপর নড়চড় করা হয়েছে। আর কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগ্রিকালচার বা বিভিন্ন কৃষক রয়েছে তাদের সুবিধার কথা চিন্তা করে ট্যাক্স রেহাই দেওয়া হয়েছে। এইখানে ৩৯ আইটেমের মধ্যে বলা হয়েছে কালার্ড টেলিভিশন সেটের উপর ১২ থেকে ১৫ পারসেন্ট ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে। কাজেই আজকে ১২ থেকে ১৫ পারসেন্ট ট্যাক্স ধার্য্য করা হয়েছে সে সব জিনিসের উপর যেগুলি সাধারণতঃ গরীব মানুষের করায়েত্বের বা নাগালের বাইরে। কাজেই এইটা যদি আরো বেশী বৃদ্ধি করা হয় তাহলেও এইটাতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন ইম্পেক্ট হবে না, সাধারণ মানুষ এতে আর্থিক দিক দিয়ে চাপের মধ্যে পড়বেন না। এইভাবে ১০ পারসেনট, ১৫ পারসেনট ট্যাক্স বৃদ্ধি করা হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে ছাড়ও দেওয়া হয়েছে। যেমন জুতার ক্ষেত্রে, লেদার গুডস্ এবং অল ভেরাইটিজ অ্যাণ্ড ফুট ওয়্যার অব্ অল ডেস্ক্রিপশন (আদার দ্যান হ্যাণ্ড মেড্ ফুট ওয়্যার হোয়েন সোল্ড অ্যাট্ এ প্রাইস নট এক্সিডিং রুপিস-১৫'০০) এই সব ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়েছে।

মেডিসিনের ক্ষেত্রে যেটা লক্ষণীয় ব্যাপার— এইটাতে খুব মাইনর একটা ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে ৩ পারসেন্ট। এইটার মধ্যে রয়েছে—

Vaccine viz. Small Pox Vaccine, Cholera, Vaccine and T. A. B. Vccine

d] Ayurvedic, Homeopathetic and Unani Medicine except when sold in patient patent name or brand name.

এইভাবে বিভিন্ন মেডিসিনের উপর ৩ পারসেন্ট ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে।

এইখানে মাননীয় বিধায়ক শ্রী তপন চক্রবর্তী মহোদয় অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন দুইটি জিনিসের উপর। এই জিনিষটি উনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। সিরিয়েল নাম্বার ৫১-এ্জ্ ১-২ এইটার উপর অ্যামেণ্ডমেন্ট এনেছেন আমি এই অ্যামেণ্ডমেণ্ডগুলিকে পুরোপুরি সমর্থন করছি। এইখানে রেডিমেইড্ গারমেণ্ট ৫০ টাকার উপরে যেগুলি আছে তার উপর ৬ পারসেন্ট টেকস্। তারপর উনি বলেছেন যে আজকে পুওর যারা আছেন তারা শুধু কটন কাপড় ব্যবহার করেন না-তারা, যে কাপড় ব্যবহার করেন তাতে ২০-৩০ পারসেন্ট সিল্ক মিক্স্ড্ থাকে, সিন্থেটিকস্ কাপড় মিক্স্ড্ থাকে। কাজেই এই ক্ষেত্রে এইটা সমর্থনযোগ্য। এইখানে সিরিয়েল নাম্বার ৮৫ স্পেক্টাকলস, সেন্সেস সান গ্লাসেস, গগ্ল্স্ অ্যাণ্ড কণ্ট্যাক্ট্ লেন্সেস্ এর উপর যে অ্যামেণ্ডমেণ্ট এনেছেন সেটাও সমর্থনযোগ্য।

কাজেই এইখানে যে শিডিউলে বলা হয়েছে বিভিন্ন ট্যাক্সের ব্যাপারে ৩৯টি আইটেমের উপর খুব নমিন্যালভাবে ট্যাক্স ইম্পোজ করা হয়েছে। আরেকটা জিনিষ আমরা লক্ষ্য করেছি-মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী যেটা উল্লেখ করেছেন যে এই ট্যাক্সের মাধ্যমে কিছু অতিরিক্ত রিসোর্স আয় হবে-প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা। কিন্তু এখন ট্যাক্স ফাঁকি যাতে না দিতে পারে তার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন চুড়াইবাড়ীতে একটি গেইট রয়েছে। কিন্তু গেটের পর আগরতলা পর্য্যন্ত আর একটিও গেইট নেই। সেজন্য উনি (রাজস্বমন্ত্রী) বলেছেন

যে ট্যাকস্ যাতে ফাঁকি দিতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন জায়গাতে ওয়েট ব্রিজ স্থাপন করেছেন এবং আরো বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছেন। এই ব্যাপারে আমি আবেদন করব যে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ মেজার্স হিসেবে এই আসাম আগরতলা রোডের উপরে আরেকটা চেকিং পোষ্ট বসানো দরকার যাতে কেউ ট্যাকস্ ফাঁকি দিতে না পারে। সেজন্য আমাদের এলাকায় আরেকটা চেক পোষ্ট করলে ভাল হবে।

তাছাড়া ট্যাকস্ ফাঁকি যাতে না দিতে পারে তার জন্য আরো অনেক রুলস ফ্রেম্ করা হয়েছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। যেমন এতদিন আমাদের কোন আইন ছিল না-যেকোন জায়গায় গাড়ী থামিয়ে সার্চ করার অধিকার ছিল কিন্তু জিনিসপত্র সীজ্ করার কোন প্রভিশন ছিল না। আজকে সার্চ করার পরে যদি কন্ট্রাবাণ্ড গুডস্ বা ট্যাকসেবল্ গুডস্ পাওয়া যায় তাহলে এতদিন আমরা দেখেছি সিজ করার কোন প্রভিশন না থাকার ফলে এইটাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে। কিন্তু এখন যে আইন করা হয়েছে তাতে টেকসেবল কোন গুডস্ পাওয়া গেলে তাকে সিজ্ করা যাবে।

কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে এইখানে সেইল ট্যাক্স্ ৫থ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল ১৯৯৪ যেটি আনা হয়েছে আমি এইটাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীপান্নালাল ঘোষ।

শ্রীপান্নালাল ঘোষ (রাধাকিশোরপুর) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী যে "দি ত্রিপুরা সেইল ট্যাকস্ ফিফ্থ্ অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল' ১৯৯৪ আলোচনার জন্য এইখানে উপস্থাপন করেছেন-এবং মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী মহোদয় যে অ্যামেণ্ডমেন্ট এই বিলের উপর এনেছেন তাকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য শুরু করছি।

আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে গরীব মানুষের সংখ্যা বেশী। সেজন্য এই বিলটি উপস্থাপন করাকালে আমাদের মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী বলেছেন যে' যাতে ব্যাপক অংশের মানুষের মধ্যে এই করের প্রভাব না পড়তে পারে সেজন্য করারোপন করতে গিয়ে যথেষ্ট চিন্তা ভাবনা করতে হয়েছে। এবং পাশাপাশি উত্তর পূর্বাঞ্চল পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে যে সমস্ত কর ব্যবস্থা রয়েছে সেগুলির সঙ্গে সঙ্গতি রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এবং সে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে আমাদের রিসোর্স মোবিলাইজেসন এর জন্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করতে হয়েছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে কর কমানো হয়েছে। এবং আগে যে সংখ্যা ছিল শিডিউলে এরমধ্যে আরো নতুন ১৯ টি আইটেম ঢুকানো যাচ্ছে। যারফলে আশা করা হচ্ছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা এই ট্যাক্সের ভেতর দিয়ে আসতে পারে। এবং আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা চিন্তা করে কোন কোন জায়গায় ২ পারসেন্ট, ৩ পারসেন্ট, আবার কোথাও একেবারে এগজেম্ট্ করা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রিসোর্স মোবিলাইজেসনের জন্য এইগুলি করতে হয়েছে। কাজেই সেইদিক থেকে এইটাকে সমর্থন করি।

আরেকটা দিক হচ্ছে এই যে রিসোর্স মোবিলাইজেশনের ক্ষেত্রে কর বৃদ্ধি করা হয়েছে-পাশাপাশী কর ফাঁকি যাতে না দিতে পারে বা সেইল ট্যাকস্ ফাঁকি দেবার যে প্রবনতা রয়েছে সেটাকে রোকে দেবার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। আগে যে সমস্ত লোপহোলস্ ছিল সেগুলিকে বন্ধ করে যাতে আমাদের ট্যাক্সের পরিমান বাড়ে বা আমাদের ষ্টেট্ একস্চেকারের পরিমান যাতে বাড়ে তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সেখানে আগে যেখানে একটা ছিল, সেখানে তিনটা অপারেট করছে এবং এই তিনটা অপারেট করার ফলে আমাদের ইয়ারলি ট্যাকস্ বৃদ্ধি পাবে। এবং এর সাথে আরো ১৯টি আইটেম যুক্ত করার ফলে এবং সামান্য কিছু ট্যাকস্ বৃদ্ধি করার ফলে আমাদের ইয়ারলি ট্যাকসের পরিমান আরো বাড়বে।

তারপর আমরা দেখেছি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য্য জিনিসগুলি যে জিনিসগুলির উপর তারা যেভাবে

ট্যাক্স দিচ্ছে সেই জিনিস কেনার সময় ট্যাক্স দিচ্ছে কিন্তু মূলতঃ আমরা দেখছি সে ট্যাক্স রাজ্য সরকারের ঘরে পৌঁছচ্ছে না। একটা মধ্যবর্তী জায়গা যেখানে যারা হোল সেইল বিজনেস করছে তারা এইগুলি নয়ছয় করছে। এই ভাবে তারা যাতে রাজ্য সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্স নয়ছয় করতে না পারে তারজন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি এই ট্যাক্স ফাঁকি যাতে না দিতে পারে তার জন্য জিনিস পরিবহনের সময় রাস্তায় যেকোন স্থানে গাড়ী থামিয়ে সেক্সান চেকিং করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ট্যাক্স্ লেবেল গুডস্ পাওয়া গেলে সেগুলিকে সিজ্ করারও ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া এবছিডে যারা সেইল ট্যাক্স সরকারের ঘরে জমা দিতে চায় না তাদের বিরোদ্ধেও যাতে ব্যবস্থা নেওয়া যায় যে আইনও রয়েছে। কাজেই এই বিলটিকে আমরা সমর্থন করি।

আরেকটা জিনস হচ্ছে এইখানে যে অ্যামেণ্ডমেন্ট যেটা মিকস্ড্ গারমেন্টের উপর এবং সিন্থেটিক্স্ গারমেন্টের উপর আনা হয়েছে সেটা ঠিকই। কারণ এখনকার দিনে আর সেই কটন গারমেন্টস্ কোন মানুষতো বেশী পরে না। একেবারে গরীব মানুষ যারা আছে তারাও চিন্তা করে যে কোনটা বেশীদিন টেকসই হবে সেটা, চিন্তা করেই তারা সেই সিন্থেটিকস্ কাপড়ই পছন্দ করেন। এইটা কোন ধনী মানুষই ব্যবহার করেন এইটা মনে করার কোন কারণই নেই। এইটা এখন গরীব মানুষও ব্যবহার করছে। সুতরাং সেই দিক থেকে এইখানে যে অ্যামেন্টটা আনা হয়েছে সেটাকে রাজ্যের ব্যাপক অংশের মানুষের কথা চিন্তা করেই আনা হয়েছে।

এটা গরীব অংশের মানুষ বেশী পরছে। সুতরাং সেই দিক থেকে যে সংশোধনী আনা হয়েছে নিঃসন্দেহে এটা আমাদের ব্যাপক অংশের মানুষের দিকে চিন্তা করে এটা আনা হয়েছে। আমরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও দেখেছি যে রাজস্বমন্ত্রীও যে ডেইলী টেক্স এগজাম করেছেন, সেখানে যে ঔষধপত্র যেগুলি আজকে একদম লাইট সেভিং ড্রাগ যেগুলির ক্ষেত্রে টেক্স এগজাম করেছেন এবং যেসমস্ত আয়ুর্বেদিক যেসমস্ত হোমিওপ্যাথিক যেগুলি গরীব অংশের মানুষ আজকে ব্যবহার করছে সেই জায়গায় আজকে তাদের কথা চিন্তা করে টেক্স খুব মিনিমাম জায়গায় রাখার চেষ্টা করছে! সুতরাং এই যে সংশোধনী এখানে আনা হয়েছে সেটা স্বাভাবিকভাবে ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষের কথা—যদি ও বাধ্য টেক্স বাড়লে পরে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় কিছুটা একটা অবস্থার মধ্যে আছি। সেটা এই পর্যাস্ত বিভিন্ন আলোচনায় এসেছে। আমাদের ৭৭ শতাংশ লোক দারিদ্রসীমার নিচে বাস করছে খুব একটা বেশী বড় লোক নেই। গরীব অংশের মানুষ বা মিডেল ক্লাস আছে তাদের ক্ষেত্রে সামান্য বাড়লে পরে স্বাভাবিকভাবে একটু কষ্ট হয়। কিন্তু কষ্ট হলেও রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে অন্যান্য জায়গার তুলনামূলকভাবে বিচার করে এটা করা হয়েছে। এটা আশা করি সবাই সমর্থন করবেন এবং যে সংশোধনী আনা আছে তাকেও সমর্থন জানাবেন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ— মাননীয় বিরোধী দলনেতা শ্রী সমীররঞ্জন বর্মন।

শ্রী সমীররঞ্জন বর্ম্মন (বিশালগড়) :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ত্রিপুরা সেলস্ টেক্স ফিপঠ ফিপত অ্যামেণ্ডমেন্ট বিল যেটা আনা হয়েছে, যেটা সংবিধানের ৩৬৬) বি) ধারা মোতাবেক। এটা ঠিক যে রাজ্যের উন্নয়ন প্রকল্পের কাজগুলি, অব্যাহত রাখতে হলে এই রাজ্যের রাজস্ব বাড়ানো দরকার। এরমধ্যে কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু দু-চারটি ক্ষেত্রে আমাদের যে আপত্তি আছে সেটা আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়-এর মাধ্যমে রাজস্বমন্ত্রী এবং মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যদের কাছে কিছু পুনঃবিবেচনার জন্য। প্রথমতঃ ষ্টেটমেন্ট অব অবজেকট অনুযায়ী সেক্শান ৩এ. এ, যেটা এখানে আনা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে—

Any person responsible for paying sum to any person liable to pay to the account of the person of payment there of in cash or by issue of a cheque or draft or any other mode. Sale tax as may be prescribed মূলত যেটা আনা হয়েছে আমি যতটুকু বুঝতে

পেরেছি, যারা সাপ্লাইয়ার বা কনট্রেকটর তাদের পেমেন্ট দেওয়ার সময় রাজ্যসরকার যাতে তাদের প্রদেয় টেক্স কেটে রাখতে পারেন তারজন্য সরকারের সেট ক্ষমতা আছে, তারমধ্যে কোন ভুল নেই। কিছু কিছু জিনিষ আছে যেখানে এটা অত্যন্ত বেআইনীভাবে এবং ইকুয়েবিটি বিফোর ল আর্টিক্যাল ১৪ একজন কনট্রাকটর যেমন বিল্ডিং কনট্রেকটর যে বিল্ডিং বানাবে সেখানে মেটেরিয়েলস দিচ্ছেন সরকার যেমন ইট, সিমেন্ট, রড তেমনি কন-ট্রাকটর তার লেবার দিয়ে বিল্ডিং করছে। কিন্তু যখন পেমেন্ট করা হচ্ছে কনট্রাকটর বা সাপ্লাইয়ারকে তখন লেবার কষ্ট পেমেন্ট করা হচ্ছে বাই দি চেক অর ড্রাফট-এ। এতে এই সময় যদি লেবার পেমেন্ট কনট্রাকটর বা সাপ্লাইয়ার করছে এটার ডিডাকট না করে বাদ না দিয়ে। যদি কনট্রাকটারের কাছ থেকে সেল টেক্স কেটে রাখা হয়, আমার ক্ষুদ্র জ্ঞানে মনে হয় যে, এটা আইন বিরুদ্ধ কাজ হবে। তারফলে ভবিষ্যতে যদি মোকদ্দমা হয় তাহলে সরকার দীর্ঘকাল যাবত এই টেক্স আদায় করতে পারবেন না কনট্রাকটর বা সাপ্লাইয়ের কাছ থেকে। হাই কোর্ট ইনজাংশন দিয়ে দেবে। কজ দি রিজন অব দি আন-ইকুউবল ট্রিটমেন্ট। একটা লোক, আমি লেবার পেমেন্ট একশজন করলাম, একশজন এর পেমেন্ট আমাকে পি, ডাব্লিউ, ডি, বা কারেন্ট ইঞ্জিনিয়ার তিনি দিচ্ছেন। দেওয়ার সময় লেবার পেমেন্ট থেকে যদি টেক্সটা কেটে রাখে সেটা আইনসঙ্গত হবে বলে আমি মনে করি না। কাজেই আমি অনুরোধ জানাব মাননীয় রাজস্বমন্ত্রীকে এটা একটু ভালো করে চিন্তা করে প্রয়োজন বোধে রাজ্যের আইনবিদ যিনি আছেন অ্যাডভোকেট জেনারেল উনার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে এই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য। দ্বিতীয়ত: কতগুলি আইটেমে দশটা আইটেমে মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী টেক্স ৫ শতাংশ, ১০ শতাংশ, ১২ শতাংশ, ১৫ শতাংশ, ১৬ শতাংশ করে উনি ধরেছেন। আমি ক্রমিক নাম্বার-৯০তে সোয়াবিন প্রডাকটের উপর বাড়িয়েছেন যেটা বেশীর ভাগ লোকের পক্ষে লাগে। এই সোয়াবিন প্রডাকটের উপর সেল টেক্স বাদ দিয়ে এখানে যেভাবে যে ট্রাকচার আনা হয়েছে, অনেক স্কোপ আছে অন্য আইটেমের উপর টেক্স বসানো। এই সোয়াবিন প্রডাক্টা অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা ডাইবেটিসের রোগী হার্টের রোগ আছে তাদের ডাক্তার সোয়াবিন খেতে বলেন।

আমি সিরিয়েল নাম্বার ৯০তে সোয়াবিন প্রোডাক্টের উপর যেটা বেশীরভাগ রোগীর পথ্য হিসাবেলাগে, এই সোয়াবিন প্রোডাক্ট এর উপর সেইল টেক্সটা বাদ দিয়ে এখানে অন্য আইটেমের উপর টেক্স বসানোর অনেক সুবিধা আছে। যারা হার্টের রোগী; যারা ডাইবেটিসের রোগী তাদেরকে ডাক্তররা সোয়াবিন খেতে পরামর্শ দেন। তবে আমার কোনটাই নেই। আমি আমার জন্য বলছিনা। সোয়াবিনটা এই টেক্সের আওতা থেকে বাদ দেওয়া যদি মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী মনে করেন তা হলে আমার মনে হয় সেট বাদ দেওয়া উচিৎ। আর চশমা সম্বন্ধে আমার অনুরোধ থাকবে এটা একটা নির্দিষ্ট এমাউন্ট পর্য্যন্ত বাদ দেওয়া উচিৎ। সেটা ২৫০ কি ৩০০ টাকা হওয়া ভাল। যেমন আজকাল ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা কমে চশমা পাওয়া যায় না ফ্রেইম এবং গ্লাস নিয়ে মোট ২০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকার কমে অতি সাধারণ লোকও চশমা কিনতে পারেনা। আমি অনুরোধ করব ঐটুকু পর্যন্ত টেক্স বাদ দিয়ে বাকীটার উপর ৪ পারসেন্ট করা, এখন ৩ পারসেন্ট না কত করা হয়েছে। বাকীটার উপর ১পারসেন্ট বাড়িয়েদিন। কিন্তু ২০০ থেকে ২৫০ টাকা পর্য্যন্ত যারা চশমা নেবেন তাদের দিকে লক্ষ্য রেখে এটা বাদ দেওয়া উচিৎ। আমি, সমরবাবু, বাজুবাবু আমরা যারা চশমা নেই আমাদের কাছ থেকে ঐ ১ পারসেন্ট কি ২ পারসেন্ট বাড়িয়ে আদায় করুন, তাতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু গরীব জনসাধারণ যারা, এই সরকারটা গরীবের সরকার কাজেই এই সরকার যারা পরিচালনা করছেন সর্বহারার সরকার আমি তাদের কাছে এই অনুরোধটা রাখব যে এটা করা যায় কিনা মাননীয়

রাজস্বমন্ত্রী তা বিচার বিবেচনা করে দেখবেন। এখানে আছে ছাতার কথা—ছাতা সমরবাবু বা আমার লাগেনা যা এখানে যারা বিধায়ক আছেন আমরা গাড়ীটাড়ী পাবেই, তাই আমাদের ছাতার বিশেষ প্রয়োজন হয় না।গ্রামের লোকেরাই ছাতার ব্যবহার বেশী করেন, কাজেই এখানে ৫ পারসেন্ট না করে ২ কি ৩ পারসেন্টি করা যায় কিনা। সেটা রাজস্ব মন্ত্রী দেখতে পারেন। এই বিষয়টা রাজস্বমন্ত্রী দেখতে পারেন। তা ছাড়া পেট্রোলিয়াম প্রোডাকটের এর উপর এটা ভাল ভাবে আমি না বলছি না। আমরা এখানে যারা আমি সকলেই মোটামোটি ভাবে বিনে পয়সাই গাড়ীটাড়ী চড়ি। সরকারী বিনে পয়সায় আমিও একটা গাড়ী পাব। তবে তা এখনো আমার কাছে আসেনি। তবে তা পাব আপনাদের দয়ায়, তা পাব ২ বৎসরের মাথায়। দুই এক দিনের মধ্যেই পেয়ে যাব আশা করছি। কাজেই এটা আমার গায়ে লাগবে না। তবে পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্‌সের উপর ২ থেকে ৩ পারসেন্টি টেক্স বৃদ্ধির ফলে যারা গাড়ী মালিক বা টেক্সীর মালিক, টেম্পোর মালিক, বাসের মালিক তারা যেন এই গুলির ভাড়া হাইট না করতে পারে ১ মাস পরে, মাননীয় পরিবহন মন্ত্রী সমর বাবু উনার কাছে গিয়ে যেন বলে না বসেন ভাড়া বাড়ানোর কথা, এবং আমরা যেন অটমেটিক সেটা বাড়িয়ে না দেই। এর ফলে কিন্তু ঐ গরীব জনসাধারণ, ঐ সর্বহারা যারা তাদের সরবার তারাই এফেক্‌টেড্‌ হবে। এফেক্‌টেড কিন্তু আমি আপনি হব না। এই জিনিসটার উপর মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরকে লক্ষ্য রাখতে বলব। ৬১ নাম্বারে হারিক্যানের উপর কিছুটা বাড়ানো হয়েছে ৬ পারসেন্ট। কেশব বাবু ধন্যবাদ। সারা রাজ্যে বিদ্যুতের যে অবস্থা তারজন্য। শহরে তো আমরা কোন রকমে মোমটোম কিনে চলতে পারি কিন্তু গ্রামের লোক বেশী হারিক্যানের উপর নির্ভরশীল। তাদের অবস্থা কি হবে। হারিক্যানের উপর টেক্স না বাড়লে চলে কিনা সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী সমর বাবুকে অনুরোধ করব এই বিষয়টা একটু চিন্তা করে দেখতে। গ্রামের মজুর অনেক কষ্টে হারিক্যান কিনে, তারপর কেরসিন তেল কিনতে হয়, সলতে কিনতে হয়, তারপর যদি আবার টেক্স বাড়ে হারিক্যানের উপর তা হলে তারা তা কিনতে পারবে না, কাজেই সেটা মাননীয় মন্ত্রী সমর বাবু বিচার বিবেচনা করে দেখতে পারেন। ৫৯ নাম্বারে আছে যেটা সেটা হল সোটকেইস, বক্সেস, এটা ঠিক আছে কিন্তু এটাচিতে নেই। এটাচিটা আজকাল খুবই চলছে। অফিসাররাও আজকাল ঘন ঘন এটাচি নিয়ে যান। যাওয়ার সময় এক এটাচি নিয়ে যান আবার আসার সময় আরেক এটাচি নিয়ে আসেন। আমরা মন্ত্রী এম এল এ'রা খুব এটাচি নিয়ে যাই। প্রত্যেক বারই দিল্লী, কলিকাতা যাওয়ার সময় নতুন এটাচি নিয়ে যাই আবার আসার সময় আরেকটা এটাচি নিয়ে আসি কিন্তু এটার উপর টেক্স নেই। এই এটাচির উপর টেক্স দেওয়া দরকার। এই এটাচির উপর টেক্স ১৫ থেকে ২০ পারসেন্টি করা দরকার। কিন্তু টাঙ্ক, গ্রামের গরীব সর্বহারা তার মেয়েটার বিয়ে দেওয়ার সময় একটা টিনের টাঙ্ক কিনে। তারপর টেক্স বাড়ানোর কোন যুক্তিকতা আছে বলে আমি মনে করিনা। এই টিনের টাঙ্ক থেকে টেক্স বাদ দেওয়ার জন্য আমি মন্ত্রী বাহাদুরকে অনুরোধ জানাব। এটাচিতে দিন, ভি আই পি তে টেক্স দিন, চামড়ার স্যুটকেইসের উপর টেক্স দিন তা আমরা ব্যবহার করি তা করে দিন ২০ পারসেন্ট থেকে ২৫ পারসেন্টি তাতে কোন আপত্তি নেই কিন্তু ঐ টিনের টাংকটাকে বাদ দিয়ে দিন।

রেডীমেড গার্মেন্টের ব্যাপারে আমি মনে করি, সামনে পুজা আসছে, হিন্দুর পূজা মুসলমানের ঈদ, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন তার সঙ্গে আমি এক মত নয়, ৫০ টাকা দিয়ে বাংলাদেশের জামা ছাড়া ভাল জামা পাওয়া যায় না। ১০০ টাকার জামা এই হাউসে আমরা যারা আছি আমরা কেউ পরি না। আমার জামা এর বেশী, আমার কলেজ জীবনের বন্ধু অনিল বাবুরও এর বেশী। কাজেই এটা ১১০ পর্যন্ত করা হউক। ১০০ টাকা যেখানে আপনারা ৩ শতাংশ ৪ শতাংশ করেন কোন আপত্তি নেই। ৫০ টাকা যেখানে করেছেন সেখানে ১০০ টাকা করেন। যাহাতে জামাটা পরতে পারে আর ঐ জ্যাট মার্কেট থেকে পথটা এনে আমার রাজ্যে এভাব আর না বানোক। সেদিকে আমি মাননীয়

মন্ত্রী সমর বাবুকে অনুরোধ করবো এটা ৫২ নম্বরে আছে কেক্ এর ব্যাপ রে এখানে বাড়ানো হয়েছে আরও বাড়ান আমার কোন আপত্তি নেই, বিস্কুটটা ছেড়ে দিন, এই লিষ্ট লোকের বিস্কুটটি ঐ আমার বাড়ী আপনার বাড়ীতে যারা কাজ করে তারা টিফীন করে একটি কুকিস দিয়ে। ঐ বিস্কুটের উপর টেকসটা ছেড়ে দেওয়া আমার মনে হয় খুবই যুক্ত সঙ্গত। কেক্ ব্রিটেনিয়া কেক্ ও অন্যান্য কেক্ বাড়িয়ে দিন আমার কোন আপত্তি নেই। আর কংগ্রেস মিত্র মাননীয় মন্ত্রীকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি, লেকটজেন বাচ্চারা খায় আপনার বাচ্চারাও আমার বাচ্চারাও খায়। লেকটজেন, হরলিকস, গ্ল্যাকস্ এগুলিতে আমার মনে হয় যারা আগত আমাদের উত্তর সুরি তাদের দিকে তাকিয়ে এইগুলি ছেড়ে দেওয়া উচিৎ।

স্যার, হর্লিক্‌স, গ্ল্যাকসো, লেকটজেন এই রকম আরও অনেক আছে, যেগুলি আমরা সাধারণতঃ শিশুদের খাওয়াই থাকি, আমাদের উত্তরসূরী যারা আসছে, তাদের খাওয়ার ক্ষেত্রে যাতে ট্যাক্স বৃদ্ধির প্রভাবটা না পড়ে, আমি মনে করি, মাননীয় মন্ত্রী সমর বাবুর বিবেচনা করা উচিত, এবং সম্ভব হলে ট্যাক্সের আওতায় থেকে এগুলিকে সম্পূর্ণ ভাবে বাদ দেওয়া উচিত। বরং আর্মসে আপনারা ১৩ পার্সেন্ট বাড়িয়েছেন, সেটাকে ৩০ পার্সেন্ট করে দিন কেন না, আজ কাল রাউডি লোক বদ উদ্দেশ্য নিয়ে এইসব কিনছে, আর, এটা করলে আমার মনে হয় ভাল হবে। তারপর ৪২ নং আইটেমে আছে সোপ অপ অল ভ্যারাইটিজ; অন্যগুলির কথা বলছি না, আমি বলছি যে সাবানগুলি গ্রামের লোক ব্যবহার করে বিশেষ করে বাংলা সাবান, লাইফ বয় অথবা এই রকমই অন্য কিছু, সেগুলির উপর আপনারা আর ট্যাক্স বসাবেন না, কেন না, এগুলিকে বলা যায় সর্বহারাদের সাবান, এগুলি গায়ে মেখে বা তাদের গামছা বা লুঙ্গিতে মাসে অন্ততঃ যাতে দুইবার ব্যবহার করতে পারে, তার ব্যবস্থাটা রাখুন আমি অন্য সাবানের কথা বলছি না যে গুলি আপি. বা অনিল বাবু ব্যবহার করতে পারেন, যেমন লাক্স, ক্যামী, অথবা সফট অথবা লিকুইড যা হউক না কেন, সেগুলির উপর আরও বেশী করে ট্যাক্স ধরুন। আর, তা যদি করেন, তা হলে আমি মনে করি গ্রামের মানুষ আপনাদের এবং আমাদের বেশী করে আশীর্বাদ করবে। তবু বাংলা সাবান অথবা সেই জাতীয় সাবানের উপর কোন রকম ট্যাক্স চাপাবেন না। তারপর আছে, আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক এবং হাকিমী ঔষধ, এগুলির উপর ৩ পার্সেন্ট ট্যাক্স ধরেছেন। স্যার, আমাদের গ্রামে অনেক আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথ অথবা হাকিমী ডাক্তার আছে, যারা আজও গ্রামের মানুষের অসুখ বিসুখ হলে রোগী দেখেন, ঔষধ দেন, এবং সেই ঔষধ খেয়ে গ্রামের অনেক গরীব লোক রোগ মুক্ত হন, এটা অস্বীকার করার বিষয় নয়। মাননীয় মন্ত্রী কেশব বাবু যদি এখন হাউসে থাকতেন ভাল হত কারণ উনি এই রাজ্যের ডাক্তারদের ষ্ট্রীম লাইনে আনার চেষ্টা করছেন, কিন্তু উনার প্রাণপণ চেষ্টাতেও তাদের কনট্রোল করতে পারছেন না। ডাক্তারের কাছে গেলেই ৫০ টাকা ফিস দিতে হয়, কারো কারো আরও বেশী দিতে হয় এবং গ্রামের রোগীদের পক্ষে শহরে এসে এসব ডাক্তারদের রোগ দেখিয়ে চিকিৎসা করা যে কত কঠিন, তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। কাজেই এই যে আয়ুর্বৈদিক ও হোমিওপ্যাথ ঔষধের উপর যে ৩ পার্সেন্ট ট্যাক্স ধরেছেন, সেটা একেবারেই বাদ দেওয়া যায় কিনা, তা ভেবে দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করছি। স্যার, উনাকে আমি আর একটা অনুরোধ করবো, সেটা হল গ্রামের মানুষগুলি সাধারণতঃ যে চপ্পল পড়ে, সেগুলির কথা, আমি লেদার সু বা অন্য কোন সুর দিকে যাচ্ছি না! এই স্যার, সেদিন আমি এক জোড়া চপ্পল কেনার জন্য সূর্য চৌধুরীতে গিয়েছিলাম, তার দাম চাইলো ৩৫ টাকা, আমি অনেক বলে ৩০ টাকাতে একজোড়া চপ্পল কিনলাম বাথরুমে যাওয়ার জন্য। স্যার, বাজারে এমন চপ্পলও আছে, যার সোল্ড আছে, কিন্তু ষ্ট্রেপ নেই। দোকানদার যাতে গ্রামের মানুষকে ষ্ট্রেপ ছাড়া শুধু সোল্ড দিয়ে বিদায় না করে দেয়, কারণ আমরা অথবা আপনারা ১০০ টাকা দিয়েও ভাল চপ্পল বা জুতা কিনে পায়ে দিতে পারি, কিন্তু গ্রামের লোকদের পক্ষে সেটা সম্ভব নয়। গ্রামের লোকদের জুতা বলতে বেশীর ভাগই হাওয়াই চপ্পল পায়ে দেয়। কাজেই, তারা যাতে হাওয়াই চপ্পল কিনতে পারে সেজন্য তার উর্ধসীমা অন্ততঃ ৫০ টাকা করা যায় কিনা, তা বিবেচনা

করে দেখবেন, এটা আমি আশা করছি।

অন্ততঃ ৫০ টাকা করা যায় কি না এটা মাননীয় রাজস্ব মন্ত্রী ভেবে দেখবেন। তারপরে টি. ভি.র উপর কর বাড়িয়ে দিয়েছেন। মাননীয় মন্ত্রী কালার টি. ভি.র উপর আরও বেশী করে কর বাড়িয়ে দেন, আপত্তি নেই। কিন্তু এ ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টি. ভি.কে কর মুক্ত করুন। কারণ একজন ক্লাশ ফোর বিয়ে করতে গেলে মেয়ের বাবার কাছে টি, ভি চায়, সাইকেল চায়। কাজেই মেয়ে দায়গ্রস্ত এ বাবাকে মুক্ত করতে এই ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট টি, ভির উপর থেকে করটা মুক্ত করেন। কালার টি. ভি ঠিক আছে, আমরা কিনে নেব, আপনারা কিনে নেবেন। সাইকেলের উপর টেকস বসিয়েছেন। একজন ডি, আর, ডবলিউ কর্মচারী, মেয়ে সুন্দরী, হউক, একটা সাইকেল ছাড়া বিয়ে করতে চায় না। কাজেই মেয়ে দায়গ্রস্থ কৃষক, শ্রমিক তাদেরকে মেয়ে দায়গ্রস্থ থেকে মুক্ত করার জন্য সাইকেলকে টেকস মুক্ত করুন। স্কুটারের উপর টেকস বসিনেছেন আমরা সমর্থন করছি কিন্তু ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইট এবং সাইকেল থেকে টেকসটা উঠিয়ে দিন। সবচেয়ে দুঃখের ব্যাপার বৈদ্যনাথ বাবু হলে বুঝতাম কিন্তু আপনি তো বিয়ে করেছেন, পরিবারের প্রতি প্রেম ভালবাসা আছে, এই সিঁথির সিঁদুরের উপর টেকস বসিয়েছেন। এটা বাদ দিলে হতো না! রাজ্যের মা বোনদের প্রতি আপনাদের এই ধরণের মনোভাব কেন? আজকে কাগজে দেখলাম দুইটা ধর্ষণ কেস হয়েছে, এবং প্রত্যেকটাতে সি পি আই(এম)-এর কর্মীরা যুক্ত। নখ পালিশ, লিপষ্টিক মেয়েদের প্রসাধনী জিনিসের উপর কর বসিয়েছেন কেন? দামী প্রসাধনী যেগুলি সব সময় ধনী পরিবারের মেয়েরা ব্যবহার করে সেগুলিতে বাড়ান কিন্তু আলতা, বিনদি, নেইল পালিশ এগুলির উপর থেকে টেকস কমানো যায় কি না বিচার করে দেখেন। এবার তো মেয়েরা আপনাদেরকে বেশী ভোট দিয়েছেন, তাদের স্বার্থ দেখবেন না? আমি যে আইটেমগুলি বললাম সেগুলি বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস আপনাদেরকে সহযোগীতা করব। ৩০ লক্ষ টাকা কম আদায় করবেন, আমরা সহযোগিতা করব। উনি ৩০ লক্ষ টাকা চেয়েছেন সেই ব্যাপারে আমরা সহযোগিতা করব, কিন্তু অন্য আইটেমে কালার টি ভিতে আপনারা বাড়িয়ে দিন। (এ ভয়েস ফ্রম টেজারী বেঞ্চ আপনার বাড়ীতে সরকারী মাল আছে) আমার বাড়ীতে যদি কোন সরকারী মাল থাকে তাহলে আপনারা পুলিশ পাঠিয়ে নিয়ে যান। অফিসারদের কথায় সমর বাবু লাফাবেন না। কাগজপত্রে দেখুন মুড়ি মুড়কি এক পাল্লায় তুলবেন না। আমার বাড়ীতে যদি কোন সরকারী মাল থাকে তাহলে আপনারা দাম ধরুন আমি দাম দিয়ে দিব। এটার মধ্যে কোন ভেজাল নেই। (এভয়েজ ফ্রম ট্রেজারী বেঞ্চ আপনিতো অনেক পুঁজি বানিয়েছেন)। হ্যাঁ আমি পুঁজি বানিয়েছি। এটা অস্বীকার করার কিছু নেই। আমি স্বীকার করছি আমি অনেক বেশী ইনকাম ট্যাক্স দেই, সেই ক্ষমতা আমার আছে। আপনারা বলেছেন ২৩৬ কোটি টাকা লটারী থেকে আমি নিয়েছি, হ্যাঁ আমি যদি নিয়ে থাকি তাহলে সেটা আপনারা বের করুন। বের করে আমাকে গারদে পুরে দিন। কাজেই এ সব কথা বলবেননা। আমি যে আইটেমগুলির কথা বলছি সমর বাবু দেখুন এগুলির ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা। কালার টি, ভিতে কিছু আমস এ্যাণ্ড এমনেশানে কিছু বাড়িয়ে দিন সেখানে বাড়ানোর স্কোপ আছে। দরকার হলে বিলটা আজকে প্রভিউস না করে মাননীয় স্পীকার কে বলে কালকে করুন যদি আপনারা মনে করেন যে এটা করবেন। আর যদি না করেন তাহলে আমরা কোন বক্তব্য নেই। আমার এই বক্তব্য আপনাদের বিবেচনার জন্য রাখলাম।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :—মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয়, বিরোধী দলনেতা আমার এই সংশোধনী বিলটার উপর কিছু বক্তব্য রেখেছেন। সুতরাং আমাকে কিছু বলতে হয়। আমার মনে হয় মাননীয় বিরোধী দলনেতা বিলের সবটা বিষয় ভাল করে পড়ার কোন সময় পান নি বা পড়েন নি। স্যার ওরা পাঁচ বছর ক্ষমতায় ছিলেন

এবং মাননীয় সমীর বাবু মুখ্যমন্ত্রীও ছিলেন আমরা ৩৯টা আইটেমে এনেছি, সবগুলি আইটেমে আনিনি।

শ্রীসুধীর রঞ্জন বর্মন:—স্যার, কে কি করেছে, কে এনেছেন সেটা প্রশ্ন নয়। আমার প্রশ্ন হল সেটা বেড়েছে সেটা আর না বাড়িয়ে যেখানে ছিল সেখানেই রেখে দেওয়া হোক। ১০টা আইটেমে যে বাড়ানো হল সেখানে ২-৩টা আইটেমে কিছু কমানো যায় কিনা। আমি উনাকে ব্লেম দেই নি। এটা আপনারা বাড়িয়েছেন বা আমরা বাড়িয়েছি সে প্রশ্ন নয়। যদি আমরা বাড়িয়ে থাকি তাহলে আর বাড়ানোর দরকার নেই। আমি এই কথা বলেছি, কোন ব্লেম দেই নি।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী):— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, জোট আমলে হঠাৎ করে কয়েক পারসেন্ট বাড়িয়ে দেওয়া হলো সেলস্ ট্যাকস সমস্ত রেডিমেট গারমেন্টের উপর। কি ভাবের অবস্থা সমস্ত ব্যবসায়ীদের এবং তাদের সমস্ত ব্যবসা অচল হয়ে যাবার অবস্থা হয়েছিল। আমরা ক্ষমতায় আসার পর ওদের ট্রেড ইউনিয়ন থেকে আমাদের সঙ্গে দেখা করেছে। আমরা ওদের অবস্থা যাচাই করেছি, আলোচনা করেছি কতখানি রিলিফ দিতে পারি আমাদের রাজ্য সরকারের সীমাবদ্ধ যে ক্ষমতা সেই ক্ষমতায় মাধ্যমে আয়ও করতে হবে, রেভিনিউও তুলতে হবে। বাছাই করতে চেষ্টা করেছি কোথায় কোথায় কোন আইটেমে আমরা কিছু রিলিফ দিতে পারি, কিছু ছাড় দিতে পারি। স্যার, ৯৩টির মধ্যে মাত্র ৩৯টা আইটেমে আমরা সামান্য কিছু কর বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছি। অনেকগুলি আইটেমে যেগুলির কথা অপজিশান লিডার বলে গেলেন সেগুলি এর মধ্যে নেই। বিয়ে যে ৯৩টি আছে সবগুলির মধ্যে ট্যাক্স বৃদ্ধি হয়নি। যে ৩৯টা আইটেমে ট্যাক্স বৃদ্ধি হয় নি। যে ৩৯টা আইটেমে ট্যাক্স বৃদ্ধি পেয়েছে সেগুলি আমি পড়ে দিচ্ছি:— (১) সর্বপ্রকার ঘড়ি ও যন্ত্রাংশ (২) সিগারেট কেস, লাইটার ইত্যাদি, (৩) সিনেমার ব্যবহৃত যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশ সমূহ (৪) শব্দ গ্রহনকারী এবং পরিবর্ধনকারী সকল প্রকার যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ সমূহ (৫) লৌহ ও ইস্পাতের তৈরী আলমারী, সিন্দুক ইত্যাদি (৬) মোটর সাইকেল, স্কুটার, অটোরিক্সা ইত্যাদি (৭) মোটরগাড়ী বাস, লরী, ট্যাকসি ইত্যাদি (৮) ক্যামেরা লেনস্ ইত্যাদি (৯) রেফ্রিজারেটর এয়ার কণ্ডিশনার এবং এদের যন্ত্রাংশ সমূহ (১০) শব্দ প্রেরণকারী যন্ত্রাদি, দূরভাস ইত্যাদি (১১) বাজী ও রঙ্গিন দেশলাই (১২) কাঠ লৌহ ও ইস্পাতের তৈরী আসবাব পত্র (১৩) থার্মো ফ্লাকস্ এবং খাদ্য ও পানীয় গরম কিংবা ঠাণ্ডা রাখবার পাত্র (১৪) প্যারামবুলেটার (১৫) কার্পেট ইত্যাদি (১৬) ফোম এবং প্লাষ্টিকের তৈরী দ্রব্যাদি (১৭) মোজাইক টালী, ফরমাইকা-সানমাইকা ইত্যাদি (১৮) টাইপ রাইটার, ডুপ্লিকেটর, ক্যালকুলেটর ইত্যাদি (১৯) রঙ্গীন টেলিভিশন (২০) অগ্নপ্রচারের যন্ত্রাদি ও বিভিন্ন উপকরণ (২১) সিমেন্ট, রঙ ইত্যাদি (২২) প্লাইউড, হার্ডবোর্ড ইত্যাদি (২৩) সোনা ও রূপার তৈরী অলংকারাদি ও মূল্যবান পাথরসমূহ (২৪) রাবারের তৈরী দ্রব্যাদি (কনডম ব্যতীত) (২৫) সেলাইন মেশিন (২৬) সর্ব প্রকার সাবান এবং ডিটারজেন্ট (২৭) ষ্টেইনলেস ষ্টিলের দ্রব্যাদি (২৮) সেনিটারী এবং জল সরবরাহের উপকরণ সমূহ (২৯) সর্ব প্রকার কেশ তৈল (৩০) সেভিং সেট, ব্লেড ইত্যাদি (৩১) ইলেকট্রো প্লেটেড নিকেলের এবং রূপার দ্রব্যাদি (৩২) হাতীর দাঁতের তৈরী দ্রব্যাদি (৩৩) ট্রাংক, স্যুটকেইস, বাকস্ ইত্যাদি (৩৪) পাইপ, ফিটিং ইত্যাদি (৩৫) মিনারেল ওয়াটার (৩৬) হার্ডওয়ার (৩৭) ত্রিপাল (৩৮) এসিড (৩৯) রঙীন কাগজ, গ্লাস পেপার তাস নিমন্ত্রন পত্র ইত্যাদি।

এই হচ্ছে স্যার, ৩৯টি আইটেম। এই আইটেমগুলির মধ্যে আমরা সামান্য কিছু কর বৃদ্ধি করেছি। স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতার অনেক আগে থেকে অভ্যাস আছে কিনা অনেকের সিঁদুর মুছে দিয়েছেন একেবারে। উনি সিঁদুরের উপর ট্যাকস্ কোথা থেকে খুঁজে বের করলেন আমি বুঝতে পারলাম না এবং সেটা নিয়ে বেশ কয়েক মিনিট বক্তৃতা করে কাটিয়ে দিলেন স্যার, আমি এই যে ৩৯টা আইটেম পড়লাম তার

কোন জায়গায় ছাতার উপর ট্যাকসের কথা বলা হয়েছে এই ৩৯টা আইটেমের মধ্যে, ছাতার উপর ট্যাকসের বৃদ্ধির কথা বলি নি! কিন্তু উনি বক্তৃতায় ছাতার উপর ট্যাকস নিয়েও আলোচনা করেছেন। ৫ বছর ওরা ক্ষমতায় ছিলেন, একটা বারও চিন্তা করলেন না যে সেলাইন ওয়াটার দিয়ে রোগীকে বাচিয়ে রাখা হয় এটাকে এটাকে ট্যাক্স মুক্ত করা দরকার এবং তার দাম কমানো দরকার।

এই হচ্ছে মূল আইন। ৫ বৎসর ধরে ওরা ক্ষমতায় ছিল একটিবারও চিন্তা করলেননা যে যে সেলাইন ওয়াটার দিয়ে রোগীকে বাচানো যায় সেই সেলাইনের দাম কমানো দরকার, রোগীকে সাহায্য করা দরকার। একবার ও ভাবলেন না। তিনি হঠাৎ আবেদন করলেন আমার কাছে আয়ুর্বেদী, হোমিওপ্যাথি ব্যাপারে। ঔষধের উপরে ত ট্যাক্স বসানো হয়নি। পাইকারী দরে, হোল সেইল বাইরে থেকে আমদানী করে হাজার হাজার টাকা ইনকাম করছে। কেন ট্যাক্স দেবেন? কতটুকু ঔষধ কেনে এই আয়ুর্বেদী আর হোমিওপ্যাথি। পাইকারীভাবে যারা যেখানে বিক্রী করা হচ্ছে সেখানে সামান্য ট্যাক্স ৫ পারসেন্ট বাড়ানো হয়েছে কাজেই সবদিক চিন্তাভাবনা করেই এইগুলি করা হয়েছে। আমাদের যদি রেভিনিউ কালেকশান না করতে হত তাহলে আমরা ট্যাক্স না বসালেও পারতাম। স্যার, কি সাংঘাতিক অবস্থা। ৬০০ কোটি টাকা ঋন, কয়েক শ কোটি টাকার কোন হিসাব নাই। ওদের হাত দিয়ে কোথায় কোথায় গিয়েছে। ২—১টা ভিজিলেন্স চলছে। রিপোর্ট পেলে পরে আমরা কিছু বলতে পারিনা। এই রকম একটা পরিস্থিতির মাধ্যমে কয়েক কোটি টাকা আমাদের দেনা রেখে গেছে স্যার, কনট্রাকটারকে কয়েক কোটি টাকা দিতে হবে গভর্ণমেন্টকে। কনট্রাকটার গভর্ণমেনটের কাছে পায়, আজকে পর্যন্ত সেই টাকা সম্পূর্ণ পরিষ্কার করা যায়নি। কয়েক কোটি টাকা আমি শুনছি মাননীয় পি, ডব্লিউ, ডি, মিনিষ্টারের দপ্তর থেকে ১১ কোটি টাকার মত ঋণ জমা পড়ে আছে। টাকা নিয়েছে, টাকা খরচ করেছে, এরপর দেনার খাতায় লিখে রেখে দিয়েছে এরপরে যে সরকার আসবে তারা পেমেনট করবেন। এই যে পরিস্থিতির এই পরিস্থিতির মধ্যে আমাদের সরকারকে চলতে হচ্ছে। আমরা আমাদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার সবচেয়ে কম যেখানে গরীব মানুষকে চাপ সৃষ্টি করা যায়, গরীব মানুষকে কত বেশী রেহাই দেওয়া যায় সবদিক বিচার বিবেচনা করে সরকার একটা চার্ট তৈরী করেছেন শুধু মাত্র ৩৯টা আইটেমের উপর আমরা কিছু বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। কোন কোন আইটেমে একটু বেশী বাড়ানো হয়েছে যেগুলি গরীব মানুষরা ব্যবহার করেন না। পেট্রোলিয়ামজাত কিছু দ্রব্যের উপর ট্যাক্স বসানো হয়েছে। কোন কোন অইটেমের উপর বসানো হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মাননীয় বিরোধী দলনেতা পেট্রোলিয়াম জাত শব্দটা দেখেই একটা বক্তৃতা দিয়ে দিলেন মনে করলেন এইটা একটা পয়েনট ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াটের বক্তৃতা শোনালেন। দেখানত কোথায় ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াটের উপর ট্যাক্স ধরা হয়েছে বাড়তি? আপনারাই ধরে রেখেছেন সেটাই আমরা সংগ্রহ করছি।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মন :— আমি কি বলছিলাম, না বলছিলাম তখন কি আপনি ঘুমাচ্ছিলেন? যতসব অ্যাকসটেম্পো বক্তৃতা দিচ্ছেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, আজকে সকালবেলায় মাননীয় বিরোধী দলনেতাকে বলতে শুনেছি সুষ্ঠুভাবে বিধানসভা চলবে, কোন ডিসটারবেন্স হবে না। একেবারে পরিপুষ্ট তিনি একজন আইনের লোক, আইনের বড় বড় বই বগলে নিয়ে ঘুরে বেড়ান এবং এখানে এসে বইগুলি দেখান। তার আচার আচরণ দেখলেই বোঝা যায়। কাজেই এইখানে কোন অযৌক্তিকভাবে আমরা কোন বক্তব্য রাখিনি। **petrolium cook, Petroliumigas, Naturalgas Clopkind gasovons and acaessories therof, oxygen gas, acotylene gas,**

gas welding rods Parts and accessorie the.eo. সর্বদিক বিচার বিবেচনা করেই এখানে আনা হয়েছে। মাননীয় সদস্য তপন চক্রবর্তী মহোদয় যে প্রস্তাবটি এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করি। এটা ঠিকই সিনথেটিক, যে সমস্ত কটন মিক্সড যেসমস্ত গ্যারমেণ্টস তৈরী হচ্ছে সেগুলি গরীব মানুষকে পড়তে হচ্ছে। আমরা জানি গরীব মানুষ ১৫০-২০০-৫০০ টাকার জিনিস কিনতে পারে না।

অথচ আমরা ছাড়তে পারলে খুব খুশি হতাম, কিন্তু সরকার এই রকম একটা অবস্থার মধ্যে আছে এবং ত্রিপুরার গরীব মানুষ এইটা বোঝেন। এই সরকারের প্রতি গরীব মানুষের আস্থা আছে এইটার প্রমান হয়েছে পঞ্চায়েত নির্বাচনে। কাজেই স্যার, এই যে আস্থা, এই আস্থা সব বুঝে শুনে তারাই মনে করেন এই সরকার সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু পারেন তাদের উপর চাপ কমিয়ে নিয়ে এই সরকার যাতে কিছু আয় বাড়াতে পারে তার জন্যই এই ব্যবস্থা নিয়েছে। এই টুকু বলেই আমার এই প্রস্তাব সংশোধিত আকারে আমি বলতে চাই মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী যে সংশোধনী মোশান এখানে মোভ করেছেন সেটাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি এবং সমর্থন জানানোর সঙ্গে সঙ্গে এই বিলটকে সংশোধিত আকারে গ্রহন করে আজকের এই বিলটাকে পাশ করার অনুমোদন দেওয়া হোক।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় সদস্য মহোদয়গণ, বিলটির উপর আলোচনা শেষ হয়েছে। এখন আমি মাননীয় সদস্য শ্রী তপন চক্রবর্তী সংশোধনী প্রস্তাবগুলো হলো :—

1. Entry No. 51(i) and (ii) of the Schedule of the Tripura Sales Tex (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripure Bill No 5 of 1994) be replaced by the following :—

51. Ready made garments and Hostery goods of all varieties costing above Rs. 50% 6%

2. Entry No. 85 be replaced by the following :—

85. Frames of spectacles, sunglasses, goggles and contact lenses 4%.

(সংশোধনী প্রস্তাবগুলো সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো : "The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill 1994.

(Tripura Bill No. 5 of 1994.)" বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১ নং হইতে ৪ নং ধারা পর্যান্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

Shri Samar Choudhary(Minister) :— Sir, I beg to moved that "The Tripura Sale Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994). "as amended be passed. তার পরে ভোটিংয়ের প্রশ্ন আছে স্যার।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার ঃ— আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৪নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যা' বলবেন,

যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন,

আমি, মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— আমি এখন বিলের অনুসূচীটি (সিডিউল) ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন.

যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলিবেন,

আমি মনে করি যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ,

অতএব, উক্ত অনুসূচীটি (সিডিউল) এই বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক"। যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন, তারা 'হ্যাঁ' বলবেন, যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন, তাঁরা 'না' বলবেন, আমি মনে করি, যারা 'হ্যাঁ' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অতএব, বিলের শিরোনামটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো, "The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

SHRI SAMAR CHOUDHRY (Minister) :— Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to moved that, The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994 as Amendment be passed.

এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :—"The Tripura Sales Tax (Fifth Amendment) Bill 1994 (Tripura Bill No. 5 of 1994)" পাশ করা হউক

যারা এই প্রস্তাবের পক্ষে আছেন তাঁরা 'হ্যাঁ' বলবেন,

যারা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে আছেন তাঁরা 'না' বলবেন,

আমি মনে করি যারা 'হ্যা' বলেছেন, তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ।

অতএব, আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হলো।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— সভার পরবর্তী কার্যাসূচী হলো. "The Tripura Additional Sales Tax (Amendent) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 6 of 1994)".

এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

GOVERNMENT BILLS

SHRI SAMAR CHOUDHARY (Minister) :— **Mr. Deputy Speaker Sir, I beg to move that "The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994" (Tripura Bill No. 6 of 1994" be taek into consideration.**

স্যার, খুব সংক্ষিপ্ত বিষয়ের উপর এই বিলটা আনা হয়েছে। অ্যাডিশন্যাল টেকস্ সাধারণভাবে দেওয়া হয়ে থাকে। যেসমস্ত ডীলাররা দশ লাখ টাকার বেশী বছরে তাদের সেইল হবে, তার উপরেই টেকস্ ধার্য হয় এই অ্যাডিশন্যাল ট্যাক্স। দশ লাখ টাকার কম হলে পরে তার উপর হয় না। এটা টেকসের রেইট ছিল আগে .২২৫০·২৫ শতাংশ, আমরা এই সংশোধিত বিলে প্রস্তাব করেছি ওটাকে ০·৫০ শতাংশ করার জন্য। এই বৃদ্ধি কোন সাধারণ মানুষ, এই রাজ্যের কোন মানুষের গায়ে লাগবে না। কারণ তাদের লাভ থেকে এটা দিতে হচ্ছে। দশ লাখ টাকার উপর যারা আছেন মানে ২০ লাখ, ২৫ লাখ, যাই করুন তার উপর ঠিক সেই হারে এখানে যেটা আছে ০·২৫ অ্যাডিশন্যাল সেলস ট্যাক্স এটাকে আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি ০·৫০ শতাংশ করার জন্য খুব সামান্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— এখন যেটা আছে ০·২৫ এডিশেনাল সেইল টেক্স এটাকে আমরা প্রস্তাব দিচ্ছি ০·৫০ করার, তা খুব সামান্য। অন্যান্য রাজ্য যেমন পশ্চিমবঙ্গে, আসামে ১ পারসেন্ট এবং ১ পারসেন্টের বেশী, ১ পারসেন্টের কম ভারতবর্ষের কোথাও নেই। আমরা আমাদের রাজ্যে শুধু এইটুকু বৃদ্ধির জন্য একটা প্রস্তাব রেখেছি এই বিলের মধ্যে। শুধুমাত্র একটু খানি সংশোধন করার জন্য আমরা এখানে এই বিলটাকে উপস্থাপন করেছি। এই বিলের দ্বারা এই আইনের দ্বারা আমাদের সামান্য কিছু আয় বাড়বে। এই আয় বৃদ্ধির ফলে সারা রাজ্যের আয় বাড়ানোর জন্য আমরা ডিলারদের কাছ থেকে এই এডিশনাল সেইল ট্যাক্স সংগ্রহ করে থাকি, সেটা হচ্ছে সংখ্যায় ২৪৫ জন মাত্র ব্যবসায়ী। সারা রাজ্যে মোট রেজিষ্টার্ড ডিলারের সংখ্যা হচ্ছে ৩,৬৭১ জন। এই ৩,৬৭১ জনের মধ্যে মাত্র ২৭৫ ডিলার যারা নাকি এটা দিয়ে থাকেন। আমাদের ৪৪ লক্ষ টাকার মত আদায়ত হয়। এটা যদি আমরা কার্য্যকরী করি তা হলে আমাদের আয় আর কিছু বাড়বে। শুধুমাত্র এইটুকু অতিরিক্ত অর্থসংগ্রহ করার জন্যই আমরা এই সংশোধনী বিলটাকে উপস্থিত করেছি। ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন এই বিলের উপর আলোচনা করবেন মাননীয় সদস্য শ্রীপবিত্র কর মহোদয়।

শ্রীপবিত্র কর (খয়েরপুর) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় রাজস্বমন্ত্রী এডিশানেল সেইল টাক্স এর যে বিল এখানে উপস্থাপন করেছেন তাকে আমি সমর্থন করছি, এই জন্য যে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যগুলির কমিশনার এবং উচ্চস্তরের যারা কর্মচারী তারা বসে আলোচনা করেই বিভিন্ন জায়গায় সিমিলারিটি রাখার জন্য এবং রাজ্যের যাতে আয় বাড়ানো যায় রাজ্যের স্বার্থে এই রকম একটা মিটিং এ আলোচনা হয়েছিল। আমাদের রাজ্যে এটা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় খুবই কম। আমাদের রাজ্যে নিজস্ব সম্পদ তৈরী করা এবং রাজ্যকে শক্তিশালি করার প্রয়োজনেই ট্যাক্স ইত্যাদির প্রয়োজন এবং আমরা বিশেষ করে বামফ্রন্ট সরকার নীতিকে গরীব মানুষের উপর ট্যাক্স বসানোর বিরোধীতা হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের টেক্স বসাতেই হয়। সরকারের আয় যদি না বাড়ে বা না বাড়াতে পারা যায় তা হলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। এই সব স্বার্থে যে সামান্য ট্যাক্স বাড়ানোর সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে ০.২৫ থেকে ০.৫০ এই যে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সমর্থন করছি এবং আমি আশা করছি যাতে রাজ্যের স্বার্থে এতে সকলে মিলে গ্রহণ করে এবং আমরা যাতে রাজ্যের কল্যাণ করতে পারি, এই প্রস্তাব রেখে আমি আমার আলোচনা শেষ করছি, ধন্যবাদ।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— বিরোধী দলের পক্ষ থেকে যদি কেউ কিছু বলার থাকে বলতে পারেন।

শ্রীসমীররঞ্জন বর্মণ (বিরোধী দলের নেতা) :— মাননীয় ডেপুটি স্পীকার স্যার, আমরা এর বিরোধীতা করছি।

বিরোধীতা করার কারণ হল যে অলরেডি টার্ন ওভার টেক্স ০.২৫ বাড়ানোর ফলে ৫৪ লক্ষ টাকার মত আয় হবে ঠিকই আছে কিন্তু এটা নিয়ে হাইকোর্টে একটি কেইস পেণ্ডিং আছে। তা ছাড়া বড় কথা যেটা যে আমরা কংগ্রেস থেকে মনে করি এই টান ওভার টেক্স আমরা পশ্চিমবঙ্গে ও খুঁজ নিয়েছি, আমি যতটুকু জানি পশ্চিমবঙ্গে আজপর্য্যন্ত টার্ন ওভার টেক্স বলে কিছু নেই। এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যেটা বলেছেন সেটি হল যার ১০ লক্ষ টাকার উপর ব্যবসা করে তাহারা প্রত্যেকেই টার্ন ওভার ট্যাক্স দিতে হবে। আমার জানা মতে যাহারা ১০ লক্ষ টাকার মধ্যে ব্যবসা করছে তারা তাদের ব্যবসার লাভের উপর আয়কর দিচ্ছে, তাদের ব্যবসার প্রফিটের উপর প্রভিশনেল ট্যাক্স দিচ্ছে এখানে তাদেরকে আবার টার্ন ওভার ট্যাক্স দিতে বলা হয়েছে। যেটা আমি মনে করি, আমার থেকে একসপার্ট মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের যে কাজ ভারতের সংবিধানের আর্টিকল ১৪ কে হীট করবে। কারণ সেখানে পরিষ্কার লেখা আছে আইন সবার জন্য সমান। কাজেই এখানে দেখা গেছে একজন ব্যবসায়ী দুবার করে ট্যাক্স দিতে হচ্ছে। যার ফলে আমাদের ত্রিপুরার ২৫৪ জন ব্যবসায়ীর ক্ষতি হতে পারে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই ব্যাপারটি চিন্তা করে দেখবেন। প্রশ্ন হল আইনের প্রশ্ন সেই প্রশ্নে আমি এটাকে মনে করি এইগুলি আনজাষ্ট, আনরিজন্যাবল্। এটা আমাদের সংবিধানের আর্টিকল ১৪ কে হীট করবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাননীয় মন্ত্রীকে অনুরোধ করব চিন্তা করে দেখবার জন্য। আমার নিজস্ব ধারণা পশ্চিমবঙ্গে টার্ন ওভার ট্যাক্স বলে কিছু নেই। যদি থেকে থাকে ত ভাল। তবে আর্টিকল ১৪ এর পরিপ্রেক্ষিতে এটাকে আবার বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যদি কিছু বলতে চান বলতে পারেন।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিরোধী নেতার কথা শুনে বিস্মিত হলাম। আমি এটা উল্লেখ করছি কারণ উনি বোধ হয় অবজেকশন রিজিউন উনি পড়েন নি। উনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন এই থেকেই প্রশ্ন হয় যে এই ব্যাপার নিয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পরেছেন। হঠাৎ দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। আমি শুধু অবজেকশন এণ্ড রিজন্স এ যে আমার বিল উল্লেখ আছে সেটি পড়ে দিচ্ছি।

As for recomendation of the meeting of the Commisoner of Taxes of North Eastern State till that Dimapur on ?. 9. 1989 And acceptance of the recomendation in the meeting of the Chief ministers and finance Minister of North Eastern State till that Shillong on 14. 10. 1989, Tern Over Tax in name and still of the Tripura ad. isional taxes at 1990 at the rate of 0.25% only taxible tern ve. of Rs 10 lks and above has been introduce in the state w. e. f Ist April, 1990.

স্যার, এই ত্রিপুরা এ্যাডিশন্যাল সেল্স ট্যাক্স (ফরটি ফোর) এ্যামেণ্ডমেণ্ট এ্যাক্ট, ১৯৯০ হ্যাজ বীন ইন্ট্রিডিউসড ইন দীস স্টেট উইথ এফেকট ফ্রম ফাষ্ট এপ্রিল, ১৯৯০। সেই ১৯৯০ সালে ত্রিপুরাতে কাদের রাজত্ব ছিল?

শ্রী সমীর রঞ্জন বর্মণ :— স্যার, কার রাজত্ব ছিল সেটা বড় কথা নয়। কথাটা হল কমিশনার্স অব ট্যাক্সেস অব নর্থ ইষ্টার্ণ ষ্টেটসের মিটিং এ একটা রিকমেণ্ডেশান হল বলেই, আগে সেখানে ০.২৫ পারসেণ্ট টার্ণ ওভার ট্যাক্স ছিল, সেটাকে ০.৫০ পারসেণ্ট করে দেওয়া যুক্তি সঙ্গত হবে না, এই কথাটাই আমি বলেছি, কারণ, এই ব্যাপারে একটা কেইস অলরেডি পেণ্ডিং আছে। কাজেই, সেই কেইসের রায় যদি বাদী পক্ষের ফেবারে যায়, তাহলে অসুবিধা অসুবিধা হতে পারে।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— স্যার, ১৯৯০ সালেই এই এ্যাডিশন্যাল সেলস্ ট্যাক্স এ্যাক্ট এই বিধানসভাতে সংখ্যা গরিষ্ঠের মতামতে পাশ হয়ে গেছে এবং কংগ্রেস টি, ইউ, জে, এস সরকার সেটা পাশ করেছে এবং ১৯৯০ সাল থেকেই সেটা এই রাজ্যে চালু করা হয়েছে এবং এখনও সেই অনুসারেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করা হচ্ছে। আমরা, সেই জায়গাতে এ্যামেণ্ডমেন্ট এনে যেখানে ০'২০ পারসেন্ট ছিল, সেখানে ০'৫০ পারসেন্ট করতে চাইছি। এতে তো আমরা ব্যবসায়ীদের কোন অসুবিধা করতে চাইছি না। তারা লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা করছেন, লক্ষ লক্ষ টাকা বলছি কেন, আমি বলবো তারা কোটি কোটি টাকার ব্যবসা করছে। তার মধ্যেও আমরা যে সব ব্যবসায়ী ১০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যবসা করছেন, তাদের ছাড় দিয়ে দিতে চাইছি। স্যার, পশ্চিমবঙ্গে এই টার্ণ ওভার ট্যাক্স ১ পারসেন্ট, আসামেও এই ট্যাক্স আছে, কোন রাজ্যে এই ট্যাক্স নেই, সব রাজ্যেই আছে। আমাদের এই রাজ্যে যখন কংগ্রেস টি ইউ জে এস সরকার ছিল, তাদের হয়তো বড় লোকদের প্রতি দরদ ছিল এবং সেই দরদ থাকা। তারা ০'২৫ পারসেন্ট টার্ণ ওভার ট্যাক্স বসিয়েছিলেন। কিন্তু তাদের মত বড় লোকদের প্রতি আমাদের তেমন কোন দরদ নেই, তাই এই রাজ্যে যারা ব্যবসা করবেন, তাদের ০'৫০ পারসেন্ট টার্ণ ওভার আমাদের দিতে হবে এবং সেটা সরকারী তহবিলে জমা পড়বে। স্যার, আমরা ব্লেক মানি করতে চাই না। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সমস্ত ব্যাপার কন্ট্রোল করা উচিত ছিল, কিন্তু তারা সেটা করেন নি। এছাড়া আমাদের এই রাজ্যের যে রিসোর্স তা অত্যন্ত সীমিত, কাজেই আমাদের রিসোর্স বাড়ানোর দরকার আছে, আর সেই জন্যই এই সংশোধনী বিলটা এই হাউসের সামনে এনেছি, আশা করছি যে আমার এই সংশোধনী বিল হাউস গ্রহণ করবেন।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন, আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হল :—

The Tripura Additional Sales Tax (Amendment) Bill, 1994

(Tripura Bill No. 6 of '994) বিবেচনা করা হউক।

(উক্ত প্রস্তাবটি সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

এখনও আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। এই বিলের অন্তর্গত ১নং এবং ২নং ধারা দুইটি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(উক্ত ধারাগুলি সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে বিলের অংশরূপে গণ্য করা হয়)।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো বিলের শিরোনামাটি বিলের অংশরূপ গণ্য করা হউক। তারপর প্রস্তাবটি ধ্বনি ভোটে দিলে বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশ রূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো, দি ত্রিপুরা অ্যাডিশনেল সেলস টেক্স (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯৪) পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাবে উত্থাপন করার জন্য।

শ্রীসমর চৌধুরী (মন্ত্রী) :— মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ত্রিপুরা অ্যাডিশনের সেলস টেক্স (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৭ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯৪) পাশ করা হউক।

মিঃ ডিপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো রাজস্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি আমি এখন ভোটে দিচ্ছি— প্রস্তাবটি হলো দি ত্রিপুরা অ্যাডিশনেল সেলস ট্যাক্স (অ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৬ অব ১৯৯৪) পাশ করা হউক।

তারপর বিলটি ধ্বনী ভোটে দিলে বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়।

সভার পরবর্তী কার্য্যসূচী হলো দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইম্যান (অ্যামেণ্ডমেনট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৯৪) এই সভার বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করতে আমি সমাজ কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি।

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :—মিঃ ডিপুটি স্পীকার স্যার, আমি প্রস্তাব করছি যে দি ত্রিপুরা কমিশন ফর উইমেন (অ্যামেনডমেণ্ট) বিল ১৯৯৪ (ত্রিপুরা বিল নং ৯ অব ১৯৯৪) বিবেচনা করা হউক। এটা আনলে যে উইম্যান কমিশন তার যে চেয়ার পার্সন ভাইস চেয়ারপার্সন এবং মেম্বার তাদের যে বেতন ভাতা সেটাকে নুতন করে অ্যামেণ্ডমেণ্ট করা হয়েছে। বেতনের ব্যাপারে অনারেরিয়াম সরকারী সেলারী ইত্যাদি পাবে। যারা বেসরকারী, ননগভর্ণমেণ্ট তারা অনারিয়াম পাবে। নুতন করে টাকা পয়সা বাড়বে না। আগে চেয়ারপার্সন ১৫০০ টাকা ভাইস চেয়ারপার্সন ১০০০ টাকা মেম্বার ৮০০ টাকা পাবেন। এটাকে অনারেরিমান হিসাবে কনসিডার করার জন্য এই বিল উপস্থাপিত করা হয়েছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য শ্রীতপন চক্রবর্তী।

শ্রীতপন চক্রবর্তী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে বিলটি পেশ করা হয়েছে এটা গত বছরই এই হাউসে এই বিলটি পাশ হয়েছিল। এখানে এই বিলের উদ্দোক্তা সেই সময়ে আলোচিত হয়েছে যে রাজ্যের জনগণের কাছে আমাদের কমিটমেণ্ট ছিল যে আমরা ক্ষমতায় এলে নারীদের প্রতিষ্ঠিত করার জন্য চেষ্টা করব।

এখানে এই বিলের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সে সময়েই আলোচনা করা হয়েছিল। এই রাজ্যের জনগণের কাছে একটা কমিটমেণ্ট ছিল যে আমরা যদি সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারি তাহলে রাজ্যের নারী সমাজের প্রতি সুদীর্ঘ কালের যে বঞ্চনা তাদের উপর যে অত্যাচার, নিপীড়ন তাদের উপর চলছে তার অবসান কল্পে এই বিল আনা হয়েছে। এখনও আমাদের দেশে নারীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার সংঘটিত হয়। বধূ হত্যা, পণ প্রথা নিয়ে আমাদের মা বোনদের উপর অত্যাচার করা হয়। তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই উইমেন কমিশন বিল আনা হয়েছিল। ত্রিপুরা রাজ্যে নুতন ভাবে এই উইমেনস কমিশন গঠন করার মধ্য দিয়ে রাজ্যে বলা যায় মহিলাদের প্রতি ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। আগে এই বিলটার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল যে নন-অফিসিয়াল মেম্বারদের ক্ষেত্রে সাম্মানিক ভাতা কি হবে, আজকে নুতন করে এই সংশোধনী বিল আনার মধ্যে দিয়ে সেটা পূরণ করা হচ্ছে। আজকে উইমেন কমিশন রাজ্যে কাজ শুরু করেছেন একটা কোয়াসী জুডিশিয়াল প্রতিষ্ঠানের মতো। রাজ্যের মধ্যে অতীতে ওজান ময়দান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরণের নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু সেই ঘটনাগুলির কোন প্রতিকার হয়নি সে সময়। আজও নারীদের উপর বর্বরোচিত অত্যাচার হচ্ছে। দরিদ্র মহিলারা অনেক সময় আইনের শাসন পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তারা আইনের দরজা যেতে ভয় পান। তাদের প্রতি যাতে উইমেন কমিশন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে তার জন্য কাজকর্ম শুরু করেছেন। তারা যাতে তাদের কাজকর্মের মনোযোগ দিতে পারেন সেই জন্য তাদের সাম্মানিক ভাতা দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি রাখা হয়েছে সেটাকে আমি সম্পূর্ণভাবে সমর্থন করে এই এমেণ্ডমেণ্ট কে স্বাগত জনাই।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—শ্রীঅমল মল্লিক

শ্রীঅমল মল্লিক :— স্যার, এই বিলটাকে নিয়ে আগেই আলোচনা হয়েছে। তথাপি আমি আবার বলছি ত্রিপুরা রাজ্যের নারীদের কল্যান এবং মঙ্গলের জন্য আমরা রাজী। মহিলা কমিশন গঠন হওয়ার পরও রাজ্যের মধ্যে মহিলা নির্যাতনের যে ঘটনা ঘটছে তার কোন কুল কিনারা হচ্ছে না। আমি অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলছি ৭০-৭২ বছরের মহিলাদের উপরও অত্যাচার করা হচ্ছে। দৈবকী চাকমার উপর নির্যাতন করা হয়েছে।

শিশু কন্যাদের রাবন মায়ের উপর অত্যাচার করা হচ্ছে এই সমস্ত ঘটনা ঘটছে। আমরা আশা করেছিলাম যে মহিলা কমিশনের যে সমস্ত দায়িত্বপ্রাপ্ত নেত্রীরা আছেন তারা নিরপেক্ষভাবে নির্যাতিতা মহিলাদের পাশে এসে দাঁড়াবেন।

শ্রীঅমল মল্লিক :— আমরা গভীর পরিতাপের সঙ্গে লক্ষ্য করছি এই কমিশন গঠিত হবার পরও ত্রিপুরা রাজ্যে নয় সারা ভারতবর্ষে যেন প্রত্যেক রাজ্যে না হয় তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়েছেন। সেই উদ্যোগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রাজ্যবাসী এবং আমরা সবাই যাতে এগিয়ে আসি এবং সাপোর্ট করে শক্তিশালী করতে যা লাগে তা তা দেওয়া হোক। এই ব্যাপারে আমরাও একমত, তৎসঙ্গে এই আবেদন জানাব এই মহিলা কমিশন যেন নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজ্যের নির্যাতিত মহিলাদের পাশে দাঁড়িয়ে আজকে যারা মাননীয় সদস্য উজান ময়দানের ঘটনা বলেছেন এবং এই উজান ময়দানের ঘটনায় আগে যাদের মধ্যে দেখেছিলাম সাংঘাতিক বিপ্লবী ভূমিকা নিয়েছিলেন, আজকে দেবকী চাকমার ঘটনা, ব্রজবালার মতো ঘটনা এই রকম অজস্র ঘটনা এটা আমরা নয় স্যার, এই রকম অজস্র ঘটনা মহিলা কমিশন গঠন করার পর এখানে মহিলা কমিশনের যে ষ্টেটমেন্ট সেই ষ্টেটমেন্টে লক্ষ্য করা যায় মহিলারা নির্যাতিত কোন অংশে কম হয়নি কাজেই এটা কমানোর জন্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীবৈদ্যনাথ মজুমদার (ভারপ্রাপ্ত মুখ্যমন্ত্রী) :— স্যার, দেবকী চাকমা ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। ওখানে কমিশন তদন্তে গিয়েছিলেন ওরা রিপোর্ট দিয়েছেন। এছাড়া পুলিশের রিপোর্ট তো ছিলই। ওরা দেবকী চাকমাকে নিয়ে দৌড়-ঝাপ করেছে। কলকাতা পাঠিয়ে এখানে এনেছে। দিল্লীতে নিয়ে গেছে, কোন কিছুই হয়নি এবং এটা প্রমানিত হয়ে গেছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী কিছু বলবেন কি ?

শ্রীঅনিল সরকার (মন্ত্রী) :— মিঃ ডেপুটি স্পীকার স্যার, মাননীয় বিধায়ক শ্রীতপন চক্রবর্তী এবং মাননীয় বিধায়ক শ্রীঅমল মল্লিক মহাশয় এই বিলটির পক্ষেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে সামান্য একটু বলতে হয় যে পুরুষ শাসিত সমাজে নারী পুরুষ যেখানে গোটা দেশে কিছু কিছু ঘটনা ঘটছে। পাঁচ বছর যারা নাকি রাজনীতিগতভাবে দুর্বৃত্ত ছিল তাদেরকে একস্ট্রা মদত দেবার জন্য এই নারী ঘটিত ব্যাপারটা অনেককে পানিসমেন্ট না দিতে সাহায্য করা, তাদের বউকে আইরেগুলার, ইনআইরেগুলার কলিং পার্টির মদত ছিল। নির্বাচন হয়েছে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু ওরা যে কারখানা তৈরী করেছেন এই টোটাল বিল্ডিং তৈরী হয়েছে এটা এখনও নির্মূল হয়নি। গোলক বাজারে যদি আগুন লাগে এটা নেভাতে তিন দিন লাগে, আর ধোয়া শেষ হতে সাত দিন সময় লাগে। ওরা পাঁচ বছর রাজত্ব করে গেছেন কাজেই পাঁচ বছরের সৃষ্টি সেই ধর্ষণ, খুন-খারাপির যে নজীর তারা তৈরী করে গিয়েছেন, যে বাহিনী তারা তৈরী করেছেন, বিধানসভার নির্বাচন হয়েছে, পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে এবং মহিলা কমিশন গঠনের মধ্য দিয়ে এটা নেভানো হয়েছে, ধোয়াটা এখনও শেষ হয়নি কাজেই কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির ধোয়াটা আমরা দেখছি।.. পুরুষ শাসিত সমাজে বা প্রশাসন ব্যবস্থায় নারী এই সব সেনসেটিভ ব্যবস্থা পেতে কষ্ট হয়েছে। উজান ময়দান রাজ দরবারে গিয়েছে, আর এক মন্ত্রী বলেছেন, ট্রাইবেল মেয়েরা এই ধরণের কাজ করে টাকা নিয়ে। এমন কি থানায় গিয়ে বিচার পায়নি, রাজন্যবর্গের মধ্যে গিয়েও বিচার পায়নি। এখন শুধু একটা চিঠি লিখলেই হয় মহিলা কমিশনে। সেই সুযোগের সৃষ্টি হয়েছে।

এই সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে অনেক ঘটনার মধ্য দিয়ে। অমল বাবুর যদি কোন কেইস থাকে একটা পোষ্টকার্ড দিয়ে লেখে জানিয়ে দেবেন এইই উইমেন কমিশনের কাছে। যে নারীরা সামাজিক কারনে, অবহেলাগত

কারণে বিচার পায়নি, আজকে সারা ভারতবর্ষে এই উইম্যান কমিশনকে গুরুত্ব দিয়ে গঠন করা হয়েছে। আমরাও সেটা ভাবছি। পশ্চিমবাংলায় উকিলরা, কংগ্রেসের মাতব্বররা তাদের বিজনেস নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পারিবারিক কারণ যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিরোধ হয় তাদেরকে একটা কোর্টের মধ্যে নিয়ে তাদেরকে বলবে যে তোমরা তোমাদের কথা বল, বিবাদ মীমাংসা কর। উকিলের পয়সা কমে যাচ্ছে। যে বিচারের বানী এতদিন নীরবে, নিভৃতে কেঁদেছে, নানারকম সীমাবদ্ধতা আছে, নানারকম অসুবিধা আছে, এর মধ্যেও আমাদের ঐকান্তিক নিষ্ঠার কোন অভাব নেই, আশা করি সবাই সাহায্য করবেন। আজকাল পত্রিকার একটা ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে যেকোন একটা নিউজকে টুইষ্ট করে বলা। যেমন ড্রাগ অ্যাডিকটেড, যারা তারা ড্রাগ না নিলে ঘুমাতে পারে না, নাচতে পারেনা, হাঁটতে পারেনা, ঠিক তাদের অবস্থা ড্রাগ অ্যাডিকদের মত। কিছু পত্রিকার পলিটিকেল অ্যাডিকশান এত বেশী হয়ে গেছে যে তারা কোন খবর পেলেই এই খবরটাকে টুইষ্ট করে দেবে যাবে যাতে প্রতিদিন তাদের ১৫০-২০০ কপি বিক্রী বেড়ে যায়। তাদের অবস্থা হয়েছে সত্যটাকে ডাইভার্ট করে খবরটাকে রং লাগিয়ে মার্কেট-এ ধরে রাখার জন্য চেষ্টা। এই কয়টা কথা বলে মাননীয় ডেপুটি স্পীকার যদি অনুমতি দেন তাহলে আমি প্রস্তাবটাকে উৎথাপন করতে পারি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উৎথাপিত প্রস্তাবটি ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— The Tripura Commission for Women (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 9 of 1994', বিবেচনা করা হউক।

(প্রস্তাবটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

আমি বিলের ধারাগুলি ভোটে দিচ্ছি। বিলের অন্তর্গত ১নং হইতে ৪নং পর্যন্ত ধারাগুলি এই বিলের অংশরূপে গণ্য করা হউক।

(অতএব, বিলের উক্ত ধারাগুলি বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো :— "বিলের শিরোনামটি বিলের একটি অংশরূপে গণ্য করা হউক।"

(বিলের শিরোনামাটি উক্ত বিলের অংশরূপে সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— সভার পরবর্ত্তী কার্যসূচী হলো, "The Tripura Commission for Women (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No, 9 of 1994)." পাশ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন। আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি প্রস্তাব উত্থাপন করার জন্য।

শ্রী অনিল সরকার (মন্ত্রী) :— I beg to move that "The Tripura Comission for Women (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 9 of 1994), "be passed.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— এখন সভার সামনে প্রশ্ন হলো, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহোদয় কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবটি। আমি এখন ইহা ভোটে দিচ্ছি। প্রস্তাবটি হলো :— "The Tripura Commissiom for Women (Amendment) Bill, 1994 (Tripura Bill No. 9 of 1994). "be Passed"

(আলোচ্য বিলটি সভা কর্তৃক গৃহীত হয়)।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় :— এই সভা আগামী ২১শে সেপ্টেম্বর, বুধবার, ১৯৯৪ইং তারিখ বেলা ১১ ঘটিকা পর্যন্ত মুলতুবী রইল।

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

ANNEXURE—"A"

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 65

Name of M. L. A. Shri Tapan Chakraborty,

—: প্রশ্ন :—

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়া সমূহের অন্তর্গত জনসংখ্যা কত? আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়া সমূহের এলাকার জনসংখ্যার আলাদা আলাদা হিসাব?

—: উত্তর :—

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও রাজ্যের নোটিফায়েড এরিয়া সমূহের অন্তর্গত এলাকার জনসংখ্যা মোট ৩, ২২, ১৩৭ জন।

আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি ও নোটিফায়েড এরিয়া সমূহের জনসংখ্যার আলাদা আলাদা হিসাব নিয়ে দেওয়া হল :—

	এরিয়ার নাম	মোট জনসংখ্যা
১।	আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটি	১,৫৭,৩৫৮
২।	খোয়াই নোটিফায়েড এরিয়া	১২,৫৫২
৩।	তেলিয়ামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া	২৭,৬৬৮
৪।	সোনামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া	৮,১৩৬
৫।	রানীর বাজার নোটিফায়েড এরিয়া	১০,৬০৬
৬।	ধর্মনগর নোটিফায়েড এরিয়া	২৫,৮৯৭
৭।	কৈলাশহর নোটিফায়েড এরিয়া	১৬,১৬৬
৮।	কুমারঘাট নোটিফায়েড এরিয়া	১৪,৬৪১
৯।	কমলপুর নোটিফায়েড এরিয়া	৪,৩০০
১০।	উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া	১৮,২২৩
১১।	অমরপুর নোটিফায়েড এরিয়া	৮,৫৫০
১২।	বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া	১৩,২৭৪
১৩।	সাব্রুম নোটিফায়েড এরিয়া	৪,৭৬৬

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 196.

Name of Member :— Sri Anil Chakma,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of Rural Development Department be pleased to state.

প্রশ্ন

১। ১৯৯৪-৯৫ ইং আর্থিক বছরে রাজ্যে মোট কত পরিবারকে আই. আর. ডি. পির আওতায় আনার পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে, (মহকুমা ভিত্তিক তার পরিসংখ্যান)

উত্তর

১৯৯৪-৯৫. ইং আর্থিক বছরে. রাজ্যে মোট ২০,০০০ পরিবারকে আই-আর-ডি-পির আওতায় আনার পরিকল্পনা রয়েছে।

(মহকুমা ভিত্তিক পরিসংখ্যান নিয়রূপ)

মহকুমার নাম	লক্ষ্য মাত্রা (পরিবার)
সদর	৪২৫৫
সোনামুড়া	১৪৬৫
খোয়াই	১৮৮০
কৈলাশহর	১৩৭০
লংতরাই ভেলি	৯৭০
ধর্মনগর	৮৯০
কাঞ্চনপুর	৮১০
কমলপুর	১৫৬০
উদয়পুর	১৭৬০
অমরপুর	১৬৮০
গণ্ডাছড়া	৪১০
বিলোনিয়া	১৮৩০
সাব্রুম	১১২০
মোট	২০,০০০

ADMITTED STARRED QUESTION NO 215.

Name of the Member :— Sri Anil Chakma.

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১। আসন্ন শারদীয় উৎসব উপলক্ষে অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও এস. আর. ই. পিতে ধুতী, শাড়ী ও পাছড়া স্কীমের মাধ্যমে গ্রামীণ গরীবদের কাজে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে কিনা ?

২। না থাকিলে তার কারণ কি ?

Name of the Minister :— Sri Baidyanath Majumder

১। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কর্মসূচীতে এ ধরণের কোন পরিকল্পনা নেই, তবে পঞ্চায়েত দপ্তর থেকে ধুতী, শাড়ী ও পাছড়ার কাজ দেওয়া হবে।

২। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠে না।

ADMITTED STARRED QUESTION NO. 263

Name of the Member: Shri Nripen Chakraborty,

Question No.1 — Names of the members and invitees of the State Planning Board ;

Answer — The name of the members and invites of the State Planning Board is as below :—

PAPERS LAID ON THE TABLE
(Questions & Answers)

1.	Shri Dasaratha Deb, Chief Minister	Chairman
2.	Shri Baidynath Majumder, Minister	Member
3.	Shri Samir Choudhury, Minister	Member
4.	Shri Anil Sarkar, Minister	Member
5.	Shri Aghore DebBarma, Minister	Member
6.	Shri Bajuban Reang, Minister	Member
7.	Shri Gopal Das, Minister	Member
8.	Dr. Braja Gopal Roy, Minister	Member
9.	Dr, Braja Gopal Majumder, Professor, Ramthakur College, Agartala.	Member
10.	Dr. Malabika DasGupta, Dean; Faculty Council for Arts & Commerce, Tripura University.	Member
11.	Chief Executive Member. T.T.A.A.D.C	Member
12.	Chief Secretary, Tripura, Agartala.	Member
13.	Secretary, Finance	Member
14.	Secretary, P. W. D.	Member
15,	Shri Subrata Sinha	Member
16.	Secretary, Planning	Member Secretary

It has also been decided that the following shall be permament Invitees to State Planning Board :—

1.	Joint Director, ICAR, Lembuchara	Permanent Invitee
2.	Group General Manager, O. N. G. C. Agartala	Permanents Invitee
3,	Joint Rubber Production Commissioner, Rubber Board, Agartala	Permanent Invitee
4.	Shri S. Sen Choudhury, Former Adviser (Agriculture) Govt. of Tripura	Permanent Invitee
5.	Secretary, Tripura Chamber of Commerce & Industry	Permanent Invitee

Question No. 2 : Number of Meetings held and Decisions taken upto July, 1994 of the present financial year ?

Answer : 4 Meetings of the State Planning Board Constituted Vide Memo. No. F. 12 (105)/Plan (SPM)/93 dt. 16th Sept. '93 and No. F. 12 (105)/Plan (SPM)/93 dt. 16th Oct. '93 had been held.

Date of Meeting	Decisions taken
25. 9. 1993	1) 1994-95 plan guidelines formulated to advise the deptts. in preperation ot Draft Plan Writeups. 2) State Govt. officials shall be deputed to the A. D. C. as & when requested for.
8. 10. 1993	1) Sub-groups of the SPB constituted by involving non official members for the seetors of Agriculture, Plantations, Industry, Education & Social Welfare. 2) State shall not rely on loans to finance State Plan due to consequent problem of debt servicing.
14.12.1993	1) Revised sectoral outlays for 1993-94 and sectoral outlays for 1994-95 approved.
15.7.1993	1) Two additional sub-groups of the State Planning Board shall be constituted for the Infrastructure sector & on raising resources. 2) An approach paper for the next years Plan & for the next 10 years shall be drafted by a committee in which members of SPB shall be associated. 3) Annual Plan for 1995-96 should make optimal use of Soil & Water which are our principal resources.

ADMITTED STARRED QUESTION No. 288.

Name of M. L. A. :— Shri Amitabha Datta.

প্রশ্ন

১। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির পরিচালনায় রাজ্যে মোট কতটি অনাথ আশ্রম আছে ;

২। আশ্রমগুলিতে আবাসিকের সংখ্যা কত, (আশ্রম ভিত্তিক) ;

৩। আবাসিকদের ভরণ পোষণের ব্যায়ভার কে বহন করে থাকে এবং তাদের মাথা পিছু মাসিক বরাদ্দ কত ?

৪। আবাসিকদের ব্যায়ভার বহনের জন্ত নিয়মিত কী অর্থ বরাদ্দ করা হচ্ছে, না হয়ে থাকলে কারণ কী ?

উত্তর

১। নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির পরিচালনায় রাজ্যের নয়টি নোটিফায়েড এরিয়ায় মোট ১১টি অনাথ আশ্রম আছে।

২। কেন্দ্রগুলিতে আবাসিকের সংখ্যা মোট ৩১০ জন। আশ্রম ভিত্তিক ও নোটিফায়েড এরিয়া ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ :

নোটিফায়েড এরিয়ার অথরিটির নাম	অনাথ শিশু নিবাসের সংখ্যা	আবাসিকের সংখ্যা
১। ধর্মনগর	১	১৮ জন।
২। কৈলাসহর	২	২০ জন।
৩। কমলপুর	২	১৩ জন।
৪। খোয়াই	১	৩৩ জন।
৫। তেলিয়ামূড়া	১	৫০ জন।
৬। বিলোনীয়া	১	৪২ জন।
৭। উদয়পুর	১	৩৬ জন।
৮। অমরপুর	১	৫০ জন।
৯। সাব্রুম	১	৪৮ জন।
	১১	৩১০ জন।

৩। আবাসিকদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার রাজ্য সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর এবং নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি একত্রে বহন করে থাকে। বর্তমানে আবাসিকদের মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ৩০০ টাকা।

৪। ১৯৯৩-৯৪ আর্থিক বছরে অর্থের অপ্রতুলতার দরুন সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক নিয়মিত অর্থ প্রদান করা সম্ভব হয় নাই।

"ANNEXURE—B"

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 2.

Name of Member :— Sri Samir Deb Sarkar,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Depertment be please to state—

প্রশ্ন

১। রাজ্যে SREP, JRY, EAS এবং ইন্দিরা আবাসন যোজনায় ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বৎসরে মোট কতটি পরিবারকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাবে)।

২। ১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে মোট কতটি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে ?

Name of the Minister :— Sri Baidyanath Majumder.

উত্তর

১) নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হইল :—

জেলা	ব্লকের নাম	গৃহনির্মাণ
পশ্চিম ত্রিপুরা	১। বিশালগড়	৮০টি
	২। মোহনপুর	৩০টি
	৩। মেলাঘর	৫৫টি
	৪। জিরানীয়া	৫২টি

	২	৩
	৫। তেলিয়ামুড়া	৪৭টি
	৬। খোয়াই	৩৫টি
	৭। অম্পুইনগর	২১টি
		মোট ৩২০টি
দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। সাতচাঁদ	১৬টি
	২। রাজনগর	১৬টি
	৩। ভদ্রনগর	৭৬টি
	৪। বগাফা	৭১টি
	৫। অমরপুর	৫০টি
	৬। মাতাবাড়ী	৫৫টি
		মোট ২৮৪টি
উত্তর ত্রিপুরা	১। কাঞ্চনপুর	২৭টি
	২। পানীসাগর	৮৪টি
	৩। কুমারঘাট	৪৩টি
	৪। ছামনু	৩১টি
	৫। কমলপুর	১৫৩টি
		মোট ৩৩৮টি

১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বৎসরে রাজ্যে, এস. আর. ই. পি জে, আর ওয়াই এবং ই. এ; এস প্রকল্পে সর্বমোট ৯৪২ পরিবারকে গৃহনির্মাণ করে দেওয়া হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর নিম্নে দেওয়া হ'ল :—

১৯৯৪-৯৫ ইং অর্থ বৎসরে ইন্দিরা আবাসন যোজনায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ২৬২টি দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২৪৭টি এবং উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২১৮টি সর্বমোট ৭২৭টি পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার পরিকল্পনা আছে।

ADMITTED UNSTARRED QUESTION No. 3

NAME OF MEMBER :— SRI SAMIR DEB SARKAR

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

প্রশ্ন

১) ১৯৯৩-৯৪ইং অর্থ বৎসরে SREP, JRY. EAS এবং ইন্দিরা আবাসন যোজনা ইত্যাদি প্রকল্পে মোট কত শ্রম দিবসের সৃষ্টি করা হয়েছে (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)।

২) উপরোক্ত প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সারা রাজ্যে কি পরিমাণ ও কি কি সম্পদ তৈরী হয়েছে ব্লক ভিত্তিক হিসাব।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

Name of the Minister :— Sri Baidyanath Majumder.

উত্তর

১নং প্রশ্নের উত্তর নিচে দেওয়া হল :—

ব্লক ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে শ্রমদিবসের বিবরণ:—

ব্লকের নাম	এন. আর. ই. পি.	জে, আর ওয়াই ইন্দিরা আবাসন সহ	ই, এ, এস
ক) পশ্চিম ত্রিপুরা			
১। বিশালগড়	১,৩৬,৩৮০	১,৮৭,৩০৬	১,০৭,৫৬১
২। মোহনপুর	[illegible]	১,৯৯,৫১৮	১৭,৪৫৩
৩। মেলাঘর	১,০১,৬৭১	১,৪১,৯৪৯	৯৩৫৪৪
৪। জিরানীয়া	১,০২,৭৮২	১,৭৭৩০৮	২২,৭২০
৫। তেলিয়ামুড়া	৩৮ ৮৯১	১,৩৭,২১৪	১,১২,১০৮
৬। খোয়াই	৭৬,৯৭৪	১,০৪,৮৫৫	৬,৫০০
৭। জম্পুইজলা	৫১,৮৫২	৮৬,৩৭৭	৯২,৭৬৫
	মোট: ৬,৬২,৯১৩	৯,৩১,৫৩৫	৪,৫২,৪৫১
খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা			
১) সাতচাঁন্দ	৮৫,৮১৯	৮৬,৪৪৪	১,১০,৩৭৫
২) মাতাবাড়ী	১,৫৬,১৩৩	১,৮২,৬৩০	১,০৫,৯৩৫
৩) অমরপুর	১,০৬,৭২২	১,৬১,৪১৪	৩৪,৫১৯
৪) ডম্বুরনগর	৭০,৫৯১	৭৬,৩৫৮	৮০,৯৬০
৫) বগাফা	১,০৪,৯৫০	১,৫৩,২৭৫	৭৪,০৪১
৬) রাজনগর	৭৭,২৩০	৭৬,৯১৫	১,২৪,৮৪১
মোট :—	৬,০১,৪৫১	৭,৩৭,০৩৬	৫৩০,৬৭১
গ) উত্তর ত্রিপুরা			
১) কাঞ্চনপুর	১,২৬,২০০	১,১৫,০০০	১,২০,৬০০
২) ছামনু	১,৩৩,১০০	১,৫৫,৬০০	১,৪৯,১০০
৩) কুমারঘাট	১,২০,২০০	১ ৩৭,২০০	১,৩১,২০০
৪) পানিসাগর	১,০৬,০০০	১,৩৫,৬০০	৯০,০০০
৫) কমলপুর	১,৩০,৫০০	১ ২৬,৯ ০	১,২৩.৩০০
মোট : -	৬,১৬,০০০	৬, ০,৩০০	৬,১১,২০০

সমগ্র ত্রিপুরাতে এন, আর, ই, পি, প্রকল্পে শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে মোট ১৮ লক্ষ ৮০ হাজার ৩ শত ৬৭ দিন। ইন্দিরা আবাসন সহ জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে মোট ২৩ লক্ষ ৩৮ হাজার ৮ শত ৩১ শ্রমদিবস এবং ই, এ, এস প্রকল্পে মোট ১৫ লক্ষ ৯৭ হাজার ৩ শত ২২ দিন। মোট ৪টি প্রকল্পে সর্বমোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৫৮ লক্ষ ১৬ হাজার ৪ শত ৫৭ দিন।

২নং প্রশ্নের উত্তর :—

এস, আর, ই, পি, জে. আর ওয়াই এবং ই, এ, এস প্রকল্পগুলির মাধ্যমে সারা রাজ্যে সম্পদ সৃষ্টির বিবরণ এইরূপ :—

এস, আর, ই, পি

ক) পশ্চিম ত্রিপুরা

ব্লকের নাম		সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
১। বিশালগড়	১।	মাইনরওয়ার্ক	১১ হেক্টর
	২।	বাঁধ নির্মাণ	৫২ ,,
	৩।	রাস্তা তৈরী	২৪ কিমি
	৪।	রাস্তা সংস্কার	৩২৯ ,,
	৫।	খালখনন	২১ ,,
	৬।	জমি উন্নয়ন	২৬ হেক্টর
	৭।	পুকুর খনন	২৯ টি
	৮।	খেলার মাঠ সংস্কার	৩ হেক্টর
	৯।	বালোয়াড়ী বিদ্যালয়	১টি
	১০।	কাঁচাকূপ ও পাকা কূপ সংস্কার	৮৮৮টি
২। মোহনপুর	১।	ঐ	৮ হেক্টর
	২।	ঐ	৩৮ ,,
	৩।	ঐ	১৮ কিমি
	৪।	ঐ	২৪৩ ,
	৫।	ঐ	১৫ ,,
	৬।	ঐ	১৯ হেক্টর
	৭।	ঐ	২২ টি
	৮।	ঐ	৩ হেক্টর
	৯।	ঐ	—
	১০।	ঐ	৬৫৬ টি
৩। মেলাঘর	১।	মাইনর ওয়ার্ক	৭ হেক্টর
	২।	বাঁধ নির্মাণ	৩৪ "
	৩।	রাস্তা তৈরী	১৫ কিমি
	৪।	রাস্তা সংস্কার	২১৪ "
	৫।	খাল খনন	১৪ "
	৬।	জমি উন্নয়ন	১৭ হেক্টর

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Qustions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি		পরিমাণ
	৭। পুকুর খনন		১৯টি
	৮। খেলার মাঠ সংস্কার		৩ হেক্টর
	৯। বালোয়াড়ি বিদ্যালয়		—
	১০। কাঁচা কূপ ও পাকা কূপ সংস্কার		৫৮০টি
৪। জিরানীয়া	১। ঐ	ঐ	
	২। ঐ	ঐ	
	৩। ঐ	ঐ	
	৪। ঐ	ঐ	
	৫। ঐ	ঐ	
	৬। ঐ	ঐ	
	৭। ঐ	ঐ	
	৮। ঐ	ঐ	
	৯। ঐ	ঐ	
	১০। ঐ	ঐ	
৫। তেলিয়ামুড়া	১। মাইনর ওয়ার্ক		৭ হেক্টর
	২। বাঁধ নির্মাণ		৩১ "
	৩। রাস্তা তৈরী		১৪ কিমি
	৪। রাস্তা সংস্কার		২০০ "
	৫। খালখনন		১৩ "
	৬। জমি উন্নয়ন		১৬ হেক্টর
	৭। পুকুর খনন		১৮টি
	৮। খেলার মাঠ সংস্কার		৩ হেক্টর
	৯। বালোয়াড়ি বিদ্যালয়		—
	১০। কাঁচা কূপ ও পাকা কূপ সংস্কার		৫৪০টি
৬। খোয়াই	১। ঐ		৫ হেক্ট
	২। ঐ		২২ "
	৩। ঐ		১০ কি মি
	৪। ঐ		১৪৩ "
	৫। ঐ		৯
	৬। ঐ		১১ হেক্টর
	৭। ঐ		১২টি

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
	৮। ঐ	৩ হেক্টর
	৯। ঐ	—
	১০। ঐ	৩৮৬টি
৭। জম্পুইজলা	১। মাইনর ওয়ার্ক	৩ হেক্টর
	২। বাঁধ নির্মাণ	১৪ "
	৩। রাস্তা তৈরী	৭ কি মি
	৪। রাস্তা সংস্কার	৮৭ "
	৫। খাল খনন	৪.৫ "
	৬। জমি উন্নয়ন	৬.৬৫ হেক্টর
	৭। পুকুর খনন	৯টি
	৮। খেলার মাঠ সংস্কার	২টি
	৯। বালোয়াড়ি বিদ্যালয়	—
	১০। কাঁচা কুপ ও পাকা কুপ সংস্কার	২৩৪টি

খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
১। অমরপুর	১। রাস্তা উন্নয়ন	২৯০ কি মি
	২। রাস্তা তৈরী	১৫ ,,
	৩। জমি সমতল করণ	৯ হেক্টর
	৪। খাল খনন	৮ কি মি
	৫। মাটির ঘর নির্মাণ	৯টি
	৬। সাঁকো তৈরী	৫টি
২। বগাফা	১। রাস্তা তৈরী	১৬ কিমি
	২। রাস্তা সংস্কার	১৬০ ,,
	৩। খাল খনন	৩৪ ,,
	৪। জমি সমতল করণ	৩১টি
	৫। পুকুর সংস্কার	২টি
	৬। কাঁচা কুপ খনন	৫৪৫টি
	৭। ফুট ব্রীজ	২টি
	৮। বাসগৃহ নির্মাণ	১৬টি
	৯। বালি সরানো	১০ হেক্টর
৩। ভদ্রনগর	১। লেচ বাঁধ	১ হেক্টর
	২। রাস্তা উন্নয়ন	৫১৩ কিমি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমান
	৩। মৎস্য বাঁধ তৈরী	১৩ একর
	৪। জে, বি স্কুল কমিউনিটি হলের সংস্কার	২টি
	৫। সাঁকো তৈরী	২৩টি
	৬। কাঁচা কূপ সংস্কার	২৩৫টি
	৭। জমি সমতলকরণ	২ একর
	৮। কাঁচা পায়খানা সংস্কার	২টি
	৯। রাস্তায় ইট বসানো	১৫০ মিটার
	১০। স্কুল গৃহ সংস্কার	১টি
	১১। মার্কেট মেরামত	২৫টি
	১২। বাউণ্ডারী ওয়াল মেরামত	২০০ মিটার
	১৩। বাসগৃহ নির্মাণ	১৪টি
	১৪। জঙ্গল কাটা	১৬টি
	১৫। বেরাক মেরামত	৩টি
৪। মাতাবাড়ী	১। পাট ভিজানো পুকুর	০৬০ হেক্টর
	২। বালি সরানো	১৮ হেক্টর
	৩। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৫ কিমি
	৪। রাস্তা তৈরী	৬
	৫। রাস্তা মেরামত	২২০ ,,
	৬। পুকুর/ জলাশয় খনন	১০টি
	৭। নালা মেরামত	৬.৫০ কিমি
	৮। বাসগৃহ সংস্কার	২টি
	৯। বাউণ্ডারী বেড়া	১৯০ মিটার
	১০। বাঁশের সাঁকো	৩৮টি
	১১। পাকাকূপ সংস্কার	২৯টি
	১২। কাঁচা কূপ	২৭১ টি
৫। রাজনগর	১। বালিসরানো	৩টি
	২। রাস্তা উন্নয়ন	২৬৮টি
	৩। খাল পুনঃ খনন	৪০ টি
	৪। বিদ্যালয়ের মাঠ সমতল করণ	১৯টি
	৫। পুকুর পুন: খনন	৪টি
	৬। জঙ্গল কাটা	১০টি

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
৬। সাতচান্দ	১। বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ	১ হেক্টর
	২। রাস্তা তৈরী	৫৭ কিমি
	৩। খাল খনন	২৬ ,,
	৪। কাঁচা কূপ খনন	২৮০টি
	৫। স্কুল মাঠ সমতলকরণ	৮টি
	৬। পঞ্চায়েৎ মাঠ সমতলকরণ	৪টি
	৭। গৃহ স্থানের উন্নতি করণ	২টি
	৮। বালী সরানো	১০.৩ একর
	৯। বাসগৃহ সংস্কার	৬৮টি
	১০। বাজার স্থান উন্নতিকরণ	১টি
গ) উত্তর ত্রিপুরা		
১। কাঞ্চনপুর	১। নূতন রাস্তা তৈরী	৪.৫ কিমি
	২। পুরান রাস্তা মেরামত	৫৬৯ কিমি
	৩। খেলার মাঠ	১৬টি
	৪। কাঁচা কূপ	১৮২টি
	৫। জলাশয় খনন	৪৬টি
	৬। পাকাকূপ মেরামত	৫৪টি
	৭। পঞ্চায়েত ঘর নির্মাণ	১টি
	৮। নালা খনন	১২ কিমি
	৯। বাঁশের পুল	২৪ টি
২। পানিসাগর	১। নতুন রাস্তা তৈরী	৬১ কিমি
	২। পুরাতন রাস্তা মেরামত	২৯৯ ,,
	৩। নালা খনন	২২ ,,
	৪। বাঁশের পুল	১৪৫টি
	৫। ছনের ঘর নির্মান	৫৩ ,,
	৬। বাঁধ নির্মাণ	২ ,,
	৭। খেলার মাঠ	১ ,,
	৮। জুম চাষ	৫.৫ হেক্টর
	৯। জলাশয়	১টি
৩। কুমারঘাট	১। পুরাতন রাস্তা মেরামত	৫৭২ কিমি
	২। ছনের ঘর নির্মাণ	১৩টি
	৩। বাঁশের পুল	৯৪টি
	৪। কাঁচা কূপ	৪৩০ টি
	৫। পাকা কূপ মেরামত	৪৪টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
৪। ছামনু	১। জলাশয়	১০টি
	২। বাধ নির্মাণ	২টি
	৩। নালাখনন	২২ কিমি
	৪। পুরাতন রাস্তা মেরামত	২৭৬ কিমি
	৫। বালোয়াড়ী স্কুল	১টি
	৬। বাশের পুল	৪টি
	৭। কাচা কুপ	১টি
	৮। ছনের ঘর নির্মাণ	৪টি
ক[illegible]পুর	১। রাস্তা মেরামত	৬৮ কিমি
	২। জলাশয় খনন	৮টি
	৩। ফিসারী বাঁধ	২টি
	৪। ছনের ঘর	১২৩টি
	৫। বাঁশের পুল	১৮টি
	৬। কাঁচা কুপ	৬৫৫টি
	৭। জুম চাষ	২ হেক্টর

(এস, আর, ই, পি সম্পদ সমাপ্ত)

WEST TRIPURA — **JRY (Including IAY)**

ব্লকের নাম	জমিতে নালা খনন	গ্রামীণ পুকুর খনন	বন্যা বাঁধ	জমি পুনরুদ্ধার	জমির উন্নতি	অন্যান্য কাজ	পানীয় জলের সূত্র	গ্রামীণ রাস্তা	স্কুল ঘর	ঘর নির্মাণ	পঞ্চায়েত ঘর	অঙ্গনাদী কেন্দ্র
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩
বিশালগড়,	৩ কিঃমিঃ	৩৭ টি	১০ হেঃ	৩৫ হেঃ	১ হেঃ	২ হেঃ	৩৬৯ টি	৮২কিঃমি	২ টি	—	৩ টি	৭ টি
মোহনপুর,	২ "	২৭"	৭ "	২৬ "	১ "	১ "	১০০"	৬১ "	১"	—	১ "	৫ "
মেলাঘর,	২ "	২৪"	৬ "	২৩ "	১ "	১ "	১০০"	৫৪ "	—	—	৩ "	৪"
জিরানীয়া.	২ "	২৪"	৬ "	২৩ "	১ "	১ "	১০৫"	৫৪ "	১"	—	১ "	৪ "
তেলিয়ামূড়া.	১ "	২৩ "	৬ "	২১ "	১ "	১ "	৭৫"	৫০ "	১ "	৮২টি	১ "	৪ "
খোয়াই.	১ "	১৬"	৫ "	১০ "	১ "	১ "	৫০"	৩৬ "	—	—	১ "	৩ "
জম্পুইজলা.	১ "	১০"	২.৫"	৯.৫"	১ "	১ "	২৫"	২১ "	—	—	—	২ "
মোট—	১২ "	১৬১"	৪২.৫"	১৫২.৫"	৭ "	৮ "	৮১৯"	৩৫৮"	৫ "	৮২"	১০ "	২৯ "

WEST TRIPURA JRY (Including IAY)

ব্লকের নাম	যাত্রী নিবাস	পাকা নালা	পুল	অঙ্গন[illegible]	IAY ঘর	সেচ পুকুর	বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	সেচ নালা	গ্রামীণ বনায়ন	বনোন্নয়ন খামার
	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০	২১	২২	২৩
বিশালগড়,	৫ টি	১ টি	১০ টি	২২ টি	৮০ টি	৬৯ টি	৪০ টি	১৩ কিঃমিঃ	৪৩ হেঃ	৪৬ হেঃ
মোহনপুর,	৩ ”	—	৮ ”	১৬ ”	৩০ ”	৫১ ”	২৯ ”	১০ ”	৩২ ”	৩৮ ”
মেলাঘর,	৩ ”	—	৭ ”	১৫ ”	৫৫ ”	৪৫ ”	২৬ ”	৮ ”	২৮ ”	৩০ ”
জিরানীয়া,	২ ”	—	৭ ”	১৫ ”	৫২ ”	৭৫ ”	২৬ ”	৮ ”	২৮ ”	৩০ ”
তেলিয়ামুড়া,	২ ”	—	৬ ”	১৪ ”	৪৭ ”	৪২ ”	২৪ ”	৮ ”	২৬ ”	২৮ ”
খোয়াই,	১ ”	১ টি	৫ ”	১০ ”	১২	৩০ ”	১৭ ”	৫ ”	১৯ ”	২০ ”
জম্পুইজলা,	২ ”	—	৩ ”	৫ ”	[illegible] ”	২১ ”	১১ ”	৭ ”	১২ ”	১২ ”
মোট—	১৮ ”	২ ”	৭৫ ”	[illegible] ”	[illegible] ”	[illegible] ”	১৭৩ ”	৫৬ ”	১৮৮ ”	২০০ ”

ব্লকের নাম	স্কিম প্রকল্প	পরিমাণ
অমরপুর		
	১। জমিতে নালা খনন	১২টি
	২। গ্রামীণ পুকুর খনন	৩৫টি
	৩। জমি উন্নতি করণ	১৫টি
	৪। গ্রামীণ রাস্তা	৪৪টি
	৫। স্কুল ঘর	৮টি
	৬। গৃহ নির্মাণ	১টি
	৭। মহিলা মণ্ডল	১টি
	৮। প্রস্রাবাগার	১২টি
	৯। গৃহ নির্মাণ	২৬টি (IAY)
	১০। কূপ নির্মাণ	১০৮টি
	১১। গাছ লাগানো	৯,৫০১টি
	১২। পঞ্চায়েত ভূমি বনায়ন	১৮টি
	১৩। চারা গাছের খামার	১৫৩ ([illegible] সেক্টর)
	১৪। রাস্তায় ইট বসানো	[illegible] ”
	১৫। কাল ভার্ট	[illegible] ”
	১৬। মাটি সমতল করণ	[illegible] ”
	১৭। জমি সমতল করণ	[illegible] ”

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
২। বগাঙ্কা		
	১। সেচ কূপ	৭০টি
	২। সেচ পুকুর	১১২টি
	৩। জমিতে নালা	৫৩ কিমিঃ
	৪। জমি পুনরুদ্ধার	৫৮ হেক্টর
	৫। গৃহ নির্মাণ	২৯টি
	৬। গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত	২৩টি (IAY)
	৭। বনভূমিতে বৃক্ষ রোপণ	১৬ একর
	৮। গ্রামীণ পুকুর	২৪টি
	৯। জমি সমতল করণ	৬ হেক্টর
	১০। গ্রামীণ রাস্তা	৬০ কিমিঃ
	১১। স্কুল ঘর	১টি
	১২। নাইট গার্ড শেড	২টি
	১৩। বাজার ঘর	৬টি
	১৪। যাত্রী নিবাস	৩টি

৩। রাজনগর	১। জমির নালা	৩৪ কিমিঃ
	২। গ্রামীণ পুকুর	১০২ টি
	৩। স্কুল ঘর	২০টি
	৪। মাদ্রাসা স্কুল	২টি
	৫। গৃহ নির্মাণ	৩২টি (IAY)
	৬। গ্রামীণ রাস্তা	৭ কিমিঃ
	৭। মাটির ঘর নির্মাণ	১১টি
	৮। পঞ্চায়েত গৃহ	২টি
	৯। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	২০টি
	১০। কালভার্ট	১৭টি
	১১। পাকাকুঠা	৭৯টি
	১২। সাঁকো	১৫টি
	১৩। মৌসমের বাঁধ	৩টি
	১৪। যাত্রী নিবাস	৫টি
	১৫। গাছ লাগানো	৩৬,০০০টি

ব্লকের নাম	সম্পন্ন স্কীম	পরিমাণ
৪। সাতটাঁদা	১। সেচ কূয়া	১০টি
	২। পানীয় জলের সূত্র	৫৫টি
	৩। গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত	৩২টি (IAY)
	৪। সেচ পুকুর	১০টি
	৫। জমিতে নালা	১২ কিমিঃ
	৬। বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ	৬৫·৩ হেক্টর
	৭। গ্রামীণ রাস্তা	২০ কিমিঃ
	৮। বাসোপযোগী স্থানের উন্নতিকরণ	১৬টি
	৯। পঞ্চায়েত ঘর	৫টি
	১০ বালোয়াড়ী কেন্দ্র	৭৩টি
	১১। প্রস্রাবাগার	২১টি
	১২। কালভার্ট	৪টি
	১৩। SPT ব্রীজ	২টি
৫। মাতাবাড়ী	১। বন্যা নিয়ন্ত্রণ কাজ	১টি
	২। জমি সমতল করন	৫টি
	৩। পাকা ড্রেন সংস্কার	১৭টি
	৪। পাকা নালা	৬০মিটার
	৫। চতুর্দিকের বেড়া	৫০ মিটার
	৬। পাকা চতুর্দিকের দালান	১টি
	৭। গ্রামীণ রাস্তা	৬৯৫ কিমিঃ
	৮। স্কুল ঘর	১০টি
	৯। ইট বসানো রাস্তা	৬৫ মিটার
	১০। গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত	১৬টি (IAY)
	১১। পঞ্চায়েত ঘর	৪টি
	১২। দালান নির্মাণ	৪টি
	১৩। প্রস্রাবাগার	২৪টি
	১৪। বাঁশের বেড়া	২টি
	১৫। পুলের সংস্কার	৩টি
	১৬। কালভার্ট	৩টি
	১৭। কমিউনিটি হল	১টি
	১৮। বেকার যুবকদের জন্য দোকান	৩টি
	১৯। স্পান পাইপ নির্মাণ	১৪টি
	২০। SPT ব্রীজ	২টি
	২১। বারান্দা নির্মাণ	১টি
	২২। রিক্সা ষ্টেণ্ড	১টি
	২৩। শিক্ষকের ঘর	১টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
৬। জম্বুরনগর	১। গ্রামীণ পুকুর	৭টি
	২। জমি সমতলকরণ	১৯ একর
	৩। গৃহ সংস্কার	৫টি
	৪। গৃহ নির্মাণ	৪০টি
	৫। মাটির ঘর নির্মাণ	৩টি
	৬। গৃহ নির্মাণ সমাপ্ত	৩৪টি (IAY)
	৭। বনভূমি বনায়ন	৮ হেক্টর
	৮। সাঁকো	১৪টি
	৯। SPT ব্রীজ সংস্কার	১টি
	১০। বেড়া নির্মাণ	১০০মিটার
	১১। জঙ্গল কাটা	১০০০টি
	১২। কূপ খনন সমাপ্ত	৭২টি
	১৩। গ্রামীণ রাস্তা	৮.৫ কিমিঃ
	১৪। পঞ্চায়েত ঘর	৪টি
	১৫। বারান্দা নির্মাণ	৪টি
	১৬। স্কুল মাঠ উন্নয়ন	২ একর
	১৭। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	৭টি
	১৮। গৃহ সংস্কার	৩০টি
	১৯। ফলের বাগানের আগাছা	৪২ একর
	২০। ইট নির্মিত রাস্তা	৮৫ মিটার
	২১। বনভূমি বনায়ন	৮ হেক্টর

North Tripura

JRY (including IAY)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
১। কাঞ্চনপুর	১) প্রাইমারী স্কুল	২০টি
	২) পাকাকূপ মেরামত	৮১টি
	৩) কলাগাছ	৫ হেক্টর
	৪) জলাশয়	১০টি
	৫) বাঁশের পুল	৩৫টি
	৬) ছনের ঘর	২৭টি
	৭) খেলার মাঠ	৫টি
	৮) ঘর নির্মাণ	২৭টি

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
২। পানীসাগর	১) কাঁচা কুপ	১৭৩টি
	২) পাকা কুপ মেরামত	১৭৫টি
	৩) প্রস্রাবাগার	৪টি
	৪) জলাশয়	২টি
	৫) কালভার্ট	৪টি
	৬) ঘর নির্মাণ	৩১টি
৩। কুমারঘাট	১) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১৬টি
	২) জলাশয়	১টি
	৩) কমিউনিটি হল	২টি
	৪) নালা খনন	½ কিমিঃ
	৫) ঘর নির্মাণ	৩০টি
৪। ছাওমনু	১) জলাশয়	১৪৬টি
	২) স্কুল ঘর	৬টি
	৩) পঞ্চায়েত ঘর	৪টি
	৪) অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র	১৫টি
	৫) কাঁচাকুপ	১০১টি
	৬) জমি উন্নতকরণ	৩৫ হেক্টর
	৭) নালা খনন	২২ কিমিঃ
	৮) ঘর নির্মাণ	২৭টি
৫। কমলপুর	১) নালা খনন	৬ কিমিঃ
	২) বাঁধ নির্মাণ	২টি
	৩) জলাশয়	১টি
	৪) জমি উন্নতকরণ	১ হেক্টর
	৫) সেলুন ঘর	১টি
	৬) স্কুল ঘর	৮টি
	৭) প্রস্রাবাগার	২টি
	৮) যাত্রী নিবাস	১টি
	৯) ইটের রাস্তা	৫ কিমিঃ
	১০) কালভার্ট	১টি
	১১) ঘর নির্মাণ	৩০টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	(ই. এ. এস. সম্পদ)	পরিমাণ
ক) পশ্চিম ত্রিপুরা			
১) বিশালগড়	১। মাইনর ইরিগেশন কাজ		১৭৭টি
	২। রাস্তা নির্মাণ		১২টি
	৩। প্রাইমারী স্কুল		৫ টি
	৪। অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্র		
	৫। সামাজিক বনোন্নয়		৩০ হেক্টর
২) মোহনপুর	১। ঐ		১২টি
	২। ঐ		৩ ”
	৩। ঐ		৫ ”
	৪। ঐ		৭ ”
	৫। ঐ		—
৩) মেলাঘর	১। ঐ		১২৭টি
	২। ঐ		১২টি
	৩। ঐ		৫টি
	৪। ঐ		৮টি
	৫। ঐ		৩০টি
৪) জিরানীয়া	১। ঐ		১৪ টি
	২। ঐ		—
	৩। ঐ		৫ ”
	৪। ঐ		৮ ”
	৫। ঐ		—
			১২২
৫) তেলিয়ামুড়া	১। মাইনর ইরিগেশন		১২৭টি
	২। রাস্তা নির্মাণ		১২টি
	৩। প্রাইমারী স্কুল		৫টি
	৪। অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র		৮টি
	৫। সামাজিক বনোন্নয়ন		৩০টি
৬) খোয়াই	১। ঐ		১০টি
	২। ঐ		—
	৩। ঐ		৫টি
	৪। ঐ		৮টি
	৫। ঐ		—

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
৭। জম্পুইজলা	১। ঐ	১২৭টি
	২। ঐ	১২ ”
	৩। ঐ	৫ ”
	৪। ঐ	৮টি
	৫। ঐ	৩৭টি
খ) দক্ষিণ ত্রিপুরা :—		
১) অমরপুর	১। মাটী ও জলোন্নয়ন	৯টি
	২। মাইনর ইরিগেশন	১৯টি
	৩। রাস্তা উন্নয়ন	৩৪টি
	৪। প্রাইমারী স্কুল অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্র	১৭টি
২) বগাফা	১) মাটি ও জলোন্নয়ন	১৬টি
	২) মাইনর ইরিগেশন	১৫টি
	৩) রাস্তা উন্নয়ন	২২টি
	৪) প্রাইমারী স্কুল অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্র	১১টি
৩) ডুম্বুরনগর	১) ঐ	৩১টি
	২) ঐ	২টি
	৩) ঐ	২৪টি
	৪) ঐ	৪টি
৪) মাতাবাড়ী	১) ঐ	—
	২) ঐ	—
	৩) ঐ	৬৫টি
	৪) ঐ	২৬টি
৫) রাজনগর	১) ঐ	৯টি
	২) ঐ	১৪টি
	৩) ঐ	৩৮টি
	৪) ঐ	৬টি
৬) সাতচাঁদ	১) ঐ	৮৬টি
	২) ঐ	৪০টি
	৩) ঐ	৯৫টি
	৪) ঐ	২১টি

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ব্লকের নাম	সম্পদ সৃষ্টি	পরিমাণ
খ) উত্তর ত্রিপুরা :—		
১) কাঞ্চনপুর	১) বাঁধ নির্মাণ	১২৩ হেক্টর
	২) ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প	১০৩ হেক্টর
	৩) রাস্তা তৈরী	৭৪ কি মি
	৪) অঙ্গনাওয়াড়ী কেন্দ্র	২টি
	৫) জমি উন্নয়ন	২৩ হেক্টর
২) পানিসাগর	১) ঐ	১২৮ হেক্টর
	২) ঐ	১০৩ ,,
	৩) ঐ	৭৪ কি মি
	৪) ঐ	৩টি
৩) কুমারঘাট	১) ঐ	১২৫ হেক্টর
	২) ঐ	১০৩ ,,
	৩) ঐ	৫৪ কি মি
	৪) ঐ	৩টি
৫) ছাওমনু	১) ঐ	১০৯ হেক্টর
	২) ঐ	৮৮ ,,
	৩) ঐ	১৮৬ কি মি
	৪) ঐ	৫টি
৫) কমলপুর	১) ঐ	১৪০ হেক্টর
	২) ঐ	১০৭ ,,
	৩) ঐ	৫১ কি মি
	৪)	—

(ই, এ, এস সম্পদ সমাপ্ত)

Admitted Unstarred Question NO. 5.

Name of Member :— Sri Amal Mallik

প্রশ্ন : ১) ইহা কি সত্য যে, ১৯৯৪ইং-এর ৩১শে মার্চের মধ্যে খরচ করতে না পারায় যোজনা খাতে বিভিন্ন দপ্তরে বরাদ্দ করা (১৯৯৩-৯৪ অর্থ বর্ষের) অনেক টাকা অব্যায়িত রয়ে গেছে।

উত্তর : হ্যাঁ, ইহা সত্য।

প্রশ্ন : ২) সত্য হয়ে থাকলে কত টাকা ?

উত্তর : মোট ১৩০৬৯ লক্ষ টাকা।

প্রশ্ন : ৩) বিভিন্ন দপ্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদা ভাবে টাকার হিসাব (অব্যয়িত যোজনা টাকার হিসাব)।

উত্তর : যদিও রাজ্যের মোট খরচ যোজনা বরাদ্দের চেয়ে ৯১ লক্ষ ৮৮ হাজার টাকা বেশী খরচ হয়েছে, তথাপি কিছু দপ্তর বরাদ্দের পুরো অর্থ খরচ করতে পারে নি।

বিভিন্ন দপ্তর অনুযায়ী আলাদা আলাদাভাবে যোজনা বরাদ্দের অতিরিক্ত খরচ এবং অব্যয়িত টাকার হিসাব দিয়ে দেওয়া হইল।

দপ্তরের নাম	লক্ষ টাকা ১৯৯৩-৯৪ অর্থবর্ষ			
	যোজনাখাতে বরাদ্দ অর্থ	যোজনাখাতে মোট ব্যয়	অতিরিক্ত খরচ	অব্যয়িত টাকা
১) কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ সহ)	১৪২৫'০০	১৪৪৩'৪১	১৮'৪১	০'০০
২) বন	৪৬৫'০০	৪৭৪'৭৪	৯'৭৪	০'০০
৩) পশু পালন	৩৫০'০০	৩৫১'২১	১.২১	০'০০
৪) মৎস্য	২৫০'০০	২৫২'৯৪	২'৯৪	০'০০
৫) আদিম জনগোষ্ঠির প্রকল্প	১৫০'০০	১৪৯'৫২	০'০০	০'৪৮
৬) সমবায়	২০০'০০	১৯৯'২৩	০'০০	০'৭৭
৭) খাদ্য ও জনসংভরণ	১৫'০০	১৫'০০	০'০০	০'০০
৮) বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ	১৫০'০০	১৪৪'০৬	০'০০	৫'৯৪
৯) রাজস্ব	২৩২'২১	২১২'৫৯	০'০০	১৯'৬৩
১০) পঞ্চায়েত	১৫৭'০০	১৫৫'৪৫	০'০০	১'৫৫
১১) ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ	১৯৮০'০০	১৯৮০'০০	০'০০	০'০০
১২) সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি	১৬১২'০০	১৬৩৬'৪৩	২৪'৪৩	০'০০
১৩) বিদ্যুৎ	৩২০০'০০	৩২০৪ ৩৭	৪'৩৭	০'০০
১৪) শিল্প	১০২১'০০	১০১৮'৯৪	০'০০	২'০৬
১৫) পূর্ত	২২০৫'০০	২৩৩৯'০৩	১৩৪'০৩	০'০০
১৬) পরিবহণ	৩৩৯'০০	৩৩৯'০০	০'০০	০'০০
১৭) স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা, যোগাযোগ)	২০'০০	২০'০০	০'০০	০'০০
১৮) পরিকল্পনা ও সমন্বয়	২২'০০	১৮'৭৭	০'০০	৩'২৩
১৯) তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	১৭৪'৫০	১৭০'৭৪	০'০০	৩'৭৬
২০) পরিসংখ্যান	২৫'৫০	২৪৫২	০'০০	০'৯৮
২১) শিক্ষা (বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী)	২৯০০'০০	২৮৮০'৩৪	০'০০	১৯'৬৬
২২) সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা	২১৫'০০	২২১'৩০	৬'৬০	০'৩০

২৩)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৮০০'০০	৮১০'০১	১০'০১	০.০০
২৪)	স্বায়ত্ত শাসন	১২৩৬'০০	১২৫১'২৭	১৫'২৭	০'০০
২৫)	তপশীল জাতি ও পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ	৩৬০'০০	৩৬০'০০	০'০০	০'০০
২৬)	তপশীল উপজাতি কল্যাণ	৮৭০'০০	৮৫১'২৫	০'০০	১৮৭৫
২৭)	শ্রম	৫০'০০	৫০'৫৬	০৫৬	০'০০
২৮)	আইন	২৫'০০	৫'০০	০'০০	২০'০০
২৯)	মুদ্রণ ও স্টেশনারি	২১'৩৪	২১'৩৪	০'০০	০'০০
৩০)	গ্রাম উন্নয়ণ	১৮৫০'৭৬	১৮১৬'৮৮	০'০০	৩৩'৮৮
	মোট—	২২৩২১'৩৭	২২৪১৮'২০	২২৭'৫৭	১৩০'৬৯

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No-6

Name of Member :— Sri Amal Mallik

প্রশ্ন :— ১) গত ১.১.১৯৯৪-ইং হইতে ৩১.৩.১৯৯৪-ইং পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে পরিকল্পনাখাতে কত টাকা খরচ করা হয়েছে ?

— গত ১.১.১৯৯৪-ইং হইতে ৩১.৩.১৯৯৪-ইং পর্যন্ত বিভিন্ন দপ্তরে পরিকল্পনাখাতে মোট ১০৪০০.৩৭ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।

প্রশ্ন :— ২) তার দপ্তরওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব ?

উত্তর :— দপ্তরওয়ারী আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

	দপ্তরের নাম	পরিকল্পনাখাতে খরচের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১।	কৃষি (উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণসহ)	৫৬৩.৩০
২।	বন	১৬৯.৫৬
৩।	পশুপালন	১১৮.১২
৪।	মৎস্য	৭৭'৭৩
৫।	আদিম জনগোষ্ঠীর প্রকল্প	৯০.১২
৬।	সমবায়	১৩৭.৪৯
৭।	খাদ্য ও জনসংভরণ	৮'৭৩
৮।	গ্রাম উন্নয়ন	৭৮১.৭৭
৯।	বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ	১১০.৩২
১০।	রাজস্ব	৯৩.৭৪

	দপ্তরের নাম	পরিকল্পনা খাতে খরচের পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
১১।	পঞ্চায়েত	২৬.৫৩
১২।	ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ	১৪২৭.৮৫
১৩।	সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য কারিগরি	২৯১.৯৮
১৪।	বিদ্যুৎ	১২৬১.৩৭
১৫।	পূর্ত	১২২৫.৪২
১৬।	শিল্প	৫১১.৯৬
১৭।	পরিবহণ	৭১.৩৬
১৮।	স্বরাষ্ট্র (আরক্ষা যোগাযোগ)	২০.০০
১৯।	পরিকল্পনা ও সমন্বয়	৬.৮৪
২০।	তথ্য, সংস্কৃতি ও পর্যটন	৩৭.৫১
২১।	পরিসংখ্যান	৮.০৫
২২।	শিক্ষা (বিদ্যালয় শিক্ষা, উচ্চতর শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুব কর্মসূচী)	১০১১.১৮
২৩।	সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা	৭৯.৬৪
২৪।	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ	৪০১.৭১
২৫।	স্বায়ত্ত শাসন	১০১২.০২
২৬।	তপশীল জাতি ও পশ্চাদপদ জাতি কল্যাণ	২৫২.৯২
২৭।	তপশীল উপজাতি কল্যাণ	৬৭৩.৪৩
২৮।	শ্রম	১৭.৩৫
২৯।	আইন	৪.১৫
৩০।	মুদ্রণ ও স্টেশনারি	১.৯২
	মোট	১০৪০০.৩৭

ADMITTED UN-STARRED QUESTION No. 13

Name of Member :—Sri Amal Mallik,

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state—

১) ১৯৯৪-ইং এর মার্চ মাসে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে এস, আর, ই, পি ও জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, এবং

২) ব্লক ভিত্তিক তার আলাদা আলাদা হিসাব।

উত্তর

১ নং ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর :—

১৯৯৪ইং এর মার্চ মাসে এস, আর, ই, পি ও জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি ব্লকে যে টাকা দেওয়া হয়েছে, তার ব্লক ভিত্তিক আলাদা আলাদা হিসাব নিম্নরূপ :—

পশ্চিম ত্রিপুরা:—

ব্লকের নাম	এস. আর, ই, পি	জে, আর, ওয়াই
১। বিশালগড়	—	১৫,৮৪,০০০ টাকা।
২। মোহনপুর	—	১১,৭৭,০০০ ”
৩। জিরানীয়া	—	৯,৮২,০০০
৪। তেলিয়ামুড়া	—	১০,৮৩,০০০ ”
৫। খোয়াই	—	১০,২৫,০০০ ”
৬। মেলাঘর	—	৭,১৬,০০০ ”
৭। জম্পুইজলা	—	৪,৪৬,০০০ ”
মোট :—	—	৭০,১৩,০০০ টাকা

দক্ষিণ ত্রিপুরা :—

১। মাতাবাড়ী	৫০,০০০	২৩,০০,০০০ টাকা
২। অমরপুর	৭৩,৪০০	১৬,০০,০০০ ”
৩। সাতচাঁন্দ	১,২২,৫০০	১২,০০,০০০ ”
৪। ডম্বুরনগর	১,৪০,০০০	১৩,০০,০০০ ”
৫। বগাফা	৫০,০০০	১৫,০০,০০০ ”
৬। রাজনগর	৯০,০০০	১০,০০,০০০ ”
মোট :—	৫,২৫,৯০০	৮৯,০০,০০০ টাকা

উত্তর ত্রিপুরা :—

১। কাঞ্চনপুর	—	৮,৭১,৮০০ টাকা
২। পানীসাগর	—	৮,৭১,৮০০ ”
৩। কুমারঘাট	—	৮,৭১,৮০০ ”
৪। সালেমা	—	৮,৭১,৮০০ ”
৫। ছামনু	—	৮,৭১,৮০০ ”
মোট :—	—	৪৩,৫৯,০০০ টাকা

১৯৯৪ইং সালের মার্চ মাসে জে, আর, ওয়াই প্রকল্পে মোট ২ কোটি ২ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা এবং এস, আর, ই, পিতে ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ৯ শত টাকা বিভিন্ন ব্লকে বণ্টন করা হয়েছে।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—20

Name of Member :—Sri Pannalal Ghosh

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Co-operative Department be pleased to State—

১নং প্রশ্ন :— ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরে সমস্ত ল্যাম্পস, প্যাক্স ও মার্কেটিং সমবায় সমিতিকে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয়েছিল কিনা ?

উত্তর :— সমস্ত ল্যাম্পস এ ১৯৯৩-৯৪ ইং অর্থ বছরে ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হইয়াছে। প্যাক্স ও মার্কেটিং সমবায় সমিতিতে কোন ম্যানেজারিয়েল সাবসিডি দেওয়া হয় নাই।

২নং প্রশ্ন :— যদি না দেওয়া হয়ে থাকে তবে কয়টা এবং কোন্ কোন্ প্যাক্স ও ল্যাম্পসকে দেওয়া হয়নি ?

উত্তর :— প্রশ্ন উঠে না।

৩নং প্রশ্ন :— প্যাক্স ল্যাম্পস ও মার্কেটিং সমিতিতে কর্মরত শ্রমিকরা ৩০-৬-৯৪ ইং পর্যন্ত বেতন ভাতা পেয়েছেন কিনা ?

উত্তর :— ৮ জন ছাড়া বাকী সবাই ৩০-৬-৯৪ ইং পর্যন্ত বেতন ভাতা পেয়েছে।

৪নং প্রশ্ন :— যদি না পেয়ে থাকেন তাহলে কোন্ বিভাগে কজন বেতন পাননি এবং সর্বোচ্চ কত মাসের বেতন বকেয়া আছে ?

উত্তর :— ৫ জন ফিল্ড সুপারভাইজর ও ৩ জন ম্যানেজার বেতন পায় নাই। এর মধ্যে ৩ জন ম্যানেজার ও ১ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ১৬ মাসের এবং ৭ জন ফিল্ড সুপারভাইজার ২ মাসের বেতন পায় নাই।

৫নং প্রশ্ন :— বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেবার জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা নিয়েছেন ?

উত্তর :— বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর। সরকারের নয়।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. :—21

Name of Member :— SRI PANNALAL GHOSH

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Co-operative Department be pleased to State:—

১নং প্রশ্ন :— ত্রিপুরায় প্যাক্স ও ল্যাম্পস ও মার্কেটিং সমিতিগুলিতে মোট কত শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন ?

উত্তর :— বর্তমানে রাজ্যে প্যাক্স, ল্যাম্পস ও মার্কেটিং সমবায় সমিতিগুলিতে ১,৪৪৪ জন শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন।

২নং প্রশ্ন :— প্যাকস, ল্যাম্পস ও মার্কেটিং সমবায় সমিতির শ্রমিক কর্মচারীদের জন্য কোন সার্ভিস রুল চালু আছে কিনা ?

উত্তর :— না

৩নং প্রশ্ন :— বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এ সংক্রান্ত কোন সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়েছিল কিনা এবং বর্তমানে সার্ভিস রুল চালু হবার সম্ভাবনা আছে কিনা ?

উত্তর :— হ্যাঁ। সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

৪নং প্রশ্ন :— বিগত জোট আমলে সমবায় সমিতিগুলি থেকে শ্রমিক কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছিল কিনা ? হয়ে থাকলে তার সংখ্যা কত ?

উত্তর :— হ্যাঁ। ১২৪ জন।

৫নং প্রশ্ন :— যদি ছাঁটাই হয়ে থাকে তবে তার মধ্যে কতজনকে পুর্নবহাল করা হয়েছে ? বাকীদের ক্ষেত্রে পুর্নবহালের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা নেবেন ?

উত্তর :— ২৬ জনকে পুর্ণবহাল করা হয়েছে। বাকীদের ক্ষেত্রে পুর্ণবহাল করার দায়িত্ব সমবায় সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 22

Name of M. L. A. :— Shri Amal Mallik,

Name of Minister :— The Minister-in-charge of Local Self Government Department,

প্রশ্ন

১। ১৯৯৩ইং এর এপ্রিল মাস হতে ১৯৯৪ইং এর জুলাই মাস পর্যন্ত রাজ্যের বিভিন্ন এন. এ. এ. গুলিতে কতজন শ্রমিক, কর্মচারী ছাঁটাই হয়েছে (তার আলাদা আলাদা হিসাব এন. এ. এ. ভিত্তিক)

২। ছাঁটাই হয়ে থাকলে কি কারণে, এবং

৩। বিলোনীয়া এন. এ. এ. কর্তৃক কোন কর্মচারী বা শ্রমিক ছাঁটাই হয়েছে কিনা, হয়ে থাকলে তার কারণ ?

উত্তর

১। ১৯৯৩ইং সনের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৯৪ ইং সনের জুলাই মাস পর্যন্ত নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলিতে মোট ১৯ জন কর্মচারী ছাঁটাই হইয়াছে। তাহার আলাদা আলাদা হিসাব নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ভিত্তিক নিম্নে দেওয়া হইল।

নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটির নাম	ছাঁটাই কর্মচারীর সংখ্যা
১। বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি	৩ জন।
২। উদয়পুর নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি	১৩ জন।
৩। তেলিয়ামুড়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি	৩ জন।

২। রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিযুক্ত করায় এবং তাহাদের আর অধিক কাজের প্রয়োজন না থাকায় নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটিগুলি উক্ত ১৯ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করিয়াছেন।

৩। হ্যাঁ, বিলোনীয়া নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি ৩ জন কর্মচারীকে ছাঁটাই করিয়াছে। উক্ত কর্মচারীদের আর অধিক কাজের প্রয়োজন না থাকায় এবং রাজ্য সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে নিযুক্ত করায় উক্ত তিন জন কর্মচারীকে নোটিফায়েড এরিয়া অথরিটি কর্তৃক ছাঁটাই করা হইয়াছে।

ADMITED UN-STARRED QUESTION NO. 29

Name of Member :— **Shri Prasanta DebBarma.**

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the T.R.P. & P.G.P. Department be pleased to State :—

১। প্রশ্ন :— গত ১৯৮৮ ইং সনে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস, জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর টি, আর, পি, সি, কর্তৃক রাজ্যের রাবার বাগানগুলির উন্নতির জন্য কি কি কাজ করা হয়েছিল এবং তাতে কতটুকু সাফল্য লাভ করেছিল ?

উ :— ১৯৮৮ ইং সনে কংগ্রেস ও টি, ইউ, জে, এস জোট সরকার শাসন ক্ষমতায় আসার পর হইতে ১৯৯২-৯৩ ইং সন পর্যন্ত জোট সরকারের আমলে টি, আর, পি, সি, লি: এ রাবার বাগানগুলির উন্নতির জন্য নিম্নলিখিত কাজ করা হয়েছিল।

(ক) ১৫৭৪.৭১ হেক্টার পরিমাণ এলাকায় নুতনভাবে রাবার চাষ সম্প্রসারণ।

(খ) ১০৫৩.০০ হেক্টার পরিমাণ এলাকায় যেখানে পুরানো বাগান ছিল তার পরিচর্যা ও রক্ষণাবেক্ষণ।

রাবার বাগান সম্প্রসারণের কাজে শতকরা ৬৩% ভাগ হারে সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

২। প্রশ্ন :— উক্ত সময়ে কমলপুর বিভাগে কতগুলি রাবার বাগান সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং কতগুলি বাগান ধ্বংস করা হয়েছিল তাহার বিবরণ।

উ:— উক্ত সময়ে কমলপুর বিভাগে সর্বমোট ১৩৯'২০ হেক্টার পরিমাণ এলাকায় রাবার বাগান সম্প্রসারণের কাজ করা হয়েছিল। তম্মধ্যে ৮৯'০০ হেক্টার এলাকায় রাবার বাগানের ধ্বংস সাধন হয়েছিল। ধ্বংস প্রাপ্ত বাগানের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

বাগান সৃষ্টির বছর	যে পরিমাণ জায়গায় বাগান করা হয়েছিল	যে পরিমাণ জায়গায় বাগান ধ্বংস হয়েছিল
১৯৮৮-৮৯ইং	৩০'০০ হেক্টার	৩০'০০ হেক্টার
১৯৮৯-৯০ইং	১০৩'৫০ "	৫৮'০০ "
১৯৯০-৯১ইং	—	— "
১৯৯১-৯২ইং	৫'৭০ "	১'০০ "
১৯৯২-৯৩ইং	—	—
মোট .—	১৩৯'২০ হেক্টার	৮৯'০০ হেক্টার

এইসব বাগান ধ্বংস হওয়ার মূল কারণ বেনিফিসিয়ারীদের পক্ষে যথেষ্ট উদ্যোগের অভাব। তাছাড়া গবাদি পশু ও আকস্মিক অগ্নিকাণ্ডের দরুণও অনেকাংশে বাগান ধ্বংস হয়েছিল।

৩। প্রশ্ন :— এই বাগানগুলি ধ্বংস ও সম্প্রসারণ করার ফলে কি পরিমাণ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল ?

উ :— ২নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখিত ১৩৯ ২০ হেক্টার এলাকায় রাবার বাগান সম্প্রসারণের জন্য অনুমানিক ৬'৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। তারমধ্যে ৮৯'০০ হেক্টার পরিমাণ এলাকায় যেখানে বাগান ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তারজন্য আনুমানিক ৪'৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছিল।

PAPERS LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO, 36

Name of Member :—Shri Makhan Lal Chakraborty,

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the

Co-operative Department be pleased to State-

১নং প্রশ্ন :— রাজ্যে মৎস্য জাতি কো-অপারেটিভের সংখ্যা কত ?

উত্তর :— রাজ্যে মোট ১:৮টি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি আছে।

২নং প্রশ্ন :— জোট সরকারের আমলে যে সমস্ত সরকারী জলাশয়গুলি ব্যক্তি মালিকানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তাহার কতটি জলাশয় বর্তমান তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার মৎস্য জাতিদের হাতে তুলে দিয়েছেন। (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ও জলাশয়ের নাম) ?

উত্তর :— লীজের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার ফলে বিগত ৩০-৬-৯২ইং তাং যে সমস্ত জলাশয় ব্যক্তি মালিকানায় দেওয়াছিল তা আবার মৎস্য দপ্তরের অধীনে নিয়ে নেওয়া হয় No F. 12(1)-Fish/Coop/91-93/P'dt 24-4-93 আদেশ মূলে। এবং মিউনিসিপলিটির ও নোটিফাইড এরিয়ার মধ্যে যে সব জলাশয় রয়েছে সেই সমস্ত জলাশয় সরকারী নিয়মনীতি অনুযায়ী ইতিমধ্যে মৎস্যজীবি সমবায় সমিতিকে লিজ দেওয়া হয়েছে। তার লিষ্ট সঙ্গে দেওয়া হল। ANNEXURE-II.

৩নং প্রশ্ন :—খোয়াই বিভাগের পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের সরকারী খাস জলাশয়টি ঐ এলাকার মৎস্য জাতিদের হাতে তুলে দেওয়ার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ?

উত্তর :— পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের সরকারী জলাশয়টি পঞ্চায়েত এর এলাকাভূক্ত হওয়ার ফলে মৎস্য জীবীদের হাতে তুলে দেওয়ার বিষয়টি সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

ANNEXURE-(II)

THE STATEMENT SHOWING THE DEPTT. GOVERNMENT WATER AREAS APPROVED FOR LEASIN OUT DURING 1994-95 /

SL NO	Name of water area	Area in hac	Annual lease rent per hac	Name of the approved leasees	REMARKS
1.	Jagannath Bari Dighi	2'25 hact	Rs. 5'000/— per hac	Agartala Matshajibi Samabaya Samity Ltd	
2.	Laxminarayan Bari Dighi	2.20 hac	—do—	—do—	
3.	Budhjang Dighi	1.04 hac	—do—	—do—	
4.	Madhyapara tank	0.25 hac	—do—	—do—	
5.	Old Melarmath Tank	0.21 hac	—do—	—do—	

6. Dhaleswar tank	0.28 hac	Rs-5000/- per hac	Agartala, Matshajibi S. S. ltd
7. Banamalipur Dhigi	1.00 hac	—do—	—do—
8. Collegetilla lake No—2	2.813 hac	—do—	—do—
9. Collegetilla lake NO. 1&2 Tank No. 2, 3, & 4	1.03 hac	—do—	—do—
10. Bikramnagar Dighi	0.96 hac	—do—	—do—
11. Joynagar Tank	0.71 hac	—do—	—do—
12. College tilla Lake	1.04 hac	—do—	—do—
13. Ramnagar Lake No. 1 (One)	1.80 hac	Rs. 5000/—	Kalikapur Matshajibi S.S. Ltd
14. Ramnagar Lake NO. 2.	0.60 hac	—do—	—do—
15. Ramnagar Lake No.4	2.00 hac	—do—	—do—
16, Ramnagar Nursery No. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, &10	0.84 hac	—do—	—do—
17. Abhoynagar Lake	0.42 hae	—do—	Kumartali Matshajibi S. S. Ltd Abhoynagar, Agartala
	18.934 hac		

Belonia Sub-Division

18. Belonia Thana	0.57 hac	—do—	Belonia Matshajibi Samabaya Samity Ltd.
19. Amlapara tank	0.25 hac	—do—	—do—
20. Tank near S. D. O.	0.[illegible]2 hac	—do—	—do—
21. Burir Tank	0.426	—do—	—do—
22. Amlapara Tank	0.126	—do—	—do—
23. Tank at Netaji Palli	0.24 Rac	—do—	—do—

Palli	0.24 hac	Rs. 5000/-	Belonia Matshajibi S.S. Ltd.
24. Banker Tank	0.34 hac	—do—	—do—
25. Hospital Tank (Near Hospital)	1.00	—do—	—do—
Supdt. of Fisheries Udaipur			
26. Jegannath Dighi	15.60 hac	Rs. 5000/-	Udaipur Samaj Kalyan M.S.S.Ltd.Udaipur.
27. Mahadeb Dighi	7.60 hac	—do—	—do--
	23,20 hac		
Supdt. of Fisheries Melaghar			
28. Sonamura Bazar	0.20 hac	—do—	Sonamura M.S.S. Ltd.
Supdt. of Fisheries Amarpur			
29. Amar Sagar Dhigi	11.00 hac	—do—	Amarpur Kudra M.S.S. Ltd.
Supdt. of Fisheries Avanga			
30. Amlapara tank	0.40 hac	—do—	Kalachari M.S.S, Ltd.
31. S.D.O. tank	0.60 hac	—do—	—do—
Kamalpur	18.00		

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 37

Name of Member :—Sri Makhanlal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Rural Development Department be pleased to state —

প্রশ্ন

১। বাস্তহীনদের গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে (আর, এম, এন, পি প্রকল্প) ১৯৯৩–৯৪ইং আর্থিক বৎসরে রাজ্যে কত সংখ্যক বাস্তহীনদের এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

২। উক্ত প্রকল্পের সাহায্যের হার ২০০০ (দুই হাজার) টাকা থেকে বাড়িয়ে ন্যূনতম ৫০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি ?

উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর জিলা ভিত্তিক হিসাব নিয়ে দেওয়া গেল :—

জেলা	বিভাগের নাম	মোট সংখ্যা
১। পশ্চিম ত্রিপুরা		৭৩০ জন
	সোনামুড়া	১০০ ,,
	খোয়াই	৪৪৫ ,,
		১২৭৫ জন

জেলা	বিভাগের নাম	মোটসংখ্যা
২। দক্ষিণ ত্রিপুরা	১। অমরপুর	২৭০জন
	২। বিলোনীয়া	৩৫৫ ,,
	৩। গণ্ডাছড়া	১০০ ,,
	৪। উদয়পুর	৩৭৫ ,,
	৫। সাব্রুম	১৯০ ,,
		১১০০জন

৩। উত্তর ত্রিপুরা		
	১। ধর্মনগর	২৭৫জন
	২। কমলপুর	২৯৫ ,,
	৩। কাঞ্চনপুর	১৪৫ ,,
	৪। কৈলাসহর	২৭৫ ,,
	৫। লংতরাইভেলী	৩১০ ,,
		১৩০০জন

সর্বমোট ৩৬৭৫জন বাস্তুহীনকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে।

২নং প্রশ্নের উত্তর

। পরেনর কোন পরিকল্পনা নাই।

PAPER'S LAID ON THE TABLE

(Questions & Answers)

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 41.

Name of Member Sri Makhan Lal Chakraborty

Will the Honble Minister in Charge of Rural Development Department be pleased to State :—

প্রশ্ন :— ১। ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে এখন পর্য্যন্ত কত সংখ্যক পরিবারকে আই-আর ডি পি ঋণ প্রদান করা হয়েছে ? (ব্লক ভিত্তিক হিসাব)

উত্তর :— ১৯৯৩-৯৪ ইং আর্থিক বৎসরে এখন পর্য্যন্ত সারা রাজ্যে মোট ১৬, ৫৩৯টি পরিবারকে আই-আর-ডি পির মাধ্যমে ঋণ প্রদান করা হয়েছে, তার মধ্যে ১৯৯৩-৯৪ইং সালে ১৬,২৯৪টি পরিবার এবং ১৯৯৪-৯৫ইং সালের আগষ্ট মাস পর্য্যন্ত ২৪৫ টি পরিবারকে ঋণ দেওয়া হয়েছে।

(ব্লক ভিত্তিক হিসাব নিম্নরূপ)

ব্লকের নাম	১৯৯৩-৯৪ইং	১৯৯৪-৯৫ইং (আগষ্ট পর্যন্ত)
কুমারঘাট	১৪৬৬	২০
ছাওমনু	৬৭২	—
পানিসাগর	৯৯৭	৩
কাঞ্চনপুর	৬২৫	৭৮
সালেমা	১৩১৪	৩
বিশালগড়	১১৯৩	৪৪
জম্পুইজলা সাব ব্লক	৮৯	—
মোহনপুর	৮৬৩	৫০
খোয়াই	৭২০	২
মেলাঘর	১০০৮	২
জিরানিয়া	৬২৪	১২
তেলিয়ামুড়া	৬৮৯	১৯
মাতাবাড়ী	১৬৮৯	৫
অমরপুর	১১৮৪	৩
ডুম্বুরনগর	১৯১	—
বগাফা	৭২৬	১
সাতচান্দ	১২৭১	৩
রাজনগর	৯৭৩	—
	মোট—১৬,২৯৪	২৪৫

২নং প্রশ্ন :— ইহা কি সত্য যে তেলিয়ামুড়া ব্লকে ত্রিপুরা ষ্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক কর্তৃক সুনির্দিষ্ট ৬২০টি কোটার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১২৮টি কেইস দেওয়া হয়েছে এবং বাকী ৪৯২টি কেইস বিভিন্ন গাঁওসভায় কোটা নির্ধারিত হয়ে বাওলায় পত্র ও লেওয়া হয় নাই ?

উত্তর :— হ্যাঁ, ইহা সত্য।

প্রশ্ন :— ৩নং। সত্য হলে তাহা পূরণ করে দেওয়ার ব্যাপারে সরকার কি বিবেচনা করছেন ?

উত্তর :— প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায় ১১টি সোসাইটি স্কীমের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত না হওয়ায় অন্যদের সাহায্য করা সম্ভব হয় নি।

ADMITTED UN-STARRED QUESTION NO. 43

Name of the M.L.A. :— Shri Makhan Lal Chakraborty.

Will the Hon'ble Minister in charge of the Revenue Department be pleased to state :—

১। রাজ্যে তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে এখন পর্যন্ত কত সংখ্যক উপজাতির জমি ristoration case-এর রায় হয়েছে এবং কত সংখ্যক case এখন চালু আছে ? (বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)

২। কেইস রায় হবার পর কত জমি উদ্ধার করে উপজাতি মালিকের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ?
(বিভাগ ভিত্তিক হিসাব)।

৩। বিগত জোট সরকারের ৫ বৎসরে উপরোক্ত কত জমি উদ্ধার করা হয়েছিল তাহার বিভাগ ভিত্তিক হিসাব ?

৪। জমি ফেরতের পর যে সমস্ত গরীব উপজাতি কৃষককে সরকার ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা পর্যন্ত সাহায্য করেন। সেই সাহায্যের হার বাড়ানোর কোন ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করিবেন কি ?

Answer

১ নং ২ নং ৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তর সংগ্রহাধীন আছে।